বৈয়াকরণ-সিদ্ধান্তকৌমুদী

সংজ্ঞা-পরিভাষাপ্রকরণম্

[মূলসূত্র, দীক্ষিতবৃত্তি, সম্পাদক কর্তৃক বঙ্গানুবাদ এবং বঙ্গভাষায় কাদম্বিনী
নামক নিজস্ব বিস্তৃত ব্যাখ্যা, তত্ত্ববোধিনী, বালমনোরমা, নাগেশভট্টকৃত
শব্দেন্দুশেখর প্রভৃতির সবিশদ আলোচনা সহ]

NEW ALIPORE COLLEGE LIBRARY
STOCK VERIFIED

ব্যাকরণাচার্য
অযোধ্যানাথ সান্যাল শাস্ত্রী
রীডার, সংস্কৃত বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৮১

১৯১.২৫/ত্রিপ
13490
24.3.83

প্রথম প্রকাশ
শ্রীপঞ্চমী ১৩৮৭
৯ ফেব্রুআরি ১৯৮১

© বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ভারত সরকার কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গ স্টেট লেভেল কমিটির
মাধ্যমে বিতরিত স্বল্পমূল্যের কাগজে মুদ্রিত

আঠার টাকা

প্রকাশক
রথীন্দ্রকুমার পালিত, পাব্লিকেশন্‌স্ অফিসার, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

মুদ্রক
শ্রীস্বপন কুমার ঘোষাল
বঙ্গবাসী লিমিটেড, ২৬ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯

[১১০০]

ভূমিকা

সংস্কৃত ভাষার আশ্চর্য সুসম্বদ্ধ ও সমৃদ্ধ রূপের উৎস হইল ইহার অভিনব ও অনন্যসাধারণ ব্যাকরণ-পদ্ধতি। পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি এই মুনি-ত্রয়ের অতুলনীয় অবদানই সংস্কৃত ভাষাকে শুধু বাঁচাইয়া রাখে নাই, ইহাকে 'পুষ্পিত, ফলিত, চন্দ্রতারকাদিবৎ প্রতিমণ্ডিত' বা অলঙ্কৃত, সুসমৃদ্ধও করিয়াছে। সংরক্ষণ ও সংবর্ধন দুই-ই এই ব্যাকরণের মুখ্য কর্ম। সেই হিসাবেই প্রাচীন কাল হইতেই ব্যাকরণের অনুশীলন বেদপাঠের পক্ষেও অপরিহার্য সর্বপ্রধান অঙ্গরূপে গণ্য হইয়াছে। বেদাঙ্গের মধ্যে তাই 'মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্' বলিয়া ইহার গৌরবময় ভূমিকা নির্দিষ্ট হইয়াছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা ব্যাকরণের অনুশীলনে তেমন মনোযোগী নই। বরং ব্যাকরণে আমাদের বিভীষিকা এবং অনেকে অনুযোগ করেন সংস্কৃতভাষা ব্যাকরণ-কণ্টকিত বলিয়াই তাহাতে প্রবেশ দুঃসাধ্য এবং সেই কারণেই নাকি সংস্কৃত জনপ্রিয় নহে। ব্যাকরণের অনুশীলন অবশ্যই অত্যন্ত পরিশ্রম ও দীর্ঘকালের একান্ত নিষ্ঠার অপেক্ষা রাখে। আমরা সচরাচর পরিশ্রম-পরাঙ্‌মুখ বলিয়া ব্যাকরণকে এড়াইয়া চলি এবং ব্যাকরণকে উল্লঙ্ঘন করিয়াই ভাষার নন্দন-কাননে প্রবেশের অপপ্রয়াস করিয়া থাকি। ফলে ভিত্তি দুর্বল থাকায় আমাদের ভাষার উপর সুদৃঢ় অধিকার জন্মে না এবং নানা অশুদ্ধ প্রয়োগে ভাষাও কলুষিত হইয়া উঠে, তাহার সংস্কৃত বিশুদ্ধ রূপ আর থাকে না।

এই বিশুদ্ধি বজায় রাখার জন্যই পাণিনি সংস্কৃতভাষাকে তাঁহার সূত্ররাজি দ্বারা শৃঙ্খলিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমাদের এই বঙ্গদেশে পাণিনির চর্চা অতি বিরল। আমাদের অশেষ সৌভাগ্যক্রমে এই বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে আমরা এমন একজন প্রাজ্ঞ বৈয়াকরণকে অধ্যাপকরূপে লাভ করিয়াছিলাম, যিনি সুদূর বারাণসীতে দীর্ঘ-কাল এই পাণিনি ব্যাকরণের পাঠ গ্রহণ করিয়া তাহার মর্মে প্রবেশ করিয়া-ছিলেন এবং তাহার অদ্বিতীয় ব্যাখ্যাতারূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ব্যাকরণাচার্য পণ্ডিত অযোধ্যানাথ সান্যাল শাস্ত্রী মহাশয় যেমন বেদে তেমনি

এই মুখ্য বেদাঙ্গ ব্যাকরণেও পরম নিষ্ণাত ছিলেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইতঃপূর্বে প্রকাশিত 'বৈদিক স্বররহস্য' ও 'শ্রুতিসঞ্চয়নম্' দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁহার বেদবিষয়ক অসাধারণ মনীষার পরিচয় সকলে লাভ করিয়াছেন। ব্যাকরণের সুবিস্তৃত আলোচনা ও বাংলা ব্যাখ্যায় তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য', ভর্তৃহরির 'বাক্যপদীয়' প্রভৃতি ব্যাকরণ-দর্শনের গ্রন্থেরও তিনি মর্ম উদ্‌ঘাটন করিয়া যাইবেন। আমাদের একান্ত দুর্ভাগ্য যে তাঁহার সেই সদিচ্ছা পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই কাল তাঁহাকে গ্রাস করিল এবং আমাদের বঞ্চিত করিয়া রাখিল।

যাহা হউক, শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার অমূল্য লেখনীতে এই দুরূহ শাস্ত্রের যতটুকু মর্ম উদ্‌ঘাটন করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রকাশিত হইলেও এই শাস্ত্রে প্রবেশের পথ সুগম হইবে। ভট্টোজিদীক্ষিতের 'সিদ্ধান্ত-কৌমুদী' সাধারণতঃ সর্বত্রই পাণিনি ব্যাকরণের অনুশীলনে অপরিহার্য গ্রন্থরূপে স্বীকৃত এবং বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। পণ্ডিত মহাশয় সিদ্ধান্ত-কৌমুদীর কারক-সমাস প্রকরণের আলোচনা প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু এই সংজ্ঞা-পরিভাষা অংশের প্রকাশ দেখিয়া যাইতে পারিলেন না, ইহা গভীর পরিতাপের বিষয়। তবে সংজ্ঞা-পরিভাষার এমন যে সুবিস্তৃত ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা তিনি দিয়া গেলেন, তাহাতে পাণিনি-ব্যাকরণে প্রবেশের সিংহদ্বার তিনি উন্মোচন করিয়া দিয়াছেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই গ্রন্থটি গতানুগতিক ছাত্র-পাঠ্য পরীক্ষা পাশের উপযোগী ব্যাকরণের টীকা মাত্র নহে, গভীর ব্যাপক গবেষণামূলক অভিনব আলোকপাতে সমুজ্জ্বল অসাধারণ গ্রন্থ। পণ্ডিত মহাশয় তাই কোথাও প্রক্রিয়াকৌমুদীকার রামচন্দ্র, তাহার টীকাকার বিট্‌ঠলাচার্য, কোথাও কাশিকাকার হরদত্ত মিশ্র, কোথাও বা নাগেশ প্রভৃতি নবীন বৈয়াকরণের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়া বিভিন্ন মতের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রয়াসও করিয়াছেন। যেমন শাস্ত্রাসিদ্ধত্ব ও কার্যাসিদ্ধত্ব এই দুইটি পক্ষের মধ্যে কোন্‌টি যুক্তিসঙ্গত এ সম্বন্ধে তাঁহার সুবিস্তৃত আলোচনা (পৃ. ৮৫-৮৯) অথবা 'অর্দ্ধহ্রস্ব' শব্দের বহ্বৃচ শাখানুসারে ভট্টোজিদীক্ষিতের ব্যাখ্যা এবং তৈত্তিরীয় শাখানুসারে ভাষ্যকার প্রভৃতির ব্যাখ্যার মধ্যে পার্থক্য কোথায় এবং তাহার সমন্বয় সম্ভব কিনা ইত্যাদি প্রসঙ্গে তাঁহার 'কাদম্বিনী' ব্যাখ্যায় বিশদ নিপুণ আলোচনা (পৃ. ৫৬-৫৮) বিদ্যুদ্দীপ্তির বিচ্ছুরণে তাঁহার প্রতিভার স্বকীয়তার সাক্ষ্য বহন করে।

পরলোকগত আমাদের এই শ্রদ্ধেয় সহকর্মীর অনলস সারস্বত সাধনার এই সুপরিণত ফলটি সকলের গোচর করিয়া দিবার জন্য আমাদের পরম মাননীয় উপাচার্য ডক্টর রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় যদি সাগ্রহে সচেষ্ট না হইতেন, তাহা হইলে ইহা কখনও আত্মপ্রকাশ করিত না। তাই ইহার জন্য সংস্কৃত-সেবীমাত্রই তাঁহার প্রতি একান্ত কৃতজ্ঞ থাকিবেন। পরলোকগত গুরুর অসমাপ্ত প্রকাশন-কর্মের পরিসমাপ্তি নির্বিঘ্ন ও নির্বাধ করার জন্য তাঁহার স্নেহভাজন ছাত্র ও সহকর্মী ডক্টর বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার দ্বারা গুরু-দক্ষিণা দান করিয়া তিনি যেমন আনৃণ্য লাভ করিয়াছেন তেমনি সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসে অধুনা কর্মীরূপে নিযুক্ত পণ্ডিতমহাশয়ের আর এক ছাত্র শ্রীরামসাধন মুখোপাধ্যায়ও অত্যন্ত যত্ন সহকারে আদ্যোপান্ত প্রুফ্ ইত্যাদি দেখিয়া, সূত্র-নির্ঘণ্ট ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া দিয়া গুরু-সেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। আর এক ছাত্রী শ্রীমতী মৃদুলা দে সযত্নে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া দিয়া গুরুর সারস্বত কর্মে বিশেষ সহায় হইয়াছেন। তাহা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন বিভাগের আধিকারিক শ্রীরথীন্দ্রকুমার পালিত ও তাঁহার প্রত্যেকটি সহকর্মী এই প্রকাশন কর্মের দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখিয়াছেন, এজন্য তাঁহারা সকলেই অকুণ্ঠ প্রশংসার যোগ্য ও ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। পরলোকগত পণ্ডিত মহাশয়ের অমর আত্মার শুভাশিষ সকলের উপর নিঃসন্দেহে বর্ষিত হইবে।

গ্রন্থকার আকস্মিকভাবে পরলোকগমন করায় ছাপার মধ্যে এবং পাণ্ডুলিপিতেও কিছু কিছু ভ্রম প্রমাদ থাকিয়া গিয়াছে এবং সেইজন্য নির্ভুলভাবে গ্রন্থটি প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। একটি শুদ্ধিপত্রও পরিশেষে সংযোজিত হইয়াছে। সহৃদয় পাঠক এগুলি মার্জনা করিয়া লইবেন, আশা রাখি। সংস্কৃত-অনুরাগীদের মধ্যে গ্রন্থটির ব্যাপক সমাদর হইবে, সন্দেহ নাই এবং তাহাতেই পরলোকগত গ্রন্থকারের আত্মার তৃপ্তি সাধন ঘটিবে।

বর্ধমান
শ্রীপঞ্চমী
১৩৮৭ বঙ্গাব্দ

শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

সূত্র-নির্ঘণ্ট

সূত্র	পৃষ্ঠা
অণ্ুদিৎ সবর্ণস্য চাপ্রত্যয়:	১০৬
অদেঙ্ গুণ:	১৪১
অচশ্চ	২১৫
অলোঽন্ত্যস্য	২৫৭
অনেকাল্ শিৎসর্ব্বস্য	২৬১
আদিরন্ত্যেন সহেতা	২১
আদ্যন্তৌ টকিতৌ	২২২
আদেঃ পরস্য	২৬০
ইকোগুণবৃদ্ধী	২০৮
উপদেশেঽজনুনাসিক ইৎ	২৯
উচ্চৈরুদাত্তঃ	৪৪
উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে	১৫৮
ঊকালোঽজ্ঝ্রস্বদীর্ঘপ্লুতঃ	৩৯
গতিশ্চ	১৫৮
ঙিচ্চ	২৫১
চাদয়োঽসত্ত্বে	১৫৫
তস্যাদিত উদাত্তমর্দ্ধহ্রস্বম্	৪৯
তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্	৬৫
তপরস্তৎকালস্য	১৩১
তস্মিন্নিতিনির্দ্দিষ্টে পূর্ব্বস্য	২৪৪
তস্মাদিত্যুত্তরস্য	২৫৩
দীর্ঘং চ	২০৭
নীচৈরনুদাত্তঃ	৪৬
নাজ্ঝলৌ	১০২
ন বেতি বিভাষা	১৬৩
প্রাগীশ্বরান্নিপাতাঃ	১৫১
প্রাদয়:	১৫৮
পরসন্নিকর্ষ: সংহিতা	১৯৮
বৃদ্ধিরাদৈচ্	১০৩
বিরামোঽবসানম্	১৯৫
ভূবাদয়ো ধাতবঃ	১৪৩
মুখনাসিকাবচনোঽনুনাসিকঃ	৫৯
মিদচোঽন্ত্যাৎ পরঃ	২২৪
যেন বিধিস্তদন্তস্য	১৮২
ষষ্ঠীস্থানেযোগা	২৩২
সমাহারঃ স্বরিতঃ	৮৭
স্বংরূপং শব্দস্যাশব্দ সংজ্ঞা	১৭১
সুপ্তিঙন্তম্ পদম্	২০০
সংযোগে গুরু	২০৬
স্থানেঽন্তরতমঃ	২৩৭
স্বরিতেনাধিকার:	২৬৬
হলন্ত্যম্	১৮
হলোঽনন্তরাঃ সংযোগ:	২০৩
হ্রস্বং লঘু	২০৬

ওঁ

বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী

মুনিত্রয়ং নমস্কৃত্য তদুক্তীঃ পরিভাব্য চ।
বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদীয়ং বিরচ্যতে॥ ॥

দেবনারায়ণং বন্দে বৈয়াকরণপুঙ্গবম্।
যৎকৃপাং শরণীকৃত্য কুর্বে ব্যাখ্যাং মনোহরাম্॥
ফণিভাষিত ভাষ্যাব্ধিং মথিত্বা রত্নরাজয়ঃ।
বিতীর্ণা যেন বিশ্বেভ্যস্তং গুরুং প্রণমাম্যহম্॥

পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি এই তিনজন মুনিকে নমস্কার করিয়া এবং তাঁহাদের উক্তি অর্থাৎ সূত্র, বার্ত্তিক ও মহাভাষ্যের আলোচনা করিয়া, (আমি ভট্টোজিদীক্ষিত) বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী নামক গ্রন্থ রচনা করিতেছি।

'মুনিত্রয়ম্'—মুনিদিগের অর্থাৎ পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির—ত্রয়, এইরূপ ষষ্ঠীসমাস নিষ্পন্ন। 'ত্রয়' বলিতে তিনটি অবয়ব যাহার এইরূপ তিনটি অবয়ববিশিষ্ট সমুদায় বুঝায়—'ত্রি' শব্দের উত্তর "সংখ্যায়া অবয়বে তয়প্" এই সূত্রানুসারে তয়প্ প্রত্যয় এবং "দ্বিত্রিভ্যাং তয়স্যায়জ্বা" (৫।২।৪৩) এই সূত্র অনুসারে তয়পের স্থানে 'অয়চ্' আদেশ করিয়া ত্রয় শব্দ নিষ্পন্ন।

'তদুক্তীঃ'—তাঁহাদের উক্তি অর্থাৎ পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির কথন—সূত্র, বার্ত্তিক ও মহাভাষ্য। অথবা তৎপদের দ্বারা যদি বুদ্ধিস্থ অভিপ্রেত ব্যক্তির বোধ হয়, তাহা হইলে তৎপদের অর্থ হইবে প্রাচীন বৈয়াকরণ—রামচন্দ্র সূরি প্রভৃতি পাণিনীয় সূত্রের ব্যাখ্যাতৃগণ—তাঁহাদের উক্তি অর্থাৎ পাণিনীয় সূত্রের ব্যাখ্যা।*

---

* তদুক্তীঃ—পদটি পরিভাব্য ক্রিয়ার কর্ম। কর্মকারকে দ্বিতীয়া এবং দ্বিতীয়ার বহুবচনের রূপ।

'পরিভাব্য'—আলোচনা করিয়া কিম্বা তিরস্কার করিয়া, 'তৎ'পদের দ্বারা যদি মুনিত্রয়কে ধরা হয়, তাহা হইলে মুনিত্রয়ের উক্তির অর্থাৎ সূত্রের, বার্ত্তিকের ও মহাভাষ্যের পর্য্যালোচনা করিয়া এবং যদি 'তৎ'পদের দ্বারা বুদ্ধিস্থ প্রাচীন বৈয়াকরণগণ অভিপ্রেত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের ব্যাখ্যাত্মক উক্তির তিরস্কার করিয়া—এই দুইপ্রকার অর্থই গ্রন্থকারের অভিপ্রেত।

এস্থলে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে পরিপূর্ব্বক ভূ ধাতুর তিরস্কারার্থেই প্রয়োগ দেখা যায় যেমন 'পরিভূয়'। অভিধানেও তিরস্কার অর্থ দেখা যায়—পরিভবঃ পরীভাবোঽনাদরস্তিরস্ক্রিয়া (অমর) পরিভবতি শত্রূন্ ইত্যাদি। তাহা হইলে ইহার পর্য্যালোচন অর্থ কিরূপে সম্ভব। ইহার উত্তর এই যে পরিপূর্ব্বক চুরাদিগণীয় ণিজন্ত √ভূ প্রাপ্তৌ ধাতুর উত্তরে 'ক্ত্বা' স্থানে 'ল্যপ্' করিয়া 'পরিভাব্য' পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে; সেইজন্য পর্য্যালোচন অর্থ করিতেও বাধা নাই। অথবা পরিপূর্ব্বক ভ্বাদিগণীয় 'ভূ'-ধাতুর-ই দুইটি অর্থ হইতে পারে। একটি তিরস্কার ও অপরটি পর্য্যালোচন, ইহার প্রমাণ এই যে মহর্ষি পাণিনির বিকল্পে 'ঘঞ্' প্রত্যয় বিধায়ক 'পরৌভুবোঽবজ্ঞানে' (৩।৩।৫৫) এই সূত্রে অবজ্ঞানে এইরূপ বিশেষণ দেওয়া। যদি পরিপূর্ব্বক ভূ ধাতুর অবজ্ঞা ব্যতীত অন্য কোনও অর্থ না থাকিত তাহা হইলে সেই সমস্ত অর্থ হইতে ব্যাবৃত্তি করিবার জন্য 'অবজ্ঞানে' এই বিশেষণটি নিরর্থক হইত।*

'বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী'—ব্যাকরণশাস্ত্রের পণ্ডিতগণ যে সমস্ত বিষয়গুলিকে সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, উহার কৌমুদী অর্থাৎ প্রকাশিকা।

'বৈয়াকরণ'—ব্যাকরণশাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান্ কিম্বা ব্যাকরণ শাস্ত্রের

* কেহ কেহ বলেন উপরিউক্ত কোষের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে ঘঞ্ প্রত্যয়ান্ত পরিপূর্ব্বক 'ভূ' ধাতুরই তিরস্কার অর্থ হয়। কিন্তু ঘঞন্ত ব্যতীত স্থলে হয় না।

অধ্যয়নরত ছাত্র। ব্যাকরণ শব্দের উত্তরে 'তদধীতে তদ্বেদ' (৪।২।৫৯) সূত্রানুসারে 'অণ্' প্রত্যয়, ণকারের 'হলন্ত্যম্' (১।৩।৩) সূত্রানুসারে ইৎ সংজ্ঞা ও 'তস্য লোপঃ' (১।৩।৯) অনুসারে উহার লোপ হইলে 'ব্যাকরণ অ' এইরূপ অবস্থায় "ন য্বাভ্যাং পদান্তাভ্যাং পূর্ব্বৌ তু তাভ্যামৈচ্" (৭।৩।৩) সূত্রানুসারে 'তদ্ধিতেষ্বচামাদেঃ' (৭।২।১১৭) সূত্র কর্ত্তৃক প্রাপ্ত আদি স্বরের বৃদ্ধি-নিষেধ ও যকারের পূর্ব্বে ঐকার আগম করিলে ব্ ঐ য়া করণ = 'বৈয়াকরণ' শব্দের সিদ্ধি হইয়া থাকে।

ব্যাকরণ = ব্যাকৃতির করণ—শব্দব্যুৎপত্তির সাধন অর্থাৎ যে শাস্ত্রের দ্বারা প্রকৃতিপ্রত্যয়ের বিভাগ পূর্ব্বক শব্দের ব্যুৎপত্তি করা যায় তাহাই; ব্যাকরণ বি—আ—কৃ+ল্যুট্ (অনট্)।

'সিদ্ধান্ত'—'বাদিপ্রতিবাদিভ্যাং নির্ণীতোঽর্থঃ সিদ্ধান্তঃ'। বাদী ও প্রতিবাদী, উভয় পক্ষ সমর্থিত বিষয়। ন্যায়দর্শনে প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে। 'সিদ্ধান্ত' উহাদের অন্তর্গত একটি পদার্থ। প্রকৃততত্ত্ব কি—ইহা জানিবার জন্য গুরুশিষ্যদের মধ্যে যে তত্ত্বচর্চ্চা হইত তাহার নাম 'বাদ-কথা'। এই বাদ-কথা দ্বারা যে সমস্ত বিষয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে মানিয়া লওয়া হইত তাহাই সিদ্ধান্ত। 'বৈয়াকরণানাং সিদ্ধান্তঃ—এইরূপ ষষ্ঠী সমাস করিয়া "বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত" পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে।

'কৌমুদী'—কুমুদ অর্থাৎ চন্দ্রের কলা কৌমুদী। কুমুদ সম্বন্ধিনী এই অর্থে কুমুদ শব্দের উত্তরে 'তস্যেদম্' (৪।৩।১২০) সূত্রানুসারে অণ্ প্রত্যয় করিলে "কুমুদ+অ" এইরূপ অবস্থা হয়। পরে 'তদ্ধিতেষ্বচামাদেঃ' (৭।২।১১৭) সূত্র দ্বারা আদিস্বরের বৃদ্ধি করিয়া উকারের স্থানে ঔ এবং অন্তেস্থিত অকারের 'যস্যেতি চ' (৬।৪।১৪৮) সূত্রের দ্বারা লোপ করিলে 'কৌমুদ' হইয়া থাকে। 'কলা' এই স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ করিলে অণ্ 'প্রত্যয়ান্ত কৌমুদ শব্দের উত্তরে 'টিড্ঢাণঞ্দ্বয়সজ্দঘ্নঞ্-

মাত্রচ্ তয়প্ ঠক্ঠঞ্ কঞ্ ক্বরপঃ' (৪।১।১৫) সূত্র দ্বারা ঙীপ্ করিয়া ঙকার ও পকার এই অনুবন্ধদ্বয়ের ইৎসংজ্ঞা ও লোপ করিতে হইবে। তাহার পর 'কৌমুদ' এইরূপ স্থিতি হইলে দকারের উত্তরে যে অকার আছে উহার 'যস্যেতি চ' দ্বারা লোপ করিলে কৌমুদ্ ঈ = কৌমুদী অর্থাৎ জ্যোৎস্না।

'কুমুদ্'—কু অর্থাৎ পৃথিবীতে যাহা আনন্দ দেয়। 'কৌ পৃথিব্যাং মোদতে ইতি কুমুদশ্চন্দ্রঃ।' কু-শব্দের অর্থ যে পৃথিবী তাহা অভিধানে কথিত হইয়া থাকে যথা—"গোত্রা কুঃ পৃথিবী পৃথ্বী ক্ষ্মাবনির্মেদিনী মহী"—অমরকোষ।

কু পূর্ব্বক মুদ হর্ষে ধাতুর উত্তরে 'অচ্' প্রত্যয় করিলে 'কুমুদ' শব্দটী নিষ্পন্ন হয়। আর যদি 'ক্বিপ্' প্রত্যয় করা যায় তাহা হইলে 'কুমুদ্' এইরূপ ব্যঞ্জনান্ত শব্দ সিদ্ধ হয়। এই দুইপ্রকার কুমুদ কিম্বা কুমুদ্ শব্দের উত্তরে 'তস্যেদম্' (৪।৩।১২০) সূত্র দ্বারা অণ্ ও 'টিড্ঢাণঞ্দ্বয়-সজ্দঘ্নঞ্মাত্রচ্তয়প্ঠক্ঠঞ্কঞ্ক্বরপঃ' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ঙীপ্ প্রত্যয় করিলে 'কৌমুদী' হইয়া থাকে। 'কৌমুদী'র অর্থ 'জ্যোৎস্না', অভিধানে বলা হইয়াছে 'কৌমুদী চন্দ্রিকা জ্যোৎস্না' ইত্যাদি।

এই গ্রন্থে কৌমুদীর আরোপ করা হইয়াছে। অত্যন্ত সাদৃশ্য থাকিলে আরোপ হইয়া থাকে যেমন মুখচন্দ্র ইত্যাদি। চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল বা স্বচ্ছ বুঝাইবার জন্য মুখে চন্দ্রের আরোপ করা হয়। প্রস্তুত বিষয়েও কৌমুদীর ন্যায় ইহা প্রকাশক বলিয়া ইহাতে কৌমুদীর আরোপ করা হইয়াছে। নির্ম্মল জ্যোৎস্না যেমন অন্ধকার বিদূরিত করিয়া পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর প্রকাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই গ্রন্থটিও বৈয়াকরণদিগের যাবতীয় সিদ্ধান্ত উদ্ভাসিত করিয়া অধ্যয়নরত ছাত্র ও মনীষিদের হৃদয় মাতোয়ারা করিয়া তুলে। কৌমুদীর ন্যায় বৈয়াকরণ সিদ্ধান্তের প্রকাশক বলিয়া এই গ্রন্থটীকেও কৌমুদী বলা হইয়াছে।

ভট্টোজিদীক্ষিত প্রারীপ্সিত গ্রন্থের নির্বিঘ্নে পরিসমাপ্তি যাহাতে

হয়, সেইজন্য গ্রন্থের আদিতে মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। গ্রন্থের আদিতে মঙ্গলাচরণ করিলে, সেই গ্রন্থটির সুবহুল প্রচার হয়। উহার অধ্যয়নে প্রতিবাদীগণ কর্ত্তৃক অপরাজয় এবং অধ্যয়নার্থীর স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। এইকথা মহাভাষ্যকারও 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' (১।১।১) সূত্রের বিবরণে বলিয়াছেন, "মঙ্গলাদীনি হি শাস্ত্রানি প্রথন্তে, বীরপুরুষকাণি ভবন্ত্যায়ুষ্মৎ পুরুষকাণি চাধ্যেতারশ্চ বৃদ্ধিযুক্তা যথা স্যুঃ।" এইরূপ মঙ্গলাচরণ সুপ্রাচীন কাল হইতে শিষ্টজনপরিগৃহীত।

এস্থলে একটি আপত্তি হইতে পারে যে সমস্ত গ্রন্থকর্ত্তৃগণ স্বকীয় অভীষ্ট দেবতার—শিব, বিষ্ণু, দুর্গা প্রভৃতির নমস্কার করিয়া থাকেন, কিন্তু ভট্টোজিদীক্ষিত তাহা না করিয়া মুনিত্রয়ের নমস্কার করিতে গেলেন কেন? এই আপত্তির মীমাংসা এই :—

মঙ্গলাচরণ দ্বারা পাণিনীয় ব্যাকরণের প্রবর্ত্তক মুনিদের জ্ঞান করানোও একটি উদ্দেশ্য। পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি—এই তিনজন মুনি এই ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক। সেইজন্য এই শাস্ত্রকে 'ত্রিমুনি ব্যাকরণ' বলা হয়। শিব, বিষ্ণু প্রভৃতির নমস্কার দ্বারা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না।

'তদুক্তীঃ পরিভাব্য'—প্রাচীন বৈয়াকরণদিগের উক্তি সমুদায়ের খণ্ডন ও মুনিত্রয়ের উক্তি সমুদায়ের আলোচনা—এই দুইটি অর্থই গ্রন্থকারের অভিপ্রেত। পূর্ব্ববর্ত্তী বৈয়াকরণদিগের মতের খণ্ডন এই সিদ্ধান্তকৌমুদীতে অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে—যথা, "বৃত্তিকৃতা তু পূর্ব্ববিপ্রতিষেধেন ইনাতোঃ কৃতয়োঃ সন্নিপাত পরিভাষায়া অনিত্যত্বমাশ্রিত্য জরসি কৃতে নির্জরসিন নির্জরসাৎ ইতি রূপে ন তু নির্জ্জরসা নির্জ্জরস ইতি কেচিদিত্যুক্তম্। তথা ভিসি নির্জ্জরসৈরিতি রূপান্তরমুক্তম্। তদনুসারিভিশ্চ ষষ্ঠ্যৈকবচনে নির্জ্জরস্যেত্যেবং রূপং স্বীকৃতম্। এতচ্চ ভাষ্যবিরুদ্ধম্।" (সিঃ কৌঃ ৭।২।১০১ সূত্রের বৃত্তি দ্রষ্টব্য)। প্রক্রিয়াকৌমুদীকার কোন আচার্য্যের মত সমর্থন রূপে উদ্ধৃত

করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'নির্জর' শব্দের তৃতীয়া ও পঞ্চমীর একবচনে 'জরস্' আদেশ হইলে 'নির্জরসিন' ও 'নির্জরসাৎ' হয়। ভট্টোজিদীক্ষিত তাহা ভাষ্যবিরুদ্ধ মত বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এবং সেস্থলে 'নির্জরসা' ও 'নির্জরসঃ' হইবে, ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

ইহার দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাখ্যাতৃগণের অনেক সূত্রব্যাখ্যান ভ্রান্তিপূর্ণ ও ত্রিমুনি বিরুদ্ধ এবং প্রকৃত গ্রন্থকারের সূত্রব্যাখ্যান যে ত্রিমুনি মতানুসৃত, তাহাই অভিব্যক্ত হইতেছে। সেইজন্য প্রক্রিয়াকৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থের দ্বারাই বৈয়াকরণদিগের সিদ্ধান্ত অবগত হইতে পারিত, তাহার জন্য আবার নূতন আর একটি গ্রন্থের (সিদ্ধান্তকৌমুদীর) কি প্রয়োজন, এইরূপ আপত্তির আর অবসর রহিল না।

এই মঙ্গলশ্লোকে আর একটি শঙ্কা আছে, তাহা এই যে, ইদম্ শব্দ সন্নিকৃষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অভিযুক্তেরা বলেন—

"ইদমস্তু সন্নিকৃষ্টং সমীপতরবর্ত্তি চৈতদো রূপম্।
অদসস্তু বিপ্রকৃষ্টং তদিতি পরোক্ষং বিজানীয়াৎ॥"

প্রকৃতস্থলে 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' সামনে নাই—উহা রচিত হইবে। ঐ গ্রন্থ রচনা করিতে গ্রন্থকার প্রবৃত্ত হইয়াছেন মাত্র। তবুও 'ইয়ং সিদ্ধান্তকৌমুদী বিরচ্যতে'—এই সিদ্ধান্ত কৌমুদী রচিত হইতেছে। এইরূপ 'ইয়ম্' এই পদের দ্বারা কি করিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে? ইহার সমাধান এই—সূত্রশাটকন্যায় অনুসারে ভাবী পদার্থের উদ্দেশ্যে ও প্রয়োগ হইয়া থাকে। যেমন তন্তুবায়ের নিকটে কোন ব্যক্তি গিয়া যদি বলে এই সূত্রগুলির শাটক (বস্ত্র) তৈয়ারী করিয়া দাও। বর্ত্তমানে শাটক নাই; কিন্তু শাটকের কথা কি করিয়া আসে? এইরূপ স্থলে ভাবী সংজ্ঞার উদ্দেশ্যেই প্রয়োগ হইয়া থাকে। যে বস্তু প্রস্তুত হইলে শাটক বা বস্ত্র এইরূপ সংজ্ঞা লাভ করিবে তাহা করিয়া দাও—এইপ্রকার অর্থের প্রতীতি হয়। সেইপ্রকার এস্থলেও বুঝিতে হইবে।

প্রত্যেক বস্তুর দুইটি আকার আছে—বাহ্য ও আন্তর। বাহ্য বস্তু প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত উহার একটি কাল্পনিক আকার অন্তঃকরণে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। কুম্ভকার ঘট প্রস্তুত করার পূর্ব্বেই কিরূপ ঘট করিবে ইহা বুদ্ধিতে স্থির করিয়া ফেলে, সেই বুদ্ধিস্থ কাল্পনিক ঘটের বাহিরের রূপ দেওয়াকে আমরা তৈয়ারী করা বলি। প্রকৃত স্থলেও ভট্টোজিদীক্ষিত গ্রন্থের বাহ্য রূপ দেওয়ার পূর্ব্বেই আন্তর রূপ দিয়াছিলেন। সিদ্ধান্তকৌমুদীর একটি আন্তররূপ (Imaginary Shape) দীক্ষিতের বুদ্ধিতে প্রকাশ পাইয়াছিল। সেইটি বুদ্ধিস্থ বলিয়া অত্যন্ত সন্নিকৃষ্ট; উহার উদ্দেশ্যে যদি 'ইয়ম্' পদের ব্যবহার করা হয়; তাহা হইলে ভুলের কোন আশঙ্কা থাকে না। বৈয়াকরণ দার্শনিকগণের মতে বৌদ্ধপদার্থই বাস্তব এবং বাহ্যপদার্থ অবাস্তব।

এই মঙ্গলাচরণের দ্বারা অনুবন্ধ(১)চতুষ্টয়ও সূচিত হইয়াছে—বৈয়াকরণদের সিদ্ধান্ত এই গ্রন্থের বিষয়, সিদ্ধান্তজ্ঞান প্রয়োজন; এই প্রতিপাদ্য যে বিষয় তাহার প্রতিপাদন করে বলিয়া দুইটির মধ্যে প্রতিপাদ্য প্রতিপাদকভাব সম্বন্ধ এবং জিজ্ঞাসুমাত্রই এই গ্রন্থের অধিকারী। প্রত্যেক অধ্যয়নার্থীর চারি প্রকার জিজ্ঞাসা হয়। গ্রন্থের কি বিষয়? ইহার অধ্যয়নের প্রয়োজন কি? বিষয় ও গ্রন্থের সহিত কি সম্বন্ধ? অধিকারীই বা কে? ইহাদের জ্ঞান হইলে তবে গ্রন্থাধ্যয়নে প্রবৃত্তি হয়। সেইজন্য গ্রন্থকারদের এই অনুবন্ধচতুষ্টয়ের দিগ্‌দর্শন করানো কর্ত্তব্য।

---

(১) প্রবৃত্তিমাত্রং প্রতি বলবদনিষ্টানন্ুবন্ধীষ্টসাধনত্বপ্রকারকজ্ঞানস্য কৃতিসাধ্যত্বপ্রকারকজ্ঞানস্য চ কারণত্বেন তদুৎপত্ত্যর্থং গ্রন্থাদাববশ্যং যত্নঃ কর্ত্তব্যঃ। নিরুক্তজ্ঞানদ্বয়ঞ্চানুবন্ধজ্ঞানেন জায়তে, গ্রন্থাধ্যয়ন বিষয়ক প্রবৃত্তি প্রয়োজকজ্ঞানবিষয়ত্বমনুবন্ধত্বম্। বিষয়জ্ঞানাদিষ্টসাধনত্বপ্রকারকং, কৃতিসাধ্যত্বপ্রকারকজ্ঞানঞ্চ জায়তে, অধিকারিজ্ঞানেন কৃতিসাধ্যত্বপ্রকারকং, প্রয়োজনজ্ঞানেনেষ্টসাধনত্বপ্রকারকং, সম্বন্ধজ্ঞানেন চোভয়জ্ঞানং জায়তে।

অইউণ্ । ১। ঋঌক্ । ২ । এওঙ্ । ৩। ঐঔচ্ । ৪। হয়বরট্ । ৫। লণ্ । ৬। ঞমঙণনম্ । ৭। ঝভঞ্ । ৮। ঘঢধষ্ । ৯। জবগডদশ্ । ১০। খফছঠথচটতব্ । ১১। কপয়্ । ১২। শষসর্ । ১৩। হল্ । ১৪। ইতি মাহেশ্বরাণি সূত্রাণ্যণাদিসংজ্ঞার্থানি। এষামন্ত্যা ইতঃ। লণ্সূত্রে-হকারশ্চ হকারাদিষ্বকার উচ্চারণার্থঃ।

এই মাহেশ্বর সূত্রগুলি 'অণ্' প্রভৃতি সংজ্ঞার উদ্দেশ্যে (প্রদর্শিত হইতেছে)। এইগুলির অন্ত্যবর্ণ ইৎসংজ্ঞক। 'লণ্' সূত্রে অ-কারও (ইৎসংজ্ঞক)। (কিন্তু) হ-কার প্রভৃতিতে অ-কার উচ্চারণার্থক।

এইখানে 'অইউণ্' প্রভৃতি পাণিনীয় ব্যাকরণের ভিত্তিস্বরূপ যে চতুর্দ্দশটি সূত্র আছে, সেইগুলি প্রথমেই প্রদর্শিত হইতেছে। এই সূত্রগুলিকে অক্ষরসমাম্নায় কিম্বা বর্ণসমাম্নায় বলা হয়। আম্নায় ও সমাম্নায় শব্দ দুইটি বেদেই রূঢ়। বেদেরই ন্যায়, সম্প্রদায় পরম্পরায় প্রাপ্ত হইয়া থাকে বলিয়া এই সূত্রগুলিকেও 'সমাম্নায়' শব্দের দ্বারা ব্যবহার করা হয়। "সোঽয়মক্ষরসমাম্নায়ঃ পুষ্পিতঃ ফলিতশ্চন্দ্রতারকবৎ প্রতিমণ্ডিতো ব্রহ্মরাশিঃ" (মহাভাষ্য প্রত্যাহারাহ্নিক) ভট্টোজিদীক্ষিত কিন্তু এই সূত্রগুলিকে মহেশ্বর হইতে প্রাপ্ত, ইহা বলিয়াছেন—"ইতি মাহেশ্বরসূত্রাণি।" অর্থাৎ এই সূত্রগুলি মাহেশ্বর হইতে লব্ধ হইয়াছে। "মহেশ্বরাদাগতানি ন তু মহেশ্বর কৃতানি।" মহেশ্বর হইতে আসিয়াছে ; কিন্তু মহেশ্বরও এইগুলির রচয়িতা নন। বেদ যেরূপ গুরুপরম্পরা লব্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ এই সূত্রগুলিও গুরুপরম্পরা লব্ধ এবং প্রথমে মহেশ্বরের নিকট হইতে প্রাপ্ত। ইহার প্রমাণ কেবল নন্দিকেশ্বর কৃত কাশিকায় পাওয়া যায়, যথা :—

"নৃত্তাবসানে নটরাজরাজো ননাদ ঢক্কাং নবপঞ্চবারম্।
উদ্ধর্তুকামঃ সনকাদি সিদ্ধান্ এতদ্বিমর্শে শিবসূত্রজালম্ ॥"

নটরাজশিরোমণি মহাদেব, সনক, সনৎকুমার প্রভৃতি সিদ্ধদিগকে উদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে নৃত্ত শেষ হইলে নবপঞ্চ অর্থাৎ চতুর্দ্দশ-

বার ডমরু বাজাইয়াছিলেন ; সেইজন্য বিচার করিলে মনে হয় এই 'অইউণ্' প্রভৃতি সূত্রগুলি শিবের নিকট হইতে প্রাপ্ত সূত্রজাল।

পাণিনি, সনক, সনৎকুমার প্রভৃতি সকল সিদ্ধমুনিগণ নিজের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তপস্যায় রত ছিলেন। মহাদেব নাচিতে নাচিতে তথায় উপস্থিত হইয়া ঢক্কানিনাদের দ্বারা তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ করিলেন। নবপঞ্চবার যে ঢক্কানিঃসৃতধ্বনি শ্রুত হইল উহা দ্বারা সনক, সনৎকুমার প্রভৃতি সিদ্ধদিগের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ও মুক্তি হইল এবং পাণিনি মুনির হৃদয়ে লৌকিক ও বৈদিক উভয়বিধ ব্যাকরণ রচনা করিবার অনুপম শক্তি উদ্ভাসিত হইল।

আমরা মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির একটি উক্তির দ্বারা ইহা অনুমান করিতে পারি যে পাণিনি এই সূত্রগুলির রচয়িতা ছিলেন না। পতঞ্জলি 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' (১।১।১), সূত্রের ভাষ্যে 'বৃদ্ধি' শব্দের প্রথম উপাদান করিবার প্রয়োজন দেখাইতে গিয়া বলিয়াছেন মঙ্গল করিবার নিমিত্ত মাঙ্গলিক আচার্য্য 'বৃদ্ধি' শব্দটির প্রথমে উপাদান করিয়াছেন। নচেৎ 'অদেঙ্গুণঃ' ইত্যাদি সূত্রে যেরূপ উদ্দেশ্য পদটি পূর্ব্বে এবং বিধেয় পদটি পরে রহিয়াছে, সেইরূপ 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রেও উদ্দেশ্য পদটি পূর্ব্বে ও বিধেয় পদটি পরে করিলে 'আদৈচ্বৃদ্ধিঃ' এইরূপ সূত্র হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না করিয়া যে বৃদ্ধি শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা একমাত্র মঙ্গলের জন্য। "মাঙ্গলিক আচার্য্যো মহতঃ শাস্ত্রৌঘস্য মঙ্গলার্থং বৃদ্ধি শব্দমাদিতঃ প্রযুঙ্ক্তে"-মহাভাষ্য (১।১।৩)। যদি 'অইউণ্' প্রভৃতি সূত্রগুলি পাণিনি রচিত হইত তাহা হইলে গ্রন্থের আদিতে পাণিনি 'বৃদ্ধি' শব্দের দ্বারা মঙ্গল করিয়াছেন, ইহা মোটেই বলা চলে না।

'অইউণ্' প্রভৃতি সূত্রগুলিকে সন্ধি কেন করা হয় নাই—এই প্রশ্নের সমাধান অনেক আচার্য্য অনেক প্রকারে করিয়াছেন। বৈয়াকরণ

শিরোমণি পণ্ডিত হরদত্ত মিশ্র কাশিকার পদমঞ্জরী নামক টীকায় লিখিয়াছেন—অকার, ইকার, উকার এইরূপ ক্রমিক সন্নিবেশ না হওয়া পর্য্যন্ত 'আদিরন্ত্যেন সহেতা' (১।১।৭১) এই সূত্রের দ্বারা অচ্ প্রত্যাহার সিদ্ধ হইতে পারে না এবং অচ্ প্রত্যাহার না হইলে তৎ-প্রযুক্ত ইকারের স্থানে 'য' কার প্রভৃতি সন্ধি কার্য্য হইতে পারে না।

ভট্টোজিদীক্ষিত প্রভৃতি পরবর্ত্তী বৈয়াকরণগণ ইহার আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন, বর্ণোপদেশ কালে অচ্ প্রত্যাহার সিদ্ধ হয় নাই সত্য ; কিন্তু সেইজন্য যে অচ্ প্রযুক্ত কার্য্য হইবে না ইহা বলা চলে না। সন্ধির নিমিত্ত থাকিলেই সন্ধি হইবে। নচেৎ 'তুল্যাস্য প্রযত্নং সবর্ণম্' সূত্রের তুল্যাস্য পদে 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ' সূত্রের দ্বারা দীর্ঘ হইল কিরূপে ? যেহেতু ঐ সূত্রের রচনার পূর্ব্বে 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ' প্রভৃতি সূত্রের রচনা হয় নাই। সুতরাং দীর্ঘ, যণ্ প্রভৃতি সন্ধির নিমিত্ত থাকিলেই সন্ধি হইবে।

মাহেশ্বর সূত্রগুলির মধ্যে সন্ধি কেন হয় না, ইহার মীমাংসা এই যে—সন্ধি যে সর্বত্র হইবেই এমন কোন বিশেষ নিয়ম নাই। সন্ধির অনেকস্থলে বিবক্ষা করা হয় না। এইস্থলে সন্ধি বিবক্ষিত নয়। সন্ধি করা সম্বন্ধে নিয়ম যথা—

"সংহিতৈকপদে নিত্যা নিত্যা ধাতুপসর্গয়োঃ।
নিত্যা সমাসে বাক্যে তু সা বিবক্ষামপেক্ষতে ॥"

যেস্থলে সন্ধি করিলে ভ্রান্তি হইবার সম্ভাবনা থাকে, সেস্থলে সন্ধি না করিয়া প্রয়োগ করাই ভাল। অথবা অ ই উ প্রভৃতির চাদি-গণের মধ্যে পাঠ থাকায় 'চাদয়োঽসত্ত্বে' (১।৪।৫৭) সূত্র দ্বারা নিপাত সংজ্ঞা, 'নিপাত একাজনাঙ্' (১।১।১৪) সূত্র দ্বারা প্রগৃহ্য সংজ্ঞা এবং 'প্লুতপ্রগৃহ্যাচিনিত্যম্' (৬।১।১২৫) সূত্রানুসারে প্রকৃতিভাব অর্থাৎ সন্ধির অভাব হইয়াছে। (হরদত্ত মিশ্রও ঐরূপ সমাধান করিয়াছেন)।

এই সমস্ত মাহেশ্বর সূত্রগুলির উল্লেখ করিবার প্রয়োজন কি ?

এই প্রশ্নের সমাধান এই—'অণ্' 'অক্' 'অচ্' 'অট্' প্রভৃতি সংজ্ঞা যাহাতে সিদ্ধ হয়, তাহার জন্য এই সূত্রগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে।

'অইউণ্' 'ঋ৯ক্' প্রভৃতি প্রত্যেক সূত্রের শেষে যে ণ্ ক্ প্রভৃতি বর্ণ দেখা যায়, উহাদের ইৎসংজ্ঞা হয় বলিয়া ঐগুলিকে অনুবন্ধ বলা হয় (ইৎসংজ্ঞাযোগ্যত্বমনুবন্ধকত্বম্)। এইরূপ অনুবন্ধের দ্বারা অণ্ অক্ প্রভৃতির সংজ্ঞা হইয়া থাকে। এই সমস্ত প্রত্যাহার হইল পাণিনীয় সূত্রের মূল। যেমন 'ইকো যণচি' সূত্রে ইক্, যণ্ ও অচ্ তিনটি প্রত্যাহার আছে। 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ'--এই সূত্রে অক্ প্রত্যাহারের উল্লেখ আছে। পাণিনি সূত্রে প্রত্যাহারের ব্যবহার করিয়া অত্যন্ত লাঘব করিয়াছেন। নচেৎ ইক্-এর স্থানে ই উ ঋ ৯, অক্ এর স্থানে অ ই উ ঋ ৯ ইত্যাদিক্রমে অনেক বর্ণের উল্লেখ করিতে হইত।

'অইউণ্' সূত্রে 'ণ্' অনুবন্ধ করা হইয়াছে একমাত্র অণ্ সংজ্ঞা করার জন্য। 'ঋ৯ক্' সূত্রে 'ক্' অনুবন্ধ করা হইয়াছে—অক্ ইক্ উক্ সংজ্ঞার জন্য। 'এওঙ্' সূত্রে 'ঙ্'কারের প্রয়োজন এঙ্ প্রত্যাহার করা। 'ঐঔচ্' সূত্রে 'চ্'এর প্রয়োজন চারিটি— অচ্ ইচ্ এচ্ ঐচ্। 'হয়বরট্' সূত্রে 'ট্' অনুবন্ধ কেবল অট্ প্রত্যাহারের জন্য। 'লণ্' সূত্রে 'ণ্' কারের প্রয়োজন অণ্ ইণ্ ও যণ্ প্রত্যাহার করার জন্য। 'ঞমঙণনম্' সূত্রের শেষে যে 'ম্' অনুবন্ধ আছে উহার দ্বারা চারিটি প্রত্যাহার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে যথা অম্, যম্, ঞম্, ঙম্। 'ঝভঞ্' সূত্রে 'ঞ্'কার কেবল যঞ্ সংজ্ঞার জন্য। 'ঘঢধষ্' সূত্রের 'ষ্' অনুবন্ধের দ্বারা দুইটি সংজ্ঞা নিষ্পন্ন হয়—ঝষ্ ও ভষ্। 'জবগডদশ্' সূত্রের 'শ্' অনুবন্ধের দ্বারা ছয়টি সংজ্ঞা হইয়া থাকে যথা—'অশ্, হশ্, বশ্, ভশ্, ঝশ্ ও বশ্। 'খফছঠথচটতব্' সূত্রের 'ব্' অনুবন্ধের দ্বারা কেবলমাত্র একটি 'ছব্' প্রত্যাহার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। 'কপয়্' সূত্রের 'য়্' অনুবন্ধের দ্বারা পাঁচটি সংজ্ঞার বোধ হয় যথা—যয়্, ময়্, ঝয়্, খয়্ ও চয়্। 'শষসর্' সূত্রের 'র্' অনুবন্ধের দ্বারা পাঁচটি প্রত্যাহার হইয়া

থাকে—যর্, ঝর্, খর্, চর্ ও শর্। 'হল্' সূত্রের 'ল্'কারের দ্বারা ছয়টি সংজ্ঞার বোধ হয়—অল্, হল্, বল্, রল্, ঝল্, ও শল্।

কোন্ অনুবন্ধের দ্বারা কি কি প্রত্যাহার হইয়া থাকে ইহা প্রাচীনগণ একটি শ্লোকে সঙ্কলিত করিয়াছেন যথা—

একস্মান্ ঙঞণবটা দ্বাভ্যাং ষস্ত্রিভ্য এব কণমাঃস্যুঃ।
জ্ঞেয়ৌ চয়ৌ চতুর্ভ্যো রঃ পঞ্চভ্যঃ শলৌ ষড্ভ্যঃ॥

—কাশিকা।

'ঙ্'কার, 'ঞ্'কার, 'ণ্'কার, 'ব্'কার ও 'ট্'কার লইয়া এক একটি প্রত্যাহার নিষ্পন্ন হয়, যথা : (১) এঙ্, (২) যঞ্, (৩) অণ্, (৪) ছব্, (৫) অট্।

'ষ্'কার লইয়া দুইটি, যথা ; (৬) ঝষ্ (৭) ভষ্ 'ক্'কার, 'ণ্'কার ও 'ম্'কার লইয়া প্রত্যেকস্থলে তিনটি, যথা : (৮) অক্, (৯) ইক্, (১০) উক্, (১১) অণ্, (১২) ইণ্, (১৩) যণ্, (১৪) অম্, (১৫) যম্, (১৬) ঙম্।

'চ্' ও 'য়্' লইয়া প্রতিক্ষেত্রে চারটি প্রত্যাহার, যথা ; (১৭) অচ্, (১৮) ইচ্, (১৯) এচ্, (২০) ঐচ্ এবং (২১) যয়্, (২২) ময়্, (২৩) ঝয়্, (২৪) খয়্।

'র'কার লইয়া পাঁচটি, যথা ; যর্, (২৬) ঝর্, (২৭) খর্, (২৮) চর্, (২৯) শর্।

'শ্'কার ও 'ল্'কার লইয়া প্রত্যেকের ছয়টি প্রত্যাহার হয়, যথা ; (৩০) অশ্, (৩১) হশ্, (৩২) বশ্, (৩৩) জশ্, (৩৪) ঝশ্, (৩৫) বশ্ এবং (৩৬) অল্, (৩৭) হল্, (৩৮) বল্, (৩৯) রল্, (৪০) ঝল্, (৪১) শল্—এইরূপ পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে চৌদ্দটি ইৎসংজ্ঞক বর্ণ লইয়া ৪১টি প্রত্যাহার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বার্ত্তিক ও উণাদি সূত্রে যথাক্রমে 'চয়্' ও 'ঞম্' এই দুইটি প্রত্যাহারের

প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, * ঐ দুইটি প্রত্যাহারের সমন্বয়ে ৪৩টি প্রত্যাহার হইয়া থাকে। উহার সহিত 'র' প্রত্যাহার যুক্ত করিলে সাকল্যে ৪৪টি প্রত্যাহার হইতে পারে।

এস্থলে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে 'হয়বরট্' ও 'হল্' এই দুইটি সূত্রে'হ'কারের দুইবার পাঠ করা হইয়াছে কেন ? অন্যান্য বর্ণের ন্যায় 'হ'কারেরও একবার পাঠ করা উচিত—ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে ব্যাকরণের প্রক্রিয়া নির্ব্বাহার্থ 'হ'কারের দুইবার পাঠ করা হইয়াছে।

অট্, অশ্ হশ্ ও ইণ্ প্রত্যাহারে 'হ'কারের গ্রহণ যাহাতে হয় ; সেইজন্য 'হয়বরট্' সূত্রে 'হ'কারের পাঠ করা হইয়াছে—যেমন অট্ প্রত্যাহারে হকারের পাঠ থাকার ফলে 'অর্হেণ' এইপদে 'অট্কু-প্বাঙ্নুম্ব্যবায়েঽপি' (৮।৪।২) এই সূত্র দ্বারা ণকারের ণত্ব হইয়াছে। এইরূপ অশ্ হশ্ ও ইণ্ প্রত্যাহারে 'হ'কারের পাঠ থাকার ফলে যথা-ক্রমে 'দেবা হসন্তি' 'দেবো হসতি' ও 'লিলিহিধ্বে লিলিহিঢ্বে' ইত্যাদি স্থলে 'ভোভগো অঘোঽপূর্বস্য যোঽশি', (৮।৩।১৭) 'হশি চ'(৬।১।১১৪) ও 'বিভাষেটঃ' (৮।৩।৭৯) সূত্রের দ্বারা রু-এর 'যত্ব' 'উত্ব' ও বিকল্পে ঢত্ব বিধি প্রসক্ত হইয়া থাকে।

'হল্' সূত্রে হকারের উপদেশ করার প্রয়োজন বল্, রল্, ঝল্ ও শল্ প্রত্যাহারে হকারের গ্রহণের জন্য, যথা রুদিহি, স্বপিহি ইত্যাদি প্রয়োগে যাহাতে বল্ প্রত্যাহারস্থ বর্ণ আদিতে যাহার এইরূপ সার্ব্বধাতুক প্রত্যয় পরে থাকায় 'রুদাদিভ্যঃ সার্ব্বধাতুকে' (৭।২।৭৬) সূত্রানুসারে ইট্ আগম হইতে পারে।

স্নেহিত্বা, স্নিহিত্বা ইত্যাদি প্রয়োগে 'নক্ত্বাসেট্' (১।২।১৮) এই সূত্রানুসারে ইট্যুক্ত 'ক্ত্বা' প্রত্যয়ের কিত্বের নিষেধ প্রাপ্ত ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে ইকার উপধাতে আছে এবং রল্ প্রত্যাহারস্থ বর্ণ অন্তে আছে —এইরূপ স্নিহ ধাতুর উত্তরে 'ক্ত্বা' প্রত্যয়ের 'রলোব্যুপধাদ্ধলাদেঃ

* ক) 'চয়ো দ্বিতীয়াঃ শরিপৌষ্করসাদেরিতি বাচ্যম্' সি. কৌ. ১৩০ সূ.
(খ) ঞমন্তাড্ডঃ—উঃ সূ. ১১৯

সংশ্চ' (১।২।২৬) এই সূত্রানুসারে বিকল্পে কিত্ত্ব[2] হওয়ার ফলে 'পুগন্তলঘূপধস্য চ' (৭।৩।৮৬) এই সূত্রানুসারে গুণ না হইলে 'স্নিহিত্বা' এবং গুণ হইলে 'স্নেহিত্বা' এই প্রয়োগদ্বয় সিদ্ধ হইয়া থাকে।

ঝল্ প্রত্যাহারে হকার গ্রহণের ফলে 'দহ' ধাতুর লুঙ্ লকারের প্রথম পুরুষের দ্বিবচনে অদহ্ তাম্ এইরূপ অবস্থায় 'চ্লি লুঙি' (৩।১।৪৩) অনুসারে 'চ্লি' এবং চ্লি স্থানে 'চ্লেঃসিচ্' (৩।১।৪৪) সূত্রানুসারে 'সিচ্' হইয়াছে এবং ইকার ও চ্কারের ইৎসংজ্ঞা ও লোপ হইলে 'বদব্রজহলন্তস্যাচঃ' (৭।২।৩) সূত্রের দ্বারা উপধাবৃদ্ধি, 'দাদের্ধাতোর্ঘঃ' (৮।২।৩২) সূত্রের দ্বারা হকারের স্থানে ঘকার হওয়ায় 'অদাঘ্ স্ তাম্' এইরূপ অবস্থায় 'পূর্ব্বত্রাসিদ্ধম্' (৮।২।১) সূত্রের দ্বারা ঘকারের অসিদ্ধ করিয়া হকারের ঝল্ প্রত্যাহারস্থ বর্ণের বুদ্ধিবশতঃ উহার পরবর্ত্তী তকার—এই ঝল্ প্রত্যাহারস্থ বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী সকারের 'ঝলো ঝলি' (৮।২।২৬) সূত্রের দ্বারা লোপ হইয়া থাকে। পরে 'অদাঘ্ তাম্' এইরূপ অবস্থায় 'ঝষস্তথোর্ধোঽধঃ' (৮।২।৪০) এই সূত্রানুসারে তকারের ধকার করিলে 'অদাঘ্ ধাম্' এই প্রয়োগটির নিষ্পত্তি হয়।

শল্ প্রত্যাহারে হকার গ্রহণের ফলে লিহ্ ধাতুর লুঙ্ লকারে 'তিপ্' আদেশ ও অট্ আগম হইলে 'অলিহ্ তি' এইরূপ অবস্থায় 'ইতশ্চ' (৩।৪।১০০)—এই সূত্রানুসারে ইকারের লোপ হইলে 'অলিহ্ত্' এইরূপ অবস্থায় 'চ্লিলুঙি' (৩।১।৪৩) এই সূত্রের দ্বারা 'চ্লি' ও 'চ্লেঃ সিচ্' (৩।১।৪৪) এই সূত্রের দ্বারা 'চ্লির স্থানে সিচ্ প্রাপ্ত ছিল; কিন্তু এক্ষেত্রে ইক্ উপধাতে থাকায় এবং হকার এই শল্ প্রত্যাহারস্থ বর্ণটি অন্তে থাকায় 'শলইগুপধাদনিটঃ ক্সঃ' (৩।১।৪৫) এই সূত্রানুসারে 'চ্লি'-র স্থানে 'ক্স' হইলে 'অলিহ্ স্ ত্' এইরূপ অবস্থায় 'হোঢ়ঃ' (৮।১।৩১) এই সূত্রের দ্বারা 'হ্' স্থানে 'ঢ'কার ও 'ষঢ়ো কঃ সি' (৮।১।৪১) এই সূত্রের দ্বারা ও তৎস্থানে 'ক'কার হইলে 'অলিক্ স্ ত্' এইরূপ হইলে 'আদেশ প্রত্যয়য়োঃ' (৮।৩।৫৯) এই সূত্রের দ্বারা 'স'কারের ষকার করিলে 'অলিক্ষৎ' এই প্রয়োগটি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে 'হল্' সূত্রের প্রয়োজনই বা কি? কারণ 'শষসহর্' এইরূপ শর্ প্রত্যাহারের মধ্যেই হকারের পাঠ করিয়া 'অরোঽন্ত্যস্য' (১।১।৫২) 'হ'রোঽন্তরা সংযোগ' (১।১।৭) ইত্যাদি প্রকারে[3] লকার অনুবন্ধের স্থানে রকার অনুবন্ধ বিশিষ্ট পাঠ করিলেই পূর্বপ্রদর্শিত স্থানে আর কোন দোষ থাকে না—ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে শর্ প্রত্যাহারের অন্তর্গত 'হ'কারের পাঠ করিলেই পূর্ব্বপ্রদর্শিত স্থলে আর কোন দোষ না, থাকিলেও 'খর্' প্রত্যাহারে 'হ'কারের পাঠ হওয়ার ফলে 'হরিহর্সতি' ইত্যাদি প্রয়োগে হকার এই খর্ প্রত্যাহারস্থ বর্ণ পরে আছে বলিয়া 'খরবসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ' (৮।৩।১৫) এই সূত্রানুসারে রেফের বিসর্গ প্রসক্তি হইবে, সুতরাং 'হল্' এই সূত্রটির পৃথগ্রূপে পাঠের প্রয়োজন আছে, এবং 'হল্' সূত্রটি থাকার ফলে হলন্ত্যম্ এই সূত্রটির অন্যোন্যাশ্রয়দোষ পরিহারের জন্য 'হলিতি সূত্রে অন্ত্যমিৎ' এইরূপ দীক্ষিতের ব্যাখ্যাও সঙ্গত হইয়া থাকে।

এই চতুর্দ্দশটি মাহেশ্বর সূত্রের প্রত্যেকটির অন্ত্যবর্ণ ইৎসংজ্ঞক হয়। লণ্ সূত্রে 'অ'কার ও ইৎসংজ্ঞক কিন্তু 'হ'কার প্রভৃতিতে যে 'অ'কার রহিয়াছে, উহার কেবল উচ্চারণই প্রয়োজন।

প্রত্যেকটি মাহেশ্বর সূত্রের অন্ত্যবর্ণের ইৎ সংজ্ঞা হইয়া থাকে। এইরূপ ইৎসংজ্ঞার কথা বলিয়া পরে আবার ভট্টোজিদীক্ষিত 'লণ্'

(২) কিত্ত্ব—কিৎ হইলে 'ক্ঙিতি চ' (১।১।৫) সূত্রের দ্বারা গুণ ও বৃদ্ধির নিষেধ হইয়া থাকে। যে প্রত্যয়ের 'ক্' ইৎ যায় তাহা কিৎ এবং যে প্রত্যয়ের 'ঙ্' ইৎ যায় তাহা 'ঙিৎ'—এইস্থলে ক্-এর ইৎ হয় নাই; কিন্তু কিৎবৃত্তি কিত্ত্ব ধর্ম্মের আরোপ করা হইয়াছে, ফলে গুণ হইল না।

(৩) 'অলোঽন্ত্যস্য' (১।১।৫২) 'হলোঽনন্তরাঃ সংযোগঃ' (১।১।৭)—এইরূপ সূত্রপাঠ আছে উহার স্থানে উপরি উক্ত সূত্রপাঠ করিলে কোন দোষ থাকে না—তাহাই তাৎপর্য্য।

সংশ্চ' (১।২।২৬) এই সূত্রানুসারে বিকল্পে কিত্ত্ব[২] হওয়ার ফলে 'পুগন্তলঘূপধস্য চ' (৭।৩।৮৬) এই সূত্রানুসারে গুণ না হইলে 'স্নিহিত্বা' এবং গুণ হইলে 'স্নেহিত্বা' এই প্রয়োগদ্বয় সিদ্ধ হইয়া থাকে।

ঝল্ প্রত্যাহারে হকার গ্রহণের ফলে 'দহ' ধাতুর লুঙ্‌লকারের প্রথম পুরুষের দ্বিবচনে অদহ্ তাম্ এইরূপ অবস্থায় 'চ্লি লুঙি' (৩।১।৪৩) অনুসারে 'চ্লি' এবং চ্লিস্থানে 'চ্লেঃসিচ্' (৩।১।৪৪) সূত্রানুসারে 'সিচ্' হইয়াছে এবং ইকার ও চ্‌কারের ইৎসংজ্ঞা ও লোপ হইলে 'বদব্রজহলন্তস্যাচঃ' (৭।২।৩) সূত্রের দ্বারা উপধাবৃদ্ধি, 'দাদের্ধাতোর্ঘঃ' (৮।২।৩২) সূত্রের দ্বারা হকারের স্থানে ঘকার হওয়ায় 'অদাঘ্ স্ তাম্' এইরূপ অবস্থায় 'পূর্ব্বত্রাসিদ্ধম্' (৮।২।১) সূত্রের দ্বারা ঘকারের অসিদ্ধ করিয়া হকারের ঝল্ প্রত্যাহারস্থ বর্ণের বুদ্ধিবশতঃ উহার পরবর্ত্তী তকার—এই ঝল্ প্রত্যাহারস্থ বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী সকারের 'ঝলো ঝলি' (৮।২।২৬) সূত্রের দ্বারা লোপ হইয়া থাকে। পরে 'অদাঘ্ তাম্' এইরূপ অবস্থায় 'ঝষস্তথোর্ধোঽধঃ' (৮।২।৪০) এই সূত্রানুসারে তকারের ধকার করিলে 'অদাঘ্ ধাম্' এই প্রয়োগটির নিষ্পত্তি হয়।

শল্ প্রত্যাহারে হকার গ্রহণের ফলে লিহ্‌ধাতুর লুঙ্ লকারে 'তিপ্' আদেশ ও অট্ আগম হইলে 'অলিহ্ তি' এইরূপ অবস্থায় 'ইতশ্চ' (৩।৪।১০০)—এই সূত্রানুসারে ইকারের লোপ হইলে 'অলিহ্ত্' এইরূপ অবস্থায় 'চ্লিলুঙি' (৩।১।৪৩) এই সূত্রের দ্বারা 'চ্লি' ও 'চ্লেঃ সিচ্' (৩।১।৪৪) এই সূত্রের দ্বারা 'চ্লি'র স্থানে সিচ্ প্রাপ্ত ছিল; কিন্তু এক্ষেত্রে ইক্ উপধাতে থাকায় এবং হকার এই শল্ প্রত্যাহারস্থ বর্ণটি অন্তে থাকায় 'শলইগুপধাদনিটঃ ক্সঃ' (৩।১।৪৫) এই সূত্রানু-

(২) কিত্ত্ব—কিৎ হইলে 'ক্ঙিতি চ' (১।১।৫) সূত্রের দ্বারা গুণ ও বৃদ্ধির নিষেধ হইয়া থাকে। যে প্রত্যয়ের 'ক্' ইৎ যায় তাহা কিৎ এবং যে প্রত্যয়ের 'ঙ্' ইৎ যায় তাহা 'ঙিৎ'—এইস্থলে ক্-এর ইৎ হয় নাই; কিন্তু কিৎবৃত্তি কিত্ত্ব ধর্ম্মের আরোপ করা হইয়াছে, ফলে গুণ হইল না।

সারে 'চ্লি'-র স্থানে 'ক্স' হইলে 'অলিহ্ স্ ত্' এইরূপ অবস্থায় 'হোঢ়ঃ' (৮।১।৩১) এই সূত্রের দ্বারা 'হ্' স্থানে 'ঢ'কার ও 'ষঢ়োঃ কঃ সি' (৮।১।৪১) এই সূত্রের দ্বারা ও তৎস্থানে 'ক'কার হইলে 'অলিক্ স্ ত্' এইরূপ হইলে 'আদেশ প্রত্যয়য়োঃ' (৮।৩।৫৯) এই সূত্রের দ্বারা 'স'কারের ষকার করিলে 'অলিক্ষৎ' এই প্রয়োগটি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে 'হল্' সূত্রের প্রয়োজনই বা কি? কারণ 'শষসহর্' এইরূপ শর্ প্রত্যাহারের মধ্যেই হকারের পাঠ করিয়া 'অরোঽন্ত্যস্য' (১।১।৫২) 'হ'রোঽন্তরা সংযোগ' (১।১।৭) ইত্যাদি প্রকারে[৩] লকার অনুবন্ধের স্থানে রকার অনুবন্ধ বিশিষ্ট পাঠ করিলেই পূর্বপ্রদর্শিত স্থানে আর কোন দোষ থাকে না—ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে শর্ প্রত্যাহারের অন্তর্গত 'হ'কারের পাঠ করিলেই পূর্ব্বপ্রদর্শিত স্থলে আর কোন দোষ না, থাকিলেও 'খর্' প্রত্যাহারে 'হ'কারের পাঠ হওয়ার ফলে 'হরির্হসতি' ইত্যাদি প্রয়োগে হকার এই খর্ প্রত্যাহারস্থ বর্ণ পরে আছে বলিয়া 'খরবসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ' (৮।৩।১৫) এই সূত্রানুসারে রেফের বিসর্গ প্রসক্তি হইবে, সুতরাং 'হল্' এই সূত্রটির পৃথগ্‌রূপে পাঠের প্রয়োজন আছে, এবং 'হল্' সূত্রটি থাকার ফলে হলন্ত্যম্ এই সূত্রটির অন্যোন্যাশ্রয়দোষ পরিহারের জন্য 'হলিতি সূত্রে অন্ত্যমিৎ' এইরূপ দীক্ষিতের ব্যাখ্যাও সঙ্গত হইয়া থাকে।

এই চতুর্দ্দশটি মাহেশ্বর সূত্রের প্রত্যেকটির অন্ত্যবর্ণ ইৎসংজ্ঞক হয়। লণ্ সূত্রে 'অ'কার ও ইৎসংজ্ঞক কিন্তু 'হ'কার প্রভৃতিতে যে 'অ'কার রহিয়াছে, উহার কেবল উচ্চারণই প্রয়োজন।

প্রত্যেকটি মাহেশ্বর সূত্রের অন্ত্যবর্ণের ইৎ সংজ্ঞা হইয়া থাকে। এইরূপ ইৎসংজ্ঞার কথা বলিয়া পরে আবার ভট্টোজিদীক্ষিত 'লণ্'

(৩) 'অলোঽন্ত্যস্য' (১।১।৫২) 'হলোঽনন্তরাঃ সংযোগঃ' (১।১।৭)—এইরূপ সূত্রপাঠ আছে উহার স্থানে উপরি উক্ত সূত্রপাঠ করিলে কোন দোষ থাকে না—তাহাই তাৎপর্য্য।

সূত্রের অকারও যে ইৎসংজ্ঞক, ইহাও বলিয়াছেন। 'লণ্' সূত্রের অকারটি অন্ত্যবর্ণ নয় বলিয়া উহার পৃথক রূপে ইৎসংজ্ঞার উল্লেখ করা হইয়াছে।

এস্থলে ইহা লক্ষণীয় যে সংজ্ঞা হইলেই উহার ফল থাকিবেই। বৈয়াকরণগণ বলেন যে "যা যা সংজ্ঞা সা সা ফলবতী ভবতি" 'ণ্' 'ক্' 'ঙ্' প্রভৃতি বর্ণগুলির ইৎসংজ্ঞা করিবার ফল অর্থাৎ প্রয়োজন হইল 'অণ্' 'অক্' প্রভৃতি প্রত্যাহার—ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে যে 'লণ্' সূত্রের মধ্যবর্ত্তী অকারটির ইৎসংজ্ঞা করিবার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে,—যাহার জন্য উহার ইৎসংজ্ঞা করা হইয়াছে।

ইহার উত্তর হইল এই যে মাহেশ্বর সূত্রস্থ 'ণ্'কার 'ক্'কার প্রভৃতি ইৎসংজ্ঞক বর্ণগুলি যেরূপ প্রত্যাহার সম্পাদক, সেইরূপ 'লণ্' সূত্রস্থ ইৎসংজ্ঞক অকার ও 'র' প্রত্যাহার নিষ্পাদক। 'উরণ্রপরঃ' (১।১।৫১) এই সূত্রে 'র' প্রত্যাহারের ব্যবহার করা হইয়াছে। অষ্টাধ্যায়ীর এই একমাত্র সূত্রে[৪] ভট্টোজিদীক্ষিত 'র' প্রত্যাহার স্বীকার করিয়াছেন, এবং এই একমাত্র সূত্রে 'র' প্রত্যাহারের দ্বারা 'র' ও 'ল' এই দুইটি বর্ণের বোধ হইয়া থাকে। এই

(৪) ভাষ্যকারের 'তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্' সূত্রস্থ 'লপরত্বং বক্ষ্যামি' এই উক্তির ব্যাখ্যায় কৈয়ট বলিয়াছেন যে লপরত্বং ব্যাখ্যাস্যামীত্যর্থঃ 'বক্ষ্যামি'র অর্থ ব্যাখ্যাস্যামি অর্থাৎ ব্যাখ্যার দ্বারা লপরত্বং বুঝা যাইবে। ব্যাখ্যা কি? তাহা কৈয়ট বলিয়াছেন যে 'লণ্' এই সূত্রস্থ 'অ'কারের অনুনাসিকত্ব প্রতিজ্ঞা। উক্ত 'অ'কারটি অনুনাসিক হইলে "উপদেশেঽজনুনাসিক ইৎ" এই সূত্র দ্বারা উহার ইৎসংজ্ঞা হইবে এবং ইৎসংজ্ঞা হইলেই 'আদিরন্ত্যেন সহেতা' এই সূত্রানুসারে ইৎসংজ্ঞক বর্ণ 'অ'কারের সহিত 'র'কারের উচ্চারণ করিলে 'র' প্রত্যাহার সিদ্ধ হইয়া থাকে। উহা অন্ত্য না হইলেও অনুনাসিকত্ব প্রতিজ্ঞা-সামর্থ্যবশতঃ উহার দ্বারা 'র' প্রত্যাহার সিদ্ধ হইবে।

রূপ 'র' প্রত্যাহারের নিষ্পত্তি করিবার জন্যই লণ্ সূত্রস্থ অকারের ইৎসংজ্ঞা করা হইয়াছে। নাগেশ ভট্ট র' প্রত্যাহার স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে 'উরণ্রলপরঃ' এইরূপ সূত্র করিতে হইবে।

আর একটি আশঙ্কা হইতে পারে যে তাহা হইলে 'হয়বরট্' প্রভৃতি সূত্রস্থ অকারেরও ইৎসংজ্ঞা হইবে, ইহার উত্তরে ভট্টোজিদীক্ষিত বলিয়াছেন যে 'হয়বরট্' প্রভৃতি সূত্রস্থ অকারের ইৎসংজ্ঞা হইবে না। কারণ ইৎসংজ্ঞার কোন প্রয়োজন নাই। ফল ব্যতিরেকে কখন ইৎসংজ্ঞা হইতে পারে না। তাহা হইলে অকারের উচ্চারণই বা কেন করা হইল? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে **"হকারাদির অকার কেবল উচ্চারণার্থক"** অর্থাৎ 'হয়বরট্' ইত্যাদিতে যে অকার আছে, উহার কেবল উচ্চারণই একমাত্র প্রয়োজন। কারণ স্বরবর্ণ ব্যতীত কখন ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ হইতে পারে না। ভাষ্যকার বলিয়াছেন —"ন হ্যচং বিনা ব্যঞ্জনস্যোচ্চারণমপি সম্ভবতি" (১।২।২৯) এইস্থলে এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে স্বর ব্যতীত ব্যঞ্জনের উচ্চারণ সম্ভব নহে বলিয়া 'হয়বরট্' প্রভৃতিতে অকারেরই বিন্যাস কেন করা হইয়াছে, ইকার উকার প্রভৃতি স্বরবর্ণের বিন্যাস করা হইল না কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে অকারটিই স্বরবর্ণের প্রথম—এই প্রথমটিকে বাদ দিয়া দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি স্বরবর্ণের বিন্যাসই অযৌক্তিক। সুতরাং 'হয়বরট্' প্রভৃতিতে প্রথম স্বরবর্ণের বিন্যাস, হকারাদি ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণের উদ্দেশ্যে—এইরূপ উক্তি সমুচিত হইয়াছে।

এইবার প্রশ্ন হইতে পারে যে মাহেশ্বর সূত্রের প্রত্যেকটি অন্ত্যবর্ণের ইৎসংজ্ঞা হয় এবং 'লণ্' সূত্রস্থ অকারের ইৎসংজ্ঞা হয়—ইহা বলা হইয়াছে; কিন্তু ইহাদের ইৎসংজ্ঞা কি আমাদের ইচ্ছানুসারে অথবা পাণিনির সূত্রানুসারে—কিভাবে হইতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তর দিবার নিমিত্ত ভট্টোজিদীক্ষিত এইস্থলে ইৎসংজ্ঞা বিধায়ক পাণিনীয় সূত্রের উপন্যাস করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন।

ব. বি./সি. কৌ. ৩১-২
13490
NEW ALIPORE COLLEGE
LIBRARY

১। হলন্ত্যম্। (১।৩।৩)

'হল্' (মা. সূ. ১৪) ইতি সূত্রেঽন্ত্যমিৎ স্যাৎ।

হল্ এই সূত্রে অন্ত্য (বর্ণ) ইৎ[৫] হয়।

এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, 'হল্' এই সূত্রে অন্ত্যবর্ণ ইৎ হয়—ইহা বলিলে কেবল 'হল্' এই চতুর্দ্দশ মাহেশ্বর সূত্রেরই অন্ত্যবর্ণের ইৎসংজ্ঞা হইবে ; কিন্তু প্রত্যেকটি মাহেশ্বর সূত্রের অন্ত্যবর্ণের ইৎসংজ্ঞা কি করিয়া হইতে পারে ?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে 'হল্' এই চতুর্দ্দশ সূত্রের অন্ত্যবর্ণের ইৎসংজ্ঞা হইলে সেই অন্ত্য ইৎসংজ্ঞক বর্ণ 'ল্' ও 'হয়বরট্'—এই সূত্রের আদি হকার—এই দুইটির যুগপৎ উচ্চারণ 'হল্'—এইরূপ করিলে 'হল্' নামক একটি প্রত্যাহার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে এবং 'হল্' প্রত্যাহার অবগত হইলে 'হলন্ত্যম্' এই সূত্রের উপদেশকালে অন্ত্য 'হল্' প্রত্যাহারস্থ বর্ণের ইৎসংজ্ঞা হয়—এইরূপ দ্বিতীয় ব্যাখ্যা উপপন্ন হইবে, ফলে প্রতিটি মাহেশ্বর সূত্রের অন্ত্যবর্ণের ইৎসংজ্ঞা হইতে বাধা থাকিবে না।

'হলন্ত্যম্'—এই সূত্রের 'হল্' এই সূত্রে অন্ত্যবর্ণ ইৎ হয়—এইরূপ প্রথম ব্যাখ্যায় 'হলি অন্ত্যম্' এইপ্রকার সপ্তমী তৎপুরুষ করিতে হইবে। কিন্তু এইরূপ সপ্তমী তৎপুরুষ 'সপ্তমী শৌণ্ডৈঃ' (২।১।৪০) এই সূত্র অনুসারেই করিতে হইবে ; তাহা করা সম্ভব নয় ; কারণ এইরূপ করিতে হইলে অন্ত্য শব্দের শৌণ্ডাদিগণে পাঠ থাকা চাই। শৌণ্ডাদিগণে অন্ত্য শব্দের পাঠ নাই বলিয়া উক্তপ্রকারে সপ্তমী তৎপুরুষ হইতে পারে না ; এইজন্য 'সপ্তমী শৌণ্ডৈঃ'—এই সূত্রটির যোগবিভাগ[৬] করিতে হইবে—'সপ্তমী' একটি বিভাগ এবং 'শৌণ্ডৈঃ আর একটি

(৫) 'উপদেশেঽজনুনাসিক ইৎ' (১।৩।২)—এই সূত্র হইতে 'ইৎ' পদটি অনুবৃত্তি করা হয়। সূত্রে যে পদটি থাকে না, অথচ সেই পদ ব্যতীত সূত্রের অর্থ যদি সঙ্গত না হয়, তাহা হইলে সূত্রান্তর হইতে উহা আনীত হয়—এইরূপ সূত্রান্তর হইতে আনয়নকে অনুবৃত্তি বলা হয়।

(৬) যোগের অর্থ 'সূত্র' এবং উহার বিভাগ করাকে যোগবিভাগ বলা হয়।

বিভাগ। ইহাতে সপ্তমী এই বিভক্ত যোগের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সপ্তমী তৎপুরুষ হইতে পারে, যদি বলা হয় যে এইরূপ যোগবিভাগের উল্লেখ ভাষ্যে না থাকায় এই ভাষ্যাদৃষ্ট কল্পনা অযৌক্তিক ; তাহা হইলে 'সুপ্ সুপা' (২।১।৪) এই সূত্রের দ্বারা সমাস করা যাইতে পারে। অথবা 'হলঃ অন্ত্যম্' এইপ্রকারে ষষ্ঠী তৎপুরুষ করিলেও কোন আপত্তি নাই, কারণ 'হল্' সূত্রের অন্ত্য ইৎ হয় অথবা 'হল্' এই সূত্রে অন্ত্য ইৎ হয় এইরূপ অর্থদ্বয়ে কোন ফলভেদ থাকে না। ভট্টোজিদীক্ষিত 'হল্' এই সূত্রে অন্ত্যবর্ণ ইৎ হয় এইরূপ ফলিতার্থের কথন করিয়াছেন এইরূপ বুঝিতে হইবে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে আৎ, জস্, অম্ ইত্যাদির 'ত্'কার, 'স্'কার ও 'ম্'কারের ইৎসংজ্ঞা নিষেধের জন্য যে 'ন বিভক্তৌ তুস্মাঃ' (১।৩।৪) সূত্র করা হইয়াছে ইহার দ্বারা মনে হয় "উপদেশে অন্ত্য 'হল্' বর্ণের ইৎ সংজ্ঞা হয়।" সুতরাং 'হলন্ত্যম্' সূত্রের দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি আবশ্যক। এই ব্যাখ্যা অনুসারেই প্রত্যেক মাহেশ্বর সূত্রের অন্ত্যবর্ণের ইৎসংজ্ঞা হইতে পারে, এবং 'হল্' সূত্রেরও অন্তবর্ণের ইৎসংজ্ঞা হইতে পারে, তজ্জন্য আবার হল্' এই সূত্রে অন্ত্যবর্ণের ইৎসংজ্ঞা হয়—এইরূপ প্রথম ব্যাখ্যার প্রয়োজন কি ? ইহার উত্তর এই যে—যদি একমাত্র দ্বিতীয় ব্যাখ্যাই স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে 'হল্' পদার্থ জ্ঞানোত্তর কালেই 'হলন্ত্যম্' সূত্রের প্রবৃত্তি হওয়া সম্ভব। 'হল্'—এই সূত্রে অন্ত্যবর্ণের ইৎসংজ্ঞা হওয়ার পর 'হল্' এইরূপ প্রত্যাহার সংজ্ঞা 'আদিরন্ত্যেন সহেতা' (১।১।৭১) সূত্রের দ্বারা করিতে হইবে, আর 'হল্' এই সূত্রের অন্ত্যবর্ণের ইৎসংজ্ঞা 'হলন্ত্যম্' এই সূত্রের দ্বারাই করিতে হইবে। কিন্তু বাক্যার্থজ্ঞানের প্রতি পদার্থজ্ঞান কারণ[৭] বলিয়া

(৭) কোন বাক্যের অর্থজ্ঞান তখনই সম্ভব, যখন সেই বাক্যের প্রতিটি পদের জ্ঞান থাকে। প্রত্যেক পদের জ্ঞান ব্যতীত পদসমুদায়রূপ বাক্যের ও অর্থজ্ঞান মোটেই সম্ভব নয়, যেমন 'অরণ্যে বিহগাঃ কূজন্তি' এই বাক্যস্থ তিনটি পদের অর্থবোধ না থাকিলে সম্পূর্ণ বাক্যের ও অর্থবোধ আকাশকুসুম। এইজন্য পদার্থজ্ঞান বাক্যার্থজ্ঞানের কারণ।

'হল্' পদার্থের জ্ঞান না হইলে 'হলন্ত্যম্' সূত্রের বাক্যার্থবোধ হইতে পারে না এবং 'ইৎ' পদার্থের জ্ঞান ব্যতীত 'আদিরন্ত্যেন সহেতা' এই সূত্রটির বাক্যার্থ হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং 'হল্' এই সূত্রে লকারের ইৎসংজ্ঞা হওয়ার পর 'আদিরন্ত্যেন সহেতা' এই সূত্রের দ্বারা 'হল্' সংজ্ঞা সিদ্ধ হইলেই 'হলন্ত্যম্' সূত্রের প্রবৃত্তি হইবে, এবং 'হলন্ত্যম্' এই সূত্রের দ্বারা লকারের ইৎসংজ্ঞা হইলেই 'আদিরন্ত্যেন সহেতা' এই সূত্রের দ্বারা 'হল্' সংজ্ঞা সিদ্ধি হইবে। এইরূপ 'হলন্ত্যম্' ও 'আদিরন্ত্যেন সহেতা' এই দুইটি সূত্রের পরস্পর অপেক্ষা থাকায় ইহারা অন্যোন্যাশ্রয় দোষগ্রস্ত; সেইজন্য ইহাদের বাক্যার্থবোধ হইতে পারিবে না। অন্যোন্যাশ্রয় দোষ, জ্ঞানের প্রতিবন্ধক—এই অন্যোন্যাশ্রয় দোষের প্রতিবন্ধকতা ভাষ্যকার একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন—যথা, "নৌ র্নাবি বদ্ধা নেতরত্রাণায় ভবতি" যেমন কোন একটি নৌকাকে অপর একটি নৌকার সহিত বাঁধিয়া দিলে একটি আর একটিকে রক্ষা করিতে পারে না; সেইরূপ একটি জ্ঞান অপর একটি জ্ঞানের অপেক্ষা রাখিলে কোন জ্ঞানই হইতে পারে না।

এই উপরিউক্ত অন্যোন্যাশ্রয় দোষ পরিহার করিবার উদ্দেশ্যে ভট্টোজিদীক্ষিত 'হলন্ত্যম্'—এই সূত্রটির আবৃত্তি করিয়া দুইপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন 'হল্' এই সূত্রে অন্ত্যবর্ণ ইৎ হয় এবং "উপদেশে অন্ত্য হল্ বর্ণের ইৎসংজ্ঞা হয়।" প্রথম ব্যাখ্যাটির দ্বারা অন্যোন্যাশ্রয় দোষের পরিহার করা হইয়াছে; কারণ 'হল্' এই সূত্রের অন্ত্যবর্ণ ইৎ হয়—এইরূপ বলিলে 'আদিরন্ত্যেন সহেতা'—এই সূত্রটির অপেক্ষা না করিয়াই 'হল্' এই সূত্রটির অন্ত্যবর্ণের ইৎসংজ্ঞা হইয়া থাকে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় 'হল্'—ইহা প্রত্যাহার; সেইজন্য 'আদিরন্ত্যেন সহেতা'—এই সূত্রটির অপেক্ষা হইয়া থাকে; কারণ 'আদিরন্ত্যেন সহেতা' এই সূত্র ব্যতীত প্রত্যাহারের বোধ হইতে পারে না। 'হল্' এই সূত্রের অন্ত্যবর্ণের ইৎসংজ্ঞা হয়—ইহা বলিলে ইৎসংজ্ঞা বিধানে 'হল্' প্রত্যাহার উপজীব্য হয় না, সুতরাং অন্যোন্যাশ্রয় দোষও থাকে না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে উক্তপ্রকারে 'হল্' এই সূত্রটির, না হয় অন্ত্যবর্ণের ইৎসংজ্ঞা হইল—ইহাতে কি ফললাভ হইল? ইহার উত্তর এই যে 'হল্' এই সূত্রের লকারের ইৎসংজ্ঞা হইলে এই ইৎসংজ্ঞক লকার ও 'হয়বরট্' এই সূত্রের আদিবর্ণ হকারের যুগপৎ উচ্চারণের দ্বারা 'হল্' নামক প্রত্যাহার সিদ্ধ হইয়া থাকে—এই 'হল্' প্রত্যাহার নিষ্পন্ন করিবার জন্যই এইরূপ প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। এই 'হল্' প্রত্যাহার সিদ্ধির প্রসঙ্গে সকলপ্রকার প্রত্যাহার যাহার দ্বারা হইতে পারে সেই সূত্রটির ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

> **২। আদিরন্ত্যেন সহেতা। (১।১।৭)**
>
> **অন্ত্যেনেতা সহিত আদির্মধ্যগানাং স্বস্য চ সংজ্ঞা স্যাৎ।**
>
> **ইতি হল্ সংজ্ঞায়াম্।**
>
> অন্ত্য ইৎ-এর সহিত (উচ্চার্যমাণ) আদি, মধ্যস্থিতের (মধ্যস্থিতবর্ণের) সংজ্ঞা (বোধক) হয় এবং নিজেরও বোধক হয়। ইহার দ্বারা 'হল্' সংজ্ঞা সিদ্ধ হইল।

এস্থলে অন্ত্যইৎ 'ল্'—ইহার সহিত উচ্চার্যমাণ আদি বর্ণ 'হয়বরট্'—সূত্রের হকার অর্থাৎ 'হল্' এইরূপ বর্ণদ্বয়ের উচ্চারণ করিলে মধ্যস্থিত বর্ণগুলির য়বরল প্রভৃতি অন্ত্য হকার পর্য্যন্ত সকলবর্ণের বোধ হইয়া থাকে এবং নিজের অর্থাৎ আদিবর্ণ[৮] আদি হকারেরও বোধ হয়।

অন্তে অবসানে ভব অর্থাৎ যাহা অন্তে থাকে তাহা অন্ত্য। 'সহযুক্তেঽপ্রধানে' (২।৩।১৯) এই সূত্রানুসারে এস্থলে তৃতীয়া

(৮) এস্থলে দুইটি হকার 'হল্' প্রত্যাহারের মধ্যে থাকায়, নিজের বলিতে আদি হকারের বোধ না হইলেও 'হল্' প্রত্যাহারের দ্বারা 'হ'কারের বোধ হওয়া সম্ভব। কিন্তু অন্যান্য প্রত্যাহারে নিজের বলিতে আদিবর্ণের গ্রহণ করিতেই হইবে। নচেৎ তৎ তৎ প্রত্যাহারের দ্বারা সেই বর্ণটির বোধই হইতে পারিবে না। যেমন 'অক্' প্রত্যাহার করিতে হইলে অন্ত্য ইৎসংজ্ঞক বর্ণ 'ক্'—ইহার সহিত উচ্চার্যমাণ আদিবর্ণ 'অ'—এই দুইটির 'অক্' এইরূপ যুগপৎ উচ্চারণ করিলে অ ই উ ঋ ৯—এই বর্ণগুলির বোধ হয়।

হইয়াছে। অন্ত্য ইৎসংজ্ঞক বর্ণের সহিত আদিবর্ণ; অন্ত্য ইৎ ও আদি এই দুইটির যুগপৎ উচ্চারণ করিলে[৯] মধ্যগ অর্থাৎ মধ্যস্থিত বর্ণের সংজ্ঞা হয়। এস্থলে যে 'মধ্যগ' পদ আছে, উহা অনুবৃত্তি লভ্য নহে, কিন্তু আক্ষেপ লভ্য। সূত্রে আদি ও অন্ত্য পদ আছে। যস্মাৎ পূর্ব্বং নাস্তি পরং চাস্তি স আদিঃ—যাহার পূর্ব্বে কিছু থাকে না, কিন্তু পরে থাকে উহাকে আদি বলা হয় এবং যস্মাৎ পরং নাস্তি পূর্ব্বং চাস্তি—আর যাহার পরে কিছু থাকে না কিন্তু পূর্ব্বে থাকে, উহাকে অন্ত্য বলা হয়। তাহা হইলে আদিবর্ণ বলিলেই বুঝিতে হইবে যাহার পরে অন্যান্য বর্ণ আছে; কিন্তু পূর্ব্বে কোন বর্ণ নাই এবং অন্ত্যবর্ণ বলিলে বুঝিতে হইবে যাহার পূর্ব্বে অন্যান্য বর্ণ আছে, কিন্তু উহার পরে কোন বর্ণ নাই। সুতরাং মধ্যগ বর্ণ না থাকিলে কোনো বর্ণকে আদি ও কোনো বর্ণকে অন্ত্য বলা যায় না। ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে পাঁচটি বালকের একটি শ্রেণীকে বলা যাইতে পারে অন্ত্যসহ আদিকে লইয়া আইস। এইরূপ বলিলে অন্ত্য ও আদির মধ্যবর্ত্তী বালকগণকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যাহা ব্যতীত যাহার উপপত্তি হয় না অর্থাৎ যাহা অবিনাভূত তাহার আক্ষেপ করা হয়। যেমন স্থূলোঽয়ং দিবা ন

(৯) 'স্বস্য' এই পদটি 'স্বংরূপং শব্দস্য' (১।১।৬৮)—এই সূত্র হইতে অনুবৃত্তি লভ্য। যদ্যপি উক্ত সূত্রে 'স্বম্' এইরূপ প্রথমান্ত 'স্ব'শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে, তথাপি এইসূত্রে অনুবৃত্ত 'স্বম্' পদটিকে ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত পদে বিপরিণাম করিয়া 'স্বস্য' এইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে। 'সর্ব্বনাম্নামুৎসর্গতঃ প্রধানপরামর্শিত্বম্'—সর্ব্বনাম পদের স্বভাবত প্রধানের সহিত সম্বন্ধ হয়—এই নিয়ম অনুসারে এক্ষেত্রে 'স্বস্য' এই ষষ্ঠ্যন্ত সর্ব্বনাম পদটির যেটি প্রধান তাহারই সহিত সম্বন্ধ হওয়া উচিত। সূত্রস্থ 'আদিঃ' এই প্রথমান্ত পদটি প্রধান বলিয়া, উহারই সহিত সর্ব্বনামপদের সম্বন্ধ করা হইলে নিজের বলিতে আদিরও বোধক হয়। আদিঃ পদটি কর্ত্তা বলিয়া প্রধান এবং অন্ত্যেন ইহা 'সহযুক্তেঽপ্রধানে' সূত্রের দ্বারা অপ্রধানে তৃতীয়া হওয়ায়, উহা স্পষ্টই অপ্রধান; সুতরাং প্রত্যাহারে অপ্রধান যে ইৎসংজ্ঞক বর্ণ উহাদের গ্রহণ হয় না।

ভুঙ্ক্তে এই লোকটি স্থূল কিন্তু দিবসে আহার করে না—দিবসে আহার করে না অথচ স্থূল এইরূপ বাক্যের প্রয়োগ কিরূপে সম্ভব? স্থূলত্ব কি আহার ব্যতীত উৎপন্ন হইতে পারে? আহার ব্যতীত স্থূলত্বের উৎপত্তি সম্ভব নয় অথচ দিবসে আহার করে না ইহা বলা হইয়াছে; সুতরাং এই লোকটি যে রাত্রে আহার করে—ইহা উপরিউক্ত বাক্যের দ্বারা অবগত হইয়া থাকে। রাত্রিভোজন ব্যতীত এই লোকটির স্থূলত্বের কোন উপপত্তি হইতে পারে না বলিয়া, স্থূলত্বের দ্বারা রাত্রিভোজন আক্ষিপ্ত অর্থাৎ অবগত হইয়াছে।

উক্ত সূত্রে 'আদি' শব্দ আদি অবয়বের বাচক এবং 'অন্ত্য' শব্দ অন্ত্য অয়বের বাচক; সুতরাং আদি ও অন্ত্য এই দুইটি অবয়ব বাচক শব্দের দ্বারা অবয়বীবাচক শব্দ আক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। মধ্যবর্ত্তী বর্ণসমুদায়ই উক্ত ক্ষেত্রে অবয়বী, সেই অবয়বী বাচকশব্দ—মধ্যগ পদের আক্ষেপ হইলে অন্ত্য ইৎসংজ্ঞক বর্ণের সহিত আদিবর্ণ উচ্চারিত থাকিলে মধ্যবর্ত্তী[১০] বর্ণসমুদায়ের বোধ হয়। এইরূপ সূত্রার্থ হইবে কিন্তু কোনো স্থলেই যুগপৎ বর্ণসমুদায়ের থাকা সম্ভব নয় বলিয়া লক্ষ্যস্থলে প্রত্যেকটি বর্ণের উপস্থিতি হইয়া থাকে; যথা 'ইকো যণচি' সূত্রের দ্বারা ইকের স্থানে যণ্ হয়। এইরূপ বাক্যার্থবোধ হইলে 'দধি অত্র' ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইকার রূপ ইকের স্থানে য ব র ল—এই চারিটি বর্ণই যুগপৎ হইবে

(১০) যদ্যপি দুইটি বর্ণের মধ্যে মধ্যমবর্ণ না থাকা সত্ত্বেও আদি ও অন্ত্যের ব্যবহার হইতে পারে তথাপি 'যস্মাৎ পূর্ব্বংনাস্তি পরংচাস্তি' এবং 'যস্মাৎ পূর্ব্বংচাস্তি পরংনাস্তি'—এইরূপ পারিভাষিক আদি ও অন্ত্যের গ্রহণ করা হইয়াছে। 'হল্' প্রত্যাহারে যদি মধ্যবর্ত্তী বর্ণের গ্রহণ না হইত তাহা হইলে 'স্বস্য' এই সর্ব্বনাম পদের দ্বারা কেবল 'হ'কার মাত্রের বোধ হইত, এইরূপ একটি মাত্র বর্ণের বোধ করাইবার জন্য বর্ণদ্বয়াত্মক সংজ্ঞা করার কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে না। বরং ইহাতে লাঘবের পরিবর্তে গৌরবই হইত। অনুরূপভাবে অক্, অচ্, অট্, অল্, অণ্ প্রভৃতি প্রত্যাহারের দ্বারা কেবল অকার মাত্রের বোধ করাইবার কোনো সার্থকতা থাকে না।

না ; কিন্তু 'য'কার এই একটি বর্ণই হইবে। ভাষ্যকার এইরূপ ক্ষেত্রে 'প্রত্যেকে বাক্য পরিসমাপ্তি ন্যায়' বলিয়াছেন। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে ইক্, উক্, ইচ্, যয়্, ময়্ প্রভৃতিতে ইকার, উকার প্রভৃতি বর্ণগুলি আদি না হওয়ায় উক্ত সমুদায়গুলিকে প্রত্যাহার বলিয়া ব্যবহার কিরূপে হইতে পারে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে এইস্থলে 'অইউণ্' প্রভৃতি সূত্রের অপেক্ষায় আদি ও অন্ত্য ধরা হয় না ; কিন্তু আদি ও অন্ত্য শব্দের দ্বারা আক্ষিপ্ত সমুদায়ের অপেক্ষায় আদি ও অন্ত্য ব্যবহার করা হয়। ইক্ প্রত্যাহারে ইকার হইতে আরম্ভ করিয়া 'ঋ৯ক্'-এর ক্কার পর্য্যন্ত একটি সমুদায় বুদ্ধির দ্বারা পরিকল্পিত হইয়া থাকে—এই বুদ্ধিপরিকল্পিত ইকারাদি ককারান্ত সমুদায়ে ইকার যে আদিবর্ণ ইহাতে সন্দেহ নাই। এইপ্রকার ইজাদি প্রত্যাহারেও বুঝিতে হইবে। অন্ত্যবর্ণ ও বুদ্ধিপরিকল্পিত সমুদায়ের অপেক্ষা, কিন্তু সূত্রের অপেক্ষায় নয় ; সেইজন্য 'র' প্রত্যাহার সিদ্ধ হইয়া থাকে। অন্যথা লণ্ সূত্রস্থ ল-এর অকার অন্ত্যবর্ণ না হওয়ায় উহার সহিত উচ্চার্য্যমাণ বুদ্ধিপরিকল্পিত সমুদায়াপেক্ষায় 'হ য় ব র ট্'-এর 'র' এই আদি বর্ণটি 'র' প্রত্যাহাররূপে ব্যবহৃত হইতে পারিত না।

এই সূত্রে 'আদি' শব্দটি না থাকিলে 'অন্ত্যেন সহেতা' এইরূপ সূত্র হইলে অন্ত্যবর্ণের সহিত উচ্চার্য্যমাণ অন্ত্যের পূর্ব্ববর্ত্তী যাবতীয় বর্ণের সংজ্ঞা হয়—এইরূপ সূত্রার্থের 'দ্বারা' 'হল্' প্রত্যাহারে 'ল্'-এর পূর্ব্ববর্ত্তী যাবতীয় বর্ণের অন্তর্গত অকার ইকার প্রভৃতিরও বোধ প্রসক্ত হইত এবং 'অন্ত্যেন' এই পদটি না থাকিলে আদিবর্ণ ইৎসংজ্ঞক বর্ণের সহিত উচ্চারিত হইলে, আদিবর্ণের পরবর্ত্তী যাবতীয় বর্ণের বোধ হয়—এইরূপ সূত্রার্থের দ্বারা 'অচ্' প্রত্যাহারে 'অ'-এর পরবর্ত্তী যাবতীয় বর্ণসমুদায়ের অন্তর্গত হকার প্রভৃতি বর্ণগুলিরও বোধ প্রসক্ত হইবে—এইরূপ যাহাতে না হয়, সেইজন্য আদি ও অন্ত্য—দুইটিরই গ্রহণ আবশ্যক।

'ইতা' এই তৃতীয়ান্ত পদটির উপাদান না করিলে, অন্ত্যবর্ণের সহিত উচ্চারিত আদিবর্ণ মধ্যস্থিত বর্ণের বোধক হয়—এইরূপ সূত্রার্থ

বুঝাইবে ফলে ইহার দ্বারা 'অম্' প্রত্যাহারটি 'ঞমঙণনম্' এই সূত্রস্থ মধ্যবর্ত্তী মকার পর্য্যন্ত বুঝাইবে।

উক্তপ্রকারে 'হল্' এই সূত্রে লকারের হলন্ত্যম্ এই আবৃত্ত প্রথম সূত্রের দ্বারা ইৎসংজ্ঞা করা হইলে 'আদিরন্ত্যেন সহেতা' এই সূত্রের দ্বারা 'হল্' প্রত্যাহার সিদ্ধ হওয়ার পর চতুর্দ্দশ মাহেশ্বর সূত্রগুলিকে অন্ত্য ণকার, অন্ত্য ককার, অন্ত্য চকার প্রভৃতি বর্ণগুলিকে 'হল্' বলিয়া গ্রহণ করা হয়। তাই বলিয়াছেন—এইপ্রকারে 'হল্' সংজ্ঞা সিদ্ধি হইলে—

হলন্ত্যম্। (১৷৩৷৩)

উপদেশেঽন্ত্যং হলিৎস্যাৎ।

উপদেশে বিদ্যমান অন্ত্য হলের ইৎসংজ্ঞা হয়।

এই সূত্রে 'উপদেশ' ও 'ইৎ' এই দুইটি পদ 'উপদেশেঽজনুনাসিক ইৎ' (১৷৩৷২) এই সূত্র হইতে অনুবৃত্ত হইয়া থাকে। 'হলন্ত্যম্'—ইহাতে 'হল্' ও অন্ত্যম্' দুইটি পৃথক পদ। 'অন্ত্যম্' এই পদটি 'হল্' এই পদের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। যদি কর্মধারয় সমাস হইত তাহা হইলে 'অন্ত্য' এই বিশেষণ পদটির পূর্ব্বপ্রয়োগ হইত। 'হল্' এই পদটি নপুংসক লিঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'হল' এই পদের দ্বারা হকারাদি লান্ত বর্ণসমুদয় গৃহীত হইয়া থাকে।

এস্থলে 'উপদেশ' পদের অর্থ বিষয়ে অনেক বৈমত্য থাকায় আশঙ্কা হইতে পারে যে ভট্টোজিদীক্ষিতের এ বিষয়ে মত কি ? তিনি উপদেশ পদের দ্বারা ইহার কিরূপ অর্থ বুঝিয়াছেন? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে—

'উপদেশ আদ্যোচ্চারণম্'।

আদ্যোচ্চারণকে উপদেশ বলে।

উপ শব্দের অর্থ আদ্য এবং দিশ্ ধাতুর অর্থ উচ্চারণ। এই উপ-পূর্ব্বক দিশ্ ধাতুর শেষে ভাববাচ্যে 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিলে উপদেশ পদটি নিষ্পন্ন হয়। প্রাচীনবৃত্তিতে উপদেশ পদটি করণে ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন করা হইয়াছে—ইহা ঠিক নয়। কারণ 'অকর্ত্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়াম্' (৩৷৩৷১৯) এই সূত্রানুসারে করণে ঘঞ্ প্রত্যয়

না ; কিন্তু 'য'কার এই একটি বর্ণই হইবে। ভাষ্যকার এইরূপ ক্ষেত্রে 'প্রত্যেকে বাক্য পরিসমাপ্তি ন্যায়' বলিয়াছেন। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে ইক্, উক্, ইচ্, যয়্, ময়্ প্রভৃতিতে ইকার, উকার প্রভৃতি বর্ণগুলি আদি না হওয়ায় উক্ত সমুদায়গুলিকে প্রত্যাহার বলিয়া ব্যবহার কিরূপে হইতে পারে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে এইস্থলে 'অইউণ্' প্রভৃতি সূত্রের অপেক্ষায় আদি ও অন্ত্য ধরা হয় না ; কিন্তু আদি ও অন্ত্য শব্দের দ্বারা আক্ষিপ্ত সমুদায়ের অপেক্ষায় আদি ও অন্ত্য ব্যবহার করা হয়। ইক্ প্রত্যাহারে ইকার হইতে আরম্ভ করিয়া 'ঋ৯ক্'-এর ক্কার পর্য্যন্ত একটি সমুদায় বুদ্ধির দ্বারা পরিকল্পিত হইয়া থাকে—এই বুদ্ধিপরিকল্পিত ইকারাদি ককারান্ত সমুদায়ে ইকার যে আদিবর্ণ ইহাতে সন্দেহ নাই। এইপ্রকার ইজাদি প্রত্যাহারেও বুঝিতে হইবে। অন্ত্যবর্ণ ও বুদ্ধিপরিকল্পিত সমুদায়ের অপেক্ষা, কিন্তু সূত্রের অপেক্ষায় নয় ; সেইজন্য 'র' প্রত্যাহার সিদ্ধ হইয়া থাকে। অন্যথা লণ্ সূত্রস্থ ল-এর অকার অন্ত্যবর্ণ না হওয়ায় উহার সহিত উচ্চার্য্যমাণ বুদ্ধিপরিকল্পিত সমুদায়াপেক্ষায় 'হ য় ব র ট্'-এর 'র' এই আদি বর্ণটি 'র' প্রত্যাহাররূপে ব্যবহৃত হইতে পারিত না।

এই সূত্রে 'আদি' শব্দটি না থাকিলে 'অন্ত্যেন সহেতা' এইরূপ সূত্র হইলে অন্ত্যবর্ণের সহিত উচ্চার্য্যমাণ অন্ত্যের পূর্ব্ববর্ত্তী যাবতীয় বর্ণের সংজ্ঞা হয়—এইরূপ সূত্রার্থের 'দ্বারা' 'হল্' প্রত্যাহারে 'ল্'-এর পূর্ব্ববর্ত্তী যাবতীয় বর্ণের অন্তর্গত অকার ইকার প্রভৃতিরও বোধ প্রসক্ত হইত এবং 'অন্ত্যেন' এই পদটি না থাকিলে আদিবর্ণ ইৎসংজ্ঞক বর্ণের সহিত উচ্চারিত হইলে, আদিবর্ণের পরবর্ত্তী যাবতীয় বর্ণের বোধ হয়—এইরূপ সূত্রার্থের দ্বারা 'অচ্' প্রত্যাহারে 'অ'-এর পরবর্ত্তী যাবতীয় বর্ণসমুদায়ের অন্তর্গত হকার প্রভৃতি বর্ণগুলিরও বোধ প্রসক্ত হইবে—এইরূপ যাহাতে না হয়, সেইজন্য আদি ও অন্ত্য—দুইটিরই গ্রহণ আবশ্যক।

'ইতা' এই তৃতীয়ান্ত পদটির উপাদান না করিলে, অন্ত্যবর্ণের সহিত উচ্চারিত আদিবর্ণ মধ্যস্থিত বর্ণের বোধক হয়—এইরূপ সূত্রার্থ

বুঝাইবে ফলে ইহার দ্বারা 'অম্' প্রত্যাহারটি 'ঞমঙণনম্' এই সূত্রস্থ মধ্যবর্ত্তী মকার পর্য্যন্ত বুঝাইবে।

উক্তপ্রকারে 'হল্' এই সূত্রে লকারের হলন্ত্যম্ এই আবৃত্ত প্রথম সূত্রের দ্বারা ইৎসংজ্ঞা করা হইলে 'আদিরন্ত্যেন সহেতা' এই সূত্রের দ্বারা 'হল্' প্রত্যাহার সিদ্ধ হওয়ার পর চতুর্দ্দশ মাহেশ্বর সূত্রগুলিকে অন্ত্য ণকার, অন্ত্য ককার, অন্ত্য চকার প্রভৃতি বর্ণগুলিকে 'হল্' বলিয়া গ্রহণ করা হয়। তাই বলিয়াছেন—এইপ্রকারে 'হল্' সংজ্ঞা সিদ্ধি হইলে—

হলন্ত্যম্। (১।৩।৩)

উপদেশেঽন্ত্যং হলিৎস্যাৎ।

উপদেশে বিদ্যমান অন্ত্য হলের ইৎসংজ্ঞা হয়।

এই সূত্রে 'উপদেশ' ও 'ইৎ' এই দুইটি পদ 'উপদেশেঽজনুনাসিক ইৎ' (১।৩।২) এই সূত্র হইতে অনুবৃত্ত হইয়া থাকে। 'হলন্ত্যম্'—ইহাতে 'হল্' ও অন্ত্যম্' দুইটি পৃথক পদ। 'অন্ত্যম্' এই পদটি 'হল্' এই পদের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। যদি কর্মধারয় সমাস হইত তাহা হইলে 'অন্ত্য' এই বিশেষণ পদটির পূর্ব্বপ্রয়োগ হইত। 'হল্' এই পদটি নপুংসক লিঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'হল' এই পদের দ্বারা হকারাদি লান্ত বর্ণসমুদয় গৃহীত হইয়া থাকে।

এস্থলে 'উপদেশ' পদের অর্থ বিষয়ে অনেক বৈমত্য থাকায় আশঙ্কা হইতে পারে যে ভট্টোজিদীক্ষিতের এ বিষয়ে মত কি ? তিনি উপদেশ পদের দ্বারা ইহার কিরূপ অর্থ বুঝিয়াছেন? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে—

'উপদেশ আদ্যোচ্চারণম্'।

আদ্যোচ্চারণকে উপদেশ বলে।

উপ শব্দের অর্থ আদ্য এবং দিশ্ ধাতুর অর্থ উচ্চারণ। এই উপ-পূর্ব্বক দিশ্ ধাতুর শেষে ভাববাচ্যে 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিলে উপদেশ পদটি নিষ্পন্ন হয়। প্রাচীনবৃত্তিতে উপদেশ পদটি করণে ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন করা হইয়াছে—ইহা ঠিক নয়। কারণ 'অকর্ত্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়াম্' (৩।৩।১৯) এই সূত্রানুসারে করণে ঘঞ্ প্রত্যয়

করিলে উহার বাধক ল্যুট্ প্রত্যয়ের প্রসক্তি হইবে। আর 'আদেচ উপদেশেঽশিতি' (৬।১।৪৫) ইত্যাদি[১১] সূত্রে উপদেশ পদটিকে ভাববাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয়ান্ত বলিয়া সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। সেস্থলে কৈয়টও বলিয়াছেন যে, 'যেষাং স্বরূপজ্ঞাপনায়াপূর্ব্বমুচ্চারণং তেষামুপদেশঃ' যাহাদের স্বরূপ জ্ঞাপনের জন্য অপূর্ব্ব উচ্চারণ করা হয় তাহাদিগকে উপদেশরূপে ব্যবহার করা হয়। এইভাবে উপদেশ পদটিকে ভাব ঘঞন্তই স্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং উপদেশ পদটি ভাববাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয়ান্ত।

কিন্তু আদ্যোচ্চারণ কাহার? প্রত্যাসত্তিন্যায় অনুসারে অর্থাৎ প্রসঙ্গক্রমে এই শাস্ত্রের প্রবক্তা মুনিত্রয় ও মহেশ্বরের আদ্যোচ্চারণই গৃহীত হইয়া থাকে। যদি আদ্যোচ্চারণের অর্থ প্রথমোচ্চারণ ধরা হয় তাহা হইলে তাঁহাদের প্রথম উচ্চারণ সূত্র, ধাতু প্রভৃতি না হওয়ায়[১২] উপদেশকে আদ্যোচ্চরণ বলা সঙ্গত হয় না: সেইজন্য বলিতে হইবে যে—'অজ্ঞাত স্বস্বরূপজ্ঞাপকোচ্চারণমুপদেশঃ'— উচ্চারণ না করা পর্য্যন্ত যাহার স্বরূপের জ্ঞান ছিল না সেই অজ্ঞাত স্বস্বরূপের বোধক যে উচ্চারণ তাহাই উপদেশ। যথা, অইউণ্, ঋ৯ক্ প্রভৃতি সূত্রের স্বরূপজ্ঞাপক উচ্চারণ উপদেশরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। তাহা হইলে 'উপদেশে' এক্ষেত্রে বৈষয়িক সপ্তমী হইবে। সুতরাং অজ্ঞাত স্বস্বরূপজ্ঞাপক যে উচ্চারণ তদ্বিষয়ীভূত শব্দের যে অন্ত্য হল্ তাহার ইৎসংজ্ঞা হয়—ইহাই এই সূত্রের অর্থ। যথা, অজ্ঞাত স্বস্বরূপজ্ঞাপক যে উচ্চারণ—ঋ৯ক্ এইরূপ উচ্চারণ, তাহার বিষয় যে ঋ৯ক্ সূত্র উহার অন্ত্য হল্ ক্-এর ইৎসংজ্ঞা হয়। এইরূপ সর্ব্বত্র বুঝিতে হইবে।

(১১) 'একাচ উপদেশেঽনুদাত্তাৎ' (৭।২।১০) এই সূত্রে কৈয়ট বলিয়াছেন যে 'ইৎসংজ্ঞাবিধাবুচ্চারণ বচন উপদিশির্গৃহ্যতে' ইতি।

(১২) পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি ইহাদের কেহই জন্মগ্রহণ করিবার পরক্ষণেই বাক্যান্তরের ব্যবহার না করিয়াই ধাতু, সূত্র, বার্ত্তিক প্রভৃতি উচ্চারণ করেন নাই।

এবিষয়ে প্রাচীন বৈয়াকরণদিগের একটি কারিকা আছে ;

"ধাতু সূত্র গণোণাদিবাক্যলিঙ্গানুশাসনম্।
আগমপ্রত্যয়াদেশা উপদেশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

ধাতু, সূত্র, গণ, উণাদি, বার্ত্তিক, লিঙ্গানুশাসন, আগম, প্রত্যয় ও আদেশ—এইগুলিকে উপদেশ বলা হয়। যথাক্রমে—শীঙ্, লণ্, নদট্, উণ্, আচারেঽবগল্ভ, ধুট্, তনণ্ ও অনঙ্। এই কারিকাতে সূত্রের দ্বারা উণাদি ও লিঙ্গানুশাসন—এই দুইটিরও গ্রহণ হইতে পারে। কারণ এই দুইটিও সূত্র এবং গণ বলিলে ধাতুরও গ্রহণ হইতে পারে। কারণ ধাতুও একটি গণ। সুতরাং ব্রাহ্মণবশিষ্ঠ ন্যায়ে[১৩] উহাদেরও পৃথকরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, ইহাই ব্যাখ্যাকারের মত।

এই সূত্রে 'উপদেশ' এই পদটির অনুবৃত্তি না আনিলে 'অগ্নিচিৎ' 'সোমসুৎ' ইত্যাদি স্থলেও ত্-এর ইৎসংজ্ঞার প্রসক্তি থাকিত, ইৎসংজ্ঞা হইলে 'তস্য লোপঃ' (১।৩।৯) সূত্র অনুসারে উহার লোপ হইয়া যাইত; তাহা যাহাতে না হয়, তজ্জন্য 'উপদেশ' এই পদটির অনুবৃত্তি করা হইয়াছে।

আশঙ্কা করা যাইতে পারে যে 'হ্রস্বস্য পিতি কৃতি তুক্' (৬।২।৭১) এই সূত্র অনুসারে যে 'তুক্' আগম হয়, সেই তুকের 'ত্'-এর যদি ইৎ সংজ্ঞা লোপ হয়, তাহা হইলে উহা ব্যর্থ হইয়া যায়—উহার উত্তরে বক্তব্য এই যে 'আগত্য' ইত্যাদি স্থলে 'তুক্' আগমের সার্থকতা আছে, সুতরাং উহার বৈয়র্থের শঙ্কা উঠিতেই পারে না। যদি 'অগ্নিচিৎ' 'সোমসুৎ' ইত্যাদি স্থলে ত্কারের ইৎসংজ্ঞা হয়, তাহা হইলে 'ক্বিপ্' প্রত্যয়ে যে পাণিনি পিৎ করিয়াছেন, উহার বৈয়র্থ প্রসক্ত হইবে। ক্বিপের 'প্' ইৎ যায়। সেই কারণেই উক্ত স্থলে তুক্ আগম হয়। এইরূপ শঙ্কাও নিরর্থক, কারণ 'অগ্নিচিতৌ' 'সোমসুতৌ' ইত্যাদি স্থলে অন্তে তকার নাই বলিয়া উহার ইৎসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে না, সেইস্থলে

(১৩) বশিষ্ঠও ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মণের মধ্যে উল্লেখ না করিয়া সম্মানার্থে বিশেষভাবে বশিষ্ঠের উল্লেখ করা হয়।

‘ক্বিপ্’-এর পিত্ত্ব সপ্রয়োজন। যদিও এস্থলেও বুদ্ধিপরিকল্পিত যৎকিঞ্চিৎ সমুদায়ের অন্তে তকার আছে বলিয়া উহার ইৎসংজ্ঞা প্রাপ্তি হইতে পারে ; কিন্তু মুখ্য সমুদায়ের অন্ত্য প্রাপ্ত হইলে আর উক্ত প্রকার গৌণ সমুদায়ের গ্রহণ করা উচিত নয়, ‘অগ্নিচিৎ’ ইত্যাদি স্থলে বাস্তবিক সমুদায়ের অন্ত্য তকার পাওয়া যায়, সুতরাং যৎকিঞ্চিৎ সমুদায়ের অন্ত্য গৃহীত হইবে না।

‘অন্ত্যম্’ এই পদটির উপাদান না করিলে ‘সর্ব্বধাতুভ্যো মনিন্’ এই সূত্র অনুসারে যে ‘মনিন্’ প্রত্যয় বিহিত হইয়া থাকে, উহার মকারের ইৎসংজ্ঞা ও লোপ হইয়া যাইবে ; তাহা হইলে ‘বেদ্ম’ ‘সদ্ম’ ইত্যাদি স্থলে ‘মনিন্’ প্রত্যয়টির মকার ইৎসংজ্ঞক বলিয়া ‘মিদচোঽন্ত্যাৎ পরঃ’ (১।১।৪৭) এই পরিভাষা অনুসারে অন্ত্য অচ্-এর পরে অর্থাৎ বের একারের পরে ম-এর অকারের পরে বসিবে, সুতরাং বেদ্ম ও সদ্ম ইত্যাদি অভীষ্টরূপ সিদ্ধ হইতে পারে না।

অন্ত্য হল্-এর ইৎসংজ্ঞা হয়, ইহা না বলিলে অন্ত্য অচ্-এর ইৎসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইত। যথা, চিরি ও জিরি ধাতুর ইকারের ইৎসংজ্ঞা হইত। প্রয়োজন না থাকায় ইৎসংজ্ঞা হয় না—এইরূপ বলা চলে না ; কারণ চিরিণোতি জিরিণোতি ইত্যাদি স্থলে ‘ইদিতো নুম্ ধাতোঃ’ (৭।১।৫৮) এই সূত্র অনুসারে ‘নুম্’ আগম হইয়া যাইত।

এই ‘হলন্ত্যম্’ সূত্র অনুসারে অণ্ ইত্যাদি প্রত্যাহার সিদ্ধ হইল। ‘অইউণ্’ এইরূপ যে অজ্ঞাত স্বরূপের জ্ঞাপকোচ্চারণ উহার বিষয়ীভূত সূত্র ‘অইউণ্’-এর অন্ত্য হল্ ‘ণ্’-এর ইৎসংজ্ঞা হইলে ‘আদিরন্ত্যেন সহেতা’ অনুসারে অন্ত্য ইৎসংজ্ঞক বর্ণ যে ‘ণ্’ উহার সহিত ‘অ’ এই আদিবর্ণটি উচ্চারিত হইলে ‘অণ্’ এইরূপ প্রত্যাহার নিষ্পন্ন হয়। এই প্রত্যাহারটি অকারাদি ণান্ত সমুদায়ের বোধক। এইভাবে ‘অচ্’ প্রভৃতি প্রত্যাহারের ও নিষ্পত্তি বুঝিতে হইবে।

পূর্ব্বে ‘লণ্’ সূত্রে অকারেরও ইৎসংজ্ঞা হয় ইহা বলা হইয়াছে। কিন্তু এই ‘অ’কারের লোপ হলন্ত্যম্ সূত্র অনুসারে হইতে পারে না।

তাহা হইলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন হইতে পারে যে কোন্ সূত্রানুসারে ‘অ’-কারের ইৎসংজ্ঞা হইবে? যে সূত্রের দ্বারা ইৎসংজ্ঞা হয় সেই সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে—

৩। **উপদেশেঽজনুনাসিক ইৎ।** (১।৩।২)

উপদেশেঽনুনাসিকোঽজিৎ সংজ্ঞঃ স্যাৎ।

উপদেশে বিদ্যমান অনুনাসিক বিশিষ্ট ‘অচ্’-এর ইৎসংজ্ঞা হয়।

‘উপদেশ’ শব্দের ব্যাখ্যা পূর্ব্বসূত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। অজ্ঞাত স্বস্বরূপ জ্ঞাপক যে উচ্চারণ তাহাই উপদেশ পদের অর্থ। ‘উপদেশে’ পদটির উপাদান না করিলে “অভ্র আঁ অপঃ” ইত্যাদি স্থলেও ‘আঁ’ এই অনুনাসিক অচ্টির ইৎসংজ্ঞা লোপ হইয়া যাইত। উহা যাহাতে না হয় তাহার জন্য উপদেশে পদটির উপাদন করা হইয়াছে। ‘আঙোঽ-নুনাসিকশ্ছান্দসি’ (৬।১।১২৬) এইসূত্রে অনুনাসিক পদের দ্বারা অনুনাসিক হইয়াছে। এইজন্য ইহা উপদেশ নয়। এইরূপ উচ্চারণের বিষয়ীভূত শব্দ, ধাতু, সূত্র প্রভৃতি, উহাতে বিদ্যমান সানুনাসিক অচের ইৎসংজ্ঞা হয়। যেমন ‘লণ্’ সূত্রটি এইরূপ উচ্চারণের বিষয়, উহাতে বর্ত্তমান সানুনাসিক ‘অচ্’ ‘ল’-এর অকার উহার ইৎসংজ্ঞা হইয়া থাকে। এইস্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে সূত্রে সানুনাসিক ‘অচ্’-এর ইৎসংজ্ঞার বিধান করা হইয়াছে ; কিন্তু ‘লণ্’ সূত্রে ‘ল’-এর যে অনুনাসিক, ইহার উপলব্ধি হয় না। কেবল ‘লণ্’ সূত্রেই নয়, যে যে স্থলে এই সূত্রানুসারে ‘অচ্’-এর ইৎসংজ্ঞা বিহিত হইয়াছে সেই সেই স্থলে যথা, ‘সু’ বিভক্তির উকার ‘শক৯’ ধাতুর ৯কার ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোথাও সানুনাসিক ‘সুঁ’ ‘শকঁ৯’ ইত্যাদিরূপে শ্রুত হয় না, তাহা হইলে উহাদের ইৎসংজ্ঞা কিরূপে হইতে পারে? ইহার উত্তরে দীক্ষিত বলিয়াছেন—

‘প্রতিজ্ঞানুনাসিক্যাঃ পাণিনীয়াঃ’।

পাণিনি প্রভৃতি আচার্য্যকর্ত্তৃক প্রোক্ত বর্ণগুলি (তাঁহাদেরই) প্রতিজ্ঞা সমাধিগম্য আনুনাসিক্য বিশিষ্ট।

প্রতি পূর্ব্বক জ্ঞাধাতুর উত্তরে 'আতশ্চোপসর্গে' (৩।১।১৩৬) এই সূত্রানুসারে কর্মবাচ্যে 'অঙ্' প্রত্যয় হইলে 'প্রতিজ্ঞা অ' এইরূপ অবস্থায় 'আতো লোপ ইটি চ' (৬।৪।৬৪) সূত্রানুসারে আকারের লোপ করিয়া 'প্রতিজ্ঞ' হইলে স্ত্রীলিঙ্গে 'অজাদ্যতষ্টাপ্' (৪।১।৪) সূত্রানুসারে টাপ্ প্রত্যয়ের দ্বারা 'প্রতিজ্ঞা' পদটি নিষ্পন্ন হয়। অঙ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্বাভাবিকরূপে স্ত্রীলিঙ্গে হইয়া থাকে।

অনুনাসিকস্য ভাবঃ এই অর্থে অনুনাসিক শব্দের উত্তর 'গুণবচন-ব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ' (৫।১।১১৪) এই সূত্রানুসারে 'ষ্যঞ্' প্রত্যয় ও 'তদ্ধিতেষ্বচামাদেঃ' (৭।২।১১৭) সূত্র অনুসারে আদিস্বরের বৃদ্ধি হইলে আনুনাসিক্য হইয়া থাকে। প্রতিজ্ঞা-প্রতিজ্ঞানবিষয়ীভূত-মানুনাসিক্যং যেষাম্—প্রতিজ্ঞার বিষয়ীভূত আনুনাসিক্য যাহাদিগের এইরূপ বহুব্রীহি সমাস করিয়া পাণিনীয় পদের বিশেষণ করা হইয়াছে।

পাণিনীয় পদটি পাণিনিনা প্রোক্তাঃ এই অর্থে 'বৃদ্ধাচ্ছঃ' (৪।১।১১৪) সূত্রানুসারে 'ছ' প্রত্যয় এবং 'আয়নেয়ীনীয়িয়ঃ' (৭।১।২) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা উহার স্থানে 'ঈয়্' আদেশ করিয়া সিদ্ধ হয়। এবং এইস্থলে পাণিনি পদের দ্বারা কাত্যায়ন, পতঞ্জলি ও মহেশ্বর এই চারিজন আচার্য্যের উপলক্ষণ করা হইয়াছে। সুতরাং এই বাক্যটির অর্থ হইবে পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি ও মহেশ্বর প্রোক্ত বর্ণগুলি; তাঁহাদেরই প্রতিজ্ঞার বিষয়ীভূত আনুনাসিক্য বিশিষ্ট।

অনেকে 'পাণিনীয়াঃ' এই পদটির অর্থ পাণিনীয় শাস্ত্রের অধ্যেতা—এইরূপ করিয়াছেন, তাহা নিম্নরূপ—

পণনং পণঃ—'পণ স্তুতৌ'—এই ধাতুর উত্তরে 'ঘঞর্থে ক বিধানম্'—এই বার্ত্তিকের দ্বারা 'ক' প্রত্যয় করিয়া 'লশক্বতদ্ধিতে' (১।৩।৮) এই সূত্র অনুসারে ককারের ইৎসংজ্ঞা ও 'তস্য লোপঃ' (১।৩।৯) অনুসারে লোপ করিলে 'পণ্ অ' পণঃ এইরূপ হয়। এই

পণ শব্দের শেষে 'অত ইনিঠনৌ' (৫।২।১১৫) এই সূত্রানুসারে মত্বর্থে ইনি প্রত্যয় করিবার পর 'পণ ইন্' এইরূপ অবস্থায় 'যস্যেতি চ' এই সূত্রানুসারে অকার লোপ হইলে পণিন্ পদটি সিদ্ধ হইয়া থাকে।

'পণিনো গোত্রাপত্যম্'—এই অর্থে 'তস্যাপত্যম্' (৪।১।৯২) অনুসারে 'অণ্' প্রত্যয় করিলে 'পণিন্ অ' এইরূপ অবস্থায় 'তদ্ধিতেষ্ব-চামাদেঃ' (৭।২।১১৭) অনুসারে আদিবৃদ্ধি করিলে 'পাণিন' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। ইহাতে 'গাথিবিদথিকেশিগণিপণিনশ্চ' (৬।৪।১৬৫) এই সূত্রের দ্বারা প্রকৃতিভাব বিধান করায় 'নস্তদ্ধিতে' (৬।৪।১৪৪) এই সূত্রানুসারে টিলোপ হইল না।

'পাণিনস্য যুবাপত্যম্'—পাণিনের যুবাপত্য অর্থাৎ পাণিন হইতে বংশের চতুর্থ পর্য্যন্ত এই অর্থে 'অত ইঞ্' (৪।১।৯৫) সূত্র অনুসারে 'ইঞ্' প্রত্যয়যোগে 'পাণিনই' এইরূপ অবস্থায় 'যস্যেতি চ' সূত্রানুসারে 'ন'-এর অকার লোপ করিলে 'পাণিনি' পদটি সিদ্ধ হয়।

পাণিনীয়—ঐ পাণিনি পদের শেষে 'তেন প্রোক্তম্' এই অর্থে 'বৃদ্ধাচ্ছঃ' (৪।২।১১৪) সূত্রানুসারে 'ছ' প্রত্যয় করিয়া 'আয়নেয়ীনীয়িয়ঃ' (৭।১।২) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'ছ্'-এর স্থানে 'ঈয়্' আদেশ করিলে 'পাণিনীয়' পদ হয়। সেই পাণিনীয় পদের শেষে অধ্যেতৃ অর্থে 'পাণিনিনা প্রোক্তমধীয়তে' পাণিনি দ্বারা প্রোক্ত গ্রন্থ যাঁহারা অধ্যয়ন করেন অথবা জানেন এই অর্থে 'তদধীতে তদ্বেদ' (৪।২।৫৯) এই সূত্রানুসারে 'অণ্' প্রত্যয় করিয়া উহার 'প্রোক্তাল্লুক্' (৪।২।৬৪) অনুসারে 'লুক্' লোপ করিলে 'পাণিনীয়' পদের সিদ্ধি হয়। পাণিনি দ্বারা প্রোক্ত শাস্ত্রও পাণিনীয় এবং সেই শাস্ত্র যাঁহারা অধ্যয়ন করেন অথবা জানেন তাঁহারাও পাণিনীয়।

পাণিনীয়ের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনুসারে ঐ বাক্যটির অর্থ হইবে—পাণিনীয় শাস্ত্র যাঁহারা অধ্যয়ন করেন বা জানেন তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা

দ্বারা সমধিগম্য আনুনাসিক্য। প্রতিজ্ঞা আনুনাসিক্যং যেষামেবম্ভুতাঃ পাণিনীয়া—বালমনোরমা। প্রতিজ্ঞা আনুনাসিক্য যাঁহাদের এই-রূপ পাণিনীর অর্থাৎ পাণিনিয় শিষ্য পরম্পরা। শাস্ত্রকারের তথাবিধ উচ্চারণ পাণিনির শিষ্যপরম্পরার দ্বারা ইদানীন্তন অধ্যেতৃগণের ও সুগম—ইহাই তাৎপর্য্য।

এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় কর্মবাচ্যে ঘ প্রত্যয়ান্ত 'প্রতিজ্ঞা' শব্দের সহিত আনুনাসিক্য পদের বহুব্রীহি সমাস করিয়া পাণিনীয় পদের বিশেষণ করিয়া ঠিক ঠিক অর্থবোধ হওয়া কঠিন, সেইজন্য আমরা পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যাটিই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি।

হরদত্ত মিশ্র পদমঞ্জরীতে প্রতি পূর্ব্বক জ্ঞা ধাতুর উত্তরে ভাববাচ্যে ঘ প্রত্যয় করিয়া প্রতিজ্ঞা পদটির সিদ্ধি করিয়াছেন—'প্রতিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞা' এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়া। কিন্তু জ্ঞানের সহিত আনুনাসিক্য পদের সমানাধিকরণ্য সঙ্গত হয় না বলিয়া 'সমধিগম্য' পদে উহার লক্ষণা করিয়াছেন। তাহা হইলে প্রতিজ্ঞার দ্বারা সমধিগম্য আনুনাসিক্য যাহাদিগের এইরূপ অর্থে প্রতিজ্ঞানুনাসিক্য পদটি পাণিনীয় পদের বিশেষণ হইয়া যায়। যদিও এই ব্যাখ্যাটি লক্ষণা দোষে দুষ্ট; কিন্তু বিবক্ষিত অর্থ বেশ সুস্পষ্ট হইয়া থাকে।

যে ঔপদেশিক অচের ইৎসংজ্ঞা করা আচার্য্যের অভিপ্রেত; সেই অচ্ সানুনাসিকরূপেই পূর্ব্বে পঠিত হইয়াছিল; কিন্তু লেখকের প্রমাদবশতঃ সম্প্রতি কোথাও আর ঐরূপ সানুনাসিক পাঠ দেখা যায় না।

বর্ত্তমানে ইৎসংজ্ঞক অচ্গুলি সানুনাসিক পঠিত না হইলেও আচার্য্যের প্রতিজ্ঞার দ্বারা ঐরূপ সানুনাসিক 'অচ্'-এর অনুমান করা হয়। যেমন পাণিনি 'উরন্রপরঃ' সূত্রে 'রপরঃ' ঐ পদটির প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহাতে 'র' শব্দের দ্বারা র প্রত্যাহার গৃহীত হইয়াছে। এই প্রত্যাহার 'হয়বরট্'-এর 'র' ও 'লন্'-এর 'ল'তে বিদ্যমান অ এই দুইটিকে ধরিয়া 'র' প্রত্যাহার গৃহীত হইয়াছে। যদি ল এর অকার

সানুনাসিক না হয়, তাহা হইলে উহার ইৎসংজ্ঞা হইতে পারে না, সুতরাং পাণিনির এই 'র' প্রত্যাহারের প্রয়োগ দেখিয়া অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে 'লণ্' এই সূত্রের ল-এর অকার নিশ্চয়ই সানুনাসিক।

এইভাবে 'শকঌ' ধাতুর ঌকার যে সানুনাসিক ইহাও আচার্য্যের ব্যবহার দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। এইস্থলে ঌকারের ইৎসংজ্ঞা হয় বলিয়া 'শক্' ধাতুটি ঌদিৎরূপে পরিগণিত হয়, সেইজন্যই ইহার লুঙ্ লকারে 'পুষাদিদ্যুতাদ্যৢদিতঃ পরস্মৈপদেষু' (৩।১।৫৫) এই সূত্রানুসারে চ্লি স্থানে 'অঙ্' আদেশ হইলে 'অশকৎ' এইপ্রকার রূপ হইয়া থাকে। 'শক ' ধাতুর ঌকারের যদি ইৎসংজ্ঞা না হইত, তাহা হইলে উহা ঌদিৎ না হওয়ায় 'পুষাদিদ্যুতাদ্যৢদিতঃ পরস্মৈপদেষু' (৩।১।৫৫) এই সূত্রানুসারে লুঙ্ লকারে চ্লির অঙ্ আদেশ হইত না। ইহার দ্বারা অনুমিত হয় যে 'শকঌ' ধাতুর ঌকারটি সানুনাসিক। এই-প্রকার অন্যত্রও আচার্য্যের ব্যবহার অন্বেষ্টব্য।

'লণ্' সূত্রের 'ল'-এর অকারের ইৎসংজ্ঞা করার একমাত্র প্রয়োজন হইল 'র' প্রত্যাহার সিদ্ধি। এই 'র' প্রত্যাহারের দ্বারা 'র' ও 'ল্' এই দুইটি বর্ণের গ্রহণ হইয়া থাকে।

'লণ্' (প্র. সূ. ৬) সূত্রস্থাবর্ণেন সহোচ্চার্য্যমানো রেফো রলয়োঃ সংজ্ঞা।

লণ্ সূত্রস্থ অবর্ণের সহিত উচ্চার্য্যমান রেফ 'র্' ও 'ল্' এই দুইটি বর্ণের বোধক হয়।

সংজ্ঞা বোধক ও সংজ্ঞী বোধ্য হইয়া থাকে, সুতরাং অকারের সহিত 'র্' উচ্চারিত হইলে 'র' এইরূপ প্রত্যাহারটির মধ্যস্থিত বর্ণ 'ল্' ও আদিবর্ণ ''র্-এর বোধক হয়।

'উরণ্রপরঃ' (১।১।৫১) এই সূত্রে 'র'-এর দ্বারা 'র' প্রত্যাহার গৃহীত হইয়া থাকে, সেইজন্য 'কৃষ্ণ + ঋদ্ধিঃ' এইস্থলে 'আদ্গুণঃ' (৬।১।৮৭) সূত্রানুসারে 'অ' গুণ করিলে সঙ্গে সঙ্গেই 'র্' যুক্ত হইয়া 'অর্' হইয়া

যায় এবং 'তব+৯কার' এইস্থলে গুণ হইলে অকার ও ৯কারের স্থানে 'অ' গুণ এবং সঙ্গে সঙ্গেই 'ল্' যুক্ত হইয়া 'অল্' এইরূপ একাদেশ হইয়া থাকে।

এইস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে 'আদিরন্ত্যেন সহেতা' (১।১।৭১) সূত্রের দ্বারা অন্ত্য ইৎসংজ্ঞক বর্ণের সহিত উচ্চার্য্যমান যে আদিবর্ণ উহা মধ্যস্থিত বর্ণের ও নিজের বোধক হয় ইহা বলা হইয়াছে ; তাহা হইলে এইক্ষেত্রে অন্ত্য ইৎসংজ্ঞক বর্ণ যে 'অ' ইহার সহিত উচ্চার্য্যমান আদিবর্ণ 'র' ইহার দ্বারা মধ্যস্থিত বর্ণের বোধ হইলে ট্ ও ল্ এবং আদিবর্ণের 'র'-এর বোধ হইলে 'র্ ট্ ও ল্' এই তিনটি বর্ণের বোধ হওয়া উচিত। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে 'রটলানাং সংজ্ঞা' এইরূপ না বলিয়া ভট্টোজিদীক্ষিত 'রলয়োঃ' সংজ্ঞা এইরূপ বলিলেন কেন ?

ইহার সমাধানের প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—

'প্রত্যাহারেষ্বিতাং ন গ্রহণম্'

প্রত্যাহারে ইৎসংজ্ঞক বর্ণের গ্রহণ হয় না।

এস্থলেও 'র' এই প্রত্যাহারের ইৎসংজ্ঞক বর্ণটির গ্রহণ হইবে না এবং 'ট্' এই বর্ণটি মধ্যস্থিত বর্ণ হইলেও ইহার 'র' প্রত্যাহারের দ্বারা বোধ হইবে না। সুতরাং 'র' প্রত্যাহারের কেবল 'র্' ও 'ল্' এই বর্ণ-দ্বয়ের বোধ হইয়া থাকে।

কিন্তু প্রত্যাহারে ইৎসংজ্ঞক বর্ণের গ্রহণ না হওয়ার কারণ কি ? কারণ না বলিয়া কেবল প্রত্যাহারে ইৎসংজ্ঞক বর্ণের গ্রহণ হয় না এই প্রতিজ্ঞামাত্রের উল্লেখ করিলেই কোন লাভ নাই, প্রমাণ দেখাইতে হইবে। ইহাতে প্রমাণ কি ? উহার উত্তরে বলা হইয়াছে—

'অনুনাসিক ইত্যাদিনির্দ্দেশাৎ।' ন হ্যত্র ককারে পরেৎচ্ কার্য্য দৃশ্যতে।

'অনুনাসিক' ইত্যাদি নির্দ্দেশই ইহার হেতু। এস্থলে ককার পরে থাকিতে অচ্ কার্য্য (যণ্ রূপ) দেখা যায় না।

'উপদেশেঽজনুনাসিক ইৎ' (১।৩।২) এই সূত্রে যে অনুনাসিক

13490

পদটি পাণিনি প্রয়োগ করিয়াছেন, এই পাণিনি প্রযুক্ত অনুনাসিক শব্দটি উক্ত বিবরণের জ্ঞাপক হইবে। প্রত্যাহারে ইৎসংজ্ঞক বর্ণের গ্রহণ হয় ইহা স্বীকার করিলে 'অনুনাসিক' এইস্থলে 'ক' এই অচ্ প্রত্যাহারস্থ বর্ণ পরে থাকায় 'ইকোযণচি' (৬।১।৭৭) সূত্রানুসারে ইকারের স্থানে 'য্' আদেশ হইলে 'অনুনাস্ য্ ক' এইরূপ অবস্থায় 'লোপো ব্যোর্বলি' (৬।১।৭৬) সূত্র অনুসারে 'য্'-এর লোপ হওয়ার পর 'অনুনাস্ক' এইরূপ প্রয়োগের প্রশক্তি হইয়া থাকে। কারণ 'অচ্' প্রত্যাহারে অকারাদি চকারান্ত বর্ণ সমুদায়ের মধ্যে 'ঋ৯ক্' এই সূত্রের 'ক্' পঠিত হওয়ায় উহারও 'অচ্' প্রত্যাহারের দ্বারা বোধ হইবে। কিন্তু সূত্রকার 'অনুনাস্ক' এইরূপ প্রয়োগ না করিয়া 'অনুনাসিক' এইরূপ ইকারযুক্ত শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা মনে হয় যে প্রত্যাহারে ইৎসংজ্ঞক বর্ণের গ্রহণ হয় না। এইরূপ 'এঙঃ পদান্তাদতি' (৬।১।১০৯) ইত্যাদি স্থলে একারের স্থানে 'ঙ্' অচ্ প্রত্যাহারস্থিত বর্ণ থাকায়, 'এচোঽয়বায়াবঃ' (৬।১।৭৮) সূত্র অনুসারে 'অয়্' আদেশ হইয়া যাইত, তাহা হইলে আর 'এঙঃ' এইরূপ নির্দ্দেশ উপপন্ন হইত না। উক্ত সূত্রে 'ঙ্' এই ইৎসংজ্ঞক বর্ণটি অকারাদি চকারান্ত সমুদায়ের অন্তর্গত, সুতরাং উহারও উক্ত প্রত্যাহারের দ্বারা গ্রহণ হইতে পারিত। এই সকল নির্দ্দেশরূপ প্রমাণের দ্বারা ইহাই উপপন্ন হয় যে প্রত্যাহারে ইৎসংজ্ঞক বর্ণের গ্রহণ হয় না।

নাসামনুগতোঽনুনাসিকঃ—নাসামনুগত এই অর্থে প্রাদি সমাস করিয়া 'অনুনাসঃ' এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই অনুনাস শব্দের শেষে স্বার্থে ক প্রত্যয় করিলে 'অনুনাস ক' এইরূপ অবস্থায় 'প্রত্যয়স্থাৎ কাৎ পূর্ব্বস্যাত ইদাপ্যসুপঃ' (৭।৩।৪৪) এই সূত্রের দ্বারা 'ক' এই প্রত্যয়টির পূর্ব্ববর্ত্তী অকারের ইত্ব করিয়া 'অনুনাসিক' এই প্রয়োগটির সিদ্ধি হইয়া থাকে। এস্থলে ইহা বলা যায় যদি ককারের পূর্ব্ববর্ত্তী ইকারের যণাদেশ হয়, তাহা হইলে উক্ত সূত্রের দ্বারা ঐরূপ

নিষ্প্রয়োজন হইয়া যায়। সুতরাং ইত্ববিধান স্থলে ইকার বিধান করাই সামর্থ্যবশতঃ উক্ত স্থলে ইকারের স্থানে যণ্ হয় না—এইরূপ কল্পনার দ্বারা ঐরূপক্ষেত্রে কোন দোষ থাকে না। তবে 'এঙঃ পদান্তাদতি' ইত্যাদি স্থলে দোষ থাকিযাই যায় ইহাই গ্রন্থকারের তাৎপর্য্য।

কেহ কেহ বলেন যে যদি ইত্ববিধান না করা হইত তাহা হইলে 'প্রত্যয়স্থাৎকাৎপূর্বস্যাত লোপ আপ্যসুপঃ' এইরূপ ন্যাস করিয়া ইৎ-এর স্থানে লোপ করা হইত কিন্তু এইরূপ সূত্র ন্যাস করিলে কিছু লাভ নাই। কারণ 'ইৎ-এর পরিবর্ত্তে যদি লোপ করা হয় তাহা হইলে গৌরবই হয় লাঘব হয় না। সেইজন্য ইত্ববিধান সামর্থ্যবশতঃ ইকারের স্থানে যণ্ ও য লোপ হয় না—এইরূপ কল্পনা করা চলে না। অপূর্ব্ব কল্পনা করিতে হইলে লাঘব থাকা চাই। সুতরাং 'অনুনাসিক' এই-রূপ নির্দ্দেশটির অনুপপত্তির ভয়ে ইহাই বলিতে হইবে যে প্রত্যাহারে ইৎসংজ্ঞক বর্ণের গ্রহণ হয় না।

'উরণ্ রপরঃ' সূত্রের 'রপরঃ' এই প্রয়োগে 'র' প্রত্যাহার গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং এই 'র' প্রত্যাহারের নির্ব্বাহের জন্য 'লণ্' সূত্রের 'ল'-এর অকারে অনুনাসিক প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে এইরূপ কল্পনা প্রথমে কৈয়ট করেন আর তাহাকে অনুসরণ করিয়া ভট্টোজিদীক্ষিতও 'র' প্রত্যাহার স্বীকার করিয়াছেন। ইহার মূলে 'লপরত্বং বক্ষ্যামি' এই ভাষ্য-বচনটির কৈয়টোক্ত ব্যাখ্যা রহিয়াছে। তিনি এই বচনটির ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন 'ল পরত্বং ব্যাখ্যাস্যামীত্যর্থঃ'। 'ব্যাখ্যানঞ্চ 'র' প্রত্যাহার ইতি'। লপরত্বং বক্ষ্যামি ইহারই ব্যাখ্যা হইল লপরত্বের ব্যাখ্যা এবং 'র' প্রত্যাহার না হইলে লপরত্ব সম্ভব নহে বলিয়া উপরি উক্ত প্রকারে 'র' প্রত্যাহারের আবিষ্কার করিলেন।

নাগেশ প্রভৃতি নবীন বৈয়াকরণগণের মতে এই 'র' প্রত্যাহার স্বীকৃত নহে। নাগেশের মতে 'র' প্রত্যাহার থাকিলে 'অতোল্‌রান্তস্য' (৭।২।২) এই সূত্রের পরিবর্ত্তে 'অতোরান্তস্য' এইরূপ সূত্র করা হইত। রান্তস্য পদের 'র' এইটি প্রত্যাহার ধরিলে ইহার দ্বারা 'র্' ও 'ল্'—এই

দুইটির বোধ হইত। তাহা হইলে রেফ ও লকার যাহার সমীপে আছে এইরূপ অঙ্গের অকারের বৃদ্ধি হইত এবং ইহার দ্বারা সূত্রের যাহা প্রকৃত অর্থ তাহারই বোধ হইত; কিন্তু এইরূপ না করিয়া 'ল্‌রান্তস্য' এই ভাবে সূত্র করায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে 'র' প্রত্যাহার নামে কোন প্রত্যাহার সূত্রকারের অভিপ্রেত নহে।

এইপ্রকার 'ইকো যণচি' প্রভৃতি সেই সকল সূত্রে যেগুলিতে 'ণ্' দ্বারা প্রত্যাহার গ্রহণ করা হইয়াছে। 'লণ্'-এর ল বৃত্তি অকারের দ্বারা প্রত্যাহার করিয়া যণ্-এর স্থানে 'য' এইরূপ করিলেই ভাল হইত। য্+অ='য' প্রত্যাহারের দ্বারা মধ্যবর্ত্তীসহ আদিবর্ণ 'য ব র ল' এই চারিটি বর্ণের বোধ হইত। কিন্তু এইরূপ না করিয়া যে 'ণ্'-এর দ্বারা প্রত্যাহার করা হইয়াছে তাহাতেই মনে হয় 'লণ্'-এর বৃত্তি লবৃত্তি অকারের অনুনাসিকত্ব প্রতিজ্ঞা নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে তাহা হইলে 'লপরত্বং বক্ষ্যামি' এই ভাষ্য-বচনের কিরূপ ব্যাখ্যা হইবে? কৈয়টের ব্যাখ্যা স্বীকার না করিলে 'র' প্রত্যাহারের অস্তিত্ব থাকে না। সুতরাং 'উরণ্ রপরঃ' এই সূত্রে র-এর দ্বারা 'ল্'-এর বোধ কি করিয়া হইতে পারে?

ইহার উত্তরে নাগেশর মতে ঐ ভাষ্যবচনটির তাৎপর্য্য হইল এই যে 'উরণ্ রপরঃ' এইস্থলে 'র'-এর দ্বারা 'ল্'-এর গ্রহণ করাইবার জন্য 'লপরত্বং বক্তব্যম্' এইরূপ বার্ত্তিকবচন করিতে হইবে, তাহা হইলেই এই অনুশাসন অনুসারে 'রপরঃ' এইস্থলে 'র'-এর দ্বারা 'ল্'-এর বোধ হইয়া যাইবে। এইভাবে নাগেশ 'র' প্রত্যাহারের প্রতিবাদ করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ 'শব্দেন্দুশেখর' প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া বিশদ আলোচনা জানিতে পারিবেন।

প্রত্যাহারে ইৎসংজ্ঞক বর্ণের গ্রহণ হয় না ইহা বলা হইয়াছে; কিন্তু 'প্রত্যাহার' যে কি বস্তু তাহা এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। সুতরাং এই বিষয়ে প্রশ্ন উঠাও স্বাভাবিক যে উহা কি?

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে 'প্রত্যাহ্রিয়ন্তে সংক্ষিপ্যন্তে বর্ণা যত্র'—যাহাতে প্রত্যাহৃত অর্থাৎ বর্ণগুলির সংক্ষেপ করা হয়—এইরূপ যৌগিক অর্থে প্রতি—আ—হৃ+ঘঞ্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'অকর্ত্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়াম্' (৩।৩।১৯) এই সূত্রানুসারে অধিকরণে ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া প্রত্যাহার শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে আর সন্দেহ কি হইতে পারে যে এই বিষয়ে প্রশ্ন জাগিবে ?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে এইরূপ যৌগিক ব্যুৎপত্তির দ্বারা যদি 'যাহাতে অনেকবর্ণের সংক্ষেপ হইয়া থাকে' এইরূপ প্রত্যাহারের অর্থ স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে অ, ই, উ এইগুলি প্রত্যেকটিই এক একটি প্রত্যাহার বলিয়া গৃহীত হইবে—কারণ প্রত্যেকটির দ্বারা অষ্টাদশ প্রকারের বোধ হইয়া থাকে। হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত—এই তিনটির উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত ভেদে নয় প্রকার হয় আবার এই নয় প্রকারের সানুনাসিক ও নিরনুনাসিক ভেদে আর দুই প্রকার ভেদ হইলে অষ্টাদশ ভেদ হইয়া থাকে। অ, ই, উ এইগুলির প্রত্যেকটি অষ্টাদশ প্রকারের বোধক বলিয়া প্রত্যেকটিই প্রত্যাহাররূপে গৃহীত হইবে। তাহা যাহাতে না হয় সেইজন্য এইক্ষেত্রেও পূর্ব্বোক্ত যৌগিক ব্যাখ্যা না করিয়া যোগরূঢ়িবৃত্তির আশ্রয়ে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। এইস্থলে যোগারূঢ়ি বৃত্তির দ্বারা প্রত্যাহার শব্দের অর্থ করিতে হইবে—এই তাৎপর্য্যই দীক্ষিত বলিতেছেন—

আদিরন্ত্যেনেত্যেতৎসূত্রেণ কৃতাঃ সংজ্ঞা প্রত্যাহারশব্দেন ব্যবহ্রিয়ন্তে।

'আদিরন্ত্যেন সহেতা' (১।১।৭১) এই সূত্রের দ্বারা যাহার সংজ্ঞা করা হয়, তাহাই প্রত্যাহার রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এইস্থলে প্রত্যাহার শব্দটি পঙ্কজ প্রভৃতি শব্দের ন্যায় যোগরূঢ়ি গৃহীত হইয়াছে। কেবল যৌগিক নয়, পঙ্কজ শব্দের পঙ্কজনিকর্তৃত্বরূপ অর্থ—পঙ্কে যাহা জাত এইরূপে যৌগিক ব্যুৎপত্তির দ্বারা হইলেও পঙ্কে জায়মান কুমুদ প্রভৃতি অন্যান্য বস্তুর ইহার দ্বারা বোধ হয় না ; কিন্তু

রূঢ়ি বৃত্তির দ্বারা কেবল 'কমল' অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এইস্থলেও যাহাতে সংক্ষেপ করা হয় এইরূপ অর্থের বোধ—যোগ অর্থাৎ প্রকৃতি প্রত্যয়ের দ্বারা হইলেও রূঢ়ি বৃত্তির দ্বারা 'আদিরন্ত্যেন সহেতা' এই সূত্র অনুসারে যে সংজ্ঞা তাহাই প্রত্যাহার শব্দের অর্থরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যোগরূঢ়ি বৃত্তিতে যৌগিক অর্থ থাকিলেও রূঢ়ি অর্থও থাকে। যোগ বিশিষ্ট রূঢ়িকেই যোগরূঢ়ি বলা হয়। রূঢ় অর্থাৎ পাণিনীয় শাস্ত্র প্রসিদ্ধ।

বার্ত্তিককার "প্রত্যাহারেষু কথমজ্গ্রহণেষু গ্রহণং ন"—এই বার্ত্তিকে যে প্রত্যাহার শব্দটির প্রয়োগ করিয়াছেন, উহা বর্ণসমাম্নায় অর্থে। যদি প্রত্যাহার শব্দটি যোগরূঢ়ি বৃত্তির দ্বারা 'আদিরন্ত্যেন'—এই সূত্রকৃত সংজ্ঞাতে প্রযুক্ত হয় ; তাহা হইলে উপরি উক্ত বার্ত্তিকের বর্ণসমাম্নায় অর্থে প্রযুক্ত প্রত্যাহারটির সহিত বিরোধ আসিয়া যায়। ইহার সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্যই বলিতে হইবে যে বর্ণসমাম্নায় অর্থে প্রযুক্ত প্রত্যাহার শব্দটি উক্ত প্রত্যাহারার্থক বলিয়া লাক্ষণিক প্রয়োগ।

'আদিরন্ত্যেন' এই সূত্রের দ্বারা কৃত সংজ্ঞায় যে প্রত্যাহার শব্দ ইহা মুখ্য। আদিরন্ত্যেন সূত্রের দ্বারা যাহাতে প্রত্যাহার সিদ্ধ হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই বর্ণসমাম্নায়ে ক্রমশঃ বর্ণরাশির পাঠ করা হইয়াছে। সুতরাং প্রত্যাহারের উদ্দেশ্যে যাহা, তাহাও প্রত্যাহার। এইভাবে একটি মুখ্য ও একটি লাক্ষণিক। বার্ত্তিককারের প্রত্যাহার শব্দটি উক্ত অর্থে লাক্ষণিক।

এইবার হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুতসংজ্ঞা বিধায়ক সূত্র বলা হইতেছে—

৪। ঊকালোঽজ্ঝ্রস্বদীর্ঘপ্লুতঃ (১।২।২৭) উশ্চ ঊশ্চ উ৩শ্চবঃ। বাং কাল ইব কালো যস্য সোঽচ্ ক্রমাৎ হ্রস্ব দীর্ঘপ্লুতসংজ্ঞঃ স্যাৎ।

উকাল, ঊকাল ও উ৩কাল অচ্-এর ক্রমশঃ হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত সংজ্ঞা হইয়া থাকে।

এই সূত্রে তিনটি পদ আছে—উকালঃ, অচ্ ও হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতঃ। অচ্ সংজ্ঞী এবং হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুতঃ সংজ্ঞা। উকালঃ ইহা অচ্ এই সংজ্ঞীটির

বিশেষণ। হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতঃ এই পদটিতে সন্দেহ হইয়া থাকে যে ইহাতে কি প্রকার সমাস হইবে—সমাহার দ্বন্দ্ব অথবা ইতরেতরযোগ দ্বন্দ্ব? হ্রস্বশ্চ দীর্ঘশ্চ প্লুতশ্চ এতেষাং সমাহারঃ—এইরূপ বিগ্রহ করিয়া যদি সমাহার দ্বন্দ্ব করা হয়, তাহা হইলে 'হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতম্' একবচন ও নপুংসকলিঙ্গ প্রাপ্ত হইবে। 'স নপুংসকম্' এই সূত্রানুসারে। আর যদি হ্রস্বশ্চ দীর্ঘশ্চ প্লুতশ্চ—এইরূপ বিগ্রহ করিয়া ইতরেতরযোগ দ্বন্দ্ব করা হয়, তাহা হইলে 'হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতাঃ' এইরূপ পুংলিঙ্গে বহুবচন প্রাপ্ত হইবে। কোন প্রকারেই সূত্রস্থ নির্দ্দেশ সঙ্গত হইতে পারে না—ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে এইস্থলে সমাহার দ্বন্দ্বই হইবে; কিন্তু সৌত্রপ্রয়োগ বলিয়া ক্লীবলিঙ্গ হইল না। সূত্রগুলিতে বেদের মত কার্য্য হইয়া থাকে—'ছন্দোবৎ সূত্রাণি ভবন্তি'। আর বেদে সকল কার্য্যই বিকল্পে হয়—'সর্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্পন্তে'।

প্রশ্ন হইতে পারে যে ইতরেতরযোগ দ্বন্দ্ব সমাসেও ইহা বলা যাইতে পারে যে সৌত্রপ্রয়োগ বলিয়া 'হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতাঃ' এইরূপ বহুবচন হইল না—ইহার উত্তর হইল এই যে তাহা হইবে না অর্থাৎ ইতরেতরযোগ দ্বন্দ্ব করিয়া পুংলিঙ্গে বহুবচন প্রাপ্ত থাকা সত্ত্বেও একবচন হইল—ইহা বলা চলে না। সমাহার দ্বন্দ্বে সৌত্রপ্রয়োগ বলিয়া নপুংসকলিঙ্গ প্রাপ্ত থাকা সত্ত্বেও উহা না হইয়া পুংলিঙ্গ হইল—এইরূপ কল্পনা করা উচিত। কারণ সমাহার দ্বন্দ্বে সৌত্রপ্রয়োগ ধরিয়া নপুংসকলিঙ্গ হইয়াছে ইহা বলিলে লিঙ্গের বাধ করা হয় আর ইতরেতরযোগ দ্বন্দ্বে সৌত্রপ্রয়োগ ধরিয়া বচনের বাধ করিতে হয়। লিঙ্গের বাধ করিলে লোকব্যবহারে বাধ করা হয়, আর বচনের বাধ ধরিলে শাস্ত্রের অর্থাৎ অনুশাসনের বাধ করিতে হয়। এই দুইটির মধ্যে লোকব্যবহারের বাধ করাই যুক্তিসঙ্গত। বচন বিধায়ক অনুশাসনের বাধ করা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। শাস্ত্রবাধকল্পনাপেক্ষয়া লোকবাধকল্পনায়া ন্যায্যত্বম্—শাস্ত্রবাধের কল্পনার অপেক্ষায় লোকব্যবহারের বাধ কল্পনা করাই ন্যায়সিদ্ধ পথ।

লিঙ্গজ্ঞান লোকব্যবহারের দ্বারা হইয়া থাকে। সেইজন্য ভাষ্যকার লিঙ্গবিধায়ক যাবতীয় অনুশাসনগুলির প্রত্যাখান করিয়াছেন—'লিঙ্গমাশিষ্যং লোকাশ্রয়ত্বাৎ'—লিঙ্গবিধায়ক অনুশাসন না করাই উচিত, কারণ সেই সব অনুশাসনগুলির আশ্রয় হইল লোকব্যবহার। বচনবিধায়ক অনুশাসনের প্রত্যাখ্যান করা হয় নাই। 'দ্ব্যেকয়োর্দ্বিবচনৈকবচনে', 'বহুষু বহুবচনম্' প্রভৃতি বচনবিধায়ক সূত্রগুলি আবশ্যক। এইগুলির আশ্রয় লোকব্যবহার নয়। সুতরাং বচনবিধায়ক অনুশাসনের বাধ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। **উকালঃ**—ইহাতে প্রথমে তিনটি উকারের ইতরেতরযোগ দ্বন্দ্ব করিয়া পরে কাল শব্দের সহিত বহুব্রীহি সমাস করিলে 'উকালঃ'—এইরূপ অচ্ এই সংজ্ঞীর বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। একটি সংজ্ঞীর তিনটি সংজ্ঞা করার কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া সংজ্ঞীও যে তিনটি ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে। সুতরাং উশ্চ উশ্চ উ৩শ্চ বঃ—এইরূপ দ্বন্দ্বসমাস করার পর কাল শব্দের সঙ্গে 'বঃ কালো যস্য স' এইপ্রকার বহুব্রীহি সমাস করিলে 'উকালঃ' পদটির নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। প্রশ্ন হইতে পারে যে যথাক্রমে একমাত্রিক, দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক উকারের দ্বন্দ্বসমাস করা হইয়াছে—ইহা সুনিশ্চিতভাবে কি করিয়া বলা যাইতে পারে, বিপরীত ক্রমেও তো দ্বন্দ্বসমাস হইতে পারে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে যদি হ্রস্ব উকার শেষে থাকে তাহা হইলে একমাত্রিকের প্লুতসংজ্ঞা হইবে, ফলে 'বিভাষাপৃষ্টপ্রতিবচনে হেঃ' (৮।২।৯৩) এই সূত্রের দ্বারা 'হি' এই প্লুতস্বরের প্লুতবিধান করা নিরর্থক হইয়া যাইবে। যদি একমাত্রিক মধ্যে থাকে, তাহা হইলে একমাত্রিকের দীর্ঘসংজ্ঞা বিহিত হইবে। ফলে 'সুপিচ' (৭।৩।১০২) সূত্রানুসারে 'রামায়' ইত্যাদি প্রয়োগে 'অ'-এর দীর্ঘবিধান নিষ্প্রয়োজন হইয়া যাইবে। সুতরাং একমাত্রিকের শেষে ও মধ্যে প্রয়োগ করা যায় না বলিয়া পূর্ব্বেই রাখিতে হইবে। এইপ্রকার দ্বিমাত্রিক উকারেরও শেষে প্রয়োগ করা যায় না, কারণ এইরূপ করিলে দ্বিমাত্রিকের প্লুতসংজ্ঞা বিহিত হইবে,

বিশেষণ। হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতঃ এই পদটিতে সন্দেহ হইয়া থাকে যে ইহাতে কি প্রকার সমাস হইবে—সমাহার দ্বন্দ্ব অথবা ইতরেতরযোগ দ্বন্দ্ব? হ্রস্বশ্চ দীর্ঘশ্চ প্লুতশ্চ এতেষাং সমাহারঃ—এইরূপ বিগ্রহ করিয়া যদি সমাহার দ্বন্দ্ব করা হয়, তাহা হইলে 'হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতম্' একবচন ও নপুংসকলিঙ্গ প্রাপ্ত হইবে। 'স নপুংসকম্' এই সূত্রানুসারে। আর যদি হ্রস্বশ্চ দীর্ঘশ্চ প্লুতশ্চ—এইরূপ বিগ্রহ করিয়া ইতরেতরযোগ দ্বন্দ্ব করা হয়, তাহা হইলে 'হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতাঃ' এইরূপ পুংলিঙ্গে বহুবচন প্রাপ্ত হইবে। কোন প্রকারেই সূত্রস্থ নির্দ্দেশ সঙ্গত হইতে পারে না—ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে এইস্থলে সমাহার দ্বন্দ্বই হইবে; কিন্তু সৌত্রপ্রয়োগ বলিয়া ক্লীবলিঙ্গ হইল না। সূত্রগুলিতে বেদের মত কার্য্য হইয়া থাকে—'ছন্দোবৎ সূত্রাণি ভবন্তি'। আর বেদে সকল কার্য্যই বিকল্পে হয়—'সর্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্পন্তে'।

প্রশ্ন হইতে পারে যে ইতরেতরযোগ দ্বন্দ্ব সমাসেও ইহা বলা যাইতে পারে যে সৌত্রপ্রয়োগ বলিয়া 'হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতাঃ' এইরূপ বহুবচন হইল না—ইহার উত্তর হইল এই যে তাহা হইবে না অর্থাৎ ইতরেতরযোগ দ্বন্দ্ব করিয়া পুংলিঙ্গে বহুবচন প্রাপ্ত থাকা সত্ত্বেও একবচন হইল—ইহা বলা চলে না। সমাহার দ্বন্দ্বে সৌত্রপ্রয়োগ বলিয়া নপুংসকলিঙ্গ প্রাপ্ত থাকা সত্ত্বেও উহা না হইয়া পুংলিঙ্গ হইল—এইরূপ কল্পনা করা উচিত। কারণ সমাহার দ্বন্দ্বে সৌত্রপ্রয়োগ ধরিয়া নপুংসকলিঙ্গ হইয়াছে ইহা বলিলে লিঙ্গের বাধ করা হয় আর ইতরেতরযোগ দ্বন্দ্বে সৌত্রপ্রয়োগ ধরিয়া বচনের বাধ করিতে হয়। লিঙ্গের বাধ করিলে লোকব্যবহারে বাধ করা হয়, আর বচনের বাধ ধরিলে শাস্ত্রের অর্থাৎ অনুশাসনের বাধ করিতে হয়। এই দুইটির মধ্যে লোকব্যবহারের বাধ করাই যুক্তিসঙ্গত। বচন বিধায়ক অনুশাসনের বাধ করা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। শাস্ত্রবাধকল্পনাপেক্ষয়া লোকবাধকল্পনায়া ন্যায্যত্বম্—শাস্ত্রবাধের কল্পনার অপেক্ষায় লোকব্যবহারের বাধ কল্পনা করাই ন্যায়সিদ্ধ পথ।

লিঙ্গজ্ঞান লোকব্যবহারের দ্বারা হইয়া থাকে। সেইজন্য ভাষ্যকার লিঙ্গবিধায়ক যাবতীয় অনুশাসনগুলির প্রত্যাখান করিয়াছেন—'লিঙ্গমাশিষ্যং লোকাশ্রয়ত্বাৎ'—লিঙ্গবিধায়ক অনুশাসন না করাই উচিত, কারণ সেই সব অনুশাসনগুলির আশ্রয় হইল লোকব্যবহার। বচনবিধায়ক অনুশাসনের প্রত্যাখ্যান করা হয় নাই। 'দ্ব্যেকয়োর্দ্বিবচনৈকবচনে', 'বহুষু বহুবচনম্' প্রভৃতি বচনবিধায়ক সূত্রগুলি আবশ্যক। এইগুলির আশ্রয় লোকব্যবহার নয়। সুতরাং বচনবিধায়ক অনুশাসনের বাধ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। উকাল :—ইহাতে প্রথমে তিনটি উকারের ইতরেতরযোগ দ্বন্দ্ব করিয়া পরে কাল শব্দের সহিত বহুব্রীহি সমাস করিলে 'উকালঃ'—এইরূপ অচ্ এই সংজ্ঞীর বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। একটি সংজ্ঞীর তিনটি সংজ্ঞা করার কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া সংজ্ঞীও যে তিনটি ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে। সুতরাং উশ্চ উশ্চ উ৩শ্চবঃ—এইরূপ দ্বন্দ্ব সমাস করার পর কাল শব্দের সঙ্গে 'বঃ কালো যস্য স' এইপ্রকার বহুব্রীহি সমাস করিলে 'উকালঃ' পদটির নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। প্রশ্ন হইতে পারে যে যথাক্রমে একমাত্রিক, দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক উকারের দ্বন্দ্ব সমাস করা হইয়াছে—ইহা সুনিশ্চিতভাবে কি করিয়া বলা যাইতে পারে, বিপরীত ক্রমেও তো দ্বন্দ্ব সমাস হইতে পারে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে যদি হ্রস্ব উকার শেষে থাকে তাহা হইলে একমাত্রিকের প্লুতসংজ্ঞা হইবে, ফলে 'বিভাষাপৃষ্টপ্রতিবচনে হেঃ' (৮।২।৯৩) এই সূত্রের দ্বারা 'হি' এই প্লুতস্বরের প্লুতবিধান করা নিরর্থক হইয়া যাইবে। যদি একমাত্রিক মধ্যে থাকে, তাহা হইলে একমাত্রিকের দীর্ঘসংজ্ঞা বিহিত হইবে। ফলে 'সুপিচ' (৭।৩।১০২) সূত্রানুসারে 'রামায়' ইত্যাদি প্রয়োগে 'অ'-এর দীর্ঘবিধান নিষ্প্রয়োজন হইয়া যাইবে। সুতরাং একমাত্রিকের শেষে ও মধ্যে প্রয়োগ করা যায় না বলিয়া পূর্ব্বেই রাখিতে হইবে। এইপ্রকার দ্বিমাত্রিক উকারেরও শেষে প্রয়োগ করা যায় না, কারণ এইরূপ করিলে দ্বিমাত্রিকের প্লুতসংজ্ঞা বিহিত হইবে,

ফলে 'ওমভ্যাদানে' (৮।২।৮৭) এই সূত্রানুসারে 'ওম্' এই দ্বিমাত্রিক প্লুত ওকারের প্লুত বিধান করার কোন সার্থকতা থাকে না। সুতরাং উল্লিখিত সূত্রগুলি প্রামাণ্যবশতঃ বলিতে হইবে যে একমাত্রিক উকারের শেষে অথবা মধ্যে এবং দ্বিমাত্রিক উকারেরও শেষে প্রয়োগ করা যায় না, সেইজন্য একমাত্রিক, দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক উকারের যথাক্রমে প্রয়োগ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসারে দ্বন্দ্ব করার পর বহুব্রীহি সমাস করিলে 'বঃ কালো যস্য' উকার, উকার ও উ৩কার যাহার কাল এইরূপ অচ্-এর যথাক্রমে হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত সংজ্ঞা হয়—এইপ্রকার সূত্রার্থ হইয়া থাকে, যাহা যুক্তি বিরুদ্ধ। কারণ উকার হইল শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য শব্দবিশেষ আর কাল হইল ক্ষণ, মুহূর্ত্ত প্রভৃতি সময়ের অবস্থা বিশেষ দুইটিই ভিন্ন বস্তু। সুতরাং ইহাদের সামানাধিকরণ্য না থাকায় উকার কাল যাহার এইরূপ ব্যবহার, ঠিক ঘট বস্ত্র যাহার এইরূপ ব্যবহারের ন্যায় যুক্তি বিরুদ্ধ, ইহাতে সন্দেহ নাই। এইজন্য উকার উকার ও উ৩কারের স্বোচ্চারণাধিকরণ কালে লক্ষণা করিতে হইবে: তাহা হইলে সূত্রার্থ হইবে উকার, উকার ও উ৩কারের উচ্চারণাধিকরণ কাল যাহার এইরূপ অচ্-এর হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত সংজ্ঞা হয়। কিন্তু এইরূপ অর্থও সমীচীন নহে, কারণ উকারের উচ্চারণাধিকরণ কাল অন্যবর্ণের কাল কিরূপে হইতে পারে—ইহা চিন্তার বিষয়। যে ক্ষণে উকারের উচ্চারণ হয় সেই ক্ষণেই তো কোন অন্যবর্ণের একই কর্ত্তার দ্বারা উচ্চারণ হইতে পারে না; সুতরাং পুনরায় লক্ষণা করিয়া স্বোচ্চারণাধিকরণ কাল-সদৃশ কালের গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ করিলে সূত্রের অর্থ এই প্রকার হইবে—**'উকার, উকার ও উ৩কারের উচ্চারণাধিকরণ কাল-সদৃশ কাল যাহার এইরূপ অচ্-এর হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত সংজ্ঞা হয়'**-ইহাই সিদ্ধান্তভূত সূত্রার্থ। বৃত্তিতে ভট্টোজিদীক্ষিত এই তাৎপর্য্যেই বলিয়াছেন 'বাং কালো ইব কালো যস্য সোঽচ্ ক্রমাদ্' ইত্যাদি। ইহাতে 'বঃ কাল

ইব কাল' ইত্যাদি সূত্রার্থই বিগ্রহ অনুসারে হওয়া উচিত ছিল; কারণ প্রমাণ ব্যতীত ব্যধিকরণ বহুব্রীহি হয় না। সুতরাং উহা ফলিতার্থ, বিগ্রহার্থ নয়। বিগ্রহ বঃ কাল ইব কাল ইত্যাদিরূপেই হইবে। কালঃ—এইরূপ একবচনের প্রয়োগ জাতিতে, আর জাতিতে 'জাত্যাখ্যায়ামেকস্মিন্ বহুবচনমন্যতরস্যাম্' (১।২।৫৮) এই সূত্রানুসারে বিকল্পে বহুবচন হয় বলিয়া 'বঃ' এইরূপ বহুবচনেও প্রযুক্ত হইবে।

প্রতক্ষ্য, প্ররক্ষ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রেও প্রপূর্ব্বক তক্ষ্ ও রক্ষ্ ধাতুর শেষে ক্ত্বা ও উহার স্থানে সমাসে ল্যপ্ করিলে প্রতক্ষ্ য, প্ররক্ষ্ য-এইরূপ অবস্থায় ক্-এর অর্দ্ধ মাত্রা ও য্-এর অর্দ্ধমাত্রা একযোগে একমাত্রা হইলে উকারের উচ্চারণাধিকরণ কালসদৃশ কাল হওয়ায় 'হ্রস্বস্য পিতি কৃতি তুক্' এই সূত্রানুসারে তুক্ আগমের প্রসক্তি যাহাতে না হয়, সেইজন্য সূত্রে অচ্ গ্রহণ করা হইয়াছে। ক্ ও ষ্ দুইটি একযোগে 'উকাল' হইলেও উহারা অচ্ নয় বলিয়া উহাদের আর হ্রস্ব সংজ্ঞা প্রাপ্ত থাকে না। হ্রস্ব সংজ্ঞা না হইলে ঐরূপ ক্ষেত্রে তুগাগমেরও প্রসক্তি থাকে না।

এত বলিবার পরও এই সূত্র বিষয়ে একটি শঙ্কা থাকিয়া যায়। উহা এই যে পাণিনি 'উকালোঽচ্'—এইরূপ সূত্র প্রণয়ন করিলেন কেন? 'অকালোঽচ্'—এইরূপ করা উচিত ছিল। বর্ণসমাম্নায়ে প্রথম বর্ণ হইল অকার, এই প্রথম বর্ণটিকে বাদ দিয়া তৃতীয় বর্ণ উকারের গ্রহণের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে সাম্প্রদায়িকগণ বলেন যে কুক্কুটরুত ন্যায় অনুসারে পাণিনি এইরূপ করিয়াছেন—ইহা বুঝিতে হইবে। বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ে একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে যে মহর্ষি পাণিনি যখন এই সূত্রটি প্রণয়ন করিতে উদ্যত ছিলেন এমন সময় মোরগের ডাক শোনা গেল, সেই মোরগের ডাকের অনুকরণে 'উকালোঽচ্' এইপ্রকার উকারের গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু অকারের গ্রহণ করেন নাই। মোরগের ডাকে ঠিক কু কূ কূ৩—এইভাবে হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুতরূপে উচ্চারিত হয়, উহাতে উকার আছে কিন্তু অকার নাই। অনেক

পশুপক্ষীর ধ্বনিতে ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার প্রভৃতি স্বরের ও আভাস পাওয়া যায়—ইহা স্বরবিজ্ঞান বিদ্ পণ্ডিতের অভিমত।

তাহা হইলে প্রত্যেক অচ্ অর্থাৎ স্বরবর্ণের হ্রস্ব দীর্ঘ ও প্লুত— এই-প্রকার তিনটি ভেদ হইয়া থাকে।

স প্রত্যেকমুদাত্তাদিভেদেন ত্রিধা।
উহা আবার প্রত্যেকটি উদাত্তাদিভেদে তিন প্রকার।

উদাত্তাদি বলিতে—উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত। হ্রস্বস্বর, দীর্ঘস্বর ও প্লুতস্বর—এই তিনটির প্রতিটি স্বরবর্ণ আবার উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত ভেদে তিন প্রকার। এইস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে উদাত্ত প্রভৃতি কি? উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত কাহাকে বলে—ইহার উপপাদন করিবার ইচ্ছায় যথাক্রমে তিনটি সূত্রের অবতারণা করা হইতেছে—

৫। **উচ্চৈরুদাত্তঃ (১।২।২৯)**

তাল্বাদিষু সভাগেষু স্থানেষূর্দ্ধভাগে নিষ্পন্নোঽজুদাত্তসংজ্ঞঃ স্যাৎ।
ভাগযুক্ত তালু প্রভৃতি উচ্চারণ স্থানের উর্দ্ধভাগ হইতে নিষ্পন্ন যে অচ্ ইহা উদাত্ত সংজ্ঞক।

এই সূত্রে 'উকালোঽচ্'—সূত্র হইতে 'অচ্'-এর অনুবৃত্তি আসে। 'উচ্চৈঃ' পদটি উর্দ্ধ শব্দের সমানার্থক। এইস্থলে তালু প্রভৃতি উচ্চারণ স্থান সম্বন্ধী উর্দ্ধভাগ গৃহীত হইয়াছে। ইহা অধিকরণশক্তিপ্রধান অব্যয়। অধিকরণও কোন ক্রিয়ার অপেক্ষায় হইয়া থাকে—সেইজন্য উপযুক্ত ক্রিয়ার অধ্যাহার করিবার প্রয়োজন বলিয়া নিষ্পত্তি ক্রিয়ার অধ্যাহার করা হইয়াছে। ক্রিয়াও অধিকরণের সহিত সাক্ষাৎভাবে অন্বিত হয় না; কিন্তু কর্ত্তা অথবা কর্মের দ্বারা তদ্বৃত্তি ক্রিয়ার সহিত অধিকরণের অন্বয় হয় বলিয়া অনুবৃত্ত 'অচ্' এই কর্ত্তৃপদের দ্বারা নিষ্পত্তি ক্রিয়ার সহিত অন্বয় হইয়া থাকে, এইজন্য সূত্রটির অর্থ এইরূপ হইল—

তালু প্রভৃতি উচ্চারণস্থানের উর্দ্ধভাগ হইতে নিষ্পন্ন 'অচ্'-এর উদাত্ত সংজ্ঞা হয়।

এইস্থলে 'উচ্চৈঃ' পদটি শ্রুতিকৃত উচ্চতার বাচক নয়। 'উচ্চৈঃ শব্দং কুরু'—জোরে শব্দ কর ইত্যাদি স্থলে শ্রুতিকৃত উচ্চতার বাচক হইলেও এইস্থলে ঐরূপ হইবে না। কারণ উপাংশুজপেও উদাত্তস্বরের প্রয়োগ হয়। ত্রৈস্বর্য্যব্যতীত উপাংশু জপ করিলে তাহার কোন ফল হয় না। মুখের ব্যাপার থাকা সত্ত্বেও অনভিব্যক্ত শব্দ প্রয়োগকে উপাংশু বলা হয়—করণবদশব্দমনঃপ্রয়োগে উপাংশু (তৈ. প্রা. ২৩-৬)। উপাংশু জপে উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত ও একশ্রুতি এই চাতুস্বর্য্যের প্রয়োগ হইয়া থাকে—ইহা শ্রৌতসূত্রে এবং (পা. ১।২।৩৪) সূত্রের হরদত্তগ্রন্থে সবিস্তর উপপাদিত হইয়াছে।

আর শ্রুতিকৃত উচ্চতা গৃহীত হইলে কোনটি যে উদাত্ত এবং কোনটি যে উদাত্ত নয়—ইহার ব্যবস্থা থাকিতে পারে না। কারণ কাহারও গলার জোর বেশি ও কাহার ও কম—এই অবস্থায় যাহার গলার জোর বেশী তাহার, গলার জোর কম যাহার এইরূপ ব্যক্তির অপেক্ষায় উদাত্ত উচ্চারিত হইবে। এইপ্রকার একই ব্যক্তির উচ্চারণ, কাহারও অপেক্ষায় উদাত্ত, ও কাহারো অপেক্ষায় অনুদাত্ত হইবে। সুতরাং শ্রুতিকৃত উচ্চতা সর্ব্বথাই হেয়।

বর্ণোচ্চারণের ইচ্ছায় নাভিপ্রেরিত বায়ু প্রতিহত হইয়া তৎ তৎ উচ্চারণস্থানের উর্দ্ধভাগ হইতে উচ্চারিত হইলে উদাত্ত স্বর অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। তালু প্রভৃতি উচ্চারণ স্থান যতই সূক্ষ্ম হউক না কেন, উহারা সাবয়ব বলিয়া ভাগযুক্ত বটেই, সুতরাং উর্দ্ধভাগ হইতে উচ্চারিত হইলেই উহা উদাত্ত, যথা, 'আ যে' * ইত্যাদি।

ইহাতে 'আ' এইটি 'আঙ্' উপসর্গ এবং 'যে' এই অংশটি 'যৎ' শব্দের প্রথমার বহুবচনের রূপ। 'আঙ্'-এর আকারটি 'নিপাতা আদ্যুদাত্তাঃ' (ফি. ৮০) এই ফিট্ সূত্র অনুসারে উদাত্ত। 'যৎ' শব্দের অকারটি 'ফিষোঽন্ত উদাত্তঃ' (ফি. ১) এই ফিট্ সূত্র অনুসারে উদাত্ত। 'যৎ' শব্দের উত্তর প্রথমার বহুবচনে 'জস্' বিভক্তি আসিলে,

* আ যে তন্বন্তি রশ্মিভিঃ (ঋ. ১।১৯।৮)

উহাও 'অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ' (৩।১।৪) সূত্রানুসারে অনুদাত্ত। 'যৎ' শব্দের 'ত্'কারের স্থানে 'তদদাদীনামঃ' (১।২।১০২) সূত্রানুসারে অকার করিয়া সেই অকার এবং 'য'-এর অকার এই দুইটির স্থানে 'অতোগুণে' (৬।১।১৭) অনুসারে পররূপ একাদেশ এবং 'জস্' বিভক্তির স্থানে 'জসঃ শী' (৭।১।১৭) সূত্রানুসারে 'শী' আদেশ করিয়া 'শ্'কারের 'লশক্‌তদ্ধিতে' (১।৩।৮) অনুসারে ইৎসংজ্ঞা ও উহার লোপ করিলে 'য ঈ' এইরূপ অবস্থা হয়। 'য'-এর অকার পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতি অনুসারে উদাত্ত এবং অনুদাত্ত 'জস্'-এর স্থানে 'ঈ'কার আদেশ হওয়ায় উহাও আন্তরতম্য বশতঃ অনুদাত্ত। এইবার উদাত্ত অকার ও অনুদাত্ত ঈকার—
দুইটির স্থানে 'আদ্‌গুণঃ' (৬।১।৮৭) সূত্রানুসারে একার গুণ হইলে, উহা 'একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ' (৮।২।৫) অনুসারে উদাত্ত, সেইজন্য 'যে' উদাত্ত। তাহা হইলে 'আ যে' এই প্রয়োগে দুইটি স্বরই উদাত্ত।

৬। **নীচৈরনুদাত্তঃ (১।২।৩০)। তাল্বাদিষু সভাগেষু স্থানেষু আধোভাগে নিষ্পন্নোঽজনুদাত্তসংজ্ঞঃ স্যাৎ।**

—তালু প্রভৃতি উচ্চারণস্থানের নিম্নভাগ হইতে নিষ্পন্ন 'অচ্'-এর অনুদাত্ত সংজ্ঞা হয়।

এই সূত্রেও 'নীচৈঃ'—এই পদটি অধিকরণশক্তিপ্রধান অব্যয়। পূর্ব্বসূত্রেরই ন্যায় নিষ্পত্তিক্রিয়ার কর্ত্তা যে 'অচ্' তাহার আধার উচ্চারণসম্বন্ধী নিম্নভাগই সেই নিষ্পত্তি ক্রিয়ার অধিকরণ। সুতরাং উপরে প্রদর্শিত সূত্রার্থটি উপপন্ন হইল। ইহার উদাহরণ যথা—'অর্বাঙ্' † ইত্যাদি।

'অর্বাঙ্' ইহা একটি অভিমুখবাচী অব্যুৎপন্ন প্রাতিপদিক। সেইজন্য ইহার অন্তস্বরটি 'ফিষোঽন্ত উদাত্তঃ' (ফি. ১) সূত্র অনুসারে উদাত্ত। সুতরাং আদিস্বরটি 'অনুদাত্তং পদমেকবর্জম্' (৬।১।১৪৮) অনুদাত্ত।

অথবা অর্বন্তমঞ্চতীতি অর্বাঙ্—এইস্থলে পূর্ব্বে 'ঋগতৌ'—এই ধাতুর উত্তরে 'স্নামদিপদ্যর্তি' (উ. ৫৬২) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা

† অর্বাঙ্ ত্রিচক্রো মধুবাহনো রথঃ (ঋ .।১৫৭।৩)

'বনিপ্' প্রত্যয় করিয়া ঋকারের স্থানে 'অর্'গুণ করিলে 'অর্বন্' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। বনিপ্ প্রত্যয়টির 'প্' ইৎ যায় বলিয়া 'অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ' (৩।১।৪) অনুসারে অনুদাত্ত, সেইজন্য আদিস্বরটি 'ধাতোঃ' (৬।১।১৬১) অনুসারে উদাত্ত। এইবার এই আদ্যুদাত্ত 'অর্বন্' এই সুবন্ত উপপদ থাকিতে অঞ্চ্ ধাতুর শেষে 'ঋত্বিগ্‌দধৃক্‌স্রগ্‌দিগু' (৩।২।৫৯) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা ক্বিন্ প্রত্যয় করিলে 'অর্বন্' 'অঞ্চ্' এইরূপ অবস্থায় 'অঞ্চ্' ধাতুর অকার 'ধাতোঃ' (৬।১।১৬২) এই সূত্রের দ্বারা অথবা 'ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্' (৬।১।১৯৭) এই সূত্রানুসারে উদাত্ত। 'উপপদমতিঙ্' সূত্রানুসারে ইহাতে উপপদ সমাস হইলে 'গতিকারকোপপদাৎ কৃৎ' (৬।২।১৩৯) অনুসারে উত্তরপদের প্রকৃতিস্বর হওয়ায় এর অকার উদাত্ত। অর্বাঙ্-এর 'বন্' এর নকার লোপ, সবর্ণ দীর্ঘ করার পর 'একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ' (৮।২।৫) অনুসারে 'বা' এর আকার উদাত্ত এবং 'অনুদাত্তং পদমেকবর্জম্' (৬।১।১৫৮) অনুসারে 'অর্বাঙ্'-এর আদিস্বর অকারটি অনুদাত্ত। প্রথমার একবচনে 'অর্বাঙ্' এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে।

৭। **সমাহারঃ স্বরিতঃ (১।২।৩১)।**

উদাত্তানুদাত্তত্বে বর্ণধর্ম্মৌ সমাহ্রিয়েতে যস্মিন্‌সোঽচ্ স্বরিতসংজ্ঞঃ স্যাৎ।

উদাত্তত্ব ও অনুদাত্তত্ব—এই দুইটি বর্ণধর্ম্মের সমাহারযুক্ত 'অচ্' এর স্বরিত সংজ্ঞা হইয়া থাকে।

পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটি সূত্র হইতে উদাত্ত অনুদাত্ত পদের অনুবৃত্তি হইয়াছে। 'উকালোঽজ্‌ঝ্রস্বদীর্ঘপ্লুতঃ' এই সূত্র হইতে 'অচ্' পদের অনুবর্ত্তন করা হইয়াছে। পূর্ব্বসূত্রস্থ উদাত্ত ও অনুদাত্ত এই শব্দ দুইটি 'অচ্'-এর বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সূত্রে অনুবৃত্ত ঐ দুইটি শব্দই উদাত্তত্ব ও অনুদাত্তত্ব অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। উদাত্ত অচ্ ও অনুদাত্ত অচ্ এই দুইটির পাশাপাশি দুইটি 'অচ্' থাকিলে—উহাদের সন্ধি অবশ্যম্ভাবী। এইজন্যই এইসূত্রে উদাত্ত ও

অনুদাত্ত—শব্দ দুইটি উদাত্তত্ব ও অনুদাত্তত্ব এই বর্ণধর্ম্ম অর্থে গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং যে কোন একটি 'অচ্' অথবা স্বরে উদাত্তত্ব ও অনুদাত্তত্ব—এই বর্ণধর্ম্মের সমাহার অর্থাৎ সমাবেশ থাকে তাহাকে স্বরিত বলা হয়।

উদাত্তত্ব ও অনুদাত্তত্ব—এই বর্ণধর্ম দুইটি সমাহৃত হয় যাহাতে—এই অর্থে সম্ আ পূর্ব্বক হৃ ধাতুর শেষে 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া সমাহার শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। যদিও অধিকরণ অর্থে 'ঘঞ্' করিতে হইলে 'করণাধিকরণয়োশ্চ' (৩৷৩৷১১৭) এই সূত্রানুসারে 'ঘঞ্'—এর বাধক 'ল্যুট্' প্রাপ্ত হয়, তবুও 'কৃত্যল্যুটো বহুলম্' (৩৷৩৷১১৩) এই সূত্রস্থ 'বহুল' গ্রহণের দ্বারা এইক্ষেত্রে অধিকরণে ল্যুট্ না হইয়া 'ঘঙ্' হইয়াছে।

অথবা 'হলশ্চ' (৩৷৩৷১২১) এই সূত্র অনুসারে ভাবে ঘঞ্ করিয়া সমাহার শব্দটি সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু ভাবে 'ঘঞ্' করিলে সমাহারের অর্থ হইবে সমাহরণ—ইহা 'অচ্'-এর বিশেষণ হইতে পারে না। সেইজন্য ভাবে ঘঞন্ত সমাহার শব্দের উত্তরে 'অর্শ আদিভ্যোঽচ্' (৫৷২৷১২৭)—এই সূত্র অনুসারে মত্বর্থে অচ্ প্রত্যয় করিয়া 'সমাহারে অ' এইরূপ অবস্থায় 'যস্যেতি চ' সূত্রানুসারে 'র'-এর অকার লোপ করিলে সমাহার শব্দটি সিদ্ধ হয়। ইহার প্রথমার একবচনে 'সমহারঃ' এইপ্রকার রূপ হইয়া থাকে। ইহার অর্থ হইবে সমাহারযুক্ত অর্থাৎ সমাবেশবিশিষ্ট। এই শেষোক্ত ব্যাখ্যাই ভাষ্যকার সম্মত।

উদাত্তত্ব ও অনুদাত্তত্ব—এই দুইটি ধর্মবিশিষ্ট 'অচ্'-এর স্বরিত সংজ্ঞা হয়—ইহা বলা হইয়াছে। কিন্তু স্বরিতের কোন অংশের কত পরিমাণ উদাত্ত ও কত পরিমাণ অনুদাত্ত ইহা বলিতে হইবে, নচেৎ ইচ্ছা অনুসারে স্বরিতের যে কোন অংশের যথেচ্ছ পরিমাণে উদাত্ত এবং অনুদাত্তের উচ্চারণ হইতে পারে। তাহাতে কোন ব্যবস্থা থাকিবে না। এইরূপ ব্যবস্থা দেখাইবার জন্যই পাণিনি নিম্নলিখিত সূত্রটির

রচনা করিয়াছেন।

৮। **তস্যাদিত উদাত্তমর্দ্ধহ্রস্বম্** (১৷২৷৩২)। **হ্রস্বগ্রহণমতন্ত্রম্। স্বরিতস্যাদাবর্দ্ধমুদাত্তং বোধ্যম্।**

স্বরিতসংজ্ঞক 'অচ্'-এর আদিতে অর্দ্ধভাগ বা অর্দ্ধমাত্রা উদাত্ত।

ইহাতে 'আদিতঃ' এইটি তসিল্ প্রত্যয়ান্তের রূপ।

আদিশব্দের শেষে সপ্তমীর অর্থে 'আদ্যাদিভ্য উপসংখ্যানম্' এই বচন অনুসারে তসিল্ প্রত্যয় হইয়াছে। অর্দ্ধহ্রস্ব পদটি সন্দেহজনক। অর্দ্ধভাগ যে হ্রস্ব অথবা হ্রস্বের অর্দ্ধ এইরূপ অর্থে কর্মধারয় সমাস অথবা তৎপুরুষ? যদি অর্দ্ধঞ্চ তদ্ হ্রস্বম্—অর্দ্ধভাগ যে হ্রস্ব এইরূপ কর্মধারয় সমাস করা হয়, তাহা হইলে দীর্ঘ স্বরিতেরই অর্দ্ধভাগ হ্রস্ব অর্থাৎ একমাত্রিক হওয়ায়; দীর্ঘস্বরিতের আদিতে একমাত্রা উদাত্ত উচ্চারিত হইবে; কিন্তু হ্রস্বস্বরিত ও প্লুতস্বরিতের কোন ব্যবস্থা হইবে না।

আর যদি হ্রস্বস্যার্দ্ধম্ হ্রস্বের অর্দ্ধভাগ—এইরূপ তৎপুরুষ সমাস করা হয়, তাহা হইলে হ্রস্বস্বরিতের অর্দ্ধভাগ—অর্দ্ধমাত্রাত্মক ভাগ উদাত্ত হইবে; কিন্তু দীর্ঘস্বরিত ও প্লুতস্বরিতের কোন ব্যবস্থা হইবে না।

এইরূপ সন্দিগ্ধস্থলে কি করা যাইতে পারে? ইহাতে দীক্ষিত বলিয়াছেন যে—

হ্রস্বগ্রহণমতন্ত্রম্।

হ্রস্বগ্রহণের কোন বিবক্ষা নাই।

তাৎপর্য্য এই যে 'উপেয়িবাননাশ্বাননূচানশ্চ' (৩৷২৷১০৯) এইসূত্রে যে উপপূর্ব্বক ইণ্ ধাতুর ক্বসু প্রত্যয়ান্ত নিপাতন করা হইয়াছে, তাহাতে যেমন উপ এই উপসর্গটির কোন বিবক্ষা থাকে না, সেইজন্য 'উপ' উপসর্গ থাকিলে, না থাকিলে অথবা অন্য উপসর্গ থাকিলেও লোকব্যবহার দেখিয়া উপেয়িবান্, ঈয়িবান্, সমীয়িবান্—ইত্যাদি প্রয়োগ হইয়া থাকে। যদি 'উপ' উপসর্গের বিবক্ষা থাকিত, তাহা হইলে 'উপ'

এই উপসর্গ ব্যতীত ‘ঈয়িবান্’ ইত্যাদিস্থলে ‘ক্বসু’ প্রত্যয়ান্তের প্রয়োগ হইত না। সুতরাং ‘উপ’ এই উপসর্গের কোন বিবক্ষা নাই। উপ উপসর্গযোগেই যে ইণ্ ধাতুর ক্বসু প্রত্যয়ান্ত রূপ হইবে—এইরূপ কোন সূত্রের তাৎপর্য্য নাই। এইস্থলেও হ্রস্বপদের কোন বিবক্ষিত অর্থ নাই। অর্দ্ধ ও অর্দ্ধহ্রস্ব দুইটিই সমানার্থক। সুতরাং অর্দ্ধহ্রস্ব শব্দের অর্থ হইবে অর্দ্ধভাগ। তাহা হইলে সূত্রের অর্থ এইরূপ হইবে—স্বরিতের আদিতে অর্দ্ধভাগ উদাত্ত হয়। এইরূপ অর্থ হইলে হ্রস্বস্বরিতের আদিতে অর্দ্ধভাগ অর্থাৎ অর্দ্ধমাত্রা উদাত্ত এবং দীর্ঘস্বরিতের আদিতে অর্দ্ধভাগ অর্থাৎ একমাত্রা উদাত্ত এবং প্লুত-স্বরিতের আদিতে অর্দ্ধভাগ অর্থাৎ দেড়মাত্রা উদাত্ত। আদিতে অর্দ্ধ-ভাগ উদাত্ত বলিলেই অবশিষ্ট অর্দ্ধভাগ যে অনুদাত্ত ইহা বুঝিতে হইবে। সেইজন্যই দীক্ষিত বলিয়াছেন—

উত্তরার্দ্ধং তু পরিশেষাদনুদাত্তম্।

অর্থাৎ আদিতে অর্দ্ধভাগ উদাত্ত হইলে অবশিষ্ট অর্দ্ধভাগ অনুদাত্ত।

তস্য চোদাত্ত স্বরিতপরত্বে শ্রবণং স্পষ্টম্। অন্যত্র তুদাত্তশ্রুতিঃ প্রাতিশাখ্যে প্রসিদ্ধা।

উদাত্ত অথবা অনুদাত্ত পরে থাকিলে উহার (অনুদাত্তের) স্পষ্টরূপে শ্রবণ হয়, আর উদাত্ত অথবা অনুদাত্ত পরে না থাকিলে উদাত্ত-শ্রুতি হইয়া থাকে। ইহা প্রাতিশাখ্যে প্রসিদ্ধ।

স্বরিতের আদিতে অর্দ্ধভাগ উদাত্ত আর অবশিষ্ট উত্তরার্দ্ধভাগ অনুদাত্ত হয়—ইহা বিহিত হইয়াছে; কিন্তু সেই উত্তরার্দ্ধের অনুদাত্ত, উদাত্ত অথবা স্বরিত পরে থাকিলে স্পষ্টই শ্রুত হয়, আর যদি উদাত্ত অথবা স্বরিত পরে না থাকে, তাহা হইলে সেই পরার্দ্ধের উদাত্তশ্রুতি হইয়া থাকে। এইরূপ নিয়ম পাণিনি না বলিলেও প্রাতিশাখ্যপ্রসিদ্ধ; সেই প্রাতি-শাখ্যের নিয়ম অনুসারেই এইরূপ ব্যবস্থা স্বীকৃত হইয়াছে। ঋগ্বেদের প্রাতিশাখ্যে ইহা সুন্দরভাবে উপপাদিত হইয়াছে—

তস্যোদাত্ততরোদাত্তাদর্দ্ধমাত্রার্দ্ধ মেব বা।
অনুদাত্তঃ পরঃ শেষঃ স উদাত্তশ্রুতির্ন চেৎ
উদাত্তং বোচ্যতে কিঞ্চিৎ স্বরিতং বাক্ষরং পরম্।

স্বরিতের অর্দ্ধমাত্রা[৪১] অথবা অর্দ্ধভাগ স্বতন্ত্র উদাত্তের অপেক্ষায় উদাত্ততর আর উহার পরের শেষভাগ অনুদাত্ত হয়। কিন্তু যদি পর-বর্ত্তী উদাত্ত অথবা স্বরিত না হয় তাহা হইলে সেই স্বরিতের উদাত্ত-শ্রুতি হইয়া থাকে। আর যদি উদাত্ত অথবা স্বরিত পরে থাকে, তাহা হইলে উহার অনুদাত্তশ্রুতিই হইয়া থাকে—ইহা উপরি উদ্ধৃত বচনে স্পষ্ট না বলিলেও অর্থাৎ বুঝিতে পারা যায়। উবট এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

যত্ত্যদাত্তং স্বরিতং বা পরং স্যাত্তদানুদাত্তঃ পরঃ
শেষঃ স্যাৎ স কম্প উচ্যতে—

যদি উদাত্ত অথবা স্বরিত পরে থাকে তাহা হইলে স্বরিতের শেষ-ভাগ যে অনুদাত্ত, উহারই শ্রবণ হয় এবং এইরূপ অনুদাত্তশ্রুতিকে ঋগ্বেদের শাখায় ‘কম্প’ স্বর বলা হয়।

নিষ্কর্ষ এই যে উদাত্ত ও স্বরিতের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরিত এবং উদাত্ত অথবা স্বরিত যাহার পরে নাই এইরূপ স্বরিত—এই দুই প্রকার স্বরিতের দুই প্রকার শ্রুতি হইয়া থাকে। উদাত্ত ও স্বরিতের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরিতের অনুদাত্তশ্রুতি হয় যাহা ‘কম্প’ নামে অভিহিত; আর উদাত্ত অথবা স্বরিত পরে থাকে না—এইরূপ স্বরিতের উদাত্তশ্রুতি হয়।

উদাত্ত অথবা স্বরিত পরে আছে যাহার এইরূপ স্বরিতের তিনটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে—একটি উদাত্তের পূর্ব্ববর্ত্তী হ্রস্বস্বরিতের,

(১৪) হ্রস্বস্বরিতের বেলায় অর্দ্ধমাত্রা এবং দীর্ঘ ও প্লুতস্বরিতের বেলায় অর্দ্ধভাগ উদাত্ত বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে ‘অর্দ্ধমেব’ এইরূপ ‘এব’ শব্দের দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে অর্দ্ধভাগের উদাত্তত্ব বিধানই উচিত, কারণ ইহা ব্যাপক—হ্রস্বস্বরিতের বেলায়ও এইরূপ বলা যাইতে পারে। হ্রস্বস্বরিতেরও অর্দ্ধভাগ উদাত্ত হইলে অর্দ্ধমাত্রা উদাত্ত হইবে।

একটি উদাত্তের পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘস্বরিতের ও একটি স্বরিতের পূর্ব্ববর্ত্তী হ্রস্বস্বরিতের।

যথাক্রমে উদাহরণ—'ক্ব১ বোঽশ্বাঃ'—ঋ. ৫।৬১।২

'রথানাং ন যে৩ঽরাঃ'—ঋ. ১০।৭৮।৪

'শতচক্রং যো৩ ঽহ্যঃ'—ঋ. ১০।১৪৪।৪

ইত্যাদিষ্বনুদাত্তঃ।

প্রথমটিতে 'ক্ব' এই হ্রস্বস্বরিতের পরে 'বো'—এই উদাত্ত ওকার পরে আছে। দ্বিতীয়টিতে 'যে' এই দীর্ঘস্বরিতের পরে 'রা'—এই উদাত্ত পরে আছে এবং তৃতীয়টিতে 'যো' এই স্বরিতের পরে 'হ্য'—এই স্বরিতটি পরে আছে।

'ক্ব'—কিম্ শব্দের শেষে 'কিমোঽৎ' (৫।৩।১২) এই সূত্র অনুসারে 'অৎ' প্রত্যয় হয়। ইহার 'ত্'-এর 'হলন্ত্যম্' (৭।৩।৩) অনুসারে 'ইৎ' ও 'তস্য লোপঃ' (১।৩।৯) অনুসারে উহার লোপ হইলে যে অবশিষ্ট 'অ' থাকে উহার 'ত্' ইৎ যায় বলিয়া 'তিৎস্বরিতম্' (৬।১।১৮৫) অনুসারে স্বরিত। এইবার কিম্ শব্দের স্থানে 'ক্বাতি' (৭।২।১০৫) অনুসারে 'ক্ব' আদেশ ও 'যস্যেতি চ' (৬।৪।১৪৮) সূত্রানুসারে 'ক্ব'-এর অকার লোপ করিলে 'ক্ব্ অ' 'ক্ব' পদটির সিদ্ধি হয়।

বোঽশ্বাঃ—অশ্ব শব্দটি 'অশ্' ধাতুর শেষে ঔণাদিক 'ক্বন্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হয় বলিয়া ইহা 'ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্' (৬।১।১৯৭) অনুসারে আদ্যুদাত্ত, আর যুষ্মদ্ শব্দের 'অনুদাত্তং সর্বমপাদাদৌ' (৮।১।১৮) ইহার অধিকারে 'বহুবচনস্য বস্ নসৌ' (৮।১।২১) সূত্রানুসারে ষষ্ঠীর বহুবচনান্তের স্থানে 'বস্' আদেশ হইয়া থাকে, ইহা অনুদাত্তের অধিকারে হয় বলিয়া 'অনুদাত্ত'। পরবর্ত্তী 'স'-এর স্থানে 'সসজুষো রুঃ' (৮।২।৬৬) অনুসারে 'রু' এবং 'অতো রোরপ্লুতাদপ্লুতে' (৬।১।১১৩) অনুসারে 'রু'-এর স্থানে 'উ', 'আদ্‌গুণঃ' সূত্রানুসারে ওকার গুণ হইলে আন্তরতম্যবশতঃ অনুদাত্ত অকারের স্থানে জাত ওকার অনুদাত্ত। এইবার 'বো অশ্বাঃ'—এইরূপ অবস্থায় অনুদাত্ত ওকার ও উদাত্ত

অকারের স্থানে 'এঙঃ পদান্তাদতি' (৬।১।১০৯) অনুসারে একটি পূর্বরূপ ওকার করিলে উহা 'একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ' (৮।২।৫) অনুসারে উদাত্ত।

সুতরাং 'ক্ব বোঽশ্বাঃ'—এই বাক্যে 'ক্ব'-এর স্বরিত অকারের পরে 'বো'-এর উদাত্ত ওকার পরে আছে বলিয়া এইরূপ উদাত্তের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরিতের অনুদাত্তশ্রুতি হইয়া থাকে। যাহা 'কম্প' নামে ব্যবহৃত। যদিও 'ক্ব'-এর স্বরিত অকার এবং 'বো'-এর উদাত্ত অকারের মধ্যে 'ব্' এই ব্যঞ্জনটির ব্যবধান আছে, তথাপি 'হল্‌স্বর প্রাপ্তৌ ব্যঞ্জনমবিদ্যমানবদ্'—হল্-এর স্বরপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিলে ব্যঞ্জন অবিদ্যমানের ন্যায় হইয়া থাকে—এই ন্যায় অনুসারে স্বরিত অ ও উদাত্ত ওকারের মধ্যবর্ত্তী ব্যঞ্জন যে 'ব্' ইহা অবিদ্যমানের ন্যায় অর্থাৎ না থাকার মত হইয়া যায়; সেইজন্য 'ক্ব বো' এইস্থলে স্বরিতের পরেই উদাত্ত আছে।

'রথানাং ন যে৩ঽরাঃ'—এইস্থলে 'যে৩ঽরাঃ' এইটিই উদাহরণ। 'অরাঃ' পদটি 'ফিষোঽন্তোদাত্তঃ' (ফি. ১) এই ফিট্‌সূত্র অনুসারে অন্তোদাত্ত এবং উহার অকারটি 'অনুদাত্তং পদমেকবর্জম্' (৬।১।১৫৮) এই সূত্রানুসারে অনুদাত্ত। 'যে অরাঃ' এইরূপ অবস্থায় একার ও অকার এই দুইটির স্থানে 'এঙঃ পদান্তাদতি' (৬।১।১০৯) সূত্র অনুসারে একার পূর্ব্বরূপ একাদেশ হইলে 'যে৩ঽরাঃ'—এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে।

'যে' পদটি 'যৎ' শব্দের প্রথমার বহুবচনের রূপ। যৎ শব্দের শেষে 'জস্' বিভক্তি আসিলে 'ত্যদাদীনামঃ' অনুসারে 'ত্' কারের স্থানে অকার হইলে য+অ—এইরূপ অবস্থায় অকার-দুইটির স্থানে 'অতো গুণে' (৬।১।৯৭) অনুসারে একটি পররূপ অকার একাদেশ করিলে 'য অস্' এইরূপ অবস্থায় 'জসঃশী' (৭।১।১৭) সূত্রানুসারে জসের স্থানে 'শী' আদেশ হওয়ায় 'শ্'-এর 'লশক্বতদ্ধিতে' (১।৩।৮) অনুসারে ইৎ-সংজ্ঞা ও লোপ হইলে 'য ঈ' এইরূপ অবস্থা হয়। পরে 'আদ্‌গুণঃ' (৬।১।৮৭) অনুসারে উভয়ের স্থানে গুণ করিয়া একার করিলে 'যে'

এইরূপ পদের নিষ্পত্তি হয়। 'যৎ' শব্দের অকার 'ফিষোঽন্ত উদাত্তঃ' অনুসারে উদাত্ত, 'জস্' বিভক্তির স্থানে যে 'শী' (ঈ) আদেশ হয়। উহাও 'অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ' (৩।১।৪) অনুসারে অনুদাত্ত এবং উদাত্ত অকার ও অনুদাত্ত ঈকার—এই দুইটির স্থানে যে একার একাদেশ উহা 'একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ' (৮।২।৫) অনুসারে উদাত্ত। এইবারে 'যেঽস্রাঃ' এইরূপ প্রয়োগে উদাত্ত একার ও অনুদাত্ত অকার উভয়ের স্থানে পূর্ব্বরূপ একাদেশ নিবন্ধন উদাত্ত প্রাপ্ত ছিল, কিন্তু উহাকে বাধ করিয়া 'স্বরিতো বাঽনুদাত্তেপদাদৌ' (৮।২।৬) অনুসারে পাক্ষিক স্বরিত বিহিত হইয়াছে।

এইস্থলে দীর্ঘস্বরিতের পরে উদাত্ত থাকায়, উহার অনুদাত্ত শ্রুতি হইয়া থাকে।

'শতচক্রং যোঽহ্যঃ'—এই বাক্যে 'যোঽহ্যঃ' অংশটুকু উদাহরণ। ইহাতে স্বরিতের পরে স্বরিত আছে। 'অহ্যঃ' পদটির সিদ্ধি দুই প্রকারে হইতে পারে। প্রথম ব্যাখ্যা—ব্যাপ্তি অর্থে 'অহ্' ধাতুর উত্তরে, 'ঋহলোর্ণ্যৎ' (৩।১।১২৪) এই সূত্রানুসারে কর্ম্মবাচ্যে 'ণ্যৎ' প্রত্যয় করিয়া 'চুটূ' (১।৩।৭) সূত্রানুসারে 'ণ্'-এর ইৎসংজ্ঞা ও লোপ, 'ত্'-এর 'হলন্ত্যম্' (১।৩।৩) অনুসারে ইৎসংজ্ঞা ও লোপ করার পর 'অহ্য্' এইরূপ অবস্থায়, 'অত উপধায়াঃ' (৭।২।১১৬) অনুসারে আদিস্বরের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু ছান্দস প্রক্রিয়ায় সকল বিধিই বিকল্পে হওয়ার ফলে অথবা "সংজ্ঞাপূর্ব্বকো বিধিরনিত্য"—এই পরিভাষা অনুসারে উক্ত-বিধির অনিত্যতাবশতঃ উহা হইল না। সুতরাং 'অহ্যঃ' এই পদটির সিদ্ধি হইয়া থাকে। 'ণ্যৎ' প্রত্যয়ের 'ত্'-এর ইৎ হওয়ার ফলে 'তিৎস্বরিতম্' (৬।১।১৮৫) অনুসারে 'অহ্যঃ' এই প্রয়োগে 'য'-এর অকার স্বরিত হইয়া যায় আর 'অনুদাত্তং পদমেকবর্জম্' (৬।১।১৫৮) অনুসারে উহার আদিস্বর অকার অনুদাত্ত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা—যদি অহ্যঃ—ইহার অর্থ 'বৃত্রস্থ' অর্থাৎ বৃত্রের এইরূপ হয়, তাহা হইলে বৃত্রার্থক 'অহি' শব্দের ষষ্ঠীবিভক্তিতে 'ঙস্'

প্রত্যয় হইলে 'অহি অস্' এইরূপ অবস্থায় 'শেষোঽঘ্যসখি' (১।৪।৭) অনুসারে 'ঘি'সংজ্ঞা এবং 'ঘের্ঙিতি' (৭।৩।১১১) অনুসারে ইকারের স্থানে একার গুণপ্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু 'জসাদিষু ছন্দসি বা বচনম্' (বা) এই বার্ত্তিক অনুসারে বিকল্পে উহার অভাব হইলে 'ইকো যণচি' (৬।১।৭৭) অনুসারে উদাত্ত ইকারের স্থানে 'য়ণ্' করার ফলে 'অহ্যস্' এইরূপ অবস্থায় 'স্'-এর রুত্ব ও বিসর্গ করিলে 'অহ্যঃ'—এইরূপ পদ সিদ্ধ হয়। 'অহি' শব্দটি 'ফিষোঽন্ত উদাত্তঃ' (ফি. ১) অনুসারে অন্তোদাত্ত এবং আদিস্বরটি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অনুদাত্ত। আর 'ঙস্' বিভক্তির অকারটি 'অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ' (৩।১।৪) অনুসারে অনুদাত্ত। সুতরাং উদাত্ত উকারের স্থানে যে 'য়ণ্' হয়, উহার পরবর্ত্তী অনুদাত্ত অকারের 'উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ স্বরিতোঽনুদাত্তস্য' (৮।২।৪) অনুসারে স্বরিত হইয়া থাকে।

'যো'—এই অংশটি 'যৎ' শব্দটি হইতে নিষ্পন্ন হয়। 'যৎ' শব্দের অকার 'ফিষোঽন্ত উদাত্তঃ' (ফি. ১) অনুসারে উদাত্ত। 'ত্যদাদীনামঃ' অনুসারে 'ত্'কারের অকার এবং 'অতোগুণে' অনুসারে দুইটি অকারের পররূপ অকার একাদেশ হইলে উহাও উদাত্ত। প্রথমার একবচনে যে 'সু' বিভক্তি আসে উহার উকারের 'উপদেশেঽজনুনাসিকইৎ' (১।৩।২) অনুসারে ইৎসংজ্ঞা ও লোপ হইলে 'সসজুষো রুঃ' (৮।২।৬৬) অনুসারে 'স্'-এর 'রু' এবং 'অতো রোরপ্লুতাদপ্লুতে' (৬।১।১১৩) অনুসারে সেই 'রু'-এর স্থানে উকার আদেশ হইলে 'য উ অহ্যঃ' এইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। 'সু' এই বিভক্তি স্থানে উকার আদেশ হওয়ায় 'অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ' (৩।১।৩) অনুসারে উহা অনুদাত্ত এবং 'আদ্গুণঃ' (৬।১।৮৭) অনুসারে 'য'-এর উদাত্ত অকার এবং অনুদাত্ত উকারের স্থানে একটি গুণ ওকার আদেশ হইলে উহা 'একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ' (৮।১।৫) অনুসারে উদাত্ত। এইবার 'যো অহ্যঃ' এইরূপ অবস্থায় 'এঙঃ পদান্তাদতি' অনুসারে পূর্ব্বরূপ ওকার একাদেশ হইলে উহা 'স্বরিতো বাঽনুদাত্তে পদাদৌ' (৮।২।৬)

অনুসারে বিকল্পে স্বরিত হইয়া থাকে। এইস্থলে 'যো'-এর ওকার স্বরিত এবং 'হ্যঃ' ইহার অকারও স্বরিত—দুইটি স্বরিত পাশাপাশি আছে, সুতরাং স্বরিতের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরিতের অনুদাত্তশ্রুতি হইয়া থাকে। আর উদাত্ত অথবা স্বরিত পরে না থাকিলে উদাত্তশ্রুতি হইয়া থাকে, যেমন 'অগ্নিমীলে' এইক্ষেত্রে 'অগ্নিম্' এই অন্তোদাত্ত পদের পরবর্ত্তী 'ঈলে' 'পদের অনুদাত্ত ঈকার 'উদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিতঃ' সূত্রানুসারে স্বরিত হইলে, উহার পরবর্ত্তী 'লে' এই অনুদাত্তটির 'স্বরিতাৎ সংহিতায়ামনুদাত্তানাম্' (১৷২৷৩৯) অনুসারে প্রচয় হইয়া যায়। সুতরাং ইহাতে স্বরিতের পরে প্রচয় আছে। উদাত্ত অথবা স্বরিত নাই, সেইজন্য স্বরিতের পরিশিষ্টভাগের উদাত্তশ্রুতি হয়।

পূর্ব্বোক্ত ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্য অনুসারে এই সূত্রস্থ 'অর্দ্ধহ্রস্ব' শব্দের হ্রস্বগ্রহণের কোন বিবক্ষিত অর্থ নাই; সুতরাং স্বরিতের আদিতে অর্দ্ধভাগ উদাত্ত ও অবশিষ্ট অর্দ্ধভাগ অনুদাত্ত হয়—ভট্টোজিদীক্ষিত এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'তনূনপাৎ' (ঋ. ৩৷২৯৷১১) 'শচীপতিম্' (১৷১০৬৷৬) ইত্যাদিস্থলে ঋগ্বেদাধ্যায়ী পণ্ডিতগণ পদপাঠে উহাদের স্বরিত উকার ও স্বরিত ঈকারের অর্দ্ধভাগের উদাত্তত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

ভাষ্যকারের মতে অর্দ্ধহ্রস্ব শব্দটি অর্দ্ধমাত্রাতে রূঢ়। কৈয়ট, হরদত্ত প্রভৃতি বৈয়াকরণগণও ভাষ্যকারের পদানুসরণ করিয়া উক্ত শব্দটিকে অর্দ্ধমাত্রাতে রূঢ়ি লক্ষণা বলিয়াছেন। হরদত্তমিশ্র এবং প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ নাগেশের মতে 'কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতাম্' ইত্যাদিস্থলে যেমন কাক পদের দ্বারা সকল প্রকার বিড়াল প্রভৃতি দধ্যুপঘাতকে লক্ষণা করা হয়, সেইপ্রকার এই স্থলেও অর্দ্ধহ্রস্ব শব্দের দ্বারা অর্দ্ধমাত্রা লক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং ভাষ্য মতানুসারী উহার ব্যাখ্যা এইরূপ হইবে—স্বরিতের আদিতে অর্দ্ধমাত্রা উদাত্ত ও অবশিষ্ট অংশ অনুদাত্ত। তাহা হইলে হ্রস্বস্বরিতের আদিতে অর্দ্ধমাত্রা উদাত্ত ও অবশিষ্ট অর্দ্ধমাত্রা অনুদাত্ত। দীর্ঘস্বরিতের আদিতে অর্দ্ধমাত্রা উদাত্ত এবং অবশিষ্ট

দেড়মাত্রা অনুদাত্ত। প্লুতস্বরের আদিতে অর্দ্ধমাত্রা উদাত্ত ও অবশিষ্ট আড়াইমাত্রা অনুদাত্ত। এইভাবে উদাত্ত ও অনুদাত্তের ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

ইহা তৈত্তিরীয় শাখার মত। ভাষ্যকার এই তৈত্তিরীয় শাখা অনুসারেই এই সূত্রটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে—'তস্যাদিরুচ্চৈস্তরামুদাত্তাদনন্তরো যাবদর্দ্ধং হ্রস্বস্য' (তৈ. প্রা. ১৷৪১) উদাত্তের পরবর্ত্তী স্বরিতের হ্রস্বের অর্দ্ধভাগে যত মাত্রা হয় অর্থাৎ অর্দ্ধমাত্রা উদাত্ততর উচ্চারিত হইবে। যথা 'স ই ধানঃ' ইত্যাদিস্থলে।

'আদিরস্যোদাত্তসমঃ শেষোঽনুদাত্তসম ইত্যাচার্য্যাঃ' (তৈ. প্রা. ১৷৪৬)—এই সূত্রে স্বরিতের আদি উদাত্তসমঃ—ইহার ব্যাখ্যায় ত্রিভাষ্য রত্নাকর বলিয়াছেন 'আদিহ্রস্বার্দ্ধকালঃ' অর্থাৎ স্বরিতের আদি অর্দ্ধমাত্রা উদাত্তসম উচ্চারিত হইবে। প্রাতিশাখ্যে স্বরিতের অন্তর্গত উদাত্তকে উদাত্ততর অথবা উদাত্তসম বলা হইয়াছে। উদাত্ততর অর্থাৎ উৎকৃষ্ট উদাত্ত। উদাত্তসমঃ অর্থাৎ নিকৃষ্ট উদাত্ত।

এইরূপ তৈত্তিরীয় শাখানুসারী ব্যবস্থাই ভাষ্যকার অঙ্গীকার করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ নাগেশও ইহার সমর্থন করিয়াছেন।

এইস্থলে লক্ষণীয় যে এই সূত্রটি দুই প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—ভট্টোজিদীক্ষিতের ব্যাখ্যা বহ্বৃচ শাখানুসারে এবং ভাষ্যকার প্রভৃতির ব্যাখ্যা তৈত্তিরীয় শাখানুসারে। যদি হ্রস্ব পদের অর্থ বিবক্ষিত না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা আর যদি অর্দ্ধহ্রস্ব পদটি অর্দ্ধমাত্রা অর্থে রূঢ় হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় প্রকারের ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। একটিকে মানিলে অপরটিকে ত্যাগ করিতে হয়। এইক্ষেত্রে বৈয়াকরণগণ যথোত্তরং মুনীনাং প্রামাণ্যম্—উত্তরোত্তর মুনির প্রামাণ্যাধিক্য স্বীকার করিয়া ভাষ্যকারের মত গ্রহণীয় বলিবেন; কিন্তু বেদের কোন শাখাকেই অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং বহ্বৃচ শাখা অনুসারে যে স্বরিতের আদিতে অর্দ্ধভাগ উদাত্ত স্বীকৃত হইয়াছে; ইহাকেও একেবারে

অনুসারে বিকল্পে স্বরিত হইয়া থাকে। এইস্থলে 'যো'-এর ওকার স্বরিত এবং 'হ্যঃ' ইহার অকারও স্বরিত—দুইটি স্বরিত পাশাপাশি আছে, সুতরাং স্বরিতের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরিতের অনুদাত্তশ্রুতি হইয়া থাকে। আর উদাত্ত অথবা স্বরিত পরে না থাকিলে উদাত্তশ্রুতি হইয়া থাকে, যেমন 'অগ্নিমীলে' এইক্ষেত্রে 'অগ্নিম্' এই অন্তোদাত্ত পদের পরবর্ত্তী 'ঈলে' 'পদের অনুদাত্ত ঈকার 'উদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিতঃ' সূত্রানুসারে স্বরিত হইলে, উহার পরবর্ত্তী 'লে' এই অনুদাত্তটির 'স্বরিতাৎ সংহিতায়ামনুদাত্তানাম্' (১।২।৩৯) অনুসারে প্রচয় হইয়া যায়। সুতরাং ইহাতে স্বরিতের পরে প্রচয় আছে। উদাত্ত অথবা স্বরিত নাই, সেইজন্য স্বরিতের পরিশিষ্টভাগের উদাত্তশ্রুতি হয়।

পূর্ব্বোক্ত ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্য অনুসারে এই সূত্রস্থ 'অর্দ্ধহ্রস্ব' শব্দের হ্রস্বগ্রহণের কোন বিবক্ষিত অর্থ নাই; সুতরাং স্বরিতের আদিতে অর্দ্ধভাগ উদাত্ত ও অবশিষ্ট অর্দ্ধভাগ অনুদাত্ত হয়—ভট্টোজিদীক্ষিত এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'তনূনপাৎ' (ঋ. ৩।২৯।১১) 'শচীপতিম্' (১।১০৬।৬) ইত্যাদিস্থলে ঋগ্বেদাধ্যায়ী পণ্ডিতগণ পদপাঠে উহাদের স্বরিত উকার ও স্বরিত ঈকারের অর্দ্ধভাগের উদাত্তত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

ভাষ্যকারের মতে অর্দ্ধহ্রস্ব শব্দটি অর্দ্ধমাত্রাতে রূঢ়। কৈয়ট, হরদত্ত প্রভৃতি বৈয়াকরণগণও ভাষ্যকারের পদানুসরণ করিয়া উক্ত শব্দটিকে অর্দ্ধমাত্রাতে রূঢ়ি লক্ষণা বলিয়াছেন। হরদত্তমিশ্র এবং প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ নাগেশের মতে 'কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতাম্' ইত্যাদিস্থলে যেমন কাক পদের দ্বারা সকল প্রকার বিড়াল প্রভৃতি দধ্যুপঘাতকে লক্ষণা করা হয়, সেইপ্রকার এই স্থলেও অর্দ্ধহ্রস্ব শব্দের দ্বারা অর্দ্ধমাত্রা লক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং ভাষ্য মতানুসারী উহার ব্যাখ্যা এইরূপ হইবে—স্বরিতের আদিতে অর্দ্ধমাত্রা উদাত্ত ও অবশিষ্ট অংশ অনুদাত্ত। তাহা হইলে হ্রস্বস্বরিতের আদিতে অর্দ্ধমাত্রা উদাত্ত ও অবশিষ্ট অর্দ্ধমাত্রা অনুদাত্ত। দীর্ঘস্বরিতের আদিতে অর্দ্ধমাত্রা উদাত্ত এবং অবশিষ্ট

দেড়মাত্রা অনুদাত্ত। প্লুতস্বরের আদিতে অর্দ্ধমাত্রা উদাত্ত ও অবশিষ্ট আড়াইমাত্রা অনুদাত্ত। এইভাবে উদাত্ত ও অনুদাত্তের ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

ইহা তৈত্তিরীয় শাখার মত। ভাষ্যকার এই তৈত্তিরীয় শাখা অনুসারেই এই সূত্রটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে—'তস্যাদিরুচ্চৈস্তরামুদাত্তাদনন্তরো যাবদর্দ্ধং হ্রস্বস্য' (তৈ. প্রা. ১।৪১) উদাত্তের পরবর্ত্তী স্বরিতের হ্রস্বের অর্দ্ধভাগে যত মাত্রা হয় অর্থাৎ অর্দ্ধমাত্রা উদাত্ততর উচ্চারিত হইবে। যথা 'স ই ধানঃ' ইত্যাদিস্থলে।

'আদিরস্যোদাত্তসমঃ শেষোঽনুদাত্তসম ইত্যাচার্য্যাঃ' (তৈ. প্রা. ১।৪৬)—এই সূত্রে স্বরিতের আদি উদাত্তসমঃ—ইহার ব্যাখ্যায় ত্রিভাষ্যরত্নাকর বলিয়াছেন 'আদিহ্রস্বার্দ্ধকালঃ' অর্থাৎ স্বরিতের আদি অর্দ্ধমাত্রা উদাত্তসম উচ্চারিত হইবে। প্রাতিশাখ্যে স্বরিতের অন্তর্গত উদাত্তকে উদাত্ততর অথবা উদাত্তসম বলা হইয়াছে। উদাত্ততর অর্থাৎ উৎকৃষ্ট উদাত্ত। উদাত্তসমঃ অর্থাৎ নিকৃষ্ট উদাত্ত।

এইরূপ তৈত্তিরীয় শাখানুসারী ব্যবস্থাই ভাষ্যকার অঙ্গীকার করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ নাগেশও ইহার সমর্থন করিয়াছেন।

এইস্থলে লক্ষণীয় যে এই সূত্রটি দুই প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—ভট্টোজিদীক্ষিতের ব্যাখ্যা বহ্বৃচ শাখানুসারে এবং ভাষ্যকার প্রভৃতির ব্যাখ্যা তৈত্তিরীয় শাখানুসারে। যদি হ্রস্ব পদের অর্থ বিবক্ষিত না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা আর যদি অর্দ্ধহ্রস্ব পদটি অর্দ্ধমাত্রা অর্থে রূঢ় হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় প্রকারের ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। একটিকে মানিলে অপরটিকে ত্যাগ করিতে হয়। এইক্ষেত্রে বৈয়াকরণগণ যথোত্তরং মুনীনাং প্রামাণ্যম্—উত্তরোত্তর মুনির প্রামাণ্যাধিক্য স্বীকার করিয়া ভাষ্যকারের মত গ্রহণীয় বলিবেন; কিন্তু বেদের কোন শাখাকেই অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং বহ্বৃচ শাখা অনুসারে যে স্বরিতের আদিতে অর্দ্ধভাগ উদাত্ত স্বীকৃত হইয়াছে; ইহাকেও একেবারে

উপেক্ষা করা যায় না। ভাষ্যকার একস্থানে নিজেই বলিয়াছেন যে 'সর্ব্ববেদপারিষদং হীদং শাস্ত্রং তত্র নৈকঃ পন্থাঃ শক্যতে আস্থাতুম্'—পাণিনীয় শাস্ত্র বেদের সকল শাখারই উপকারক; তাহাতে কোন একটি মাত্র পদ্ধতি অনুসৃত হইতে পারে না।

আমার মনে হয় এই সূত্রটির যোগবিভাগ করিলে উপরি উক্ত শাখাদ্বয় অনুসারে স্বরব্যবস্থা হওয়া সম্ভব। 'আদিত উদাত্তমর্দ্ধমাত্রম্'—এইপ্রকার সূত্র করিয়া পূর্ব্বসূত্র হইতে 'স্বরিত' পদের অনুবৃত্তি আনিলে স্বরিতের আদিতে অর্দ্ধমাত্রা উদাত্ত হয়—এইরূপ সূত্রার্থ হইতে পারিত; কিন্তু এইরূপ না করিয়া যে 'তস্য' এবং 'অর্দ্ধহ্রস্বম্'—এই দুইটি পদের গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার দ্বারা ইহাতে যোগবিভাগ সূচিত হইতেছে। প্রথমে 'উদাত্তমর্দ্ধহ্রস্বম্' এইরূপ সূত্র করিয়া হ্রস্ব-পদের যদি বিবক্ষিত অর্থ না থাকে; তাহা হইলে দীক্ষিতানুসারে 'স্বরিতের আদিতে অর্দ্ধভাগ উদাত্ত হয়'—এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে এবং দ্বিতীয়যোগে 'তস্য অর্দ্ধহ্রস্বম্'—এইরূপ করিয়া উহাতে অর্দ্ধহ্রস্বপদের অর্দ্ধমাত্রায় তাৎপর্য্য স্বীকার করিলে ভাষ্যকারের মতানুসারে 'স্বরিতের আদিতে অর্দ্ধমাত্রা উদাত্ত হয়'—এইপ্রকার ব্যাখ্যাও করিতে পারা যায়। যাহা হউক সূত্রের ব্যাখ্যা এমন করা উচিত যাহাতে পাণিনীয় ব্যাকরণের সর্ব্ববেদপরিষদত্ব রক্ষিত হয়।

স নব বিধোঽপি প্রত্যেকমনুনাসিকাননুনাসিকত্বাভ্যাং দ্বিধা।

এই নয় প্রকার ও প্রত্যেকটি অনুনাসিক অননুনাসিক ভেদে আবার দুই প্রকার।

হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত—এই তিনটির প্রত্যেকটি উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত তিন প্রকার হইলে নয় প্রকার হইয়া থাকে, যেমন (১) হ্রস্বোদাত্ত (২) হ্রস্বানুদাত্ত (৩) হ্রস্বস্বরিত (৪) দীর্ঘোদাত্ত (৫) দীর্ঘানুদাত্ত (৬) দীর্ঘস্বরিত (৭) প্লুতোদাত্ত (৮) প্লুতানুদাত্ত (৯) প্লুতোস্বরিত। ইহাদের প্রতেকটি অনুনাসিক ও অননুনাসিকভেদে দুই প্রকার।

এইবার আশঙ্কা হইয়া থাকে যে অনুনাসিক কি? অনুনাসিক

বলিতে কি বুঝায়? এইরূপ আশঙ্কার নিরাকরণের জন্য অনুনাসিক সংজ্ঞাবিধায়ক সূত্রের উপন্যাস করা হইতেছে—

৯। **মুখনাসিকাবচনোঽনুনাসিকঃ** (১।১।৮)। **মুখসহিতনাসিকয়োচ্চার্য্যমাণো বর্ণোঽনুনাসিকসংজ্ঞঃ স্যাৎ।**

মুখসহিত নাসিকা দ্বারা উচ্চার্য্যমাণ বর্ণ অনুনাসিক সংজ্ঞক হয়।

যেমন, 'অভ্র আঁ অপঃ' 'গম্ভীর আঁ অপঃ' ইত্যাদিস্থলে 'আঙোঽনুনাসিকছন্দসি' (৬।১।১২৬) অনুসারে আঙ্ উপসর্গের আকারটি অনুনাসিক হইয়াছে। এই অনুনাসিকটি মুখ ও নাসিকা দ্বারা উচ্চারিত।

এই সূত্রে 'মুখনাসিকাবচনঃ' এই পদটিতে সংশয় হইয়া থাকে যে ইহার সমাস কিরূপ হইবে? যদি মুখং চ নাসিকা চ এইরূপ দ্বন্দ্ব সমাস হয়, তাহা হইলে প্রাণীর দুইটি অঙ্গবাচক শব্দ বলিয়া 'দ্বন্দ্বশ্চ প্রাণিতূর্যসেনাঙ্গানাম্' (২।৪।২) এই নিয়মানুসারে সমাহার দ্বন্দ্বের একবচন এবং 'স নপুংসকম্' (২।৪।১৭) অনুসারে নপুংসক হইবে। ফলে 'হ্রস্বো নপুংসকে প্রাতিপদিকস্য' (১।২।৪৭) সূত্রানুসারে 'মুখনাসিকম্' এইরূপ হইবে। পরে 'বচনম্' এই পদের সহিত বহুব্রীহি সমাস হইবে—'মুখনাসিকং বচনমস্য'। তাহা হইলে 'মুখনাসিকবচনঃ' এইরূপ প্রয়োগ হওয়া উচিত; কিন্তু 'মুখনাসিকাবচনঃ' এইরূপ প্রয়োগ হওয়া অসম্ভব। এইজন্যই এইস্থলে মুখসহিত নাসিকা—মুখনাসিকা এইরূপ উত্তরপদলোপী তৎপুরুষ সমাস হইয়া থাকে—ইহা বলিতে হইবে। এইপ্রকার সমাসে 'সহিত' এই উত্তর পদটির 'শাকপার্থিবাদীনাং সিদ্ধয়ে উত্তরপদলোপস্যোপসংখ্যানম্'—এই বার্ত্তিকের দ্বারা লোপ হইয়া থাকে। তাহা হইলে 'মুখনাসিকা' এইরূপ অবিকল প্রয়োগটি থাকিয়া যায়।

এইবার 'উচ্চার্য্যতে অসৌ বচনঃ' এইরূপ বিগ্রহ করিয়া যাহা উচ্চারিত হয় এই অর্থে কর্মবাচ্যে 'কৃত্যল্যুটো বহুলম্' (৩।৩।১১৩) এই সূত্রানুসারে বহুল[15] গ্রহণের দ্বারা ল্যুট্ (অনট্) প্রত্যয় করিয়া

(১৫) 'রাজভোজনাঃ শালয়ঃ'—ইত্যাদিস্থলেও কর্মবাচ্যে ল্যুট্ করিয়া প্রয়োগ

'বচনঃ' পদটির সিদ্ধি করার পর 'মুখনাসিকয়া বচনঃ'—এইরূপ 'কর্তৃকরণে কৃতা বহুলম্' (২।১।৩২) এই সূত্রানুসারে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হইয়া থাকে। 'মুখনাসিকয়া'—ইহা করণে তৃতীয়া অথবা করণের কর্তৃত্ব বিবক্ষায় কর্ত্তায় তৃতীয়া। নাগেশ বলিয়াছেন, যেমন 'স্থাল্যা পচ্যতে' ইত্যাদি-স্থলে অধিকরণের করণত্ববিবক্ষায় তৃতীয়া হইয়াছে। এইস্থলেও বর্ণাভিব্যঞ্জক বায়ু সংযোগের আধার যে মুখনাসিকা, উহার করণত্ব বিবক্ষা করিয়া তৃতীয়া হইয়াছে এবং 'সাধনং কৃতা' এই বচন অনুসারে সমাসও হইয়া থাকে। এই তাৎপর্য্যেই দীক্ষিত বলিয়াছেন মুখসহিত নাসিকার দ্বারা উচ্চার্য্যমাণ বর্ণের অনুনাসিক সংজ্ঞা হয়।

বর্ণের উচ্চারণ তিন প্রকারে হয়—কতকগুলি বর্ণের উচ্চারণ কেবল মুখের দ্বারা, কতকগুলি বর্ণের উচ্চারণ কেবল নাসিকা দ্বারা আর কতকগুলি বর্ণের উচ্চারণ মুখ ও নাসিকা—এই উভয়ের দ্বারা। যেমন, কচটতপ প্রভৃতি বর্ণগুলির উচ্চারণ কেবল মুখের দ্বারা, অনুস্বারের উচ্চারণ কেবল নাসিকার দ্বারা এবং ঞ ম ঙ ণ ন—এই বর্ণগুলির উচ্চারণ মুখ ও নাসিকা—এই উভয়ের দ্বারা হইয়া থাকে। ক চ ট ত প প্রভৃতিও অনুস্বার—ইহাদের অনুনাসিক সংজ্ঞা হয় না; কিন্তু ঞ ম ঙ ণ ন—এই বর্ণগুলির অনুনাসিক সংজ্ঞা হয়, কারণ মুখ ও নাসিকা—এই দুইটির দ্বারা উচ্চারণ হইয়া থাকে। স্বরবর্ণে ँ (চন্দ্রবিন্দু) যোগ করিয়া অনুনাসিকত্ব দেখানো হয়, যথা অঁ, আঁ, ইঁ ইত্যাদি।

কেবল মুখের দ্বারা যাহাদের উচ্চারণ হয় এইরূপ ক চ ট ত প প্রভৃতির অনুনাসিক সংজ্ঞা যাহাতে না হয়, তাহার জন্য 'মুখসহিত নাসিকা' বলা হইয়াছে। উহাদের অনুনাসিক সংজ্ঞা হইলে 'শক্তা' প্রভৃতি প্রয়োগে 'অনুদাত্তোপদেশ' (৬।৪।৩৭) ইত্যাদি সূত্র অনুসারে অনুনাসিকসংজ্ঞক 'ক'-এরও লোপ প্রসক্ত হইবে।

করা হয়। বহুলের অর্থ হইল—ক্বচিৎ প্রবৃত্তিঃ ক্বচিদপ্রবৃত্তিঃ ক্বচিদ্বিভাষা ক্বচিদন্যদেব। বিধের্বিধানং বহুধা সমীক্ষ্য চতুর্বিধং বাহুলকং বদন্তি॥—বহূনি লান্তি আদদতে ইতি বহুলম্।

নাসিকাবচনোঽনুনাসিকঃ—যাহা নাসিকার দ্বারা উচ্চারিত হয় তাহা অনুনাসিক—ইহাও বলা চলে না—কেবল নাসিকার দ্বারা উচ্চারিত হয় এইরূপ বর্ণ হইল অনুস্বার. ইহার অনুনাসিক সংজ্ঞা হইলে 'আঙোঽনুনাসিকশ্ছন্দসি' (৬।১।১২৬) এই সূত্রে অনুনাসিকের দ্বারা অনুস্বারেরই বোধ হইবে ফলে 'অভ্র আঁ অপঃ' ইত্যাদিস্থলে 'অভ্র আং অপঃ' এইরূপ অনুস্বারের প্রসক্তি হইবে।

সুতরাং কেবল নাসিকার দ্বারা যাহার উচ্চারণ হয়, তাহারও অনুনাসিক সংজ্ঞা হয় না—যাহার উচ্চারণ মুখ ও নাসিকা—এই দুইটির দ্বারা হয়, তাহারই অনুনাসিক সংজ্ঞা হইয়া থাকে।

উচ্যতে অসৌ বচনঃ, মুখনাসিকয়া বচনঃ—মুখনাসিকাবচনঃ—এইরূপ পূর্ব্বে কর্ম্মবাচ্যে বচ্ ধাতুর শেষে ল্যুট্ করিয়া বচন শব্দের সহিত মুখনাসিকয়া এইরূপ করণে ও কর্ত্তায় তৃতীয়ান্ত পদের তৎপুরুষ সমাস কাশিকাবৃত্তির অনুসরণ করিয়াই ভট্টোজিদীক্ষিতও করিয়াছেন।

ভাষ্যকারের মতে মুখ দ্বিতীয়া নাসিকা—মুখনাসিকা। পূর্ব্বোক্ত অনুসারে দ্বিতীয়া পদের লোপ, পরে করণে ল্যুডন্ত 'বচনম্' এই পদের সহিত 'মুখনাসিকা বচনমস্য' এইরূপ বিগ্রহ করিয়া বহুব্রীহি সমাস হইয়া থাকে।

ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে যে নাসিকা পদের সমানাধিকরণ্য বশতঃ বচন শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে বচনী হওয়া উচিত, তাহা হইলে 'মুখনাসিকা বচনী অস্য' এইরূপ বিগ্রহ হইবে। আর 'নদ্যৃতশ্চ' (৫।৪।১৫৩) এই সূত্র অনুসারে 'কপ্' প্রত্যয় হইলে 'মুখনাসিকবচনীকঃ' এইরূপ প্রয়োগ হইবে; কিন্তু 'মুখনাসিকাবচনঃ' এই পাণিনি প্রদর্শিত রূপ হইবে না—ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে পূর্ব্বে বচ্ ধাতুর করণকারকে 'ল্যুট্' (অনট্) হইবে, কিন্তু করণ বিশেষের জ্ঞান তখন থাকিবে না। নাসিকা অথবা মুখ এইরূপ করণ বিশেষের জ্ঞান তখন তিরোহিত হইয়া থাকে; কেবল করণত্বরূপে করণের জ্ঞান থাকে; তাহাই হইল করণ সামান্যের জ্ঞান—এইরূপ সামান্য রূপে জ্ঞান হইলে সেক্ষেত্রে

'সামান্যে নপুংসকম্' এই নিয়ম অনুসারে নপুংসক লিঙ্গই হইবে, স্ত্রীলিঙ্গ হইবে না। পরে যখন 'মুখনাসিকা' এইরূপ স্ত্রীলিঙ্গের সহিত সামানাধিকরণ্য হয়। তখন পূর্ব্ববৃত্ত যে অন্তরঙ্গ নপুংসক লিঙ্গ, তাহার পরিবর্ত্তন হইবে না। পদান্তরনিরপেক্ষায় যে লিঙ্গ হইয়াছে, ইহা অন্তরঙ্গ আর 'মুখনাসিকা' প্রভৃতি পদান্তরসাপেক্ষ যে স্ত্রীলিঙ্গ ইহা বহিরঙ্গ। এইরূপ সামান্যে নপুংসক লিঙ্গের ব্যবহার ভাষ্যকার 'শক্যং চ শ্বমাংসাদিভিরপি ক্ষুৎ প্রতিহন্তুম্' ইত্যাদিস্থলে করিয়াছেন। সেইস্থলেও 'ক্ষুৎ' এই স্ত্রীলিঙ্গের সামানাধিকরণ্যবশতঃই 'শক্যা' এইরূপ স্ত্রীলিঙ্গ হওয়া উচিত ছিল। কৈয়টের ভাষ্যপ্রদীপে এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

ভাষ্যকার প্রাসাদবাসী ন্যায় অনুসারে মুখগ্রহণের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। প্রত্যাখ্যানের অর্থ অগ্রহণ—গ্রহণ না করা। প্রাসাদবাসী ন্যায়ের তাৎপর্য্য হইল এই যে, যদি কোন ব্যক্তি একতলায় থাকে, তাহাকে একতলার বাসী বলিয়া ধরা হয়; যদি কোন ব্যক্তি দোতলায় থাকে, তাহাকে দ্বিতলের বাসী বলিয়া ধরা হয়, আর যদি কোন ব্যক্তি দ্বিতল ও একতল দুই স্থানেই থাকে, তাহা হইলে তাহাকে উভয়তলার—দোতলার অথবা একতলার বাসী বলিয়া গ্রহণ করা হয়। এই স্থলেও মুখ হইতে যাহাদের উচ্চারণ হয় উহাদের মুখোচ্চারিত এবং নাসিকার দ্বারা যাহাদের উচ্চারণ হয় উহাদের নাসিকোচ্চারিত বলিয়া গ্রহণ করা হয়; কিন্তু যাহাদের মুখ ও নাসিকা এই দুইটির দ্বারা উচ্চারণ হইয়া থাকে, উহাদের উভয় স্থান নিষ্পন্ন—মুখ নিষ্পন্ন অথবা নাসিকা স্থান নিষ্পন্ন বলা যাইতে পারে। সুতরাং মুখ ও নাসিকা—এই দুইটির দ্বারা উচ্চার্য্যমাণ যে বর্ণ উহাকে মুখ অথবা নাসিকার দ্বারা উচ্চারিত বর্ণ বলা চলে, সেইজন্য 'নাসিকাবচনোঽনুনাসিকঃ' এইরূপ সূত্র করিলেও কোন ক্ষতি নাই। ঞ ম ঙ ণ ন এই বর্ণগুলির উচ্চারণ মুখ ও নাসিকা হইতে হয়। সুতরাং এইগুলি নাসিকার দ্বারাও উচ্চারণ হয় বলিয়া উহাদের অনুনাসিক সংজ্ঞা হইবে—এইরূপ সূত্রার্থ করা যাইতে পারে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে 'নাসিকাবচনঃ' এইরূপ নাসিকাপদ গ্রহণের

দ্বারা যেমন মুখপদের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন সেইরূপ 'মুখবচনঃ' এইরূপ মুখপদের গ্রহণ করিয়া নাসিকাপদেরও প্রত্যাখ্যান করা যাইতে পারে। বরং নাসিকা পদের অপেক্ষায় মুখপদের গ্রহণ করাই লাঘব। সুতরাং 'মুখবচনোঽনুনাসিকঃ'—এইরূপ সূত্রের ন্যাস করিলেই ভাল হয়। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে যদিও কেবল মুখপদের গ্রহণ করিলেই মুখ ও নাসিকা—এই দুইয়ের দ্বারা উচ্চারিত ঞ ম ঙ ণ ন—এই বর্ণগুলির গ্রহণ হইতে পারে; তথাপি ক চ ট ত প প্রভৃতি কেবল মুখোচ্চারিত বর্ণগুলির যাহাতে গ্রহণ না করা হয়, সেইজন্য মুখগ্রহণ না করিয়া নাসিকাপদের গ্রহণ করা উচিত।

কেবল মুখোচ্চারিত বর্ণেরও যদি অনুনাসিক সংজ্ঞা হয়, তাহা হইলে ক চ ট ত প প্রভৃতি বর্ণেরও অনুনাসিক নিবন্ধন কার্য্য হইবে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে 'শক্তা' 'পক্তা' ইত্যাদিস্থলে 'অনুদাত্তোপদেশ' (৬।৪।৩৭) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা ককারের লোপ প্রাপ্ত হইবে আর 'ওদনপক্' ইত্যাদি ক্বিপ্ প্রত্যয়ান্ত স্থলে 'অনুনাসিকস্য ক্বিঝলোঃ ক্ঙিতি' (৬।৪।১৫) সূত্র অনুসারে ককারান্ত পদের উপধার দীর্ঘপ্রাপ্ত হইবে; সেইজন্য 'মুখবচনোঽনুনাসিকঃ'—এইরূপ সূত্র করা যায় না। কিন্তু 'নাসিকাবচনোঽনুনাসিকঃ' এইরূপ সূত্র করিলে কোন দোষ নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে যে মুখ গ্রহণের প্রত্যাখ্যান করিয়া যদি কেবল নাসিকাপদের গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে কেবল নাসিকার দ্বারা উচ্চারিত বর্ণেরও অনুনাসিক নিবন্ধন কার্য্য হইতে পারে? ইহার উত্তরে ভাষ্যকার নিজেই বলিয়াছেন যে 'নৈব দোষো ন প্রয়োজনম্' উহাতে কোন দোষও নাই প্রয়োজনও নাই। কেবল অনুস্বারই একমাত্র বর্ণ যাহার নাসিকামাত্রের দ্বারা উচ্চারণ হয়। যম নামক একটি পৃথক বর্ণ স্বীকৃত (পরে বিশদভাবে বর্ণিত হইবে) হইয়াছে। উহারও নাসিকা স্থান †। উহার অনুনাসিক সংজ্ঞা করিলেও কোন দোষ অথবা প্রয়োজন নাই।

† ক) অনুস্বারযমানাঞ্চ নাসিকাস্থানমিষ্যতে—পাঃ শিঃ—২২
(খ) যমানুস্বার নাসিক্যানাং নাসিকে—বাঃ প্রাঃ—১-৭৪

'সামান্যে নপুংসকম্' এই নিয়ম অনুসারে নপুংসক লিঙ্গই হইবে, স্ত্রীলিঙ্গ হইবে না। পরে যখন 'মুখনাসিকা' এইরূপ স্ত্রীলিঙ্গের সহিত সামানাধিকরণ্য হয়। তখন পূর্ব্ববৃত্ত যে অন্তরঙ্গ নপুংসক লিঙ্গ, তাহার পরিবর্ত্তন হইবে না। পদান্তরনিরপেক্ষায় যে লিঙ্গ হইয়াছে, ইহা অন্তরঙ্গ আর 'মুখনাসিকা' প্রভৃতি পদান্তরসাপেক্ষ যে স্ত্রীলিঙ্গ ইহা বহিরঙ্গ। এইরূপ সামান্যে নপুংসক লিঙ্গের ব্যবহার ভাষ্যকার 'শক্যং চ শ্বমাংসাদিভিরপি ক্ষুৎ প্রতিহন্তুম্' ইত্যাদিস্থলে করিয়াছেন। সেইস্থলেও 'ক্ষুৎ' এই স্ত্রীলিঙ্গের সামানাধিকরণ্যবশতঃই 'শক্যা' এইরূপ স্ত্রীলিঙ্গ হওয়া উচিত ছিল। কৈয়টের ভাষ্যপ্রদীপে এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

ভাষ্যকার প্রাসাদবাসী ন্যায় অনুসারে মুখগ্রহণের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন প্রত্যাখ্যানের অর্থ অগ্রহণ—গ্রহণ না করা। প্রাসাদবাসী ন্যায়ের তাৎপর্য্য হইল এই যে, যদি কোন ব্যক্তি একতলায় থাকে, তাহাকে একতলার বাসী বলিয়া ধরা হয়; যদি কোন ব্যক্তি দোতলায় থাকে, তাহাকে দ্বিতলের বাসী বলিয়া ধরা হয়, আর যদি কোন ব্যক্তি দ্বিতল ও একতল দুই স্থানেই থাকে, তাহা হইলে তাহাকে উভয়তলার—দোতলার অথবা একতলার বাসী বলিয়া গ্রহণ করা হয়। এই স্থলেও মুখ হইতে যাহাদের উচ্চারণ হয় উহাদের মুখোচ্চারিত এবং নাসিকার দ্বারা যাহাদের উচ্চারণ হয় উহাদের নাসিকোচ্চারিত বলিয়া গ্রহণ করা হয়; কিন্তু যাহাদের মুখ ও নাসিকা এই দুইটির দ্বারা উচ্চারণ হইয়া থাকে, উহাদের উভয় স্থান নিষ্পন্ন—মুখ নিষ্পন্ন অথবা নাসিকা স্থান নিষ্পন্ন বলা যাইতে পারে। সুতরাং মুখ ও নাসিকা—এই দুইটির দ্বারা উচ্চার্য্যমাণ যে বর্ণ উহাকে মুখ অথবা নাসিকার দ্বারা উচ্চারিত বর্ণ বলা চলে. সেইজন্য 'নাসিকাবচনোঽনুনাসিকঃ' এইরূপ সূত্র করিলেও কোন ক্ষতি নাই। ঞ ম ঙ ণ ন এই বর্ণগুলির উচ্চারণ মুখ ও নাসিকা হইতে হয়। সুতরাং এইগুলি নাসিকার দ্বারাও উচ্চারণ হয় বলিয়া উহাদের অনুনাসিক সংজ্ঞা হইবে—এইরূপ সূত্রার্থ করা যাইতে পারে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে 'নাসিকাবচনঃ' এইরূপ নাসিকাপদ গ্রহণের

দ্বারা যেমন মুখপদের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন সেইরূপ 'মুখবচনঃ' এইরূপ মুখপদের গ্রহণ করিয়া নাসিকাপদেরও প্রত্যাখ্যান করা যাইতে পারে। বরং নাসিকা পদের অপেক্ষায় মুখপদের গ্রহণ করাই লাঘব। সুতরাং 'মুখবচনোঽনুনাসিকঃ'—এইরূপ সূত্রের ন্যাস করিলেই ভাল হয়। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে যদিও কেবল মুখপদের গ্রহণ করিলেই মুখ ও নাসিকা—এই দুইয়ের দ্বারা উচ্চারিত ঞ ম ঙ ণ ন—এই বর্ণগুলির গ্রহণ হইতে পারে; তথাপি ক চ ট ত প প্রভৃতি কেবল মুখোচ্চারিত বর্ণগুলির যাহাতে গ্রহণ না করা হয়, সেইজন্য মুখগ্রহণ না করিয়া নাসিকাপদের গ্রহণ করা উচিত।

কেবল মুখোচ্চারিত বর্ণেরও যদি অনুনাসিক সংজ্ঞা হয়, তাহা হইলে ক চ ট ত প প্রভৃতি বর্ণেরও অনুনাসিক নিবন্ধন কার্য্য হইবে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে 'শক্তা' 'পক্তা' ইত্যাদিস্থলে 'অনুদাত্তোপদেশ' (৬।৪।৩৭) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা ককারের লোপ প্রাপ্ত হইবে আর 'ওদনপক্' ইত্যাদি ক্বিপ্ প্রত্যয়ান্ত স্থলে 'অনুনাসিকস্য ক্বিঝলোঃ ক্ঙিতি' (৬।৪।১৫) সূত্র অনুসারে ককারান্ত পদের উপধার দীর্ঘপ্রাপ্ত হইবে; সেইজন্য 'মুখবচনোঽনুনাসিকঃ'—এইরূপ সূত্র করা যায় না। কিন্তু 'নাসিকাবচনোঽনুনাসিকঃ' এইরূপ সূত্র করিলে কোন দোষ নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে যে মুখ গ্রহণের প্রত্যাখ্যান করিয়া যদি কেবল নাসিকাপদের গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে কেবল নাসিকার দ্বারা উচ্চারিত বর্ণেরও অনুনাসিক নিবন্ধন কার্য্য হইতে পারে? ইহার উত্তরে ভাষ্যকার নিজেই বলিয়াছেন যে 'নৈব দোষো ন প্রয়োজনম্' উহাতে কোন দোষও নাই প্রয়োজনও নাই। কেবল অনুস্বারই একমাত্র বর্ণ যাহার নাসিকামাত্রের দ্বারা উচ্চারণ হয়। যম নামক একটি পৃথক বর্ণ স্বীকৃত (পরে বিশদভাবে বর্ণিত হইবে) হইয়াছে। উহারও নাসিকা স্থান †। উহার অনুনাসিক সংজ্ঞা করিলেও কোন দোষ অথবা প্রয়োজন নাই।

† ক) অনুস্বারযমানাঞ্চ নাসিকাস্থানমিষ্যতে—পাঃ শিঃ—২২
(খ) যমানুস্বার নাসিক্যানাং নাসিকে—বাঃ প্রাঃ—১-৭৪

'সামান্যে নপুংসকম্' এই নিয়ম অনুসারে নপুংসক লিঙ্গই হইবে, স্ত্রীলিঙ্গ হইবে না। পরে যখন 'মুখনাসিকা' এইরূপ স্ত্রীলিঙ্গের সহিত সামানাধিকরণ্য হয়। তখন পূর্ব্ববৃত্ত যে অন্তরঙ্গ নপুংসক লিঙ্গ, তাহার পরিবর্ত্তন হইবে না। পদান্তরনিরপেক্ষায় যে লিঙ্গ হইয়াছে, ইহা অন্তরঙ্গ আর 'মুখনাসিকা' প্রভৃতি পদান্তরসাপেক্ষ যে স্ত্রীলিঙ্গ ইহা বহিরঙ্গ। এইরূপ সামান্যে নপুংসক লিঙ্গের ব্যবহার ভাষ্যকার 'শক্যং চ শ্বমাংসাদিভিরপি ক্ষুৎ প্রতিহন্তুম্' ইত্যাদিস্থলে করিয়াছেন। সেইস্থলেও 'ক্ষুৎ' এই স্ত্রীলিঙ্গের সামানাধিকরণ্যবশতঃই 'শক্যা' এইরূপ স্ত্রীলিঙ্গ হওয়া উচিত ছিল। কৈয়টের ভাষ্যপ্রদীপে এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

ভাষ্যকার প্রাসাদবাসী ন্যায় অনুসারে মুখগ্রহণের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। প্রত্যাখ্যানের অর্থ অগ্রহণ—গ্রহণ না করা। প্রাসাদবাসী ন্যায়ের তাৎপর্য্য হইল এই যে, যদি কোন ব্যক্তি একতলায় থাকে, তাহাকে একতলার বাসী বলিয়া ধরা হয়; যদি কোন ব্যক্তি দোতলায় থাকে, তাহাকে দ্বিতলের বাসী বলিয়া ধরা হয়, আর যদি কোন ব্যক্তি দ্বিতল ও একতল দুই স্থানেই থাকে, তাহা হইলে তাহাকে উভয়তলার—দোতলার অথবা একতলার বাসী বলিয়া গ্রহণ করা হয়। এই স্থলেও মুখ হইতে যাহাদের উচ্চারণ হয় উহাদের মুখোচ্চারিত এবং নাসিকার দ্বারা যাহাদের উচ্চারণ হয় উহাদের নাসিকোচ্চারিত বলিয়া গ্রহণ করা হয়; কিন্তু যাহাদের মুখ ও নাসিকা এই দুইটির দ্বারা উচ্চারণ হইয়া থাকে, উহাদের উভয় স্থান নিষ্পন্ন—মুখ নিষ্পন্ন অথবা নাসিকা স্থান নিষ্পন্ন বলা যাইতে পারে। সুতরাং মুখ ও নাসিকা—এই দুইটির দ্বারা উচ্চার্য্যমাণ যে বর্ণ উহাকে মুখ অথবা নাসিকার দ্বারা উচ্চারিত বর্ণ বলা চলে, সেইজন্য 'নাসিকাবচনোঽনুনাসিকঃ' এইরূপ সূত্র করিলেও কোন ক্ষতি নাই। ঞ ম ঙ ণ ন এই বর্ণগুলির উচ্চারণ মুখ ও নাসিকা হইতে হয়। সুতরাং এইগুলি নাসিকার দ্বারাও উচ্চারণ হয় বলিয়া উহাদের অনুনাসিক সংজ্ঞা হইবে—এইরূপ সূত্রার্থ করা যাইতে পারে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে 'নাসিকাবচনঃ' এইরূপ নাসিকাপদ গ্রহণের

দ্বারা যেমন মুখপদের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন সেইরূপ 'মুখবচনঃ' এইরূপ মুখপদের গ্রহণ করিয়া নাসিকাপদেরও প্রত্যাখ্যান করা যাইতে পারে। বরং নাসিকা পদের অপেক্ষায় মুখপদের গ্রহণ করাই লাঘব। সুতরাং 'মুখবচনোঽনুনাসিকঃ'—এইরূপ সূত্রের ন্যাস করিলেই ভাল হয়। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে যদিও কেবল মুখপদের গ্রহণ করিলেই মুখ ও নাসিকা—এই দুইয়ের দ্বারা উচ্চারিত ঞ ম ঙ ণ ন—এই বর্ণগুলির গ্রহণ হইতে পারে; তথাপি ক চ ট ত প প্রভৃতি কেবল মুখোচ্চারিত বর্ণগুলির যাহাতে গ্রহণ না করা হয়, সেইজন্য মুখগ্রহণ না করিয়া নাসিকাপদের গ্রহণ করা উচিত।

কেবল মুখোচ্চারিত বর্ণেরও যদি অনুনাসিক সংজ্ঞা হয়, তাহা হইলে ক চ ট ত প প্রভৃতি বর্ণেরও অনুনাসিক নিবন্ধন কার্য্য হইবে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে 'শক্তা' 'পক্তা' ইত্যাদিস্থলে 'অনুদাত্তোপদেশ' (৬।৪।৩৭) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা ককারের লোপ প্রাপ্ত হইবে আর 'ওদনপক্' ইত্যাদি ক্বিপ্ প্রত্যয়ান্ত স্থলে 'অনুনাসিকস্য ক্বিঝলোঃ ক্ঙিতি' (৬।৪।১৫) সূত্র অনুসারে ককারান্ত পদের উপধার দীর্ঘপ্রাপ্ত হইবে; সেইজন্য 'মুখবচনোঽনুনাসিকঃ'—এইরূপ সূত্র করা যায় না। কিন্তু 'নাসিকাবচনোঽনুনাসিকঃ' এইরূপ সূত্র করিলে কোন দোষ নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে যে মুখ গ্রহণের প্রত্যাখ্যান করিয়া যদি কেবল নাসিকাপদের গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে কেবল নাসিকার দ্বারা উচ্চারিত বর্ণেরও অনুনাসিক নিবন্ধন কার্য্য হইতে পারে? ইহার উত্তরে ভাষ্যকার নিজেই বলিয়াছেন যে 'নৈব দোষো ন প্রয়োজনম্' উহাতে কোন দোষও নাই প্রয়োজনও নাই। কেবল অনুস্বারই একমাত্র বর্ণ যাহার নাসিকামাত্রের দ্বারা উচ্চারণ হয়। যম নামক একটি পৃথক বর্ণ স্বীকৃত (পরে বিশদভাবে বর্ণিত হইবে) হইয়াছে। উহারও নাসিকা স্থান †। উহার অনুনাসিক সংজ্ঞা করিলেও কোন দোষ অথবা প্রয়োজন নাই।

† ক) অনুস্বারযমানাঞ্চ নাসিকাস্থানমিষ্যতে—পাঃ শিঃ—২২
(খ) যমানুস্বার নাসিক্যানাং নাসিকে—বাঃ প্রাঃ—১-৭৪

'সামান্যে নপুংসকম্' এই নিয়ম অনুসারে নপুংসক লিঙ্গই হইবে, স্ত্রীলিঙ্গ হইবে না। পরে যখন 'মুখনাসিকা' এইরূপ স্ত্রীলিঙ্গের সহিত সামানাধিকরণ্য হয়। তখন পূর্ব্ববৃত্ত যে অন্তরঙ্গ নপুংসক লিঙ্গ, তাহার পরিবর্ত্তন হইবে না। পদান্তরনিরপেক্ষায় যে লিঙ্গ হইয়াছে, ইহা অন্তরঙ্গ আর 'মুখনাসিকা' প্রভৃতি পদান্তরসাপেক্ষ যে স্ত্রীলিঙ্গ ইহা বহিরঙ্গ। এইরূপ সামান্যে নপুংসক লিঙ্গের ব্যবহার ভাষ্যকার 'শক্যং চ শ্বমাংসাদিভিরপি ক্ষুৎ প্রতিহন্তুম্' ইত্যাদিস্থলে করিয়াছেন। সেইস্থলেও 'ক্ষুৎ' এই স্ত্রীলিঙ্গের সামানাধিকরণ্যবশতঃই 'শক্যা' এইরূপ স্ত্রীলিঙ্গ হওয়া উচিত ছিল। কৈয়টের ভাষ্যপ্রদীপে এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

ভাষ্যকার প্রাসাদবাসী ন্যায় অনুসারে মুখগ্রহণের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। প্রত্যাখ্যানের অর্থ অগ্রহণ—গ্রহণ না করা। প্রাসাদবাসী ন্যায়ের তাৎপর্য্য হইল এই যে, যদি কোন ব্যক্তি একতলায় থাকে, তাহাকে একতলার বাসী বলিয়া ধরা হয়; যদি কোন ব্যক্তি দোতলায় থাকে, তাহাকে দ্বিতলের বাসী বলিয়া ধরা হয়, আর যদি কোন ব্যক্তি দ্বিতল ও একতল দুই স্থানেই থাকে, তাহা হইলে তাহাকে উভয়তলার—দোতলার অথবা একতলার বাসী বলিয়া গ্রহণ করা হয়। এই স্থলেও মুখ হইতে যাহাদের উচ্চারণ হয় উহাদের মুখোচ্চারিত এবং নাসিকার দ্বারা যাহাদের উচ্চারণ হয় উহাদের নাসিকোচ্চারিত বলিয়া গ্রহণ করা হয়; কিন্তু যাহাদের মুখ ও নাসিকা এই দুইটির দ্বারা উচ্চারণ হইয়া থাকে, উহাদের উভয় স্থান নিষ্পন্ন—মুখ নিষ্পন্ন অথবা নাসিকা স্থান নিষ্পন্ন বলা যাইতে পারে। সুতরাং মুখ ও নাসিকা—এই দুইটির দ্বারা উচ্চার্য্যমাণ যে বর্ণ উহাকে মুখ অথবা নাসিকার দ্বারা উচ্চারিত বর্ণ বলা চলে, সেইজন্য 'নাসিকাবচনোঽনুনাসিকঃ' এইরূপ সূত্র করিলেও কোন ক্ষতি নাই। ঞ ম ঙ ণ ন এই বর্ণগুলির উচ্চারণ মুখ ও নাসিকা হইতে হয়। সুতরাং এইগুলি নাসিকার দ্বারাও উচ্চারণ হয় বলিয়া উহাদের অনুনাসিক সংজ্ঞা হইবে—এইরূপ সূত্রার্থ করা যাইতে পারে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে 'নাসিকাবচনঃ' এইরূপ নাসিকাপদ গ্রহণের

দ্বারা যেমন মুখপদের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন সেইরূপ 'মুখবচনঃ' এইরূপ মুখপদের গ্রহণ করিয়া নাসিকাপদেরও প্রত্যাখ্যান করা যাইতে পারে। বরং নাসিকা পদের অপেক্ষায় মুখপদের গ্রহণ করাই লাঘব। সুতরাং 'মুখবচনোঽনুনাসিকঃ'—এইরূপ সূত্রের ন্যাস করিলেই ভাল হয়। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে যদিও কেবল মুখপদের গ্রহণ করিলেই মুখ ও নাসিকা—এই দুইয়ের দ্বারা উচ্চারিত ঞ ম ঙ ণ ন—এই বর্ণগুলির গ্রহণ হইতে পারে; তথাপি ক চ ট ত প প্রভৃতি কেবল মুখোচ্চারিত বর্ণগুলির যাহাতে গ্রহণ না করা হয়, সেইজন্য মুখগ্রহণ না করিয়া নাসিকাপদের গ্রহণ করা উচিত।

কেবল মুখোচ্চারিত বর্ণেরও যদি অনুনাসিক সংজ্ঞা হয়, তাহা হইলে ক চ ট ত প প্রভৃতি বর্ণেরও অনুনাসিক নিবন্ধন কার্য্য হইবে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে 'শক্তা' 'পক্তা' ইত্যাদিস্থলে 'অনুদাত্তোপদেশ' (৬।৪।৩৭) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা ককারের লোপ প্রাপ্ত হইবে আর 'ওদনপক্' ইত্যাদি ক্বিপ্ প্রত্যয়ান্ত স্থলে 'অনুনাসিকস্য ক্বিঝলোঃ ক্ঙিতি' (৬।৪।১৫) সূত্র অনুসারে ককারান্ত পদের উপধার দীর্ঘপ্রাপ্ত হইবে; সেইজন্য 'মুখবচনোঽনুনাসিকঃ'—এইরূপ সূত্র করা যায় না। কিন্তু 'নাসিকাবচনোঽনুনাসিকঃ' এইরূপ সূত্র করিলে কোন দোষ নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে যে মুখ গ্রহণের প্রত্যাখ্যান করিয়া যদি কেবল নাসিকাপদের গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে কেবল নাসিকার দ্বারা উচ্চারিত বর্ণেরও অনুনাসিক নিবন্ধন কার্য্য হইতে পারে? ইহার উত্তরে ভাষ্যকার নিজেই বলিয়াছেন যে 'নৈব দোষো ন প্রয়োজনম্' উহাতে কোন দোষও নাই প্রয়োজনও নাই। কেবল অনুস্বারই একমাত্র বর্ণ যাহার নাসিকামাত্রের দ্বারা উচ্চারণ হয়। যম নামক একটি পৃথক বর্ণ স্বীকৃত (পরে বিশদভাবে বর্ণিত হইবে) হইয়াছে। উহারও নাসিকা স্থান †। উহার অনুনাসিক সংজ্ঞা করিলেও কোন দোষ অথবা প্রয়োজন নাই।

† ক) অনুস্বারযমানাঞ্চ নাসিকাস্থানমিষ্যতে—পাঃ শিঃ—২২
(খ) যমানুস্বার নাসিক্যানাং নাসিকে—বাঃ প্রাঃ—১-৭৪

অনুনাসিক বিষয়ে সাধারণতঃ তিনটি মত আছে ; প্রথম—পূর্ব্বভাগ মুখ হইতে উচ্চারিত হয় ও পরের ভাগ নাসিকা হইতে উচ্চারিত হয়। দ্বিতীয়—পরের ভাগ মুখ হইতে উচ্চারিত হয় এবং পূর্ব্বভাগ নাসিকা হইতে উচ্চারিত হয়। তৃতীয়—সম্পূর্ণভাগ মুখ ও নাসিকা হইতে উচ্চারিত হয়। এই তিনটি মতের মধ্যে তৃতীয় মতটিকে স্বীকার করিয়া ভাষ্যকার মুখ গ্রহণের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত দুইটি মত অনুসারে মুখ গ্রহণের সার্থকতা আছে, কারণ নাসিকার দ্বারা পূর্ব্ব অথবা পরের ভাগ উচ্চারিত হইলে মুখ হইতে যে ভাগের উচ্চারণ হয়, উহার কেবল নাসিকার দ্বারা উচ্চারণ না হওয়ায় 'নাসিকাবচনঃ' এইরূপ সূত্র পাঠে অনুনাসিক শব্দের দ্বারা উহাদের গ্রহণ হইতে পারে না। সুতরাং পাণিনি পূর্ব্বোক্ত দুইটি মতকে অবলম্বন করিয়াই মুখ-পদের গ্রহণ করিয়াছেন বুঝিতে হইবে।

অনুনাসিক—এই মহাসংজ্ঞা করা হইয়াছে অন্বর্থ লাভের জন্য—'মহাসংজ্ঞা করণং হি অন্বর্থলাভার্থম্'—অর্থাৎ যেস্থলে মহাসংজ্ঞা করা হয়, সেইস্থলে অনুগত অর্থের প্রতীতি হইয়া থাকে। অনুনাসিক শব্দের অর্থ হইল—অনুপশ্চান্নাসিকা ব্যাপ্রিয়তে যস্মিন্ অথবা নাসিকায়াঃ পশ্চান্ মুখং ব্যাপ্রিয়তে যস্মিন্—মুখের ব্যাপারের পর নাসিকা যাহাতে ব্যাপৃত হয় অথবা নাসিকার ব্যাপারের পর মুখ যাহাতে ব্যাপৃত হয় তাহাই অনুনাসিক। এইস্থলে লক্ষণীয় যে এইরূপ অনুগত অর্থের দ্বারা নাসিকার ভাগ বিষয়ে ব্যাপার বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু ঞ ম ঙ ণ ন এই বর্ণগুলির উচ্চারণে পূর্ব্বে মুখের ব্যাপার অথবা নাসিকার ব্যাপার হয়—ইহা নিরূপণ করা খুবই কঠিন। আর এইরূপ বিষয়ে প্রাসাদবাসী ন্যায় ও প্রবৃত্ত হইতে পারে না। তাহা হইলে মুখ-গ্রহণের প্রত্যাখ্যানও অসম্ভব হইয়া যায়। এইজন্য নাগেশ বলিয়াছেন, অনুনাসিক শব্দটি রূঢ় শব্দ যৌগিক নয়। নাসানুগতঃ অনুনাসিক এইরূপ যৌগিক পদ স্বীকার করিয়াই ভট্টোজিদীক্ষিত প্রৌঢ় মনোরমায়

বলিয়াছেন—মুখনাসিক—এই অনুনাসিক সংজ্ঞাবিধায়ক সূত্রটি মন্দ-প্রয়োজন, অর্থাৎ মন্দবুদ্ধিদিগের জন্য ইহার প্রয়োজন রহিয়াছে। যাঁহারা তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত যৌগিক অর্থের দ্বারাই অনুনাসিক শব্দের জ্ঞান হওয়া সম্ভব।

অ ই উ ঋ এষাং বর্ণানাং প্রত্যেকমষ্টাদশ ভেদাঃ। ঌবর্ণস্য দ্বাদশ। তস্য দীর্ঘাভাবাৎ। এচামপি দ্বাদশ। তেষাং হ্রস্বাভাবাৎ।

সেইজন্য এইপ্রকারে অ ই উ ঋ—এই বর্ণগুলির প্রত্যেকটির অষ্টাদশ ভেদ হইয়া থাকে। ঌ বর্ণের দ্বাদশ ভেদ, কারণ উহার দীর্ঘ নাই। এ ও ঐ ঔ—এই বর্ণগুলিরও প্রত্যেকটির দ্বাদশ ভেদ হয়, কারণ উহাদের হ্রস্ব নাই।

১০। তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্ (১।১।৯)।

তাল্বাদিস্থানমাভ্যন্তরপ্রযত্নশ্চেত্যেতদ্দ্বয়ং যস্য যেন তুল্যং তন্মিথঃ সবর্ণসংজ্ঞং স্যাৎ।

তালু প্রভৃতি (উচ্চারণ) স্থান ও আভ্যন্তর প্রযত্ন—এই দুইটি যাহাদের সমান হয়, সেই দুইটি বর্ণ পরস্পর সবর্ণসংজ্ঞক হইয়া থাকে।

যে দুইটি বর্ণের তাল্বাদি স্থান ও আভ্যন্তর প্রযত্ন এক হয়, উহাদের পরস্পর সবর্ণসংজ্ঞা হয় ; যেমন 'দণ্ডাগ্রম্', 'দেবালয়' ইত্যাদি স্থলে দুইটি অবর্ণের একই স্থান প্রযত্ন হওয়ার ফলে সবর্ণসংজ্ঞা এবং 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ' (৬।১।১০১) অনুসারে সবর্ণসংজ্ঞক স্বরবর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী 'অক্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণের দীর্ঘ হইয়া যায়। একই স্থান ও আভ্যন্তর প্রযত্ন বিশিষ্ট বর্ণগুলি পরস্পর সবর্ণসংজ্ঞক হইয়া থাকে।

তুল্য শব্দটি 'তুলয়া সম্মিতম্'—তুলার দ্বারা সম্যক্‌রূপে মাপা—এই অর্থে 'নৌবয়োধর্মবিষমূল'—(৪।৪।৯১) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা যৎ প্রত্যয় করিয়া 'যস্যেতি চ' (৬।৪।১৪৮) অনুসারে তুলাশব্দের আকারের লোপ করিলে তুল্য শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। যে বস্তুটি সদৃশ উহা ঠিক তুলার বা দাঁড়িপাল্লার দ্বারা মাপার মত। সেইজন্য ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে উহা সাদৃশ্যের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ব্যবহারে অবয়বার্থের

ব. বি./সি. কৌ. ৩১-৫

প্রতীতি ব্যতীতই তুল্য শব্দটির সদৃশার্থে প্রয়োগ হয়। সাদৃশ্য বলিতে 'তদ্‌ভিন্নত্বে সতি তদ্‌গত ভূয়োধর্মবত্ত্ব' অর্থাৎ যাহার সাদৃশ্য ধরা হয় তাহা হইতে ভিন্ন অথচ তদ্‌বৃত্তি ভূয়োধর্মবত্ত্ব বুঝায়, যেমন 'চন্দ্রসদৃশ মুখ' চন্দ্র ও মুখ এক নয় ; কিন্তু ভিন্নবস্তু। অথচ আহ্লাদকাত্বধর্মযুক্ত। এইস্থলে সবর্ণক্ষেত্রে একাধিক বর্ণের একই স্থান প্রযত্ন থাকিলে সবর্ণ সংজ্ঞা হয় যেমন—ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি। সুতরাং এইক্ষেত্রে বাস্তবিক ভেদ না থাকিলেও উচ্চারণকালজন্য ভেদ বা কালকৃৎ ভেদ ধরিয়া ককারের স্থান-প্রযত্নের তুল্য খকারের স্থান প্রযত্ন বুঝিতে হইবে।

আস্যঞ্চ প্রযত্নশ্চ—আস্যপ্রযত্নৌ, তুল্যৌ আস্যপ্রযত্নৌ যস্য; আস্য ও প্রযত্ন এই দুইটি শব্দের দ্বন্দ্ব সমাস করিবার পর, তুল্য শব্দের সহিত উহার বহুব্রীহি করিলে 'তুল্যাস্যপ্রযত্নম্' এইরূপ পদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। 'বর্ণদ্বয়ম্' এই পদটির অধ্যাহার করিয়া উহার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে—আস্য ও প্রযত্ন এই দুইটি তুল্য যাহার এইরূপ বর্ণদ্বয় সবর্ণসংজ্ঞক হয়। কাহার সবর্ণসংজ্ঞক হইবে ? উহার সংজ্ঞী কে ? এইরূপ জিজ্ঞাসার নিবৃত্তির জন্যই বলা হইয়াছে 'মিথঃ সবর্ণসংজ্ঞং স্যাৎ'—পরস্পর সবর্ণসংজ্ঞক হয় অর্থাৎ পরস্পর সবর্ণ সংজ্ঞার সংজ্ঞী। তুল্য শব্দটি সাপেক্ষ ; সেইজন্য তুল্য বলিলেই যাহার সহিত তুলনা, তাহার অপেক্ষা করিতে হয়।

আস্য শব্দটির দুইভাবে ব্যুৎপত্তি করা যাইতে পারে—প্রথম—অস্যন্তি বর্ণা অনেন—যাহার দ্বারা বর্ণের প্রক্ষেপ অর্থাৎ উচ্চারণ করা হয়। দ্বিতীয়—আস্যন্দতে অন্নং প্রাপ্য দ্রবীভবতি—অন্ন প্রাপ্ত হইলেই যাহা দ্রবীভূত হয়। 'অসুক্ষেপণে'—এই ধাতুর শেষে 'কৃত্যল্যুটো বহুলম্' (৩।৩।১১৩) এই সূত্র অনুসারে করণে 'ণ্যৎ' প্রত্যয় করিলে প্রথম প্রকারের ব্যুৎপত্তি হয়, আর আঙ্‌পূর্ব্বক (স্যন্দূ প্রস্রবণে) ধাতুর উত্তরে 'অন্যেষ্বপি দৃশ্যতে' এই বার্ত্তিকের দ্বারা 'ড' প্রত্যয় করিলে দ্বিতীয় প্রকারের ব্যুৎপত্তি হইয়া থাকে। দুই প্রকারের ব্যুৎপত্তির দ্বারাই 'আস্য' শব্দের অর্থ মুখ হয়। 'আস্যঞ্চ বদনং মুখমিত্যমরঃ।' আস্য মুখ অর্থেই লোকে প্রসিদ্ধ। মুখ বলিতে এইস্থলে ওষ্ঠ হইতে কাকলক পর্য্যন্ত

শরীরাবয়ব বুঝাইয়া থাকে। গ্রীবায় যে উন্নত ভাগ আছে, তাহা কাকলক। ভাষ্যকার বলিয়াছেন—'ওষ্ঠাৎ প্রভৃতি প্রাক্‌কাকলকাদাস্যম্'। কৈয়ট কাকলকের অর্থ করিয়াছেন—'কাকলকো নাম গ্রীবায়ামুন্নত-প্রদেশঃ'। কিন্তু এইস্থলে যদি এইরূপ মুখার্থক আস্য শব্দের উপাদানই অভীষ্ট হয় তাহা হইলে সকল বর্ণেরই সবর্ণ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে, কারণ প্রত্যেক বর্ণেরই উচ্চারণ মুখ হইতে হয়। সেইজন্য বলিতে হইবে যে 'আস্য' শব্দটি এইস্থলে এইরূপ লৌকিক মুখার্থক নয় ; কিন্তু মুখভবার্থক। 'আস্যে ভব' মুখে যাহা হয় এই অর্থেও 'আস্য' এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে। 'শরীরাবয়বাচ্চ' (৫।১।৬) এই সূত্রের দ্বারা, 'আস্য' শব্দের শেষে তদ্ধিত 'যৎ' প্রত্যয় করিলে 'আস্য-য়' এই-রূপ অবস্থায় 'যস্যেতি চ' (৬।৪।১৪৮) অনুসারে 'আস্য' শব্দের অকারের লোপ করার পর 'আস্ য়্ য়্ এইরূপ স্থিতি হইলে 'হলো যমাং যমি লোপঃ' (৮।৪।৬৪) অনুসারে পূর্ব্ববর্ত্তী যকারের লোপ করিলে 'আস্য' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ইহার অর্থ—আস্যে ভব। 'আস্য' শব্দটির দুইটি অর্থ মুখ্য ও গৌণ। মুখার্থে মুখ্য এবং ভবার্থে গৌণ। এইক্ষেত্রে গৌণার্থক আস্য শব্দের গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং আস্যং মুখং তত্র ভবমাস্যম্—আস্য হইল মুখ, তাহাতে যাহা হয়, উহাই আস্য। আস্য ভব বলিতে থুথু প্রভৃতিরও বোধ হইতে পারে। নিষ্ঠীবন প্রভৃতি যাহা তাহা উচ্চারণের উপযোগী নয়, সেইজন্য তাহার গ্রহণ হইতে পারে না, সুতরাং তালু, কণ্ঠ প্রভৃতি উচ্চারণ স্থানই এইস্থলে আস্য ভবার্থের অভিপ্রেত; সেইজন্যই দীক্ষিত বলিয়াছেন—তাল্বাদিস্থানম্।

প্রযত্ন শব্দের অর্থ প্রকৃষ্ট যত্ন অথবা যত্নের প্রারম্ভ। বর্ণোচ্চারণের জন্য যে প্রকৃষ্ট ব্যাপার অথবা প্রারম্ভিক ব্যাপার ইহাই হইল প্রযত্ন। বর্ণের উৎপত্তি অথবা অভিব্যক্তির পূর্ব্ববর্ত্তী যে ব্যাপার তাহাই হইল প্রকৃষ্ট অথবা প্রারম্ভিক ব্যাপার। যাঁহাদের মতে বর্ণ অনিত্য, তাঁহারা উৎপত্তি স্বীকার করেন এবং যাঁহাদের মতে বর্ণ নিত্য, তাঁহারা অভিব্যক্তি স্বীকার করেন।

বক্তা যখন বলিবার ইচ্ছা করে তখন নাভিপ্রেরিত প্রাণবায়ু উর্দ্ধ-দেশে চালিত হইয়া মূর্দ্ধায় প্রতিহত হইয়া থাকে এবং তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। প্রত্যাবর্ত্তনকালে সেই বায়ু, তালু প্রভৃতি উচ্চারণস্থানে সংযুক্ত হইয়া ক চ ট ত প প্রভৃতি বর্ণরাশির উৎপত্তি বা অভিব্যক্তি করে। সেই তালু, কণ্ঠ প্রভৃতির সঙ্গে বায়ুসংযোগ ঘটিবার সময়ই জিহ্বার অগ্র-ভাগ, উপাগ্রভাগ, মধ্যভাগ ও মূলভাগের কিছু ব্যাপার হইয়া থাকে। জিহ্বার কোন একটি ভাগের দ্বারা তৎ তৎ উচ্চারণ স্থান সম্যগ্ অথবা ঈষৎ স্পৃষ্ট হইয়া থাকে এবং কোন কোন বর্ণের উচ্চারণ করিবার সময় জিহ্বার নিকটে অথবা দূরে অবস্থানমাত্র হয়। জিহ্বার যে এইরূপ ব্যাপার ইহাই হইল প্রকৃষ্ট যত্ন অথবা আস্যের আভ্যন্তর ব্যাপার। আস্যের এইরূপ আভ্যন্তর ব্যাপারকেই আভ্যন্তর প্রযত্ন বলা হয়। এইরূপ ব্যাপার বর্ণোচ্চারণের ঠিক পূর্ব্বেই হইয়া থাকে।

ইহা চারিপ্রকার—স্পৃষ্ট, ঈষৎ স্পৃষ্ট, বিবৃত ও সংবৃত। স্পর্শবর্ণগুলির উচ্চারণ করিতে জিহ্বা স্বীয় উচ্চারণস্থানের সহিত সম্যক্‌রূপে স্পৃষ্ট হয়। অন্তঃস্থা বর্ণগুলির উচ্চারণ করিতে হইলে ঈষৎ স্পর্শ হইয়া থাকে। উষ্মবর্ণগুলির উচ্চারণ করিবার সময় জিহ্বার দূরে অবস্থান হয় এবং হ্রস্ব অকারের উচ্চারণ করিতে হইলে কণ্ঠ অর্থাৎ জিহ্বামূলের নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকে।

বর্ণোচ্চারণের পরে যে ব্যাপার হইয়া থাকে উহাকে বাহ্য ব্যাপার বা বাহ্য প্রযত্ন বলা হয়. যেমন কণ্ঠনালীর সঙ্কোচ ও প্রসার। এইরূপ সঙ্কোচ ও প্রসারকে যথাক্রমে সংবারও বিবার বলে। কণ্ঠনালীর সঙ্কোচ হইলেই নাদ ও ঘোষবর্ণের উচ্চারণ হইয়া থাকে। যেমন সঙ্কীর্ণ নালিক (বাঁশের চোঙার) দ্বারা বায়ু প্রবাহিত হইলে ধ্বনির সহিত কিছু অনুধ্বনি বা অনুরণন হইয়া থাকে ; বর্ণের উচ্চারণ ক্ষেত্রেও ঠিক সেইরূপ। এইরূপ

† বিবারসংবারাদয়স্ত বর্ণোৎপত্তেঃ পশ্চান্মূর্দ্ধ্নি প্রতিহতে নিবৃত্তে প্রাণাখ্যে বায়াবুৎপদ্যন্ত ইতি বাহ্যা ইত্যুচ্যন্তে—তত্ত্ববোধিনী।

প্রসারিত কণ্ঠনালীর দ্বারা বায়ু চালিত হইলে শ্বাসেরও আধিক্যবশতঃ অঘোষবর্ণের অভিব্যক্তি হয়।

এইভাবে একটি ব্যাপার আস্যের অন্তর্গত আর একটি ব্যাপার আস্যের বহির্ভাগে হয় বলিয়া এই দুইটির নাম যথাক্রমে আভ্যন্তর ও বাহ্য প্রযত্ন বলা হয়।

সবর্ণসংজ্ঞায় আভ্যন্তর প্রযত্নেরই উপযোগিতা আছে। বাহ্যপ্রযত্নের প্রয়োজন কেবল আন্তরতম্য পরীক্ষণের জন্য—ইহা পরে ব্যক্ত হইবে। এই সূত্রের দ্বারা তাল্বাদি স্থান ও আভ্যন্তর প্রযত্ন যাহার সঙ্গে যে বর্ণের তুল্য, তাহাদের পরস্পর সবর্ণসংজ্ঞা হয়, ইহা বলা হইয়াছে। কেবল তালু প্রভৃতি স্থান অথবা কেবল আভ্যন্তর প্রযত্ন সমান হইলেই সবর্ণসংজ্ঞা হয় না। যেমন 'বাক্‌শ্চ্যোততি' এই প্রয়োগে 'ঝরো ঝরি সবর্ণে' (৮।৪।৬৫) এইসূত্রানুসারে 'ক্' এই হল্-এর পরবর্ত্তী 'শ্' এই ঝর্ প্রত্যাহারস্থ বর্ণের লোপ হয় না। যদি কেবল তালু প্রভৃতি স্থান মাত্র সমান হইলেই সবর্ণসংজ্ঞা হইত তাহা হইলে শ্ ও চ্ দুইটি তালব্য বর্ণ বলিয়া ইহাদের সবর্ণসংজ্ঞা হওয়ার ফলে উক্ত সূত্রানুসারে 'চ্' এই সবর্ণসংজ্ঞক ঝর্ বর্ণ পরে থাকিলে 'শ্'-এর লোপ হইতে কোন বাধা থাকিত না।

যদি কেবল আভ্যন্তর প্রযত্ন সমান হইলেই সবর্ণসংজ্ঞা হয়—এই-রূপ বলা হইত, তাহা হইলে 'তপ্ত্র্ণা' ইত্যাদি প্রয়োগেও উপরি উক্ত সূত্রানুসারেই 'র্'-এর পরবর্ত্তী অথচ সবর্ণসংজ্ঞক ঝর্-তকারের পূর্ব্ববর্ত্তী ঝর্ অর্থাৎ পকারের লোপ প্রসক্ত হইত, কারণ পকার ও তকার এই দুইটির আভ্যন্তর প্রযত্ন হইল স্পৃষ্ট।

সুতরাং তাল্বাদি স্থান ও আভ্যন্তর প্রযত্ন—এই দুইটি যে বর্ণদ্বয়ের সমান হয়, উহাদের পরস্পর সবর্ণসংজ্ঞা হইয়া থাকে ইহা বলিতে হইবে। এইরূপ বলিলে কোনস্থলেই কোন প্রকার দোষের অবকাশ নাই। 'বাক্‌শ্চ্যোততি'—এইস্থলে শকার ও চকারের উচ্চারণস্থান এক হইলেও উহাদের আভ্যন্তর প্রযত্ন যথাক্রমে বিবৃত ও স্পৃষ্ট হওয়ায় সবর্ণসংজ্ঞা হইতে পারে না। 'তপ্ত্র্ণা' ইত্যাদি স্থলে পকার ও তকারের আভ্যন্তর

প্রযত্ন সমান থাকা সত্ত্বেও উহাদের উচ্চারণস্থান যথাক্রমে ওষ্ঠ ও তালু হওয়ায় সবর্ণসংজ্ঞা হইতে পারে না। সবর্ণসংজ্ঞা না হইলে উক্তস্থলে 'ঝরো ঝরি সবর্ণে' সূত্রানুসারে পূর্ব্বোক্ত বর্ণের লোপ হওয়ার সম্ভাবনা মোটেই নাই।

এইজন্যই সূত্রে 'প্রযত্ন' গ্রহণ সার্থক। অন্যথা 'আস্যভব' বলিতে আভ্যন্তর প্রযত্নেরও গ্রহণ হইতে পারিত। এই 'প্রযত্ন' গ্রহণের দ্বারা ইহা জ্ঞাপিত হইয়াছে যে অন্যতর সাম্যে সংজ্ঞা প্রবৃত্ত হইবে না, স্থান ও প্রযত্ন উভয়ের সাম্য থাকিলেই সবর্ণসংজ্ঞা হইবে।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, 'আস্যভবতুল্যত্ব' বলিতে 'যৎকিঞ্চিদ্-আস্যভবতুল্যত্ব' গৃহীত হইবে অথবা 'যাবদাস্যভবতুল্যত্ব'? যদি 'যৎকিঞ্চিদাস্যভবতুল্যত্ব' অর্থাৎ একাধিক বর্ণের যে কোন একটি তাল্বাদিস্থান সমান হয়, তাহা হইলে কোন একটি তাল্বাদিস্থানের ঐক্য ধরিয়া সবর্ণসংজ্ঞা হইলে 'করোত্যেবম্' ইত্যাদি স্থলে করোতির ইকার এবং পরবর্ত্তী একার এই দুইটির স্থানে 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ' (৬।১।১০১) সূত্রানুসারে সবর্ণদীর্ঘের প্রসক্তি অনিবার্য্য। কারণ একারের উচ্চারণস্থান কণ্ঠ-তালু হইলেও উহার কেবল তালুস্থান মাত্রের সাম্য ধরিয়া তালুস্থানবিশিষ্ট ইকারের সহিত সবর্ণসংজ্ঞা হইবে এবং তন্নিবন্ধন 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ' সূত্রানুসারে উহাদের স্থানে একটি দীর্ঘ ঈকার প্রসক্ত হইবে। বর্ণসমাম্নায়ে একারের পৃথক্‌রূপে পাঠের সামর্থ্যবশতঃ ইকার ও একারের সবর্ণসংজ্ঞা হয় না—ইহা বলা যায় না; কারণ 'অক্' 'ইক্' 'উক্' প্রভৃতি প্রত্যাহারে যাহাতে একারের গ্রহণ না হয়, তাহার জন্য বর্ণসমাম্নায়ে একারের পৃথক্‌রূপে পাঠ করা হইয়াছে। সুতরাং বর্ণসমাম্নায়ে একারের পৃথক্‌রূপে পাঠ করার উপরি উক্ত প্রয়োজন থাকায়, উহার পাঠের সামর্থ্যবশতঃ একার ও ইকারের সবর্ণসংজ্ঞা হয় না, ইহা বলা যায় না।

যদি সবর্ণসংজ্ঞায় 'যাবদাস্যভবতুল্যত্ব' অর্থাৎ সকল তাল্বাদিস্থানের সাম্য গৃহীত হয়, তাহা হইলে আর উক্তস্থলে সবর্ণদীর্ঘের প্রসক্তিরূপ

দোষ থাকে না, কারণ ইকারের অপেক্ষায় একারের উচ্চারণস্থান অধিক। ইকারের কেবল তালুস্থান এবং একারের কণ্ঠ-তালু দুইটি। যদি দুইটিরই কণ্ঠ-তালু অথবা কেবল তালু হইত তাহা হইলে সবর্ণসংজ্ঞা হইতে পারিত এবং তন্নিবন্ধন সবর্ণদীর্ঘেরও প্রসক্তি হইত।

কিন্তু সবর্ণসংজ্ঞায় 'যাবদাস্যভবতুল্যত্ব' গৃহীত হইলে পূর্ব্বোক্ত দোষের কোনরূপ সম্ভাবনা না থাকিলেও 'ক'কার ও 'ঙ'কারের সবর্ণসংজ্ঞা হইতে পারিবে না; কারণ ককারের কেবল কণ্ঠস্থান এবং ঙকারের কণ্ঠ ও নাসিকা, সুতরাং উহাদের 'যাবদাস্যভবতুল্যত্ব' না থাকায় সবর্ণসংজ্ঞা হওয়া মোটেই সম্ভব নয়। ফলে 'যুঙ্', 'প্রাঙ্' প্রভৃতি প্রয়োগে 'ন'কারের স্থানে কুত্বের দ্বারা 'ঙ'কার হইতে পারিবে না। যথা 'যুজির্ যোগে' এই ধাতুর উত্তর 'ঋত্বিগ্‌দধৃক্‌স্রগ্' (৩।২।৫৯) সূত্রের দ্বারা 'ক্বিন্' প্রত্যয় করিয়া উহার সর্ব্বাপহারী লোপ করার পরে 'যুজ্' এইরূপ অবস্থা হইলে, উহার 'কৃত্তদ্ধিতসমাসাশ্চ' (১।২।৪৬) সূত্রানুসারে প্রাতিপদিক সংজ্ঞা, তন্নিবন্ধন 'সু'বিভক্তি এবং উহার 'উ'কারের ইৎসংজ্ঞা ও লোপ করিলে 'যুজ্‌স্' এইরূপ অবস্থা হয়। এইবার 'যুজেরসমাসে' (৭।১।৭১) সূত্রানুসারে 'জ্'-এর পূর্ব্বে 'নুম্' (ন) আগম হইয়া থাকে। তাহা হইলে 'যুনজ্ স্' এই অবস্থায় 'হল্‌ঙ্যাব্‌ভ্যো দীর্ঘাৎ সুতিস্যপৃক্তং হল্' (৬।১।৬৮) সূত্রের দ্বারা 'স্' লোপ এবং 'সংযোগান্তস্য লোপঃ' (৮।২।২৩) সূত্রানুসারে 'জ্' লোপ করিলে 'যুন্' এইরূপ স্থিতি হইয়া থাকে। এখন 'ক্বিন্‌প্রত্যয়স্য কুঃ' (৮।২।৬২) সূত্রানুসারে 'ন্'-এর স্থানে আন্তরতম্যবশতঃ 'ঙ্'কার হইলে 'যুঙ্' পদটির সিদ্ধি হয়। কিন্তু তাহা হইতে পারে না, কারণ 'ক'কার ও 'ঙ'কারের কণ্ঠস্থানসাম্য থাকা সত্ত্বেও 'ঙ'কারের নাসিকা স্থানের আধিক্যবশতঃ উহাদের সবর্ণসংজ্ঞা হওয়া অসম্ভব এবং উহাদের পরস্পর সবর্ণসংজ্ঞা না হইলে 'কু' শব্দের দ্বারা 'ঙ'কারের গ্রহণ হইতে পারে না, সুতরাং 'যাবদাস্যভবতুল্যত্ব' থাকিলেই যদি সবর্ণসংজ্ঞা হয়, তাহা হইলে 'যুঙ্', 'প্রাঙ্' প্রভৃতি প্রয়োগের নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব নয়।

লক্ষণীয় এই যে, সকল স্থান প্রযত্ন যদি সমান হয়, তাহা হইলেই 'যাবদাস্য-ভবতুল্য' হইবে অন্যথা হইবে না। 'ঙ'কারের কণ্ঠ ও নাসিকা স্থান : কিন্তু 'ক'কারের কেবল কণ্ঠস্থান, সুতরাং উহাদের সবর্ণসংজ্ঞা এবং পরস্পর গ্রহণ না হইলে উপরি উক্ত প্রয়োগের নিষ্পত্তি হওয়া মোটেই সম্ভব নয়।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে উক্তসূত্রে আস্যভব বলিতে 'যাবদাস্য-ভবতুল্যত্ব'ই সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। ঙকারের নাসিকাস্থানের আধিক্য থাকিলেও 'ক'কার ও 'ঙ'কারের সবর্ণসংজ্ঞা হইতে বাধা নাই। কারণ নাসিকা স্থান আস্যের অন্তর্গত নয়, কিন্তু আস্য বহির্ভূত; সেইজন্যই 'মুখনাসিকাবচনোঽনুনাসিকঃ'—এই সূত্রে নাসিকা গ্রহণ করা হইয়াছে এবং ভাষ্যে মুখ দ্বিতীয়া নাসিকা মুখনাসিকা—এইরূপ বিগ্রহ প্রদর্শন করা হইয়াছে। আস্যের অন্তর্গত হইলে এইরূপ বিগ্রহ হইতে পারিত না। কারণ মুখশব্দের অর্থ সেইস্থলে মুখাবয়ব তাল্বাদিস্থান, যদি নাসিকাও আস্যান্তর্গত মুখাবয়ব হইত তাহা হইলে উহা মুখদ্বিতীয়া হইত না। সুতরাং 'যাবদাস্যভবতুল্যত্ব' গৃহীত হইলে কোন দোষ নাই। ইহাতে 'যজুষ্যেকেষাম্' (৮।৩।১০৪) 'তদ্বনাসাম্' (৪।৪।১২৫) ইত্যাদি পাণিনির নির্দ্দেশও উপপন্ন হয়, অন্যথা প্রথমটিতে সবর্ণদীর্ঘ হইত এবং অপরটিতে পরসবর্ণ হইয়া দকারের স্থানে লকার আদেশ হইত। এইসকল নির্দ্দেশের দ্বারাও ইহাই জ্ঞাপিত হইয়া থাকে, যে আস্য-ভবতুল্য বলিতে 'যাবদাস্যভবতুল্যত্ব'ই বুঝিতে হইবে।

আস্যভবের অর্থই ভট্টোজিদীক্ষিত তাল্বাদিস্থান বলিয়াছেন। স্থান শব্দটি যোগরূঢ়। বর্ণাভিব্যক্তিজনক বায়ু সংযোগের আধারই এইস্থলে স্থান। 'তিষ্ঠত্যস্মিন' যাহাতে থাকে অর্থাৎ যে দেশাবচ্ছেদে বায়ুসংযোগ ব্যতীত বর্ণের অভিব্যক্তি বা উৎপত্তি হইতে পারে না সেই দেশই স্থান শব্দের অর্থ। এইরূপ বায়ুসংযোগের আধারে বর্ণেরও আধারত্ব আরোপ করিয়া স্থান শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। তালু, কণ্ঠ প্রভৃতি যেমন স্থান ; সেইরূপ জিহ্বার অগ্রভাগ, উপাগ্রভাগ, মধ্যভাগ, মূলভাগ এবং বর্ণাভিব্যঞ্জক বায়ুসংযোগও করণ। এই স্থান ও করণের দ্বারাই বর্ণরাশির অভিব্যক্তি বা উৎপত্তি হইয়া থাকে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে বর্ণসমাম্নায়ে অথবা মাতৃকাতে প্রথমে অকার আছে, ইহার স্থান কণ্ঠ, সুতরাং কণ্ঠাদি বলা উচিত ছিল তাল্বাদি বলা হইল কেন ?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে দুইটি তাল্বাদি শব্দ ইহাতে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। একটি তাল্বাদির অর্থ তালুনঃ আদিঃ তাল্বাদিঃ কণ্ঠঃ—যাহা তালুর আদি অর্থাৎ কণ্ঠ। আর দ্বিতীয় তাল্বাদির অর্থ তালু আদি-র্যেষাং তানি তাল্বাদীনি—তালু আদি যাহার এইরূপ। দুইটি তাল্বাদি শব্দের একশেষ করিলে 'তাল্বাদিশ্চ তাল্বাদীনি চ তাল্বাদি'—এইরূপ ব্যুৎপত্তির দ্বারা তালুর আদি কণ্ঠ এবং তালু আদি যাহার এইরূপ অন্যান্য স্থান। দুইটি অর্থই প্রতীত হইয়া থাকে।

নাগেশের মতে তদ্ধিতান্ত আস্য শব্দেরই উপাদান করা হইয়াছে ইহা বুঝাইবার জন্যই দীক্ষিত তাল্বাদি বলিয়াছেন ; কিন্তু কণ্ঠাদি বলেন নাই। কণ্ঠাদি বলিলে কণ্ঠঃ আদির্যস্য—কণ্ঠ আদ্যবয়ব যাহার এইরূপ ব্যুৎপত্তির দ্বারা মুখ্য যে মুখার্থক আস্য শব্দ, উহারই বোধ হইত। আস্যভবার্থের বোধ হইতে পারিত না। হৃদয় হইতে ধরিলে কণ্ঠ মুখের আদি। তাল্বাদি বলিতে তালু, কণ্ঠ, মূর্দ্ধা প্রভৃতি স্থানের বোধ হয়—সেইগুলিই আস্যভব।

এইবার কোন্ বর্ণের কি উচ্চারণস্থান তাহাই বলা হইতেছে—

অকুহবিসর্জনীয়ানাং কণ্ঠঃ। ইচুয়শানাং তালু। ঋটুরষাণাং মূর্দ্ধা। ৯তুলসানাং দন্তাঃ। উপূপধ্মানীয়ানামোষ্ঠৌ। ঞমঙণনানাং নাসিকা চ। এদৈতোঃ কণ্ঠতালু। ওদৌতোঃ কণ্ঠোষ্ঠম্। বকারস্য দন্তোষ্ঠম্। জিহ্বামূলীয়স্য জিহ্বামূলম্। নাসিকানুস্বারস্য। ইতি স্থানানি।

অ আ ক খ গ ঘ ঙ হ ঃ—এইগুলির উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ।
ই ঈ চ ছ জ ঝ ঞ য় শ—এইগুলির উচ্চারণ স্থান তালু।
ঋ ৠ ট ঠ ড ঢ ণ র ষ—এইগুলির উচ্চারণ স্থান মূর্দ্ধা।
৯ ত থ দ ধ ন ল স—এইগুলির উচ্চারণ স্থান দন্ত।

উ ঊ প ফ ব ভ ম উপধ্মানীয়—এইগুলির উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ।

ঞ ম ঙ ণ ন—এইগুলির উচ্চারণ স্থান নাসিকা এবং স্ববর্গীয়তালু প্রভৃতি।

এ ঐ—এই দুইটির উচ্চারণ স্থান কণ্ঠতালু।

ও ঔ—এই দুইটির উচ্চারণ স্থান কণ্ঠোষ্ঠ।

ব—এর দন্তোষ্ঠ।

ᳵ ক জিহ্বামূলীয়ের—জিহ্বামূল।

ং—অনুস্বারের নাসিকা।

এইগুলি স্থান।

যত্নো দ্বিধা। আভ্যন্তরো বাহ্যশ্চ। আদ্যশ্চতুর্ধা। স্পৃষ্টেষৎ-স্পৃষ্টবিবৃতসংবৃতভেদাৎ। তত্র স্পৃষ্টং প্রযত্নং স্পর্শানাম্। ঈষৎ-স্পৃষ্টমন্তঃস্থানাম্। বিবৃতমুষ্মণাং স্বরাণাং চ।

যত্ন দুই প্রকার—আভ্যন্তর ও বাহ্য।

আভ্যন্তর চারি প্রকার—স্পৃষ্ট, ঈষৎস্পৃষ্ট, বিবৃত ও সংবৃত। তাহার মধ্যে স্পৃষ্ট প্রযত্ন স্পর্শবর্ণের। ঈষৎস্পৃষ্ট অন্তস্থবর্ণের। বিবৃত প্রযত্ন উষ্মবর্ণের ও স্বরবর্ণের।

শিক্ষাতে অকার ও হকার এই দুইটি বর্ণের কণ্ঠস্থান বলা হইয়াছে ; 'ক' বর্গের কণ্ঠস্থান বলা হয় নাই, কিন্তু জিহ্বামূল স্থান : যেমন 'কণ্ঠ্যাবহৌ' (পা. শিক্ষা) অকারও হকারের কণ্ঠস্থান। 'জিহ্বামূলেতু কুঃ প্রোক্তঃ' (পা. শিক্ষা) 'ক'বর্গের জিহ্বামূল স্থান। এই শিক্ষাবচনের সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত স্থান ব্যবস্থার যদিও বিরোধ হইয়া থাকে ; তবুও কণ্ঠপদের দ্বারা কণ্ঠ ও তৎ সমীপবর্ত্তী স্থানের গ্রহণ হইয়া থাকে। কণ্ঠপদ তৎ-সমীপবর্ত্তী জিহ্বামূলের উপলক্ষণ—ইহা বুঝিতে হইবে। বিসর্জনীয় পদের দ্বারা এইস্থলে অকারাশ্রয় বিসর্গেরই গ্রহণ হইয়া থাকে। তাহা হইলে আর শিক্ষার সঙ্গে বিরোধ হয় না। শিক্ষায় 'অযোগবাহা বিজ্ঞেয়া আশ্রয়স্থানভাগিনঃ' ইহার দ্বারা আশ্রয়স্থানভাগী বলা হইয়াছে অর্থাৎ যে স্বরবর্ণ ইহার আশ্রয়, তাহার স্থানভাগী। দন্ত

পদের দ্বারা তৎসংযুক্ত দেশের উপলক্ষণ বুঝিতে হইবে। অন্যথা ভগ্নদন্তব্যক্তিদের দন্তবর্ণগুলির উচ্চারণই হইতে পারিত না—ইহা নাগেশ বলিয়াছেন।

'নাসিকা চ'—এইস্থলে 'চ'-এর দ্বারা স্ব স্ব স্থানের সমুচ্চয় করা হইয়াছে। ঞ ম ঙ ণ ও ন—এই পাঁচটিই পাঁচটি বর্গের অন্তিম বর্ণ, সেইজন্য তৎ তৎ বর্গের যে স্থান, ইহাদেরও সেই স্থান হইবে। যেমন 'ঞ' চ-বর্গের অন্তিম বর্ণ ; সুতরাং তালুস্থান। এইরূপ ম ঙ ণ ও ন-এর যথাক্রমে ওষ্ঠ, কণ্ঠ, মূর্দ্ধা ও দন্ত স্থান। অতএব উক্ত পাঁচটি বর্ণেরই দুই দুইটি স্থান, যেমন 'ঞ'কারের তালু ও নাসিকা, 'ম'কারের ওষ্ঠ ও নাসিকা, 'ঙ'কারের কণ্ঠ ও নাসিকা, 'ণ'-কারের মূর্দ্ধা ও নাসিকা, 'ন' কারের দন্ত ও নাসিকা।

'এদৈতৌ' ও 'ওদৌতৌ'—এই দুইটি সূত্রের মধ্যে যে 'ত্' আছে, তাহার সন্ধি করিয়া 'দ্' হইয়াছে—উহার কেবল উচ্চারণার্থই উপাদান করা হইয়াছে—'তপরস্তৎকালস্য' এই সূত্রের প্রবৃত্তির জন্য নয়। পাণিনির সূত্রে 'ত'কারের দ্বারা সমকালের বোধ হয় ; কিন্তু ইহা একটি লৌকিক বাক্য। লৌকিক বাক্যে উক্ত সূত্রের দ্বারা তৎকালের বোধ হইতে পারে না। সুতরাং এ ঐ ও ঔ—এই চারিটির দ্বারা প্লুতের ও গ্রহণ হইয়া থাকে। শিক্ষাতেও যথাক্রমে উহাদের কণ্ঠতালব্য ও কণ্ঠোষ্ঠ্য বলা হইয়াছে—এ ঐ তু কণ্ঠতালব্যাবোবৌ কণ্ঠোষ্ঠজৌ স্মৃতৌ। প্রাতিশাখ্যে এইগুলিকে সন্ধ্যক্ষর বলা হইয়াছে। কারণ উহারা অ বর্ণ ও ই বর্ণ এবং অ বর্ণ ও উ বর্ণ—এই দুইটি বর্ণের দ্বারা গঠিত। অ বর্ণের কণ্ঠ এবং ই বর্ণ ও উ বর্ণের তালু ও কণ্ঠ স্থান, সেইজন্য উহাদের কণ্ঠ-তালু ও কণ্ঠোষ্ঠ্য স্থান।

জিহ্বামূলীয় শব্দটি 'জিহ্বামূলে জাতঃ' জিহ্বামূলে উৎপন্ন এই অর্থে জিহ্বামূলীয় বর্ণের বোধ হইয়া থাকে। 'ক' বর্গও জিহ্বামূলে উৎপন্ন হয়, কিন্তু জিহ্বামূলীয় শব্দের দ্বারা বোধ হয় না। কারণ ঐ শব্দটি যোগরূঢ়। যৌগিক অর্থ থাকিলেও রূঢ়িবৃত্তির দ্বারা বর্ণবিশেষের বোধ হয়, অন্যবর্ণের

বোধ হয় না। ইহা 'ক'কারের ও 'খ'কারের পূর্ব্ববর্ত্তী অর্দ্ধবিসর্গসদৃশ একটি বর্ণবিশেষ।

এই প্রকার উপধ্মানীয় শব্দ ও যোগরূঢ়, উশ্চপশ্চ উপৌ তৌ ধ্মায়েতেঽনেনেতি তত্র ভবঃ—অর্থাৎ উকার ও পকার যাহার দ্বারা শব্দিত হয়, তাহা হইল 'উপধ্মান'—অর্থাৎ ওষ্ঠ, তাহাতে যাহা উৎপন্ন হয় তাহাই উপধ্মানীয় অর্থাৎ ওষ্ঠজাত। যাহার দ্বারা উকার ও পকারের উচ্চারণ হয় তাহার দ্বারাই যাহার উচ্চারণ হয়, উহাই উপধ্মানীয় বর্ণ। এইরূপ ব্যুৎপত্তির দ্বারা উকার ও পবর্গকেও উপধ্মানীয় বলা চলে ; কিন্তু তাহার ব্যবহার হয় না, কারণ উক্ত পদটি যোগরূঢ়। যৌগিক অর্থ থাকিলেও বর্ণবিশেষে রূঢ়। ইহা 'প'কার ও 'ফ'কারের পূর্ব্ববর্ত্তী অর্দ্ধবিসর্গের সদৃশ বর্ণ। জিহ্বামূলীয় ও উপধ্মানীয়—এই দুইটি বর্ণের লেখা ও উচ্চারণ, দুইটি যথাক্রমে ককারের ও পকারের পূর্ব্ববর্ত্তী অর্দ্ধবিসর্গের সদৃশ এইরূপ হইবে ; যেমন ক ≍ করোতি ক ≍ পচতি ইত্যাদি।

হ্রস্বস্যাবর্ণস্য প্রয়োগে সংবৃতম্। প্রক্রিয়াদশায়াং তু বিবৃতমেব। এতচ্চ সূত্রকারেণ জ্ঞাপিতম্। তথাহি। অ অ (৮।৪।৬৮) ইতি। বিবৃতমনূদ্য সংবৃতোঽনেন বিধীয়তে। অস্য চাষ্টাধ্যায়্যাং সম্পূর্ণাং প্রত্যসিদ্ধত্বাচ্ছাস্ত্রদৃষ্ট্যা বিবৃতত্বমস্ত্যেব।

হ্রস্ব 'অ' বর্ণের প্রয়োগ দশায় সংবৃত প্রযত্ন, কিন্তু প্রক্রিয়া দশায় বিবৃত প্রযত্ন—ইহা সূত্রকার কর্ত্তৃক বোধিত হইয়াছে। যেমন 'অ অ'—এই সূত্রের দ্বারা বিবৃত অকারের স্থানে সংবৃত অকার বিধান করা হইয়াছে। ইহার সম্পূর্ণ অষ্ট্যাধ্যায়ীর প্রতি অসিদ্ধ হওয়ার ফলে বিবৃতত্বই থাকে।

এই সূত্রে প্রথম অকারটি বিবৃত ও দ্বিতীয় অকারটি সংবৃত। এইরূপ প্রযত্ন ভেদ আছে বলিয়া এইস্থলে সবর্ণ দীর্ঘ হয় নাই। পূর্ব্বে যে 'অ' আছে উহা লুপ্তষষ্ঠ্যন্তম্, পরবর্ত্তী ষষ্ঠী বিভক্তির 'সুপাংসুলুক্' সূত্র অনুসারে লুক্ (লোপ) হইয়াছে। পরবর্ত্তী 'অ'

এইটিও লুপ্ত প্রথমান্ত অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রথমা বিভক্তির (সু) লোপ হইয়াছে। বিবৃত ও সংবৃত প্রযত্নভেদবশতঃ সাবর্ণ্যের অভাব হওয়ায় 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ' (৬।১।১০১) অনুসারে দীর্ঘ হয় নাই। সুতরাং ইহার অর্থ বিবৃত অকারের স্থানে সংবৃত হয়। প্রশ্ন হইতে পারে যে উদ্দেশ্য স্বরূপ যে প্রথম 'অ' আছে, উহার দ্বারা 'অণুদিৎ' (১।১।৬৯) সূত্রানুসারে সবর্ণের গ্রহণ হইলে বিবৃত আকারের স্থানেও সংবৃত আদেশ হইবে না কেন ? ইহার উত্তরে ভাষ্যকার তপর নির্দ্দেশ করিয়া সমাধান করিয়াছেন অর্থাৎ 'অদ্' এইরূপ সূত্রপাঠ করিলে কোন দোষ থাকে না। 'তপরস্তৎকালস্য' (১।১।৭০) সূত্রানুসারে 'অ'-এর দ্বারা একমাত্রিকেরই বোধ হইবে।

এইরূপ বিবৃতের স্থানে সংবৃত বিধানের দ্বারা হ্রস্ব অকারের প্রয়োগকালে সংবৃতত্ব ও প্রক্রিয়াদশায় বিবৃতত্ব বোধিত হইতেছে। রামঃ, কৃষ্ণঃ প্রভৃতি পরিনিষ্ঠিত রূপ হইল প্রয়োগাবস্থা আর শাস্ত্র প্রক্রিয়া নির্ব্বাহের জন্য যে শব্দ ব্যবহার করা হয় উহা প্রয়োগাবস্থা যেমন—'দেব আলয়ঃ' ইত্যাদিতে সন্ধি বিচ্ছেদ।

শিক্ষায় 'সংবৃতোঽকারঃ' এইরূপ বচনের দ্বারা ব্যবহার ক্ষেত্রে হ্রস্ব অকারের সংবৃতত্ব বিহিত হইয়াছে, কিন্তু 'অ ই উ ণ্' এই মাহেশ্বরসূত্রে ব্যাকরণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য অকারটি বিবৃত উপদিষ্ট হইয়াছে। অকারের যদি বিবৃতত্ব উপদিষ্ট না হয়, তাহা হইলে বিবৃত আকারের সহিত উহার প্রযত্নভেদবশতঃ সবর্ণসংজ্ঞা হইতে পারে না, আর উহাদের পরস্পর সবর্ণসংজ্ঞা না হইলে 'দণ্ড + আঢ়কম্' ইত্যাদি স্থলে সংবৃত অকার ও বিবৃত আকার উভয়ের স্থানে 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ' (৬।১।১০১) অনুসারে দীর্ঘ হইতে পারে না। উপরি উক্তস্থলে যাহাতে দীর্ঘ হইতে পারে, সেইজন্য বর্ণসমাম্নায়ে অকার বিবৃত উপদিষ্ট হইয়াছে। অকার বিবৃত উপদিষ্ট হইলে উপরি উক্তস্থলে অকার ও আকার দুইটি বিবৃত প্রযত্ন বলিয়া উহাদের সবর্ণসংজ্ঞা প্রযুক্ত হইলে দীর্ঘ হইতে কোন বাধা নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে যে বর্ণসমাম্নায়ের অকার যদি বিবৃত উপদিষ্ট হয়, তাহা হইলে কি লাভ? কারণ উহার কোন স্থলেও প্রয়োগ হয় না। যদি প্রয়োগই না হয়, তাহা হইলে উহার বিবৃত উপদেশ করা আর না করা সমান। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ' ইত্যাদি স্থলে যেখানে প্রত্যাহারের গ্রহণ করা হইয়াছে; সেইস্থলে 'আদিরন্ত্যেন—' এই বচন অনুসারে অন্ত্যসদৃশ বর্ণের সহিত উচ্চার্য্যমান আদি সদৃশ বর্ণ অক্ প্রভৃতি প্রত্যাহার হয়। সুতরাং ককারাদি চিহ্নের দ্বারা ইহাই অনুমিত হইয়া থাকে যে অক্ আদি শব্দস্থ অকার বার্ণসামাম্নায়িক। দীর্ঘ ও প্লুত অকারের সবর্ণসংজ্ঞা হইলে 'খট্বা + আঢ়কম্' ইত্যাদি স্থলে অক্ প্রত্যাহারের দ্বারা বিবৃত অকারের গ্রহণ হইয়া থাকে। অন্যান্য প্রয়োগে যেস্থলে কোন প্রত্যাহারের ব্যবহার নাই সেইস্থলে অকারের বিবৃতত্ব উপদিষ্ট হইবে কি প্রকারে?

প্রশ্ন হইতে পারে যে বর্ণসমাম্নায়ে অকারের বিবৃত হইলেই 'দণ্ড' এই প্রয়োগের অকার বিবৃত কিরূপে হইবে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে ধাতু, প্রাতিপদিক, প্রত্যয়, নিপাত, আগম প্রভৃতি যাবতীয় অকারেরই অনুকরণরূপে অইউণ্-এর অকার পঠিত হইয়াছে। ভাষ্যকার বলিয়াছেন—অবর্ণাকৃতিরুপদিষ্টা সর্ব্বমবর্ণ কুলং গ্রহীষ্যতি। বর্ণসমাম্নায়ে যে অকার আছে উহাতে অত্বজাতি উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং অত্বজাত্যাক্রান্ত যাবতীয় অবর্ণসমুদায়েরই উহা দ্বারা বোধ হইয়া থাকে। সকল প্রকার অকারের মূল হইল বর্ণসমাম্নায়ের অকার, ইহাতে বিবৃতত্ব উপদিষ্ট হইলে ধাতু, প্রাতিপদিক প্রভৃতি যাবতীয় অকারেরই বিবৃতত্ব উপদিষ্ট হইয়া থাকে—ইহাতে সন্দেহ নাই। তাহা হইলে তাৎপর্য্য এই যে শিক্ষায় যে সংবৃতত্ব বিহিত হইয়াছে, উহার প্রচ্যুতি করাইয়া ধাতু, প্রাতিপদিক প্রভৃতি প্রয়োগস্থ অকারের বিবৃতত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। সেই বিবৃতত্বকে আবার 'অ অ' সূত্রের দ্বারা পাণিনি সংবৃতত্বের প্রত্যাপত্তি করিয়াছেন। প্রত্যাপত্তির অর্থ হইল স্বাভাবিকরূপে অবস্থান করানো। স্বাভাবিক

সংবৃতের প্রচ্যুতি ঘটাইয়া বিবৃতত্ব উপদিষ্ট হইয়াছিল, ইহার দ্বারা পুনরায় স্বাভাবিক সংবৃতত্ব ঘটানই প্রত্যাপত্তি। সুতরাং ধাতু, প্রাতিপদিক, প্রত্যয়, নিপাত, আগম, আদেশ এই প্রয়োগস্থ সকল প্রকার অকারের পুনরায় সংবৃত বিধান করা হইয়াছে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে তাহা হইলে 'দণ্ড + আঢ়কম্' ইত্যাদি স্থলে পুনরায় 'দণ্ড'-এই প্রয়োগের অকার সংবৃত হইলে প্রযত্নভেদবশতঃ অকার ও আকারের সবর্ণসংজ্ঞা হইতে পারে না এবং তন্নিবন্ধন সবর্ণ দীর্ঘও হইতে পারে না। সুতরাং বর্ণসমাম্নয়ে অকারের বিবৃত উপদেশ করার কি লাভ?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে পাণিনি সেইজন্যই এই 'অ অ' সূত্রটিকে অষ্টাধ্যায়ীর শেষে রাখিয়াছেন। এই সূত্রটি অষ্টাধ্যায়ীর অন্তিম সূত্র। এই সূত্রটি পূর্ব্ববর্ত্তী সকল সূত্রের প্রতি অসিদ্ধ, ফলে ইহার দ্বারা বিহিত কার্য্য না হওয়ারই মত; সুতরাং বিবৃতত্বই থাকিয়া যায়।

'দণ্ড + আঢ়কম্'—ইত্যাদি প্রয়োগের বিবৃত অকার 'অ অ' সূত্র অনুসারে সংবৃত হইলেও, উহা 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ' সূত্রের দৃষ্টিতে অসিদ্ধ বলিয়া বিবৃতই থাকে। এইরূপ যে কোন প্রক্রিয়ার বেলায় 'অ অ' সূত্র অনুসারে সংবৃত অসিদ্ধ হইলে বিবৃতত্ব থাকিয়া যায়। সুতরাং প্রক্রিয়াদশায় অকার বিবৃত। আর প্রক্রিয়া ব্যতীত প্রয়োগের অর্থাৎ ধাতু, প্রাতিপদিক, প্রত্যয়, নিপাত, আগম ও আদেশ প্রভৃতির অকার সংবৃতই হইবে। সর্ব্বত্রই প্রথমে বিবৃত উপদিষ্ট হইয়া থাকে। এই বিবৃতের পুনরায় অষ্ট্যাধ্যায়ীর অন্তিম-সূত্রের দ্বারা সংবৃত বিধান করা হয়, কিন্তু প্রক্রিয়াকালে যখন অন্যান্য-সূত্রের প্রবৃত্তি করিতে হইবে, তখন পূর্ব্ববর্ত্তী সকলসূত্রের দৃষ্টিতেই অন্তিম সূত্রটির অসিদ্ধত্ব-বশতঃ বিবৃতত্বই রহিয়া যায়। এইজন্যই ইহা প্রতিপন্ন হইল যে হ্রস্ব অবর্ণ প্রয়োগে সংবৃত এবং প্রক্রিয়াদশায় বিবৃত। 'প্রযুজ্যতেঽসৌ' এই ব্যুৎপত্তির দ্বারা প্রয়োগ শব্দের অর্থ—ধাতু, প্রাতিপদিক, প্রত্যয়, নিপাত, আগম ও আদেশ। যথাক্রমে ইহাদের উদাহরণ

পঠ্, নর, অণ্, উপ, অট্, অব্—এইগুলিতে যে অকার আছে, উহা সংবৃত।

এইস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে প্রক্রিয়াদশায় 'অ অ' সূত্রের দ্বারা যে বিবৃতের স্থানে সংবৃত বিহিত হইয়াছে, উহা অসিদ্ধ হয় বলিয়া পুনরায় বিবৃত হইয়া থাকে। এই যে অসিদ্ধের কথা বলা হইয়াছে—ইহা কি? কোন্ কোন্ স্থলে ইহা হইয়া থাকে? ইহার বিধায়ক সূত্রই বা কি? এই সব প্রশ্নের উত্তর দিবার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত সূত্রের অবতারণা করা হইতেছে—

পূর্ব্বত্রাসিদ্ধম্ (৮।২।১) অধিকারোঽয়ম্। তেন সপাদ সপ্তাধ্যায়ীং প্রতি ত্রিপাদ্যসিদ্ধা, ত্রিপাদ্যামপি পূর্ব্বং প্রতি পরং শাস্ত্রমসিদ্ধং স্যাৎ।

সপাদ সপ্তাধ্যায়ীর প্রতি ত্রিপাদীশাস্ত্র অসিদ্ধ হয় এবং ত্রিপাদীতেও পূর্ব্বের প্রতি পরশাস্ত্র অসিদ্ধ হইয়া থাকে।

এই সূত্রে দুইটি পদ আছে একটি 'পূর্ব্বত্র' ও অপরটি 'অসিদ্ধম্'। 'পূর্ব্বস্মিন্'—ইতি পূর্ব্বত্র। পূর্ব্ব শব্দের শেষে 'সপ্তম্যাস্ত্রল্' (৫।৩।১০) এই সূত্র অনুসারে 'ত্রল্' প্রত্যয় করা হইয়াছে। তাহা হইলে ইহার অর্থ হইবে 'পূর্ব্বস্মিন্ অসিদ্ধম্'—পূর্ব্বের প্রতি অসিদ্ধ হয়। ইহাতে আকাঙ্ক্ষা জাগে যে কি অসিদ্ধ হয়? একটু চিন্তা করিলেই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইয়া যায়, যেমন পূর্ব্ব শব্দটি পরশব্দের অপেক্ষা রাখে। পূর্ব্বের প্রতি অসিদ্ধ বলিলেই ইহা মনে হয় যে পর অসিদ্ধ হইবে। পূর্ব্বশব্দের দ্বারা এইখানে পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্র এবং পরশব্দের দ্বারা পরবর্ত্তী সূত্র ধরা হইয়াছে। যদিও প্রাচীনবৈয়াকরণ পূর্ব্ব ও পরশব্দের দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী কার্য্য ধরিয়াছেন কিন্তু এইস্থলে ভট্টোজিদীক্ষিত ঐ দুইটির দ্বারা শাস্ত্র অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং সূত্রার্থ হইল পূর্ব্বের প্রতি পরশাস্ত্র অসিদ্ধ হয়। অষ্টাধ্যায়ীতে আটটি অধ্যায় আছে, প্রত্যেক অধ্যায়ে চারিটি করিয়া পাদ আছে। এই সূত্রটি সপ্তমাধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের প্রথম সূত্র—এইস্থল হইতেই পূর্ব্ব ও পর ধরিতে হইবে। কারণ এইস্থল হইতেই পূর্ব্ব ও পর

না। 'আদ্‌গুণঃ' (৬।১।৮৭) ও 'ওমাঙোশ্চ' (৬।১।৯৫) এই দুইটিই সপাদ-সপ্তাধ্যায়ী আর 'লোপঃ শাকল্যস্য' এই সূত্রটি ত্রিপাদী। এক্ষেত্রে লোপরূপ আদেশের পরেই গুণ ও পররূপের প্রাপ্তি হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা হয় না।

দ্বিতীয় প্রকার প্রয়োজনের উদাহরণ যেমন 'অমুষ্মৈ' ও 'অমুষ্মিন্'। 'অদস্ ঙে' ও 'অদস্ ঙি' এইরূপ অবস্থায় 'ত্যদাদীনামঃ' (৭।২।১০২) অনুসারে 'স্'-এর অকার হইলে 'অদ অ ঙে' ও অদ অ ঙি' এইরূপ হইলে 'অতো গুণে' (৬।১।৯৭) অনুসারে দুইটি অকারের পররূপ অর্থাৎ একটি অকার হইয়া যায়, তাহা হইলে 'অদ ঙে' ও 'অদ ঙি' এইরূপ দশায় 'সর্বনাম্নঃ স্মৈ' (৭।১।১৩) ও 'ঙসিঙ্যোঃ স্মাৎস্মিনৌ' (৭।১।১৫) এই দুইটি সূত্র অনুসারে যথাক্রমে 'ঙে'-র স্থানে 'স্মৈ' ও 'ঙি' বিভক্তির স্থানে 'স্মিন্' হইলে 'অদসোঽসের্দাদু দো মঃ' (৮।২।৮০) অনুসারে দকারের মকার ও পরবর্ত্তী অকারের উকার প্রাপ্ত হয়, কিন্তু 'বিপ্রতিষেধে পরং কার্য্যম্' (১।৪।২) সূত্রানুসারে অষ্টাধ্যায়ীর ক্রমে পরবর্ত্তী 'অদসোঽসের্দাদু দো মঃ' সূত্রের দ্বারা দকারের মকার এবং দকারোত্তরবর্ত্তী অকারের স্থানে উকার হওয়া উচিত। যদি উক্ত সূত্র অনুসারে 'স্মৈ' ও 'স্মিন্' হওয়ার পূর্ব্বেই দকারের মকার ও অকারের উকার হয়, তাহা হইলে 'অমু ঙে' 'অমু ঙি' এইরূপ অবস্থায় অকারের পরে না থাকায় পূর্ব্বোক্ত সূত্রানুসারে ঙে-র স্থানে 'স্মৈ' এবং ঙি-র স্থানে 'স্মিন্' আদেশ হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং উক্তক্ষেত্রে 'পূর্ব্বত্রাসিদ্ধম্' সূত্রানুসারে 'সর্বনাম্নঃ স্মৈ' (৭।১।১৩) এবং 'ঙসিঙ্যোঃ স্মাৎস্মিনৌ' (৭।১।১৫)-এই সপাদসপ্তাধ্যায়ীর অন্তর্গত সূত্র দুইটির প্রতি 'অদসোঽসের্দাদু দো মঃ' (৮।২।৮০) এই ত্রিপাদীর অন্তর্গত মকার ও উকারের বিধায়ক সূত্রটি অসিদ্ধ হইয়া থাকে অর্থাৎ উহার পূর্ব্বে প্রবৃত্তি হয় না। ফলে 'অদ ঙে' 'অদ ঙি' এইরূপ অবস্থায় প্রথমে পূর্ব্বোক্ত সূত্রানুসারে ঙে-র স্থানে 'স্মৈ' এবং ঙি-র স্থানে 'স্মিন' আদেশ হওয়ার পর 'অদস্মৈ' ও 'অদস্মিন্' এই অবস্থায় ৮।২।৮০

বুঝাইবার জন্যই পাণিনি অষ্টাধ্যায়ীর এইস্থলে সূত্রপ্রণয়ন করিয়াছেন: সুতরাং অষ্টাধ্যায়ীকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া একটি সপাদ সপ্তাধ্যায়ী-রূপে ও অবশিষ্ট অংশটুকু ত্রিপাদীরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সপাদ সপ্তাধ্যায়ী অর্থাৎ সাত অধ্যায়, একপাদ। ত্রিপাদী—তিনটি পাদ অর্থাৎ অষ্টমাধ্যায়ের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থপাদ। সেইজন্য ইহার অর্থ করা হয় সপাদ সপ্তাধ্যায়ীর প্রতি ত্রিপাদী শাস্ত্র অসিদ্ধ হয়। শাস্ত্র শব্দের অর্থ হইল সূত্র।

অসিদ্ধ অর্থাৎ অনিষ্পন্ন—অপ্রবৃত্তের মত—যেন প্রবৃত্তই হয় নাই। অথবা প্রবৃত্ত হওয়ার যোগ্যতাই নাই। ইহার প্রয়োজন দুই প্রকার—(১) আদেশলক্ষণ প্রতিষেধার্থম্—আদেশ হওয়ার পর যাহা প্রাপ্ত হয়, উহার প্রবৃত্তি না হইতে দেওয়া (২) স্থানিলক্ষণ ভাবার্থম্—স্থানিনিমিত্তক যে শাস্ত্রের প্রাপ্তি থাকে, আদেশ হওয়ার পরও উহার প্রাপ্তি করানো।

প্রথমটির উদাহরণ—যেমন 'হরে+এহি' এইস্থলে 'এচোঽয়বায়াবঃ' (৬।১।৭৮) সূত্র অনুসারে একারের স্থানে 'অয়্' আদেশ করিলে 'হ র য়্ এহি' এইরূপ অবস্থায় 'লোপঃ শাকল্যস্য' (৮।৩।১৯) অনুসারে 'য়্'-কারের বিকল্পে লোপ হইলে 'হর এহি' প্রয়োগ সিদ্ধ হয়।

এইপ্রকার 'বিষ্ণো+ইহ' এইস্থলে ওকারের স্থানে উপরিউক্ত সূত্র অনুসারে 'অব্' আদেশ করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে 'ব'কারের বিকল্পে লোপ করিলে 'বিষ্ণইহ' এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

এইবার 'হর এহি' ও 'বিষ্ণো ইহ' এই দুইটি স্থলেই যথাক্রমে 'ওমাঙোশ্চ' (৬।১।৯৫) ও 'আদ্গুণঃ' (৬।১।৮৭) সূত্র অনুসারে পররূপ ও গুণের প্রসক্তি হইয়া থাকে। 'হর এহি'—এইস্থলে অকার ও একারের স্থানে পররূপ একার এবং 'বিষ্ণ ইহ' এইস্থলে অকার ও ইকারের স্থানে একার গুণ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু 'পূর্ব্বত্রাসিদ্ধম্' অনুসারে গুণ ও পররূপ বিধায়ক শাস্ত্রের দৃষ্টিতে লোপ শাস্ত্রের অসিদ্ধি হওয়ায়, গুণ ও পররূপ বিধায়ক শাস্ত্র উক্তস্থলে প্রবৃত্ত হইল

সূত্রানুসারে দকারের স্থানে মকার এবং তদুত্তরবর্ত্তী অকারের স্থানে উকার আদেশ করিলে 'অমুষ্মৈ' ও 'অমুষ্মিন্' প্রয়োগ দুইটির সিদ্ধি হইয়া থাকে। এস্থলে আদেশ হওয়ার পরেই স্থানিনিমিত্তক—মকার ও উকার বিধায়ক সূত্রের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

ইহা অধিকার সূত্র। অধিকার সূত্র পরবর্ত্তী প্রত্যেক সূত্রে অনুবৃত্ত হইয়া থাকে, যেস্থলে অনুবৃত্তি হয় সেই সূত্র হইতেই পূর্ব্ব ও পর ধরিয়া পরবর্ত্তী সূত্রটিকেই অসিদ্ধ করা হয়—যাহাতে অনুবৃত্ত হইয়া থাকে। সেই পরবর্ত্তী সূত্রের সহিত বাক্যার্থ বোধ হইয়া থাকে; যেমন 'ময় উঞো বো বা' (৮।৩।৩৩) ইত্যাদি সূত্রে 'পূর্ব্বত্রাসিদ্ধম্'—সূত্রটি উপস্থিত হইলে উহার বাক্যভেদ হয় এবং সেই বাক্যভেদ নিবন্ধন দুইটি বাক্যার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে। 'ময়্'-এর পরবর্ত্তী উঞ-এর বিকল্পে ব হয় এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রের দৃষ্টিতে ইহা অসিদ্ধ হইয়া যায়। এইরূপ বাক্যার্থদ্বয়ের বোধ হওয়ার ফলে 'কিম্বুক্তম্' এই প্রয়োগে উপরিউক্ত সূত্র অনুসারে 'কিমু উক্তম্'—এই অবস্থায় 'উঞ্'-এর উকারের স্থানে 'ব'কার করার পর 'মোঽনুস্বারঃ' (৮।৩।২৩) এই সূত্র অনুসারে মকারের অনুস্বার হইল না। উক্ত সূত্র দুইটিই ত্রিপাদী কিন্তু একটি পূর্ব্বত্রিপাদী এবং অপরটি পরত্রিপাদী—'মোঽনুস্বারঃ'—পূর্ব্বত্রিপাদী এবং 'ময় উঞো বো বা' পরত্রিপাদী। ভট্টোজিদীক্ষিত নিজেই ৮।৩।৩৩ সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিলেন—'বত্বস্যাসিদ্ধত্বান্নানুস্বারঃ' বত্বশাস্ত্রের অসিদ্ধত্ব নিবন্ধন 'কিম্বুক্তম্' এই-স্থলে মকারে অনুস্বার হয় না।

এইপ্রকার প্রপূর্ব্বক শম্ ধাতুর উত্তরে 'ক্বিপ্' প্রত্যয় করিয়া 'অনুনাসিকস্য ক্বিঝলোঃ ক্ঙিতি' (৬।৪।১৫) অনুসারে উপধার দীর্ঘ করিলে 'প্রশাম' এইরূপ প্রয়োগ হয়। এই অবস্থায় 'মো নো ধাতোঃ' (৮।২।৬৪) সূত্র অনুসারে 'ম্'-কারের স্থানে 'ন্'-কার করিলে 'প্রশান্' এইরূপ পদ প্রথমার একবচনে সিদ্ধ হয়। এইস্থলে পূর্ব্বোক্ত 'পূর্ব্বত্রা-সিদ্ধম্'—সূত্রটির উপস্থিতি হইলে ধাতুসম্বন্ধী মকারের স্থানে নকার

হয় এবং এই নকার বিধায়ক সূত্রটি পূর্ব্ববর্তী শাস্ত্রের দৃষ্টিতে অসিদ্ধ হইয়া যায়—এই প্রকার বাক্যভেদ পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করার ফলে 'নলোপঃ প্রাতিপদিকান্তস্য' (৮।২।৭) অনুসারে নকারের লোপ হয় না। অন্যথা 'রাজন্' শব্দের প্রথমার একবচনে যেমন নকারের লোপ হইয়া থাকে, ঠিক সেইরূপ এই ক্ষেত্রেও উপরিউক্ত সূত্র অনুসারে ন্-কারের লোপ হইতে পারিত। নলোপ শাস্ত্রের দৃষ্টিতে মকার বিধায়ক শাস্ত্রটি অসিদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ যেন প্রবৃত্তই হয় নাই, সুতরাং তদ্বিহিত কার্য্য নকারও যেন হয় নাই। ১৪১ সূত্রের ব্যাখ্যায় দীক্ষিত বলিয়াছেন 'নত্বস্যাসিদ্ধত্বান্ন-লোপো ন' নত্বশাস্ত্রের অসিদ্ধত্ব-নিবন্ধন 'প্রশান্' এই প্রয়োগে ন লোপ হয় না। প্রশ্ন হইতে পারে যে যদি এস্থলে নকারের লোপ হয় তাহা হইলে 'মো নো ধাতোঃ' সূত্র অনুসারে যে মকারের স্থানে নকার বিধান করা হইয়াছে উহা নিরর্থক হইয়া যাইবে। সুতরাং নকার বিধানের সামর্থ্যবশতঃ ইহা বলা যাইতে পারে যে উক্তক্ষেত্রে নলোপ হয় না। ইহার উত্তরে বলা হয় যে সম্বুদ্ধিস্থলে নকার যাহাতে শ্রুত হয়, সেই জন্য উক্তসূত্রে নকার বিধান করা হইয়াছে; কারণ সম্বুদ্ধিস্থলে 'ন ঙিসম্বুদ্ধ্যোঃ' (৮।২।৮) অনুসারে নকারের লোপ নিষিদ্ধ হইয়া থাকে। যদি উক্তসূত্রের দ্বারা নকার বিহিত না হয় তাহা হইলে সেক্ষেত্রে নকার শ্রুত হইতে পারিবে না।

যদি ইহা বিধিসূত্র হইত, তাহা হইলে 'সপাদসপ্তাধ্যায়ীর প্রতি ত্রিপাদীশাস্ত্র অসিদ্ধ হয়'—এইরূপ অর্থই হইত; কিন্তু ত্রিপাদীতেও পূর্ব্বের প্রতি পরশাস্ত্র অসিদ্ধ হয়—এই অর্থ হইত না, ফলে 'কিম্বুক্তম্', 'প্রশান্' ইত্যাদি স্থলে যথাক্রমে মকারের অনুস্বার ও নকারের লোপ হইয়া যাইত, তাহা যাহাতে না হয়, সেইজন্য ইহাকে অধিকার সূত্র বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, 'স্থানিবদাদেশোঽনল্বিধৌ' ইত্যাদি শাস্ত্রের ন্যায় ইহাকেও অতিদেশ সূত্র স্বীকার করিলে কোন ক্ষতি হইত না, কারণ অতিদেশ শাস্ত্র অষ্টাধ্যায়ীর যে কোন স্থানে প্রবৃত্ত হইতে পারে।

বৎঘটিত শাস্ত্রই অতিদেশ শাস্ত্র অর্থাৎ যাহাতে 'বৎ'-এর প্রয়োগ আছে, সেইরূপ সূত্রকেই অতিদেশ শাস্ত্র বলা হয়—ইহা বলা যায় না। কারণ ভাষ্যকার বলিয়াছেন—'বিনাপি বতিমতিদেশো গম্যতে' বতি ব্যতীতও অতিদেশের প্রতীতি হয়। অতিদেশের অর্থ আরোপ যাহা যে বস্তু নয়, তাহাকে সেই বস্তুরূপে ব্যবহার করিলে বতি না থাকিলেও আরোপ প্রতীয়মান হয়; যেমন 'চন্দ্রবৎমুখম্' অথবা 'অয়ং চন্দ্রঃ' এইভাবে মুখে চন্দ্রত্বের আরোপ বতিঘটিত প্রয়োগের দ্বারাও হয় এবং বতির প্রয়োগ না থাকিলেও হয়, সুতরাং 'পূর্ব্বত্রাসিদ্ধম্'—সূত্রটিকে অতিদেশ শাস্ত্র না বলিয়া অধিকার সূত্ররূপে কেন স্বীকার করা হইয়াছে?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, ইহাকে অতিদেশ শাস্ত্র স্বীকার করিলে যেমন ত্রিপাদীতে পূর্ব্বের প্রতি পরশাস্ত্র অসিদ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ সপাদসপ্তাধ্যায়ীতেও পূর্ব্বের প্রতি পরশাস্ত্র অসিদ্ধ হইবে। তাহা হইলে 'বৃক্ষেভ্যঃ' 'প্লক্ষেভ্যঃ'—ইত্যাদি স্থলে 'বহুবচনে ঝল্যেৎ' (৬।২।১০৩) এই পরবর্ত্তী শাস্ত্রকে অসিদ্ধ করিয়া 'সুপিচ' (৬।২।১০২) অনুসারে দীর্ঘের প্রসক্তি হইত। উক্ত দুইটি সূত্রই 'সপাদসপ্তাধ্যায়ীর'। ইহাতে 'বিপ্রতিষেধে পরংকার্যম্' (১।৪।২) এই সূত্রটিও নিরবকাশ হইয়া যাইত। এই বিপ্রতিষেধ সূত্রের আরম্ভ সামর্থ্যবশতঃ ইহাই বোধিত হইতেছে যে 'পূর্ব্বত্রাসিদ্ধম্'—এই সূত্রটি অধিকার সূত্র; কিন্তু অতিদেশ সূত্র নয়।

অসিদ্ধ বিষয়ে দুইটি মত দেখা যায়—কার্য্যাসিদ্ধত্ব ও শাস্ত্রাসিদ্ধত্ব। কার্য্যের অসিদ্ধি করা হইলে কার্য্যাসিদ্ধত্ব আর শাস্ত্রের বা সূত্রের অসিদ্ধত্ব হইলে শাস্ত্রাসিদ্ধত্ব। প্রক্রিয়াকৌমুদীকার রামচন্দ্র ও তাহার প্রসাদ টীকাকার বিট্‌ঠলাচার্য কার্য্যাসিদ্ধত্ববাদী ছিলেন। আর কাশিকাকার হরদত্ত মিশ্র প্রভৃতি বৈয়াকরণ আচার্য্য শাস্ত্রাসিদ্ধত্ববাদী ছিলেন। এখন বিচারণীয় এই যে কার্য্যাসিদ্ধত্ব অথবা শাস্ত্রাসিদ্ধত্ব কোন্ পক্ষটি যুক্তিসঙ্গত? ভট্টোজিদীক্ষিত শাস্ত্রাসিদ্ধত্ব পক্ষটিকেই

যুক্তিযুক্ত মনে করেন। তাঁহার মতে শাস্ত্রাসিদ্ধত্ব পক্ষটিই যে সমীচীন ইহা বোধিত করাইবার জন্যই বৃত্তিতে সপাদসপ্তাধ্যায়ীর প্রতি ত্রিপাদীশাস্ত্র অসিদ্ধ হয়—ইহা বলিয়াছেন। পদমঞ্জরী টীকায়—'শাস্ত্রস্য হি মুখ্যং পূর্ব্বত্বং সংনিবেশ বিশেষযোগিত্বাৎ; কার্য্যস্য তু শাস্ত্রদ্বারকমৌপচারিকম্, নহি মুখ্যে সম্ভবতি গৌণস্য গ্রহণং যুক্তম্'—সন্নিবেশ বিশেষ যোগিত্বনিবন্ধন শাস্ত্রের পূর্ব্বত্ব মুখ্য আর কার্য্যের পূর্ব্বত্ব শাস্ত্রের দ্বারা ঔপচারিক, মুখ্যের প্রাপ্তি সম্ভব হইলে গৌণের গ্রহণ যুক্তিযুক্ত নয়। তাঁহার প্রধান যুক্তি হইল যে পূর্ব্ব ও পর সূত্রেরই সম্ভব, কার্য্যের নয়। সূত্রগত পূর্ব্বত্ব ও পরত্ব কার্য্যে উপচার করিয়া প্রয়োগ হইতে পারে, সুতরাং সূত্রের পূর্ব্বত্ব ও পরত্ব মুখ্য এবং কার্য্যের পূর্ব্বত্ব ও পরত্ব গৌণ। মুখ্য যদি পাওয়া যায় তাহা হইলে গৌণের গ্রহণ করা ন্যায্য পথ নয়।†

শাস্ত্রাসিদ্ধত্ব পক্ষে একটি প্রয়োগে দুইটি সূত্রের প্রবৃত্তির সম্ভাবনা থাকিলে সপাদসপ্তাধ্যায়ীস্থ সূত্রের দৃষ্টিতে ত্রিপাদী অথবা ত্রিপাদীতেও পূর্ব্বের প্রতি পরবর্ত্তী অসিদ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু কার্য্যাসিদ্ধত্ব পক্ষে যতক্ষণ না শাস্ত্রের প্রবৃত্তি হয়; ততক্ষণ পর্য্যন্ত তদ্‌বোধিত কার্য্যের অসিদ্ধত্ব হইতে পারে না; সেইজন্য সেক্ষেত্রে শাস্ত্রের প্রবৃত্তি আবশ্যক। যেমন 'মনোরথঃ'—এস্থলে 'মনস্ + রথঃ' এইরূপ অবস্থায় 'সসজুষো রুঃ' (৮।২।৬৬) অনুসারে 'স্'-এর স্থানে 'রু' হইলে 'মনর্ + রথঃ' এইরূপ স্থিতি হইয়া থাকে। এই অবস্থায় দুইটি সূত্রের প্রাপ্তি আছে—'রোরি' (৮।৩।১৪) সূত্র অনুসারে রেফের পূর্ব্ববর্ত্তী—রেফের লোপ এবং 'হশি চ' (৬।১।১১৪) সূত্র অনুসারে পরবর্ত্তী রেফ রূপ 'হশে'র পূর্ব্ববর্ত্তী রু সম্বন্ধী রেফের উত্ব। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে উক্ত প্রকারে রেফের লোপ অথবা উকার কোন্‌টি

† ন্যাসকার জিনেন্দ্রবুদ্ধিও শাস্ত্রাসিদ্ধত্ববাদী ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—অপিচ শাস্ত্রস্য মুখ্যত্বং পূর্বত্বং কার্য্যস্যোপচারিকত্বম্। যস্য কার্য্যস্য শাস্ত্রং পূর্বং তদপ্যুপচারেণ পূর্বমিত্যুচ্যতে। ন স্বত এব পূর্বত্বং সন্নিবেশবিশেষাভাবাৎ।

হইবে? এস্থলে 'বিপ্রতিষেধে পরংকার্য্যম্' (১।৪।২) অনুসারে পরবর্ত্তী সূত্র অর্থাৎ 'রোরি' সূত্রের প্রাপ্তি হইয়া থাকে, কিন্তু 'রোরি' ত্রিপাদী বলিয়া 'হশিচ' (৬।১।১১৪) এই সপাদসপ্তাধ্যায়ীস্থ সূত্রের দৃষ্টিতে উহা অসিদ্ধ; অর্থাৎ উহাতে কার্য্যাপ্রবর্ত্তকত্বরূপ অসিদ্ধত্বের আরোপ করা হইলে, উহা আর প্রবৃত্ত হইবে না, সুতরাং 'হশিচ' অনুসারে উত্ব হইয়া যায়। সেই উকার ও পূর্ব্ববর্ত্তী অকারের গুণ করিলে 'মনোরথঃ' প্রয়োগটি সিদ্ধ হইয়া থাকে। শাস্ত্রাসিদ্ধত্ব পক্ষে অষ্টাধ্যায়ীতে সূত্রাবলী ব্যবস্থিত রহিয়াছে। সপাদসপ্তাধ্যায়ীস্থ সূত্রের দৃষ্টিতে ত্রিপাদী অথবা ত্রিপাদীতে পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রের দৃষ্টিতে পরবর্ত্তী সূত্রে অসিদ্ধত্বের আরোপ সম্ভব; কিন্তু কার্য্যাসিদ্ধত্ব পক্ষে শাস্ত্রের প্রবৃত্তি ব্যতীত কার্য্যের স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভব নয় সেইজন্য উহাকে অবশ্যই প্রবর্ত্তন করাইতে হইবে; যেমন 'মনর্+রথঃ' এই অবস্থায় 'বিপ্রতিষেধে পরংকার্য্যম্' এই নিয়মানুসারে পরবর্ত্তী শাস্ত্রের 'রোরি'—এই সূত্রের প্রবৃত্তি করিলে, পূর্ব্ববর্ত্তী রেফের লোপ হইয়া যাইবে। লোপের অর্থ হইল অদর্শন অর্থাৎ দর্শনাভাব, সুতরাং 'মন+রথঃ'—এইরূপ অবস্থায় দর্শনাভাবে যদি অসিদ্ধত্বের আরোপ করা হয়, তাহাতে কোন লাভ নাই। কারণ রেফের দর্শনাভাবরূপ লোপে অসিদ্ধত্ব আরোপ করিলেও রেফ পাওয়া যাইবে না আর রেফ পাওয়া না গেলে 'হশি চ' সূত্র অনুসারে উত্ব হইতে পারে না। রেফই নাই তাহার উত্ব কি করিয়া হইবে? এবিষয়ে 'দেবদত্ত হন্তৃহত ন্যায়' প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই ন্যায়টির তাৎপর্য্য হইল এই যে দেবদত্ত নামক ব্যক্তিকে যদি কেহ হত্যা করিয়া দেয়, তাহা হইলে সেই হত্যাকারী ব্যক্তির হনন করিলেও দেবদত্তের কখনও পুনরুজ্জীবন হইতে পারে না, সেইরূপ এস্থলেও দেবদত্ত স্থানীয় রেফের হনন সদৃশ লোপ বিধায়ক 'রোরি' ব্যক্তির হনন সদৃশ অসিদ্ধত্ব করিলেও দেবদত্ত স্থানীয় রেফের পুনরুজ্জীবন হওয়া সম্ভব নয়।

এস্থলে কার্য্যাসিদ্ধত্ববাদীর পক্ষ হইতে বলা যাইতে পারে যে

'মনোরথঃ'—এই ক্ষেত্রে কোন দোষ নাই, কারণ রেফের লোপ করার পর 'মন+রথঃ' এইরূপ অবস্থায় রেফের দর্শনভাবরূপ লোপে অসিদ্ধত্ব আরোপ করার অর্থ হইল দর্শনাভাবের অভাব; দর্শনাভাবের অভাব হইল দর্শনস্বরূপ। দ্বিতীয় অভাব প্রথম অভাবের প্রতিযোগী স্বরূপ বলিয়া প্রসিদ্ধ, যেমন ঘটাভাবাভাব ঘটস্বরূপ। তাহা হইলে রেফের দর্শনাভাবের অভাব রেফস্বরূপ হইলে, উহার উত্ব করিয়া 'মনোরথঃ' ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধ হইতে পারে, সুতরাং কার্য্যাসিদ্ধত্ব পক্ষে কোন দোষ নাই।

ইহার উত্তরে শাস্ত্রসিদ্ধত্ববাদী বলেন যে অভাবকার্য্যস্থলে কোন প্রকারে দোষোদ্ধার করা সম্ভব হইলেও ভাবকার্য্যস্থলে কোন উপায়েও প্রসক্ত দোষের নিরাকরণ করা সম্ভব নয়, যেমন 'অদস্ ঔ' এক্ষেত্রে পূর্ব্বে 'ত্যদাদীনামঃ' (৭।২।১০২) অনুসারে সকারের স্থানে অকার করিলে 'অদ-অ+ঔ' এই অবস্থায় 'অতোগুণে' (৬।১।৯৭) ও 'অদসোঽসের্দাত্তুদোমঃ' (৮।২।৮০) এই দুইটি সূত্রের প্রাপ্তি হইয়া থাকে। 'অতোগুণে' সূত্রটি, পরবর্ত্তী মুত্ব বিধায়ক সূত্রের দ্বারা বাধিত হওয়ার ফলে পূর্ব্বে মুত্ব হইলে 'অমু অ+ঔ' এইরূপ অবস্থায় 'পূর্ব্বত্রাসিদ্ধম্' অনুসারে পররূপ এই সপাদসপ্তাধ্যায়ীস্থ কার্য্যের দৃষ্টিতে ত্রৈপাদিক কার্য্য মুত্ব অসিদ্ধ হইলে অর্থাৎ উকারে অসিদ্ধত্ব আরোপ করিলেও পূর্ব্বোক্ত 'দেবদত্তহন্তৃহত' ন্যায় অনুসারে স্থানিভূত অকার পাওয়া যাইবে না, ফলে 'অতোগুণে' সূত্র অনুসারে সকারের অকার ও পরবর্ত্তী অকার এই দুইটির স্থানে যে পররূপ হয়, সেই অভীষ্ট পররূপ সিদ্ধ হইতে পারে না।

শাস্ত্রসিদ্ধত্ব পক্ষে 'অদ-অ+ঔ' এইরূপ অবস্থায় 'অতোগুণে' ও 'অদসোঽসের্দাত্তুদোমঃ' এই দুইটি সূত্রের প্রাপ্তি হইলে সপাদসপ্তাধ্যায়ী শাস্ত্রের দৃষ্টিতে ত্রিপাদিশাস্ত্রের অসিদ্ধ হয় অর্থাৎ এস্থলে পররূপ বিধায়ক শাস্ত্রটি সপাদসপ্তাধ্যায়ী এবং 'অদসোঽর্থে' এই মুত্ববিধায়ক শাস্ত্রটি ত্রৈপাদিক। সুতরাং এই ত্রৈপাদিক মুত্ব বিধায়ক সূত্রেই কার্য্যাপ্রবর্ত্তকত্ব-

রূপ অসিদ্ধত্বের আরোপ করিলে উহার আর উক্তক্ষেত্রে প্রবৃত্তি হয় না; সেইজন্য উক্তস্থলে 'অদ-অ+ঔ' এই অবস্থায় দকারের অকার ও পরবর্ত্তী অকার এই দুইটির পররূপ হইলে 'অদ+ঔ' এইরূপ স্থিতি হইয়া থাকে। তখন 'বৃদ্ধিরেচি' (৬।১।৮৮) সূত্র অনুসারে ঔকার বৃদ্ধি করিয়া 'অদৌ' এইরূপ অবস্থায় 'মুত্ব' করিলে 'অমূ' পদটির সিদ্ধি হয়।

কার্য্যাসিদ্ধত্ববাদীর মতে কার্য্যে অসিদ্ধ করিতে হইলে তদ্বিধায়ক শাস্ত্রের প্রবৃত্তি করাইতে হইবে। শাস্ত্রের প্রবৃত্তি না হইলে কার্য্য হইবে না; আর কার্য্য না হইলে আরোপের অধিষ্ঠান থাকে না; অধিষ্ঠান ব্যতীত কখনও আরোপ সম্ভব নয়, সেইজন্য এইমত অনুসারে উক্তস্থলে মুত্ববিধায়কশাস্ত্রের প্রবৃত্তি হইবে। তবে সেই মুত্বে অসিদ্ধত্বের আরোপ করা হইবে। সেক্ষেত্রে অকারের স্থানে জাত উকারে অসিদ্ধত্ব আরোপ করিলেও অকার পাওয়া যাইবে না, কারণ অকার উকারের অভাবস্বরূপ নয়। অকার না পাওয়া গেলে অভীষ্ট পররূপ কখনও হইতে পারে না।

শাস্ত্রাসিদ্ধত্ববাদীর মতে শাস্ত্রের প্রবৃত্তি করান আবশ্যক নয়, সেই শাস্ত্রেই অসিদ্ধত্বের আরোপ হইয়া থাকে। শাস্ত্রের অসিদ্ধত্ব হওয়ার অর্থ হইল উহার প্রবৃত্তি না হওয়া। সুতরাং উক্তস্থলে মুত্ববিধায়ক সূত্রের প্রবৃত্তি হইবার প্রয়োজন থাকে না, তাহা হইলে উক্তস্থলে দুইটি অকারের নির্বিঘ্নে পররূপ হইতে পারে, সুতরাং এইমতে 'অমূ', 'অমী' প্রভৃতিস্থলে কোন দোষের অবকাশ থাকে না। এই জন্যই শাস্ত্রাসিদ্ধত্ব পক্ষেই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া সিদ্ধান্তরূপে স্বীকার করা উচিত।

'অ অ' সূত্রটি অষ্টাধ্যায়ীর শেষের সূত্র। সুতরাং সপাদসপ্তাধ্যায়ীর দৃষ্টিতেও ইহা অসিদ্ধ, এবং ত্রিপাদীর দৃষ্টিতেও অসিদ্ধ, সেইজন্য এই সূত্রের দ্বারা সংবৃতত্ব বিহিত হইলেও উক্ত সূত্রটির অসিদ্ধতানিবন্ধন বিবৃতত্বই থাকে। এইজন্যই প্রক্রিয়াদশায় অকার বিবৃত।

এইবার বাহ্যপ্রযত্নের বিষয়ে দীক্ষিত বলিতেছেন—

বাহ্যপ্রয়ত্নস্ত্বেকাদশধা—বিবারঃ সংবারঃ শ্বাসো নাদো ঘোষে ।হঘোষোহল্পপ্রাণো মহাপ্রাণ উদাত্তোহনুদাত্তঃ স্বরিতশ্চেতি ।

বাহ্যপ্রযত্ন এগার প্রকার ১। বিবার ২। সংবার ৩। শ্বাস ৪। নাদ ৫। ঘোষ ৬। অঘোষ ৭। অল্পপ্রাণ ৮। মহাপ্রাণ ৯। উদাত্ত ১০। অনুদাত্ত ১১। স্বরিত।

কোন্ বর্ণের কি কি বাহ্যপ্রযত্ন তাহা দুইটি শ্লোকে সংগৃহীত করা হইয়াছে—

খয়াং যমাঃ খয়ঃ ≍ ক ≍ পৌ বিসর্গঃ শর এব চ।
এতে শ্বাসানুপ্রদানা অঘোষাশ্চ বিবৃণ্বতে ॥
কণ্ঠমন্তে তু ঘোষাঃ স্যুঃ সংবৃতা নাদভাগিনঃ।
অযুগ্মা বর্গযমগা য়ণশ্চাল্পাসবঃ স্মৃতাঃ ॥

খয়্ প্রত্যাহারস্থ বর্ণ, খয়্ প্রত্যাহারান্তর্গত যম, জিহ্বামূলীয়, বিসর্গ এবং শর্‌প্রত্যাহারস্থবর্ণ ইহাদের শ্বাস, অঘোষ ও বিবার প্রযত্ন। অন্যবর্ণগুলির ঘোষ, সংবার ও নাদপ্রযত্ন। বর্গের মধ্যে ও যমের মধ্যে যেগুলি অযুগ্মবর্ণ উহাদের ও অল্পপ্রাণ প্রযত্ন।

যম বলিতে কোন্ কোন্ বর্ণের বোধ হয় ইহা বলা হইতেছে—

বর্গেম্বাদ্যানাং চতুর্ণাং পঞ্চমে পরে মধ্যে যমো নাম পূর্বসদৃশো বর্ণঃ প্রাতিশাখ্যে প্রসিদ্ধঃ। পলিক্ক্নীঃ, চখ্খ্নতুঃ, অগ্গ্নিঃ, ঘ্ঘ্নন্তীত্যত্র ক্রমেণ কখগঘেভ্যঃ পরে তৎসদৃশা এব যমাঃ।

বর্গের আদি চারিটি বর্ণের পরে যদি পঞ্চম বর্ণ থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ণের সদৃশ যে বর্ণ উহাই 'যম' নামে প্রাতিশাখ্যে প্রসিদ্ধ, যেমন পলিক্ক্নীঃ, চখ্খ্নতুঃ, অগ্গ্নিঃ, ঘ্ঘ্নন্তি ইত্যাদিতে ক্রমশঃ কখগঘ-এর পরে তৎসদৃশ বর্ণগুলি 'যম'।

একটি বিশেষ ধ্বনিকে 'যম' নামে অভিহিত করা হয়। ইহার ধ্বনি আছে; কিন্তু লিপি নাই। শিক্ষায় ও প্রাতিশাখ্যে যমকে বর্ণান্তর বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। পাণিনীয় শিক্ষায় 'ষট্‌ষষ্টিশ্চতুঃষষ্টির্বা বর্ণাঃ শম্ভুমতে মতাঃ'—ইত্যাদিরূপে ছেষট্টি ও চৌষট্টি বর্ণের সংখ্যা কথিত হইয়াছে। উহার মধ্যে 'যম' নামক বর্ণেরও

গ্রহণ করা হইয়াছে। অবশ্য কোন কোন আচার্য্য ইহাকে একটি আগম বলিয়া স্বীকার করেন। ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্যে অনুনাসিক স্পর্শের পূর্ব্ববর্ত্তী অননুনাসিক স্পর্শের যমাপত্তি স্বীকার করা হইয়াছে (ঋ. প্রা. ৬।২৯) পূর্ব্বের যমাপত্তি কিরূপ হইবে ইহাও বলা হইয়াছে 'যমঃ-প্রকৃত্যৈব সদৃক্' (৬।৩২) প্রকৃতির সদৃশই যম হয় অর্থাৎ পূর্ব্বে ক্ খ্ গ্, অথবা ঘ্ থাকিলে, অনুনাসিকের পূর্ব্বে তৎসদৃশ যে বর্ণ, তাহাই যম। যেমন 'পলিক্ ক্নী' ইত্যাদিতে মধ্যবর্ত্তী ক্ সদৃশ বর্ণ যম।

নারদীয় শিক্ষাতেও বলা হইয়াছে যে 'অনন্ত্যশ্চ ভবেৎ পূর্ব্বোঽন্ত্যশ্চ পরতো যদি; তত্র পূর্ব্বো যমস্তিষ্ঠেৎ সদৃশো পূর্ব্ববর্ণয়োঃ।' বর্গের অন্ত্যবর্ণ পরে থাকিতে অনন্ত্য পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণের পরে তৎসদৃশ যে মধ্যবর্ত্তীবর্ণ উহাই যম নামে অভিহিত হয়। নারদীয় শিক্ষার উদ্ধৃত শ্লোকে পূর্ব্ববর্ণয়োঃ এই দ্বিবচন পদ আছে, উহার দ্বিত্বের কোনরূপ বিবক্ষা নাই অর্থাৎ একত্ব অর্থে ঐরূপ দ্বিবচনের প্রয়োগ করা হইয়াছে।

তত্র বর্গাণাং প্রথম দ্বিতীয়াঃ খয়স্তথা তেষামেব য়মাঃ জিহ্বামূলীয়োপধ্মানীয়ৌ বিসর্গঃ শষসাশ্চেত্যেতেষাং বিবারঃ শ্বাসোঽঘোষশ্চ। অন্যেষাং তু সংবারো নাদো ঘোষশ্চ। বর্গাণাং প্রথম তৃতীয়পঞ্চমাঃ প্রথম তৃতীয়য়মৌ য়রলবাশ্চাল্পপ্রাণাঃ। অন্যে মহাপ্রাণা ইত্যর্থঃ।

তাহার মধ্যে বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় 'খয়্' আর উহারই 'যম্', জিহ্বামূলীয়, উপধ্মানীয় এবং শ, ষ, স ইহাদের বিবার শ্বাস ও অঘোষ-প্রযত্ন। অন্যের সংবার, নাদ ও ঘোষপ্রযত্ন। বর্গের প্রথম, তৃতায় ও পঞ্চমবর্ণ এবং প্রথম ও তৃতীয় যম আর য়, র, ল, ব ইহারা অল্পপ্রাণ সুতরাং অন্যবর্ণগুলি হইল মহাপ্রাণ।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। 'খয়্' প্রত্যাহারে বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণই আছে, যেমন খ, ফ, ছ, ঠ, থ, চ, ট, ত, ক, প এইগুলি খয়্ প্রত্যাহারস্থ বর্ণ। ইহাদের পাঁচটি বর্গক্রমে সাজাইলে এইরূপ হইবে—ক চ ট ত প খ ছ ঠ থ ফ। খয়্ প্রত্যাহারেরই 'যম' বলিলে বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ সদৃশ বর্ণ বুঝায়। ≍ ক ও ≍ প

ইহারই ব্যাখ্যা জিহ্বামূলীয় ও উপধ্মানীয়। 'শর্' প্রত্যাহারে শ ষ ও স—এই তিনটি বর্ণ আছে—ইহাদেরও বিবার, শ্বাস ও অঘোষ-প্রযত্ন। অন্তের সংবার, নাদ ও ঘোষপ্রযত্ন। অন্ত বলিতে বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যতীত বর্ণগুলির গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম এবং উহাদেরই যম অর্থাৎ তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ সদৃশ বর্ণ। পঞ্চমবর্ণ 'যম' হয় না। হকার, অনুস্বার, য়, র, ল, ব—এইগুলির সংবার, নাদ ও ঘোষপ্রযত্ন।

এস্থলে অন্য শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত হল্ ব্যতীত অন্য 'হল্' বর্ণ এবং 'অচ্'-এর গ্রহণ করা হইয়াছে—ইহা বুঝিতে হইবে। সুতরাং বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম এবং অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, এ, ঐ, ও, ঔ। এই স্বরবর্ণগুলির সংবার, নাদ ও ঘোষপ্রযত্ন। বর্গের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম বর্ণ এবং উহাদের 'যম' অর্থাৎ বর্গের প্রথম, তৃতীয় বর্ণ সদৃশ বর্ণ। য়, র, ল, ব—এইগুলি অল্পপ্রাণ এবং ইহা ব্যতীত সবগুলিই মহাপ্রাণ।

য়রলবাশ্চ—এই চকারের দ্বারা 'অচ্'-এরও গ্রহণ হইয়াছে—ইহা বুঝিতে হইবে। 'অচ্' অর্থাৎ স্বরবর্ণের যে অল্পপ্রাণ ইহাতে 'সুপাং সুলুক্' (৭।১।৩৯) এই সূত্রের ভাষ্য বচনই প্রমাণ। সেস্থলে প্রসঙ্গ-ক্রমে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে 'ইকারস্থান্তর্য্যতো দকারো ভবতি'—ইকারের স্থানে আন্তরতম্যবশতঃ দকার হয়—এই ভাষ্য বচনের দ্বারাই মনে হয় যে ভাষ্যকার স্বরবর্ণের অল্পপ্রাণ স্বীকার করেন। কারণ ভাষ্যকার কেবল ইকারের স্থানে দকার হয় ইহা বলিয়াছেন দকার ও ধকার হয়—এইরূপ বলেন নাই, নিশ্চিতরূপে দকার হয় ইহা বলিয়াছেন। দকারের অল্পপ্রাণ প্রযত্ন বলিয়া ইকারের আন্তরতম্য-বশতঃ দকার হয়—ইহা ভাষ্যকার বলিয়াছেন; সেইজন্য অল্পপ্রাণই উহার প্রযত্ন এইরূপ স্বীকার করা উচিত। যদি অল্পপ্রাণ ব্যতীত মহাপ্রাণ স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে ইকারের স্থানে দকার ও ধকার হয়—এইরূপ বলিতেন।

উক্ত ভাষ্যবচনের দ্বারা স্বরবর্ণের সংবার, নাদ ও ঘোষপ্রযত্ন হয়—ইহাও প্রতীয়মান হইয়া থাকে, কারণ যদি স্বরবর্ণের সংবার নাদ ও ঘোষপ্রযত্ন না হইত, তাহা হইলে ভাষ্যকার ইকারের স্থানে তকার ও দকার হয়—এইরূপ বলিতেন, কেবল দকার মাত্রের উল্লেখ করিতেন না। সুতরাং স্বরবর্ণগুলির সংবার, নাদ, ঘোষ ও অল্পপ্রাণপ্রযত্ন—ইহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। ভট্টোজিদীক্ষিত এবিষয়ে স্পষ্ট কিছুই বলেন নাই, কিন্তু সকলের মনেই এইরূপ প্রশ্ন জাগিতে পারে যে স্বরবর্ণের বাহ্যপ্রযত্ন কি? নাগেশ শব্দেন্দুশেখরে এ বিষয়ে উপরিউক্ত প্রমাণের দ্বারা উপপাদিত করিয়াছেন যে স্বরবর্ণের পূর্ব্বোক্ত চারিটি বাহ্যপ্রযত্ন হইয়া থাকে।*

মহাপ্রাণ প্রযত্নও 'অন্যেতু'—এইরূপ অন্যশব্দের দ্বারাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; সেস্থলেও 'অন্য' শব্দের অর্থ বর্গের দ্বিতীয়, চতুর্থবর্ণ, উহাদের যম, শ, ষ, স, হ ও অযোগবাহ—অর্থাৎ অনুস্বার, বিসর্গ, জিহ্বামূলীয় ও উপধ্মানীয়।

বিবার, শ্বাস অঘোষ অল্পপ্রাণ	বিবার, শ্বাস অঘোষ মহাপ্রাণ	সংবার, নাদ ঘোষ অল্পপ্রাণ	উদাত্ত, অনুদাত্ত স্বরিত	সংবার, নাদ ঘোষ মহাপ্রাণ
ক, চ, ট, ত, প	খ, ছ, ঠ, থ, ফ, শ, ষ, স, ঃ, ≍ক্, ≍প	গ, জ, ড, দ, ব, ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, য়, র, ল, ব, অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, এ, ঐ, ও, ঔ	অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, এ, ও, ঐ, ঔ	ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ হ, অং যম

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে উপরে বাহ্যপ্রযত্নের উপপাদন কি কারণে করা হইয়াছে; উহাদের সবর্ণ সংজ্ঞায় কোন উপযোগিতা নাই। তাল্বাদিস্থান ও আভ্যন্তরপ্রযত্ন এই দুইটি সমান থাকিলেই

* য়রলবাশ্চেতি চকারেনাচামপি গ্রহণং বোধ্যম্ 'সুপাংসুলুগি'তিসূত্রে ইকারস্থান্তর্যতো দকারোভবতীতিভাষ্যাৎ। অন্যথা ত-দৌ পর্যায়েণ স্যাতাম্। অল্প-প্রাণতানঙ্গীকারে দ-ধৌ পর্যায়েণ স্যাতাম্—বৃ. শ. শেখর।

সবর্ণ সংজ্ঞা হয়। সবর্ণ সংজ্ঞায় বাহ্যপ্রযত্ন সমান থাক বা না থাক তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। ককার ও খকারের বাহ্য প্রযত্নভেদ থাকা সত্ত্বেও উচ্চারণ স্থান ও আভ্যন্তরপ্রযত্নের ঐক্যবশতঃ উহাদের সবর্ণসংজ্ঞা হইয়া থাকে। সুতরাং প্রয়োজন ব্যতীতই বাহ্যপ্রযত্নের উপপাদন কেন করা হইয়াছে?

ইহার উত্তরে ভট্টোজিদীক্ষিত বলিয়াছেন—

বাহ্যপ্রযত্নাশ্চ যদ্যপি সবর্ণসংজ্ঞায়ামনুপযুক্তাস্তথাপ্যান্তরতম্য-পরীক্ষায়ামুপয়োক্ষ্যন্ত ইতি বোধ্যম্।

বাহ্যপ্রযত্নগুলি যদিও **সবর্ণসংজ্ঞার** উপযোগী নয়, তথাপি আন্তরতম্য যাচাই করার স্থলে উহাদের উপযোগিতা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

সবর্ণসংজ্ঞায় বাহ্যপ্রযত্নগুলির কোন প্রয়োজনীয়তা না থাকিতে পারে, কিন্তু 'স্থানেঽন্তরতমঃ' সূত্রানুসারে যখন স্থানী ও আদেশের আন্তরতম্য পরীক্ষা করা হইবে। তখন উহাদের উপযোগিতা অনস্বীকার্য্য। যেমন—'উদ্‌স্থানম্' ইত্যাদি স্থলে 'উদঃ স্থাস্তম্ভোঃ পূর্ব্বস্য' (৮।৪।৬১) অনুসারে 'স্থা'-এর সকারের পূর্ব্বসবর্ণ বিহিত হইয়াছে। পূর্ব্বসবর্ণের অর্থ পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণের সবর্ণ সংজ্ঞক বর্ণ। সকারের স্থানে পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণ যে দকার, ইহার সবর্ণসংজ্ঞক বর্ণ হইবে। দকারের সবর্ণসংজ্ঞক বর্ণ সেই বর্গের সব বর্ণগুলিই—ত থ ধ প্রভৃতি; সুতরাং সকারের স্থানে ত থ ও ধ-এর অন্যতম বর্ণ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; ইহাতে কোন ব্যবস্থা থাকিবে না। সেই জন্যই পূর্ব্ব সবর্ণ বর্ণগুলির মধ্যেও দেখিতে হইবে যে, সকাররূপ স্থানীর অন্তরতম সদৃশতম কোনটি? অন্তরতম চারি প্রকার স্থান, অর্থ, গুণ ও প্রমাণ। স্থানকৃৎ আন্তরতম্য ধরিলে দন্ত্যসকারের স্থানে সেইরূপ তবর্গের যেকোন বর্ণ প্রাপ্ত হইবে, সুতরাং গুণকৃৎ আন্তরতম্যের সাদৃশ্য ধরিতে হইবে। বাহ্যপ্রযত্নকেই গুণ বলা হয়। বাহ্যপ্রযত্নের সাদৃশ্য ধরিলে বিবার, শ্বাস, অঘোষ ও মহাপ্রাণযুক্ত সকারের স্থানে বিবার,

শ্বাস, অঘোষ ও মহাপ্রাণযুক্ত থকারই হইয়া থাকে। তবে উৎথানম্ পদ সিদ্ধ হয়। দীক্ষিতও সেস্থলে লিখিয়াছেন—

অত্রাঘোষস্য মহাপ্রাণস্য সস্য তাদৃশ এব থকারঃ—এস্থলে অঘোষ ও মহাপ্রাণ সকারের স্থানে, সেইরূপ থকারই হইয়া থাকে (সি. কৌ. ১১৮)।

এই প্রকার 'বাগ্‌ হরিঃ'—এইস্থলে 'ঝয়োহোঽন্যতরস্যাম্' (৮।৪।৬২) সূত্র অনুসারে ঝয়্‌ প্রত্যাহারস্থ বর্ণের পরবর্ত্তী হকারের পূর্ব্বসবর্ণ বিহিত হইয়াছে। হকারের পূর্ব্ববর্ত্তীবর্ণ যে গকার উহার সবর্ণ সংজ্ঞকবর্ণের আদেশ বিধান করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে পূর্ব্বের মত কণ্ঠ্য হকারের স্থানে কবর্গের ক, খ অথবা ঘ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা হইলে কোন ব্যবস্থা থাকে না। বাক্‌করি, বাক্‌খরি অথবা বাগ্‌ঘরি :—যে কোনটির প্রয়োগ প্রাপ্ত হইবে। সেইজন্য 'স্থানেঽন্তরতমঃ' সূত্র অনুসারে কবর্গের মধ্যে যাহার সহিত হকারের বাহ্যপ্রযত্নের সমানতা থাকে উহাই হইবে। এস্থলে হকারের সংবার, নাদ, ঘোষ ও মহাপ্রাণপ্রযত্ন, আর কবর্গের মধ্যে ঘকারেরও সংবার, নাদ, ঘোষ ও মহাপ্রাণপ্রযত্ন, সুতরাং হকারের স্থানে ঘকারই হয়, অন্যবর্ণ হয় না, সেইজন্য 'বাগ্‌ঘরিঃ'—এই প্রয়োগটি সিদ্ধ হইয়া থাকে। দীক্ষিতও সেস্থলে বলিয়াছেন—

ঘোষবতো নাদবতো মহাপ্রাণস্য হস্য আদৃশো বর্গচতুর্থঃ—ঘোষবৎ, নাদবৎ ও মহাপ্রাণবৎ হকারের স্থানে, সেইরূপ বর্গচতুর্থই আদেশ হয়। (সি. কৌ. ১১৯)।

সবর্ণসংজ্ঞায় অনুপযোগী; কিন্তু আন্তরতম্য পরীক্ষায় উপযোগী বলিয়া বাহ্যপ্রযত্নকে গুণ বলা হইয়াছে। আর এইরূপ সাদৃশ্যবশতঃ উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত—এই স্বরগুলিকেও ভাষ্যকার 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' (১।১।১) সূত্রে গুণ শব্দের দ্বারা ব্যবহার করিয়াছেন। ভট্টোজিদীক্ষিতও বাহ্যপ্রযত্নের মধ্যে এইগুলিকে গ্রহণ করিয়াছেন। বাস্তবপক্ষে তাল্বাদির ঊর্দ্ধভাগ ও অধোভাগ নিষ্পন্ন বলিয়া উদাত্ত প্রভৃতি স্বর-

গুলিকেও আভ্যন্তর প্রযত্নরূপেই স্বীকার করা উচিত। ওষ্ঠ প্রভৃতি কাকলক পর্য্যন্ত মুখ প্রদেশকেই আস্য বলা হইয়াছে এবং আস্যান্তর্গত যে ব্যাপার তাহার আভ্যন্তরপ্রযত্ন—উহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ভাষ্যকার তুল্যাস্য সূত্রে বিবার, সংবার প্রভৃতি আটটি বাহ্য প্রযত্নেরই উল্লেখ করিয়াছেন; উদাত্ত প্রভৃতি আর তিনটির উল্লেখ করেন নাই।

অঘোষ অল্পপ্রাণ, অঘোষ মহাপ্রাণ এবং ঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ মহাপ্রাণ—এই কয়টি বাহ্যপ্রযত্নের দ্বারাই 'উৎথানম্' 'বাগ্ঘরিঃ' প্রভৃতি স্থলে যথাক্রমে অঘোষ মহাপ্রাণ সকারের স্থানে অঘোষ মহাপ্রাণ থকার এবং ঘোষ মহাপ্রাণ হকারের স্থানে ঘোষ মহাপ্রাণ ঘকার হইতে পারে; সুতরাং বিবার, শ্বাস, সংবার ও নাদ—এই চারিটি অধিক বাহ্যপ্রযত্ন স্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। কেবল শিক্ষাশাস্ত্রের অনুসরণেই এইরূপ স্বীকার করা হইয়াছে—ইহাই বুঝিতে হইবে।

আভ্যন্তরপ্রযত্নের উপপাদন প্রসঙ্গে দীক্ষিত বলিয়াছেন যে স্পর্শ-বর্ণের স্পৃষ্টপ্রযত্ন; অন্তঃস্থবর্ণের ঈষৎস্পৃষ্ট ইত্যাদি। কিন্তু স্পর্শ, অন্তঃস্থা প্রভৃতি বর্ণ কাহাকে বলে?—ইহার উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন—

কাদয়ো মাবসানাঃ স্পর্শাঃ। যরলবা অন্তঃস্থাঃ। শষসহা উষ্মাণঃ। অচঃ স্বরাঃ। ⌣ক⌣প ইতি কপাভ্যাং প্রাগর্দ্ধবিসর্গ সদৃশৌ জিহ্বামূলীয়োপধ্মানীয়ৌ। অং অঃ ইত্যচঃ পরাবনুস্বারবিসর্গৌ।

কাদি মাবসান বর্ণ সমুদায় স্পর্শ বর্ণ, য র ল ও ব অন্তঃস্থা, শ ষ স ও হ উষ্মবর্ণ, অচ্ প্রত্যাহারস্থ বর্ণগুলিই স্বরবর্ণ, ⌣ক ⌣প—এই প্রকারে ক ও প-এর পূর্ব্বে অর্দ্ধবিসর্গ সদৃশ বর্ণ যথাক্রমে জিহ্বামূলীয় ও উপধ্মানীয়বর্ণ। অং অঃ—এইরূপে 'অচ্'-এর পরবর্ত্তী অনুস্বার ও বিসর্গ।

ককার হইতে মকার পর্য্যন্ত যে বর্ণসমুদায়, উহাকে স্পর্শ বর্ণ বলে। এই বর্ণসমুদায়ে পাঁচটি বর্গ আছে—কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ ও পবর্গ। এই পাঁচটি বর্গে যে পচিশটি বর্ণ আছে—এইগুলি স্পর্শ নামে অভিহিত হইয়া থাকে, কারণ ইহাদের উচ্চারণ করিতে জিহ্বার অগ্রভাগ, উপাগ্র-ভাগ, মধ্যভাগ ও মূলভাগ উচ্চারণস্থানের সহিত সম্যগ্রূপে স্পৃষ্ট হয়। মাহেশ্বর সূত্রের যেরূপ পাঠ আছে, তাহাতে ক হইতে ম পর্য্যন্ত পাঁচটি বর্গের ক্রম পাওয়া অসম্ভব; সুতরাং লোকপ্রসিদ্ধ মাতৃকাক্রম অনুসারেই এইরূপ কাদি মাবসান বর্ণসমুদায় গৃহীত হইয়াছে—ইহা বুঝিতে হইবে। লোকপ্রসিদ্ধ ককারদির ক্রমও অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। প্রাতিশাখ্যে এই ক্রমই গৃহীত হইয়া থাকে।

য র ল ব—এই চারিটি বর্ণকে অন্তঃস্থা বলা হইয়াছে। অন্তঃ মধ্যে তিষ্ঠন্তি—এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে যাহা মধ্যবর্ত্তী এইরূপ তাৎপর্য্যে ঐ বর্ণগুলিকে অন্তঃস্থা বলা হয়। এইগুলি স্পৃষ্টও নয় এবং বিবৃতও নয় অর্থাৎ স্পৃষ্ট ও বিবৃতের মাঝামাঝি। বিবৃতবর্ণের উচ্চারণে জিহ্বার দূরে অবস্থান হয় আর স্পৃষ্টবর্ণের উচ্চারণে জিহ্বার উচ্চারণ স্থানের সঙ্গে সম্যগ্রূপে স্পর্শ হয়; কিন্তু উক্ত চারিটি বর্ণের উচ্চারণে স্থানের সহিত জিহ্বার ঈষৎ স্পর্শ হয়।

জিহ্বার কোন অংশের দ্বারা কোন বর্ণের উচ্চারণ করিতে হয়—ইহা প্রাতিশাখ্যে সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে—যেমন 'তালৌ জিহ্বা মধ্যেন চবর্গে মূর্দ্ধন্যানাং জিহ্বাগ্রং প্রতিবেষ্টিতম্' (তৈ. প্রা. ২।৩৬।৪৭) তালব্য-বর্ণের উচ্চারণ করিতে হয় জিহ্বার মধ্যভাগ দ্বারা এবং মূর্দ্ধন্যবর্ণের উচ্চারণ করিতে হয় জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা ইত্যাদি।

শ ষ স ও হ—এই চারিটি বর্ণকে উষ্মবর্ণ বলা হয়। উষ্মপ্রধান বর্ণ উষ্মবর্ণ। ভাষ্যকার বর্গের দ্বিতীয় চতুর্থ বর্ণগুলিকে উষ্মবর্ণ বলিয়া ব্যবহার করিয়াছেন 'তমব্ গ্রহণাদ্ যে সোষ্মাণো, নাদবন্তশ্চ তে ভবন্তি চতুর্থাঃ—'বাগ্ঘসতি' অন্যথা সোষ্মাণঃ সোষ্মাণ ইতি দ্বিতীয়াঃ, নাদবতো নাদবন্ত ইতি চতুর্থাঃ, প্রসজ্যেরন্—অর্থাৎ 'স্থানেঽন্তরতমঃ'—

এই সূত্রে তমপ্ গ্রহণ থাকায় উষ্মযুক্ত ও নাদযুক্ত যে বর্গের চতুর্থ বর্ণ, তাহাই হইয়া থাকে অন্যথা উষ্মবর্ণের সাদৃশ্যবশতঃ বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ হইত এবং নাদবৎ সাদৃশ্যবশতঃ চতুর্থ বর্ণও হইত—এইভাবে বিকল্পে দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ দুই হইত ইত্যাদি। মহাপ্রাণ বর্ণগুলিকে ভাষ্যকার সোষ্ম শব্দের দ্বারা ব্যবহার করিয়াছেন, সুতরাং বর্গের দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং শ ষ স হ এই সবগুলি সোষ্মবর্ণ। ভট্টোজিদীক্ষিত উক্ত চারিটি বর্ণকে উষ্মবর্ণরূপে যে ব্যবহার করিয়াছেন ইহা কেবল শিক্ষাশাস্ত্রকে অনুসরণ করিয়া। শিক্ষাতে কেবল শ ষ স হ—এই চারিটি বর্ণকেই উষ্ম বলিয়া ব্যবহার করা হইয়াছে। যেমন—স্বরাণামুষ্মণাঞ্চ বিবৃতং করণং স্মৃতম্। স্বর ও উষ্মবর্ণের বিবৃত প্রযত্ন হয়। উষ্মযুক্ত বলিয়া ঐ বর্ণগুলিকে সোষ্মবর্ণ বলা হয় এবং উষ্মপ্রধান বলিয়া উহাদের লক্ষণার দ্বারা উষ্মবর্ণরূপেও ব্যবহার করা হয়। যাহার উচ্চারণ করিতে প্রাণবায়ুর আধিক্য থাকে, তাহাই উষ্ম অথবা সোষ্মবর্ণ। সকল মহাপ্রাণ বর্ণগুলির উচ্চারণ করিতেই প্রাণবায়ুর আধিক্য থাকে, সেইজন্যই উহাদের মহাপ্রাণ বলা হয়। শিক্ষায় ও ব্যাকরণে কেবল উষ্মবর্ণ বলিতে শ ষ স হ—এই চারিটিরই বোধ হইয়া থাকে, এইগুলির বিবৃত প্রযত্ন অর্থাৎ উহাদের উচ্চারণ করিতে হইলে জিহ্বার অবস্থিতি মাত্র হইয়া থাকে।

স্বর—দীক্ষিত স্বরের ব্যাখ্যা 'অচ্' শব্দের দ্বারা করিয়াছেন অর্থাৎ পাণিনীয় ব্যাকরণে যেগুলিকে 'অচ্' বলা হয়, উহাকেই লোকে অথবা প্রাতিশাখ্যে 'স্বর' বলিয়া ব্যবহার করা হয়। নাগেশ বলিয়াছেন—উদাত্তাদিভিঃ স্বয়ং রাজন্তে ইতি স্বরাঃ—যাহা উদাত্ত প্রভৃতি স্বরের দ্বারা রাজিত হয় উহাই স্বর শব্দের অর্থ। স্ব পূর্ব্বক রাজ্ ধাতুর শেষে ঔণাদিক 'উ' প্রত্যয় করিয়া উগা নিষ্পন্ন হইয়াছে। উদাত্ত প্রভৃতি স্বরের আশ্রয় বলিয়া উহাদিগকে স্বর বলা হয়। 'ত উচ্যন্তে স্বরাশ্রয়াঃ' (ঋ. প্রা.) উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত—এইগুলি স্বরাশ্রয়। অর্থাৎ উদাত্ত প্রভৃতি হইল স্বর এবং স্বরের যাহা আশ্রয় তাহাও স্বর। অথবা স্বর্য্যতে শব্দ্যতেঽনেন ব্যঞ্জনমিতি স্বরঃ—যাহার দ্বারা ব্যঞ্জন শব্দিত

অর্থাৎ উচ্চারিত হয় তাহাই স্বর—স্বরের সাহায্যেই ব্যঞ্জনের উচ্চারণ হয়। ব্যঞ্জনবর্ণ স্বর ব্যতীত উচ্চারিত হয় না, সুতরাং ব্যঞ্জনের উচ্চারণে যাহা সহায়ক তাহাই স্বর। 'স্বৃশব্দোপতাপয়োঃ' এই ধাতুর শেষে করণকারকে 'অচ্' প্রত্যয় যোগ করিলে 'স্বর' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। (পাণিনীয় শিক্ষাভাষ্য)।

জিহ্বামূলীয় ও উপধ্মানীয়—এই দুইটি বর্ণের স্বরূপ প্রকাশ করাইবার জন্যই দীক্ষিত বলিয়াছেন—≍ ক ও ≍ প এইরূপ 'ক' ও 'প'-এর পূর্ব্বে যে অর্দ্ধবিসর্গ সদৃশ বর্ণ, উহাই যথাক্রমে জিহ্বামূলীয় ও উপধ্মানীয়। 'ক' ও 'প'—এই দুইটির দ্বারা 'খ' ও 'ফ'-এর উপলক্ষণ করা হইয়াছে। এই দুইটি বর্ণের উচ্চারণ অর্দ্ধবিসর্গ সদৃশ। নাগেশ বলিয়াছেন—'সাদৃশ্যমুচ্চারণে লেখনে চ' অর্থাৎ উচ্চারণে লেখনে উভয়েই সাদৃশ্য ধরিতে হইবে। অর্দ্ধবিসর্গের ন্যায় উহাদের উচ্চারণ হইবে এবং লিখিতে হইলে অর্দ্ধবিসর্গের সদৃশ লিখিতে হইবে। ঊর্দ্ধে ও নিম্নে দুইটি ছোট ছোট বৃত্তের আকারে বিসর্গ লেখা হয়, উহার অর্দ্ধ হইলে অর্দ্ধবৃত্তের আকারে লিখিতে হইবে। বিসর্গের উচ্চারণ করিতে অর্দ্ধমাত্রা সময় লাগে, সুতরাং এই দুইটির উচ্চারণ পাদমাত্রিক, এই দুইটির উচ্চারণ যথাক্রমে জিহ্বামূল ও ওষ্ঠস্থান হইতে হইয়া থাকে।

অনুস্বার ও বিসর্গ এই দুইটি বর্ণ ই 'অচ্'-এর পরে থাকে। 'অং' 'অঃ'—এইরূপ বলিলে মনের যেন ≍ক≍প জিহ্বামূলীয় ও উপধ্মানীয় বর্ণের মত অকার ব্যতীত উহাদের স্বরূপ নিষ্পত্তি হয় হয় না এইরূপ নয়, অনুস্বার ও বিসর্গ কেবল অকারের পরেই থাকে না কিন্তু ইকার, উকার প্রভৃতি স্বরবর্ণের পরেও থাকে, সেইজন্যই দীক্ষিত বলিয়াছেন—'অচঃ পরৌ—'অচ্'-এর পরে উচ্চারিত। অনুস্বারের অর্থ হইল যাহা স্বরবর্ণের অনু অর্থাৎ পরে উচ্চারিত। স্বর এব স্বারঃ, স্বারমনুগতঃ ইত্যনুস্বারঃ। অনুস্বার, বিসর্গ, জিহ্বামূলীয় ও উপধ্মানীয়—এই কয়টি বর্ণ ই পরাশ্রিত—

অনুস্বারো বিসর্গশ্চ ⌒ ক ⌣ পৌ চাপি পরাশ্রিতৌ—(পা, শিক্ষা)। স্থান ও প্রযত্নের বিচার এস্থলে শেষ হইল।

তাল্বাদি স্থান ও আভ্যন্তর প্রযত্ন সমান হইলে সবর্ণ সংজ্ঞা হয়—ইহা সূত্রকার বলিয়াছেন; কিন্তু ঋকার ও ঌকার—এই দুইটি সবর্ণ সংজ্ঞা হইতে পারে না, কারণ ঋকারের মূর্দ্ধাস্থান ও ঌকারের দন্তস্থান। এই দুইটি বর্ণের পরস্পর সবর্ণ সংজ্ঞা না হইলে 'উরণরপরঃ' (১।১।৫১) এই সূত্রের 'উঃ' পদের দ্বারা ঋকার ও ঌকার দুইটি বর্ণের গ্রহণ হইতে পারে না, তাহা না হইলে 'কৃষ্ণর্দ্ধিঃ' ও 'তবল্কারঃ'—এই দুইটি প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে না। এইরূপ 'বা সুপ্যাপিশলেঃ' সূত্রে অনুবৃত্ত 'ঋতি' পদের দ্বারা ঌকারের গ্রহণ না হইলে 'উপঌকারয়তি' 'উপল্কারয়তি' প্রয়োগে বিকল্পে বৃদ্ধি হইতে পারে না, ফলে বহু প্রয়োগের সিদ্ধি হইবে না। এইজন্য বার্ত্তিককার ঋকার ও ঌকারের পরস্পর সবর্ণ সংজ্ঞা করিবার জন্য অনুশাসন করিয়াছেন।

ঋঌবর্ণয়োর্মিথঃ সাবর্ণ্যং বাচ্যম্।

ঋবর্ণ ও ঌবর্ণ—দুইটির পরস্পর সবর্ণ সংজ্ঞা হয়।

আ চ আ চ রলৌ তৌ চ তৌ বর্ণৌ চ ঋঌ বর্ণৌ তয়ো ঋঌ-বর্ণয়োঃ—'ঋ' ও 'ঌ' শব্দের প্রথমার একবচনে 'আ' এইরূপ প্রয়োগ হয়. আর দ্বিবচনে 'ঌ' শব্দের 'ঔ' বিভক্তি পরে থাকিতে 'ঋতোঙি-সর্বনামস্থানয়োঃ' (৭।৩।১১০) সূত্র অনুসারে 'অ' গুণ এবং উরণ্রপরঃ' (১।১।৫১) সূত্র অনুসারে লপর করিলে 'অল্ ঔ' এইরূপ হয়। 'ঋ অল্ ঔ' এইরূপ অবস্থায় 'ইকো যণচি' অনুসারে র করিলে 'রলৌ' এইরূপ প্রয়োগ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। কর্মধারয় সমাসে ঋঌবর্ণৌ এইরূপ প্রয়োগ হয়। এইস্থলে 'ঋত্যকঃ' (৬।১।১২৮) অনুসারে প্রকৃতিভাব হওয়ার ফলে বিকল্পে সন্ধি হইল না, সন্ধি হইলে সবর্ণ দীর্ঘ হইয়া 'ঋবর্ণৌ' এইরূপ প্রয়োগ হইত।

ঋবর্ণ ও ঌবর্ণ এই দুইটির পরস্পর সবর্ণ সংজ্ঞা হইলে ঋকারের দ্বারা ঌকারেরও গ্রহণ হইয়া থাকে। ফলে উরণ্রপরঃ' ইত্যাদি

স্থলে 'উ'—এই ষষ্ঠ্যন্ত ঋকারের দ্বারা ঌকারেরও গ্রহণ হইলে ঋকার ও, ঌকারের স্থানে জায়মান 'অণ্' (অ, ই, উ) যথাক্রমে রপর ও লপর হইয়া যায়—এইরূপ সূত্রার্থ হইবে। সেইজন্য 'কৃষ্ণ ঋদ্ধিঃ' ও তব ল্কারঃ' এই দুইটি স্থলে 'আদ্গুণঃ' (৬।১।৮৭) সূত্র অনুসারে 'অ' গুণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যথাক্রমে ঋকারের স্থানে জায়মান 'অ' রপর অর্থাৎ 'অর' এবং ঌকারের স্থানে জায়মান 'অ' লপর অর্থাৎ 'অল্' হইলে 'কৃষ্ণর্দ্ধিঃ' 'তবল্কারঃ'—এই দুইটি প্রয়োগ সিদ্ধ হয়।

এইপ্রকার 'বা সুপ্যাপিশলেঃ'—এই সূত্রে অনুবৃত্ত 'ঋতি' পদের দ্বারা ঋকার ও ঌকার—দুইটির বোধ হইলে অবর্ণান্ত উপসর্গের পরে ঋকারাদি অথবা ঌকারাদি নাম ধাতু থাকিলে উভয়ের স্থানে বিকল্পে 'আ' বৃদ্ধি হয় এইরূপ উক্ত 'ঌ' সূত্রের অর্থ হইয়া থাকে, ফলে 'উপ ঋকারয়তি' ও 'উপ ঌকারয়তি'—উভয়স্থলেই অ + ঋ এবং অ + ঌ = আ হইয়া যায়। পরে পূর্ব্বোক্ত সূত্র অনুসারে যথাক্রমে রপর ও লপর হইলে উপার্কারয়তি ও উপাল্কারয়তি—এই দুইটি প্রয়োগ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। উপরি উক্ত বার্ত্তিক না থাকিলে ঐ সকল প্রয়োগের সিদ্ধি হইতে পারিত না। এইস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে ঋকার ও ঌকারের সবর্ণ সংজ্ঞা হওয়ার ফলে যদি ঌকারেরও বোধ হয়, তাহা হইলে 'কৢতপ্তশিখ' ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'গুরোরনৃতোঽনন্ত্যস্যাপ্যেকৈকস্য প্রাচাম্' (৮।২।৮৬) এই সূত্র অনুসারে যে প্লুত হয়, উহার 'অনৃতঃ' পদের দ্বারা নিষেধ হয় না কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই ঋকার ও ঌকারের সবর্ণ সংজ্ঞা অনিত্য। ইহাতে 'ঌৃক্' সূত্রে ঌকারের পৃথগ্রূপে গ্রহণ করাই প্রমাণ। যদি ঐ দুইটির সবর্ণ সংজ্ঞা নিত্য হইত তাহা হইলে ঋকারের দ্বারাই ঌকারের গ্রহণ হইতে পারিত। পুনরায় উহার পৃথক্রূপে গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন ছিল না।

উচ্চারণ স্থান ও আভ্যন্তর প্রযত্ন সমান হইলে সবর্ণ সংজ্ঞা হয়—ইহা বলা হইয়াছে। স্বর ও উষ্মবর্ণের আভ্যন্তর প্রযত্ন এক—বিবৃত-

মুখ্যাণাং স্বরাণাঞ্চ—উষ্ম ও স্বরবর্ণের বিবৃত প্রযত্ন। সুতরাং কতকগুলি স্বরবর্ণের সহিত উষ্মবর্ণের সবর্ণ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; যেমন—

অকারহকারয়োরিকারশকারয়োঋ কারষকারয়োল্ৃ কারসকারয়োশ্চ মিথঃ সাবর্ণ্যে প্রাপ্তে।

অকার ও হকারের, ইকার ও শকারের, ঋকার ও ষকারের ৯কার ও সকারের—পরস্পর সবর্ণ সংজ্ঞ প্রাপ্ত হইলে (পরবর্ত্তী সূত্রের দ্বারা নিষিদ্ধ হয়)।

অকারের কণ্ঠস্থান, হকারেরও কণ্ঠস্থান। ইকারের তালুস্থান শকারেরও তালুস্থান, ঋকারের মূর্দ্ধাস্থান ষকারেরও মূর্দ্ধাস্থান, ৯কারের দন্তস্থান সকারেরও দন্তস্থান, আর সবগুলিরই বিবৃত প্রযত্ন। তাহা হইলে যথাক্রমে উহাদের কণ্ঠ বিবৃত, তালু বিবৃত, মূর্দ্ধা বিবৃত ও দন্ত বিবৃত—স্থান ও আভ্যন্তর প্রযত্ন সমান হওয়ায় পরস্পর সবর্ণ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপ উহাদের পরস্পর সবর্ণ সংজ্ঞা হইলে অকারের দ্বারা হকারের, ইকারের দ্বারা শকারের, ঋকারের দ্বারা ষকারের ও ৯কারের দ্বারা সকারের গ্রহণপ্রাপ্ত হইবে। ফলে 'দধি-হরতি' 'দধিষষ্ঠম্' 'দধি সান্দ্রম্'—ইত্যাদি স্থলে হকার, ষকার ও সকারকে 'অচ্' প্রত্যাহারস্থ বর্ণ বলিয়া ধরিলে ইকারের পরে 'অচ্' থাকায়, 'ইকোষণচি' (৬৷১৷৭৭) সূত্র অনুসারে যণ (যকার) প্রাপ্ত হইবে এবং 'দধি শীতলম্' এই ক্ষেত্রেও ইকারের পরে সবর্ণ অচ্ থাকায়, 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘ' (৬৷১৷১০১) অনুসারে দীর্ঘের প্রসক্তি হইবে। সেই-জন্য অচ্ ও হল্ বর্ণের যাহাতে সবর্ণ সংজ্ঞা না হয়, তদুদ্দেশে পাণিনি একটি সাবর্ণ্য নিষেধ—সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন—

১৩। নাজ্ ঝলৌ (১৷১৷১০)

অকারসহিতোঽচ্ আচ্ স চ হল্ চেত্যেতৌ মিথঃ সবর্ণৌ ন স্তঃ। তেন দধীত্যস্য হরতি শীতলম্ ষষ্ঠম্ সান্দ্রমিত্যেতেষু পরেষু যণাদিকং ন। অন্যথা দীর্ঘাদীনামিব হকারাদীনামপি গ্রহণকশাস্ত্রবলাদচ্‌ত্বং স্যাৎ।

অচ্ ও হলবর্ণের পরস্পর সবর্ণ সংজ্ঞা হয় না। এইকারণে দধি শব্দের পরে হরতি, শীতলম্, ষষ্ঠম্, সান্দ্রম্ ইত্যাদি থাকিতে 'যণ্' প্রভৃতি

হইল না অন্যথা দীর্ঘ ও প্লুতের ন্যায় হকার প্রভৃতিরও গ্রহণকশাস্ত্রের বলে অচ্‌ত্ব প্রসক্ত হইত।

যদি 'নাজ্ঝলৌ' সূত্র অনুসারে 'অচ্' ও 'হল্' বর্ণের সবর্ণ সংজ্ঞার নিষেধ না করা হইত, তাহা হইলে অকার ও হকার, ইকার ও শকার, ঋকার ও ষকার এবং ৯কার ও সকার—ইহাদের পরস্পর সবর্ণ সংজ্ঞা হইত। তাহা হইলে দধি শব্দের পরে হরতি, শীতলম্ ষষ্ঠম অথবা সান্দ্রম্ থাকিতে যণ্ ও সবর্ণদীর্ঘের প্রসক্তি হইত। প্রশ্ন হইতে পারে যে শ, ষ, স, হ—এইগুলির অ ই উ ণ্,… ও ঐ ঔ চ্ ইহার মধ্যে বর্ণ সমাম্নায়ে পাঠ না থাকায়, উহাদের 'অচ্' প্রত্যাহারের অন্তর্গত বলিয়া গ্রহণ করা সম্ভব নয়, আর 'অচ্' প্রত্যাহারের অন্তর্গত বর্ণ না হইলে 'ইকোযণচি' সূত্র অনুসারে যণ্ ও 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ' অনুসারে সবর্ণ-দীর্ঘের প্রসক্তি উক্ত স্থলে কি করিয়া হইতে পারে? ইহার উত্তরের তাৎপর্য্যেই দীক্ষিত 'গ্রহণকশাস্ত্রবলাদ্ অচ্‌ত্বং স্যাৎ' গ্রহণকশাস্ত্রের বলে উহাদের 'অচ্‌ত্ব' প্রসক্ত হইবে—এইরূপ বলিয়াছেন, তাহাতে দৃষ্টান্ত হইল দীর্ঘাদীনামিব—দীর্ঘপ্লুতের মত—অর্থাৎ দীর্ঘ ও প্লুতস্বরের যেমন 'অচ্' প্রত্যাহারের অন্তর্গত বর্ণসমাম্নায়ে পাঠ না থাকিলেও গ্রহণকশাস্ত্র 'অনুদিৎ সবর্ণস্য চাপ্রত্যয়' এই সূত্রের দ্বারা 'অচ্' বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে, সেইরূপ উষ্মবর্ণগুলির 'অচ্', প্রত্যাহারে পাঠ না থাকিলেও 'অনু-দিৎ' সূত্রের সাহায্যে গ্রহণ করা যাইতে পারে। বর্ণসমাম্নায়ে আ ঈ ঊ প্রভৃতি দীর্ঘ ও প্লুতস্বরের পাঠ করা হয় নাই, কিন্তু অ, ই, উ প্রভৃতি হ্রস্ববর্ণের সবর্ণ সংজ্ঞক বলিয়া 'অনুদিৎ—'সূত্রের সাহায্যে উহাদের গ্রহণ হইয়া থাকে। 'গৃহ্যন্তে স্বর্ণা অনেন' স্বস্বসবর্ণ সংজ্ঞকবর্ণের গ্রহণ করা হয় যাহার দ্বারা—এই অর্থে করণে 'ল্যুট্' বা 'অনট্' প্রত্যয় করিলে 'গ্রহণ' শব্দ নিষ্পন্ন হয় এবং উহার উত্তরে স্বার্থে 'ক' প্রত্যয় করিলে 'গ্রহণক' শব্দের সিদ্ধি হইয়া থাকে। 'অণুদিৎ—' সূত্রের দ্বারা স্বসবর্ণের গ্রহণ হয় বলিয়া ঐ সূত্রটিকে গ্রহণকশাস্ত্র বলা হয়। 'অচ্' শব্দের দ্বারা 'আদিরন্ত্যেনসহেতা'

অনুসারে অকারাদি চান্তসমুদায়ের বোধ হইলে বর্ণসমাম্নায়ে যে বর্ণগুলির পাঠ আছে উহাদের বোধ হয়, পরে সেই অকার ইকার উকার প্রভৃতির দ্বারা উহাদের সবর্ণ সংজ্ঞক আ, ঈ, ঊ প্রভৃতিরও বোধ হইয়া থাকে। সেইজন্য 'সুধী আরাধ্য' ইত্যাদি স্থলেও ইক্ পদের দ্বারা ঈকারের এবং অচ্ পদের দ্বারা আকারের বোধ হওয়ার ফলে 'ইকোযণচি' সূত্র অনুসারে ঈকারের স্থানে 'যণ' করিয়া 'সুধ্যারাধ্যঃ' প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়া থাকে। এইস্থলেও অকার, ইকার, ঋকার ও ঌকারের দ্বারা উহাদের সবর্ণ সংজ্ঞক হকার, শকার, যকার ও সকারের গ্রহণকশাস্ত্রের দ্বারা গৃহীত হইলে 'অচ্' প্রত্যাহারে পাঠ না থাকিলেও উহাদের অচ্ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে ইক্ অচ্ প্রভৃতি প্রত্যাহারের দ্বারা স্ববাচ্যবাচ্যে নিরূঢ়া লক্ষণা লইয়া থাকে। 'অচ্' পদের বাচ্য অ, ই, উ প্রভৃতি বর্ণসমাম্নায়ে পঠিত এবং সেই অ, ই, উ প্রভৃতির বাচ্য আ, ঈ, ঊ প্রভৃতি দীর্ঘ প্লুত প্রভৃতি, সুতরাং 'অচ' পদের স্ববাচ্যবাচ্যে নিরূঢ়া লক্ষণা স্বীকার করা হয়। প্রয়োজন নাই অথচ গুরুপরম্পরা দ্বারা স্বীকৃত যে লক্ষণা তাহাই নিরূঢ় লক্ষণা। ইক্ অচ্ প্রভৃতি প্রত্যাহারের পাণিনীয় পরম্পরা হইতে উপরিউক্ত অর্থে লক্ষণা করা হয়। এইরূপ লক্ষণা করার ফলে ইক্ পদের দ্বারা যে দীর্ঘাদির জ্ঞান হয়, উহা বৃত্তিজ্ঞানের দ্বারা হয়। এইরূপ না হইলে ইক্ পদের উত্তরবর্ত্তী ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থের সঙ্গে 'ইক্' এই প্রকৃতির অর্থের দীর্ঘাদির অন্বয় হইতে পারিত না। যেহেতু শাব্দবোধের প্রতি উচ্চার্য্যমাণ পদনিষ্ঠ বৃত্তি প্রযোজ্য উপস্থিতিকে কারণরূপে স্বীকার করা হয়। 'উচ্চারিতঃ শব্দঃ প্রত্যায়কো ভবতি নামুচ্চারিতঃ'—উচ্চারিত শব্দই বোধক হয়, যাহা অনুচ্চারিত তাহা বোধক নয়; এই নিয়মানুসারে 'ইক্' পদ উচ্চারিত বলিয়া ইকার উকার প্রভৃতির বোধক হইতে পারে কিন্তু 'ইকোযণচি'—ইত্যাদি সূত্রে ঊকার প্রভৃতি উচ্চারিত নয়, সেইজন্য উহাদের দ্বারা দীর্ঘপ্লুতের

বোধ হইতে পারিত না এবং তাহা না হইলে উহাদের সহিত ষষ্ঠী প্রত্যয়ের অর্থ যে স্থানিতা, ইহার অন্বয় হইতে পারিত না। প্রকৃত্যর্থান্বিতা স্বার্থবোধকতা—ইহা ন্যায়বিদ্‌গণ স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রকৃতির অর্থের দ্বারা অন্বিত যে প্রত্যয়ার্থ, ইহাই প্রত্যয়ের দ্বারা বোধ্য। এইস্থলে দীর্ঘস্বর ঈকার ঊকার প্রভৃতি যাহাদের বর্ণসমাম্নায়ে পাঠ নাই, উহাদের বৃত্তিজ্ঞান ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শাব্দবোধে প্রতীতি না হওয়ায়, এইগুলিকে প্রকৃত্যর্থ বলা যায় না। সুতরাং প্রত্যয়ার্থ স্থানিতার সহিত উহাদের অন্বয় হওয়া অসম্ভব।

প্রশ্ন হইতে পারে যে লক্ষণার দ্বারাই যদি দীর্ঘাদির জ্ঞান হয়, তাহা হইলে আর 'অণুদিৎ—' সূত্রের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে স্ববাচ্যবাচ্যত্বরূপ লক্ষ্যতাবচ্ছেদকের জ্ঞানের জন্যই উক্ত সূত্রের প্রয়োজন। যদিও 'অস্য চ্বৌ' (৭।৪।৩২) ইত্যাদি স্থলে যেখানে প্রত্যাহারের গ্রহণ করা হয় নাই; সেইস্থলের জন্য অণুদিৎ—' সূত্রের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য, তথাপি এইস্থলেও লক্ষতাবচ্ছেদকের জ্ঞান উহার দ্বারাই হইয়া থাকে। 'আদিরন্ত্যেন সহেতা' সূত্রের দ্বারা অকারাদি চান্ত সমুদায়ে যে 'অচ্' পদের শক্তি আছে ইহার জ্ঞান হয় এবং অণুদিৎ—' সূত্রের দ্বারা আ, ঈ, ঊ প্রভৃতি দীর্ঘ ও প্লুতের জ্ঞান হয়, সুতরাং প্রত্যাহারবাচ্য যে অ ই উ প্রভৃতি, উহাদের বাচ্য আ ঈ ঊ প্রভৃতি, উহাতে 'অচ্' আদি প্রত্যাহারের নিরূঢ়া-লক্ষণা—ইহা বুঝিতেই হইবে। 'স্বাদিভ্যঃ' (৮।২।৪৪) ইত্যাদি সূত্রনির্দ্দেশই এইরূপ লক্ষণায় প্রমাণ। 'লূ আদিভ্যঃ' - এইরূপ সন্ধি করিলে 'ইকোযণচি' অনুসারে 'লূ'এর ঊকারের 'ব' আদেশ হইয়া থাকে যদি 'ইক্' পদের দ্বারা দীর্ঘ ঊকারের গ্রহণ না করা হয়, তাহা হইলে 'ল্বাদিভ্যঃ'—ইত্যাদি স্থলে 'যণ্' ঘটিত রূপের উপপত্তি করা যায় না। সুতরাং 'ইকোযণচি' ইত্যাদি স্থলে 'ইক্' ও অনুবৃত্ত 'অচ্' পদের লক্ষণা না করিয়াই কেবল শক্তিবৃত্তির দ্বারা বর্ণসমাম্নায়ে পঠিত ইকারাদির স্থানে বর্ণসমাম্নায়ে পঠিত 'অচ্' পদের দ্বারা বোধ্য। হ্রস্ব অকারাদি বর্ণ পরে থাকিলে

যণ্ হয় যথা 'দধ্যানয়' 'মধ্বরিঃ' ইত্যাদি স্থলে, কিন্তু দীর্ঘ ইকার প্রভৃতির স্থানে দীর্ঘ আকার প্রভৃতি বর্ণ পরে থাকিলে যণ্ হইবে না—ইহা বলা যায় না। কারণ পূর্ব্বোক্ত 'স্বাদিভ্যঃ' ইত্যাদি সূত্র নির্দ্দেশের তাহা হইলে কোন প্রকারে সমর্থন করা যাইবে না; এইজন্য পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই লক্ষণা করিতে হইবে।

দীর্ঘ প্লুত প্রভৃতির ন্যায় হকার শকার প্রভৃতিরও গ্রহণকশাস্ত্রের সাহায্যে 'অচ্ত্ব' প্রসক্ত হইবে—ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কিন্তু গ্রহণকশাস্ত্র যে কি; তাহা গ্রন্থকার এ পর্য্যন্ত বলেন নাই—তাহাই হইল পরবর্ত্তী সূত্র।

১৪। অণুদিৎসবর্ণস্য চাপ্রত্যয়ঃ (১।১।৬৯)।

অবিধীয়মানোঽণ উদিচ্চ সবর্ণস্য সংজ্ঞা স্যাৎ।

অত্রাণ্ পরেণ ণকারেণ॥ কু চু টু তু পু এতে উদিতঃ।

অবিধীয়মান অণ্ ও উদিৎসবর্ণের গ্রাহক হইয়া থাকে। এই সূত্রেই অণ্ পর ণকারের দ্বারা গৃহীত হয়। কু চু টু তু পু এইগুলি উদিৎ।

অবিধীয়মান্—অবিধেয়—যাহা বিধেয় নয় অর্থাৎ উদ্দেশ্য 'অণ্'—'অ ই উণ্'-এর অ হইতে 'লণ্' সূত্রের 'ণ্' পর্য্যন্ত বর্ণসমুদায় সবর্ণের গ্রাহক হয় কিন্তু বর্ণসমুদায়ের যুগপৎ থাকা সম্ভব নয় বলিয়া, ঐরূপ প্রত্যেকটি বর্ণ গৃহীত হইয়া থাকে; সুতরাং যাহা বিধেয় নয় এইরূপ অণ্ প্রত্যাহারস্থ বর্ণ সবর্ণের গ্রাহক হয়। এবং উদিৎ কু চু টু তু পু—এইগুলি সবর্ণের গ্রাহক হয়। যেমন 'আদ্গুণঃ' (৬।১।৮৭) এই সূত্রে অবর্ণের পরে 'অচ্' থাকিলে পূর্ব্ব ও পরের স্থানে গুণ বিহিত হইয়াছে—ইহাতে অবর্ণের দ্বারা এবং 'অচ্' প্রত্যাহারস্থ বার্ণসমাম্নায়িক বর্ণের দ্বারা দীর্ঘ প্লুতস্বরেরও গ্রহণ হইয়া থাকে; সেইজন্য 'দেবেন্দ্র'—এই প্রয়োগে যেমন অকার ও ইকারের স্থানে একার গুণ হয়, সেইরূপ 'গঙ্গেশঃ' ইত্যাদি প্রয়োগেও আকার ও ঈকারের স্থানে একার গুণ হইয়া থাকে। এইপ্রকার

'অস্য চ্বৌ' (৭।৪।৩২) ইত্যাদি স্থলে অকারের দ্বারা হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয়েরই গ্রহণ করা হয়; সেইজন্য শুক্লীভবতি ইত্যাদি 'চ্বি' প্রত্যয়ান্ত শব্দের ন্যায় 'মালীভবতি' ইত্যাদি প্রয়োগেও ঈকার আদেশ হইয়া থাকে। 'অশুক্লঃ শুক্লঃ সম্পদ্যতে' এবং 'অমালা মালা সম্পদ্যতে' ইত্যাদি অর্থে 'শুক্ল' ও 'মালা' শব্দের অকার ও আকারের স্থানে ঈকার হইয়াছে। যেমন 'চিচ্যতুঃ—ইত্যাদি প্রয়োগে 'এরনেকাচোঽসংযোগপূর্ব্বস্য' (৬।৪।৮২) সূত্র অনুসারে ইকারের স্থানে 'য্' আদেশ হয় সেইরূপ 'নিন্যতুঃ' ইত্যাদি স্থলেও ঈকারের স্থানে 'য্' আদেশ হইয়া থাকে।

'ঋদোরপ্' (৩।২।৫৭) সূত্রের দ্বারা 'যবঃ' 'স্তব' ইত্যাদি হ্রস্ব-উকারান্ত ধাতুর এবং 'লবঃ,' 'পবঃ' ইত্যাদি দীর্ঘ উকারান্ত ধাতুর শেষে 'অপ্' প্রত্যয় হইয়া থাকে। 'যবঃ' 'স্তব' ইত্যাদিতে 'যু' ও 'স্তু' ধাতু এবং 'লবঃ' 'পবঃ' ইত্যাদিতে 'লূ' ও 'পূ' ধাতু। উরণ্রপরঃ' (১।১।৫১) সূত্রের দ্বারা ঋকার ও ৠকার—উভয়ের স্থানে জাত অকার অথবা আকার রপর হইয়া যায়। সেইজন্য কৃ ও কৄ উভয় ধাতুরই শেষে 'তৃচ্' ও 'অক্' (ণ্বুল্) প্রত্যয় করিলে কর্ত্তা ও কারকঃ পদ হইয়া যায়। 'কৄ' ধাতুর লটের রূপে 'ঋৃত ইদ্ধাতোঃ' সূত্র অনুসারে ৠকার স্থানে ইকার করিলে, সেইস্থলেও 'উরণ্রপরঃ' অনুসারে রপর হইয়া থাকে। ফলে 'কিরতি' ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধ হয়।

'অইউণ্' সূত্রের অকার হইতে উক্ত সূত্রস্থিত 'ণ্' পর্য্যন্ত লইয়া 'অণ্' প্রত্যাহার হইতে পারে আবার 'অইউণ্' সূত্রের অকার ও 'লণ্' সূত্রের 'ণ্'কে লইয়াও 'অণ্' প্রত্যাহার হইতে পারে। এইস্থলে কোন 'ণ্' পর্য্যন্ত অণ্ প্রত্যাহার? এইরূপ সংশয়ে সিদ্ধান্তরূপে ইহাই গ্রহণ করা হইয়াছে যে এই সূত্রের অণ্ প্রত্যাহার 'লণ্' সূত্রের 'ণ্'কার পর্য্যন্ত। অষ্টাধ্যায়ীতে এই একমাত্র সূত্র আছে যাহার 'অণ' প্রত্যাহার পর-ণকার ধরিয়া করা হয়। বার্ত্তিককার বলিয়াছেন——

পরে নৈবাণ্ গ্রহাঃ সর্ব্বে পূর্ব্বে নৈবাণ্ গ্রহা মতাঃ।
ঋতেঽনুদিৎ সবর্ণস্যেত্যেতদেকং পরেণ তু॥

সকল স্থলেই 'ইণ্' প্রত্যাহার পর-ণকারের সহিত এবং 'অণ্' প্রত্যাহার অনোঽপ্রগৃহ্যস্যানুনাসিকঃ' ইত্যাদি সকল স্থলেই পূর্ব্ব ণকারের সহিত কেবল একমাত্র অণুদিৎ সূত্রেই পর ণ-কারের সহিত 'অণ্' প্রত্যাহার করা হয়।

এই সূত্রে পর ণকার ধরিয়া 'অণ্' প্রত্যাহার করা হয় ইহাতে প্রমাণ হইল 'উঋৎ' (৭।৪।৭) এই সূত্রে 'ঋ'-এর পরে তপরকরণ। যে স্বরবর্ণের পরে 'ত্' থাকে, উহা তৎকালের বোধক হয়—ইহা 'তপরস্তৎকালস্য' (১।১।৭০) এই সূত্রের দ্বারা উপপাদিত হইয়াছে। তৎকালের অর্থাৎ যে কালে উচ্চারিত হইয়াছে সেই কালের বোধক হয়, ভিন্নকালের বোধক হয় না। একমাত্রিক স্বরবর্ণের পরে যদি 'ত্' থাকে তাহা হইলে একমাত্রিক স্বরেরই বোধ হইবে, দ্বিমাত্রিক অথবা ত্রিমাত্রিক হইবে না। এইস্থলে 'ঋ' কারের পরে 'ত্' রাখিয়া 'ঋৎ' এইরূপ উচ্চারিত হইয়াছে, সুতরাং ঋৃকারের স্থানে ঋকার বিহিত হইয়াছে। যেমন—'কৃত সংশব্দনে' এই চুরাদিগণীয় ধাতুর উত্তরে স্বার্থে 'ণিচু' প্রত্যয় করার পর 'কৃত্ই' এই ণিজন্ত ধাতুর লুঙ্লকারে প্রথম পুরুষের একবচনে 'তিপ্' প্রত্যয় করিলে 'কৃত্ইতি'—এইরূপ অবস্থায় 'ইতশ্চ' (৩।৪।১০০) অনুসারে 'তি'-এর ইকার লোপ 'চ্লি লুঙি' (৩।১।৪৩) অনুসারে ণিচ্ ও তিপ্-এর মাঝখানে এবং চ্লি 'চ্লির' স্থানে ণিশ্রিদ্রুস্রুভ্যঃ কর্তরি চঙ্' (৩।১।৪৮) অনুসারে 'চঙ্' ও উহার অনুবন্ধের লোপ হইলে 'কৃ ত্ ই অ ত্' এইরূপ স্থিতি হইয়া থাকে। অনুবন্ধ বলিতে ইৎসংজ্ঞক বর্ণ বুঝায়—ইৎসংজ্ঞকত্বমিৎসংজ্ঞাযোগ্যত্বং বা অনুবন্ধকত্বম্। পরে 'ণেরণিটি' অনুসারে ণিচের লোপ করিলে 'কৃত্ অত্' এই অবস্থায় ঋৃত ইদ্ধাতোঃ' (৭।১।১০০) অনুসারে ঋৃকারের 'ইর্' আদেশ প্রাপ্ত ছিল, উহাকে বাধ করিয়া 'উঋৎ' সূত্রের দ্বারা ঋৃকারের স্থানে ঋকার করা হইলে 'চঙি' (৬।১।১১) সূত্র অনুসারে 'কৃত্'-এর দ্বিত্ব করিলে 'কৃৎ কৃৎ অৎ' এইরূপ অবস্থায় 'উরৎ' (৭।৪।৬৬) সূত্র অনুসারে অভ্যাস অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী কৃতের ঋকারের স্থানে 'অ' এবং

'উরণ্রপরঃ' (১।১।৫১) অনুসারে রপর করিলে 'কর্ত্ কৃত্ অত্'—এইরূপ অবস্থায় 'হলাদিঃ শেষঃ' (৭।৪।৬০) অনুসারে পূর্ব্বসমুদায়ের 'ক' ব্যতীত 'র্ত্'—এই হল্ বর্ণগুলির লোপ করিলে 'ক কৃত, অত্' এইরূপ স্থিতি হয়। এইবার 'সন্বল্লঘুনিচঙ্পরেঽনগ্লোপে' (৭।৪।৯৩) ইত্যাদি সূত্র অনুসারে 'ক' এই অংশটিকে 'সন্বৎ' অর্থাৎ 'সন্' প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্যের অতিদেশ করিলে 'সন্যতঃ' (৭।৪।৭৯) অনুসারে 'ক'-এর অকারের ইকার এবং 'দীর্ঘো লঘোঃ' (৭।৪।৯৪) অনুসারে উহার দীর্ঘ করার পর 'কুহোশ্চুঃ' (৭।৪।৬২) অনুসারে ককারের স্থানে চকার করিয়া 'লুঙ্ লঙ্ লৃঙ্ক্ষ্বড়ুদাত্তঃ' অনুসারে পূর্ব্বে 'অট্' আগম করিলে 'অচীকৃতৎ' এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'ঋত্' এই তপরকরণের উদ্দেশ্য হইল যাহাতে দীর্ঘ ঋৃকারের গ্রহণ না হয়, কিন্তু হ্রস্বস্বরের দ্বারা দীর্ঘ প্লুতের গ্রহণ করিতে হইলে 'অণুদিৎ—' সূত্র অনুসারেই করিতে হইবে। যদি এই সূত্রে পূর্ব্ব ণকার পর্য্যন্ত 'অণ্' প্রত্যহার ধরা হয়, তাহা হইলে উহাতে ঋকারের পাঠ না থাকায় হ্রস্ব ঋকারের দ্বারা দীর্ঘ ঋৃকারের গ্রহণ না হওয়ায়; উহাকে স্থানিরূপে অথবা আদেশরূপে গ্রহণ করা যায় না, সুতরাং দীর্ঘ ঋৃকারের প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। পুনরায় দীর্ঘ ঋৃকারের ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ দীর্ঘ ঋৃকার যাহাতে না হয়, তাহার জন্য 'ঋত্' এইরূপ তপরকরণের কোন প্রয়োজন ছিল না—'উঋঃ' এইরূপ সূত্র ন্যাস করিলেই ভাল ছিল। এই তপরকরণের দ্বারা ইহাই জ্ঞাপিত হয় যে 'অণুদিৎ—' সূত্রে 'অণ্ প্রত্যাহার পর ণকার অর্থাৎ 'লণ্'-এর ণকার পর্যন্ত পর ণকার পর্যন্ত 'অণ্ প্রত্যাহার ধরিলে ঋৃকারের স্থানে ঋকার বিহিত হইলে মাত্রাকৃত আন্তরতম্যবশতঃ দীর্ঘ ঋৃকারেরই প্রাপ্তি হইয়া থাকে, সুতরাং দীর্ঘ ঋৃকারের ব্যাবৃত্তির জন্য পাণিনি যে 'ঋৎ'—এইরূপ উক্ত সূত্রে তপর নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার দ্বারা পর-ণকার পর্য্যন্তই 'অণুদিৎ—' সূত্রের অণ্' গৃহীত হয়—ইহা জ্ঞাপিত হইতেছে। এইস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে 'উঋৃৎ' সূত্রে ঋৃকারের স্থানে দীর্ঘ ঋকার

যাহাতে না হয়, তাহার জন্য যে তপরকরণা করা হইয়াছে—এই
'অণুদিৎ' সূত্রে পরবর্ত্তী ণকারের দ্বারা 'অণ্' প্রত্যাহার করা হইয়াছে—
উহা ইহার জ্ঞাপক - ইহা কি করিয়া সম্ভব? কারণ তপরকরণ না
করিয়া 'উঋৃ'—সূত্র করিলে এই যে ঋকারের স্থানে 'ঋৃ' বিহিত হয়—
ইহা ভাব্যমান অর্থাৎ বিধীয়মান, যাহা বিধীয়মান, তাহা সবর্ণের গ্রাহক
হইতে পারে না. আর সবর্ণের গ্রাহক না হইলে দীর্ঘ ঋৃকারের প্রাপ্তির
সম্ভাবনা কোথায়, যাহার ব্যাবৃত্তির জন্য তপরকরণ পর-ণকার পর্যন্ত
'অণ্' প্রত্যাহার গ্রহণে জ্ঞাপক হইবে? ইহার উত্তরে নাগেশ বলেন
যে তপরকরণ না করিয়া যদি 'উঋৃ' এইরূপ সূত্র করা হয় তাহা
হইলে দীর্ঘ ঋৃকারের স্থানে আন্তরতম্যবশতঃ দীর্ঘ ঋৃকারই আদেশ
হইবে। এইরূপ ঋৃকারের স্থানে ঋৃকার বিধান করিলে, উহা ভাব্যমানই
হইতে পারে না. কারণ যাহা অপূর্ব্ববোধ্য, তাহাই ভাব্যমান—অপূর্ব্ব-
বোধ্যত্বং ভাব্যমানত্বম্। এইস্থলে ঋকারের স্থানে ঋৃকার বিধানের ফল
স্বরূপের অভ্যনুজ্ঞা স্বরূপ যাহা আছে, তাহাকেই রাখা অর্থাৎ আদেশা-
ন্তরের নিবৃত্তি; কিন্তু স্থানী যে ঋৃকার, তাহা হইতে আদেশ ঋৃকারের
কোনরূপ বৈলক্ষণ্য নাই—স্থানীর রূপ ও আদেশের রূপ সমান। যদি
দীর্ঘের স্থানে হ্রস্ব হয়, তাহা হইলেই স্থানী দীর্ঘ এবং আদেশ হ্রস্ব এইরূপ
হ্রস্বত্বনিবন্ধন অপূর্ব্বত্ব হইত, সুতরাং তপরকরণ না করিলে দীর্ঘ ঋৃকারের
স্থানে যে দীর্ঘ ঋৃকার হইবে, উহা অপূর্ব্ববোধ্য না হওয়ায় তপরকরণ না
করিলে কোন রূপান্তরিত আদেশ না হওয়ায় ভাব্যমান হয় না আর
উক্ত সূত্রে 'ঋৃৎ এইরূপ তপর করিলে রূপান্তরিত হওয়ায় ভাব্যমান
হয়, কিন্তু তাহাতে কোন ফল নাই, কারণ দীর্ঘের প্রাপ্তিই নাই সুতরাং
'উঋৃ' এইরূপ ঋকারের স্থানে ঋৃকার আদেশ করিলে উহা বিধীয়মান
বা ভাব্যমান হয় না, সেইজন্য সেইস্থলে দীর্ঘের প্রাপ্তি আছে এবং উহার
ব্যাবৃত্তির জন্য যে তপরকরণ করা হইয়াছে উহা উক্ত অর্থে জ্ঞাপক।

কেহ কেহ বলেন 'ঋত উৎ' (৬।১।১১১) ও 'উপসর্গাদৃতি ধাতৌ'
(৬।১।৯১)—এই দুইটি সূত্রের ঋকারে তপরকরণ করিয়া 'ঋত' ও 'ঋতি'—

এইরূপ পাঠ করা হইয়াছে, উহার দ্বারাও অণুদিৎ সূত্রে পর ণকার পর্য্যন্ত 'অণ্' প্রত্যাহার—ইহা জ্ঞাপিত হইয়া থাকে। 'ঋত উৎ' সূত্রে 'ঋত' এইরূপ না করিয়া, উহার স্থলে 'উরুৎ' এইরূপ সূত্র করিলেই ঋকারান্ত শব্দের পরে ঙসি ও ঙস্ সম্বন্ধী অকার থাকিলে উহাদের স্থানে উকার আদেশ হয়, এইরূপ সূত্রার্থ হইলে কোন ক্ষতি নাই। 'পিতৃ'—এই ঋকারান্ত শব্দের পরে পঞ্চমী অথবা ষষ্ঠীর একবচনে ঙসি অথবা ঙস্-এর অকার থাকিলে 'পিতৃ অস্' এইরূপ অবস্থায় ঋকার ও অকার উভয়ের স্থানে উ' আদেশ হইলে 'উরণ্রপরঃ' (১।১।৫১) অনুসারে রপর হওয়ার 'পিতুর্স্' এইরূপ অবস্থা হইলে 'রাৎসস্য' (৮।২।২৪) অনুসারে সকারের লোপ এবং 'র'-এর খরবসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ ৮।৩।১৫) অনুসারে বিসর্গ হইলে 'পিতুঃ'—এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং 'ঋত' এইরূপ তপর করার সার্থকতা কেবল দীর্ঘ ঋকারের ব্যাবৃত্তি করা। দীর্ঘ ঋকারান্ত শব্দের পরে ঙসি এবং ঙস্-এর অকার থাকিলে উহাদের স্থানে যাহাতে উকার আদেশ না হয় সেইজন্য উরুৎ এইরূপ সূত্র না করিয়া 'ঋত'—এইপ্রকার তপরকরণ করা হইয়াছে। ফলে 'কৄ' ধাতুর অনুকরণে 'কৄ' এইরূপ প্রাতিপদিকের শেষে 'ঙাস' এবং 'ঙস্'-এর অকার থাকিলে 'কৄ অস্' এইরূপ স্থিতি হইলে উভয়ের স্থানে উকার আদেশ হয় না। কিন্তু 'ইকোযণচি' অনুসারে ঋৃকারের স্থানে রেফাদেশ হইলে 'ক্রস্' এইরূপ হয়। পরে 'স্'-এর রুত্ব বিসর্গ করার পর 'ক্রঃ' এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়া থাকে। যদি 'ঋত' এইরূপ তপরকরণ না করা হইত তাহা হইলে ঋৃকারের দ্বারা 'অণুদিৎ—' সূত্র অনুসারে হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয়বিধ ঋৃকারের স্থানে উকার আদেশপ্রাপ্ত হইলে 'কৄ' দীর্ঘ ঋকারের ও অকারের উভয়ের স্থানে উকার আদেশ হইলে যেমন 'পিতুঃ' হয় সেইরূপ 'কুঃ' এইরূপ অনিষ্ট প্রয়োগ প্রাপ্ত হইত। তাহা যাহাতে না হয় সেই উদ্দেশ্যে 'ঋত' এইরূপ তপরকরণ করা হইয়াছে। যদি 'অনুদিৎ—' সূত্রের 'অণ্' পূর্ব্ব-ণকার পর্য্যন্ত গৃহীত হইত, তাহা হইলে ঋকারের অণ্ প্রত্যাহারে পাঠ না থাকায় ঋকারের

দ্বারা দীর্ঘ ৠকারের গ্রহণ হইতে পারিত না, ফলে 'কৄ' প্রভৃতি দীর্ঘ ৠকারান্ত শব্দের পশ্চমী ও ষষ্ঠী বিভক্তিতে ৠকার ও অকার উভয়ের স্থানে উকার হওয়ার সম্ভাবনাই ছিল না; যাহার ব্যাবৃত্তির জন্য তপরকরণ করা হইয়াছে। সুতরাং উক্ত সূত্রের তপরকরণ পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে জ্ঞাপক অবশ্যই হইতে পারে ইহাতে সন্দেহ নাই।

'উপসর্গাদৃতি ধাতৌ' (৬।১।৯১) এই সূত্রে যে 'ঋতি' এইরূপ তপর ঋকার পঠিত হইয়াছে; ইহার এই সূত্রে কোন প্রয়োজন নাই, কারণ দীর্ঘ ৠকারের আদিতে আছে এইপ্রকার কোন ধাতু না থাকায়, ব্যাবর্ত্ত্যের অভাবে কাহারও ব্যাবৃত্তি করিতে পারে না। সুতরাং ইহার প্রয়োজন উত্তর সূত্রে ইহা বলিতেই হইবে। উত্তর সূত্রে অর্থাৎ 'বা সুপ্যাপিশলেঃ' (৬।১।৯২) এই সূত্রে 'ঋতি' এই তপকরণের প্রয়োজন আছে। এই সূত্রের দ্বারা অবর্ণান্ত উপসর্গের পরে সুবন্ত প্রকৃতিক ঋকারাদি ধাতু থাকিলে পূর্ব্ব পরের স্থানে বিকল্পে বৃদ্ধি একাদেশ করা হয়। যেমন প্র ঋ ষ ভীয়তি = প্রার্ষভীয়তি, প্রর্ষভীয়তি ইত্যাদি। উপ ঋকারয়তি = উপার্কারয়তি, উপর্কারয়তি, কিন্তু অবর্ণান্ত উপসর্গের পরে সুবন্ত প্রকৃতিক দীর্ঘ ৠকারাদি ধাতু থাকিলে বৃদ্ধি হয় না। যেমন 'উপৠকারয়তি' ইত্যাদি। সুবন্ত প্রাকৃতিক দীর্ঘ ঋকারাদি ধাতুর ব্যাবৃত্তি করিবার জন্যই এই সূত্রে 'ঋতি' এই তপর ঋকারের অনুবৃত্তি হইয়া থাকে। দীক্ষিতও সেস্থলে বলিয়াছেন 'তপরত্বাদীর্ঘে ন' তপর করা হইয়াছে বলিয়া দীর্ঘ স্থলে এই বৈকল্পিক বৃদ্ধির প্রবৃত্তি হয় না।

উপরি উক্ত জ্ঞাপক দুইটি নাগেশ স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে 'ঋত উৎ' ও 'উপাসর্গাদৃতি ধাতৌ' এই দুইটি স্থলে যে তপরকরণ আছে, উহার প্রয়োজন হইলে ঌকারেরও গ্রহণ করান। সতি প্রয়োজনেন ন জ্ঞাপকম্—প্রয়োজনান্তর থাকিলে উহা জ্ঞাপক হইতে পারে না। 'ঋত উৎ'—এই সূত্রের দ্বারা যেমন ঋকার এবং ঙসি ও ঙস্ সম্বন্ধী অকার—উভয়ের স্থানে উকার আদেশ করা হয়। সেইরূপ ঌকার ও

উক্ত অকারের স্থানে ঌকার আদেশ করা হয়। যথা 'গম্ঌ' এই ঌকারান্ত ধাতু অনুকরণে 'গম্ঌ' শব্দ গঠিত হইলে 'গম্ঌ ঙসি' ও 'গম্ঌ ঙস্' দুইটি স্থলে 'গম্ঌ অস্' এইরূপ হইলে উক্ত সূত্র অনুসারে ঌকার ও অকার উভয়ের স্থানে উকার আদেশ এবং 'উরণ্ রপরঃ' (১।১।৫১) অনুসারে লপর করিলে 'গমুল্' প্রয়োগ সিদ্ধ হয়।

এইরূপ 'উপসর্গাদৃতি ধাতৌ' (৬।১।৯১) সূত্র হইতে উত্তর সূত্রে বা সুপ্যাপিশলেঃ' (৬।১।৯২) সূত্রে 'ঋতি' পদটি অনুবৃত্ত হইলে অবর্ণান্ত উপসর্গের পরে ঌকারাদি সুবন্ত প্রকৃতি ধাতু থাকিলেও পূর্ব্ব ও পরের স্থানে বিকল্পে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যেমন 'উপ+ঌকারয়তি = উপাল্কারয়তি' ইত্যাদি। বৃদ্ধি না হইলে গুণ হয় উপল্কারয়তি ইত্যাদি।

উপরি উক্ত জ্ঞাপকের বিরুদ্ধে নাগেশের মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না, কারণ ঋকারের দ্বারা ঌকারের গ্রহণ করা, তপরকরণের অসাধারণ ফল বলা যায় না। 'উরণ্ রপরঃ' ইত্যাদি স্থলে তপরকরণ না থাকিলেও ঋকারের দ্বারা ঌকার গৃহীত হইয়া থাকে। 'ঋঌবর্ণয়োর্মিথঃ সাবর্ণং বাচ্যম্' এই বার্ত্তিকের দ্বারা ঋকার ও ঌকার উভয়ের সবর্ণ সংজ্ঞা বিধান করা হইয়াছে। সবর্ণ সংজ্ঞার ফল হইল ঋকারের দ্বারা ঌকারের গ্রহণ করা; সুতরাং ঋত উৎ' বা সুপ্যাপিশলেঃ'—ইত্যাদিতে তপরবিহীন ঋকার করিলেও 'গমুল্' 'উপাল্কারয়তি' ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধি হইতে পারে; সেইজন্য এই দুইটি সূত্রে যে ঋকারের তপর করিয়া পাঠ করা হইয়াছে—ইহার ফল দীর্ঘ ব্যাবৃত্তিই বলিতে হইবে। আর 'অণুদিৎ—' সূত্রে যদি পূর্ব্ব ণকার পর্য্যন্ত 'অণ্' প্রত্যাহার গৃহীত হয়, তাহা হইলে ঋকারের উহাতে পাঠ না থাকায়, উহার দ্বারা দীর্ঘ ঋকারের গ্রহণই হইতে পারে না, তদুদ্দেশ্যে তপর করিয়া ঋকারের পাঠ করা নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে, ফলে উক্ত বিষয়েই উহা জ্ঞাপক হইবে

অপ্রত্যয়ঃ—ইহা অণ্ এর বিশেষণ। এইস্থলে 'প্রত্যয়ঃ'—এই শব্দটি যৌগিক। 'প্রতীয়তে বিধীয়তে ইতি প্রত্যয়ঃ' যাহা বিহিত হয়

ব. বি./সি. কৌ. ৩১-৮

অর্থাৎ বিধীয়মান। প্রতি পূর্ব্বক 'ইন্' ধাতুর শেষে কর্মবাচ্যে 'অচ্' প্রত্যয় করিয়া প্রত্যয় শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং অপ্রত্যয়ঃ—ইহার অর্থ হইল অবিধীয়মান যাহা বিধেয় নয় অর্থাৎ উদ্দেশ্য। 'অণ্' যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে উহা সবর্ণের গ্রাহক হইবে আর যদি বিধেয় হয় তাহা হইলে উহা সবর্ণের গ্রাহক হইবে না। বিধেয় হয়—প্রত্যয়, আগম ও আদেশ এই তিনটি।

প্রত্যয়—যেমন 'অত ইঞ্' (৪।১।৯৫) অনুসারে অকারান্ত প্রাতিপদিকের উত্তরে অপত্য অর্থে 'ইঞ্' প্রত্যয় বিহিত হয়। এই 'ইঞ্'-এর ইকার বিধেয় বলিয়া উহা সবর্ণের গ্রাহক হয় না ; ফলে ইকারের দ্বারা দীর্ঘ ঈকারের গ্রহণ হয় না, দক্ষ শব্দের শেষে অপত্যার্থে 'ইঞ্' করিলে 'দাক্ষিঃ'—এইরূপ হয় : কিন্তু 'দাক্ষী' হয় না। এইরূপ 'সনাশংসভিক্ষ উঃ' (৩।২।১৬৮) সূত্রের দ্বারা যে 'উ' বিহিত হয়, উহার দ্বারা দীর্ঘের গ্রহণ হয় না। 'জিঘৃক্ষুঃ' 'ভিক্ষুঃ' ইত্যাদি হ্রস্ব উকারান্ত প্রয়োগ হইবে ; কিন্তু দীর্ঘ উকারান্ত হইবে না।

আগমের উদাহরণ 'আর্ধধাতুকস্যেড্‌বলাদেঃ' (৭।২।৩৫) এই সূত্র অনুসারে যে 'ইট্' এর আগম হয়, উহা হ্রস্বই হইবে কদাচ ঈকারের গ্রহণ হইবে না ; সেইজন্য 'ভবিতা'—ইত্যাদি ইট্ এর ইকার হ্রস্বই হইবে দীর্ঘ হইবে না।*

আদেশ যেমন 'ইদম ইশ্' (৫।৩।৩) 'ইতঃ' 'ইহ' ইত্যাদিস্থলে 'ইদম্' শব্দের শেষে 'তসিল্' প্রত্যয় করার পর 'ইদম্' শব্দের স্থানে উক্ত সূত্র অনুসারে 'ইশ্' আদেশ হয়। 'ইশ্' শকারেৎসংজ্ঞক বলিয়া 'অনেকাল্-শিৎসর্বস্য' (১।১।৫৫) অনুসারে সম্পূর্ণ 'ইদম্' শব্দের স্থানে হইয়া

* 'গ্রহোঽলিটি দীর্ঘঃ' (৭।২।৩৭) সূত্রের দ্বারা গ্রহধাতুর উত্তরবর্ত্তী ইটের দীর্ঘ বিধান করা হইয়াছে—'গ্রহীতা' ইত্যাদি। যদি ইট্-এর ইকারেরও এই সূত্র অনুসারেই দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে আর উহার দীর্ঘ বিধানের কোন প্রয়োজন থাকে না, সুতরাং এই সূত্রের দীর্ঘ বিধানের দ্বারা ইহাই জ্ঞাপিত হয় যে ইটের দীর্ঘ হয় না।

থাকে। 'ইদম্' শব্দে দুইটি হ্রস্ব স্বরবর্ণের দুই মাত্রা এবং দুইটি ব্যঞ্জনবর্ণের এক মাত্রা এই ভাবে ত্রিমাত্রিক 'ইদম্' শব্দের স্থানে আন্তরতম্য-বশতঃ ত্রিমাত্রিক ঈশাদেশ প্রাপ্ত হইবে ; কিন্তু বিধীয়মান 'অণ্' স্বীয় সবর্ণের গ্রহণ করে না বলিয়া হ্রস্ব 'ইশ্' আদেশ হইয়া থাকে, প্লুত নয়।

অপ্রত্যয় শব্দের বিধীয়মান এই যৌগিক অর্থ গ্রহণ করার ফলে প্রত্যয়, আগম, আদেশ 'অণ্' সবর্ণের গ্রাহক হয় না—ইহার দ্বারা 'ভাব্যমানোঽণ্ সবর্ণান্ ন গৃহ্ণাতি'—বিধীয়মান 'অণ্' সবর্ণের গ্রহণ করে না—এই পরিভাষা বোধিত হইয়া থাকে। যদি অপ্রত্যয় শব্দের প্রত্যয় পদটির দ্বারা যোগার্থের গ্রহণ না করা হইত, তাহা হইলে প্রত্যয়—'অণ্' সবর্ণের গ্রহণ হইত না। কিন্তু আগম ও আদেশ 'অণ্' সবর্ণের গ্রাহক হইত। যদিও 'প্রত্যয়ঃ' (৩।১।১) এই সূত্রের দ্বারা যাহাদের প্রত্যয় সংজ্ঞা করা হইয়াছে—এইরূপ কৃত্রিম প্রত্যয় শব্দেরই গ্রহণ করা উচিত—কৃত্রিমাকৃত্রিময়োঃ কৃত্রিমস্যৈব গ্রহণম্—কৃত্রিম ও অকৃত্রিম এই দুইটির যুগপৎ প্রাপ্তি থাকিলে কৃত্রিমেরই গ্রহণ করা উচিত। 'প্রত্যয়ঃ' এই সূত্রের দ্বারা যাহাদের প্রত্যয় সংজ্ঞা করা হইয়াছে, উহারা কৃত্রিম আর যৌগিক ব্যাখ্যার দ্বারা বিধীয়মান অর্থে প্রত্যয় শব্দ অকৃত্রিম। কিন্তু প্রত্যয়বিধিতেই যদি সবর্ণ গ্রহণের প্রতিষেধ হয়, তাহা হইলে 'অপ্রত্যয়ঃ'—এই পদটির গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন থাকে না। কারণ ইঞ্‌'অ' প্রভৃতি প্রত্যয়ের দ্বারা যদি সবর্ণের গ্রহণ হয় তাহা হইলে উহাদের অর্থাৎ দীর্ঘ প্লুতের দ্বারা বিবক্ষিত অর্থের অভিধান হইতে পারে না—এই অপ্রত্যয় পদ গ্রহণ করিয়া পাণিনি ভাব্যমানের দ্বারা সবর্ণের গ্রহণ হয় না ইহা জ্ঞাপিত করিয়াছেন। এইরূপ জ্ঞাপন প্রত্যয় পদের যোগার্থের দ্বারাই হইয়া থাকে। ভাষ্যকার বলিয়াছেন—এবং সিদ্ধে সতি যদপ্রত্যয় গ্রহণং করোতি তদ্‌জ্ঞাপয়ত্যাচার্য এষা পরিভাষাভবতীতি 'ভাব্যমানেন সবর্ণানাং গ্রহণং ন।'

উদিৎও সবর্ণের গ্রাহক হয়, যেমন 'চোঃ কুঃ' (৮।২।৩০) এই

সূত্রে 'কু' পদের দ্বারা ককারে সবর্ণ সংজ্ঞক যাবতীয় বর্গস্থ বর্ণের খ, গ, ঘ, ঙ এইগুলির গ্রহণ হইয়া থাকে। এই সূত্রে যে 'চু' আছে। উহার দ্বারাও সবর্ণ সংজ্ঞক বর্ণের গ্রহণ হইয়া থাকে; সেইজন্যই উক্ত সূত্রের অর্থ হয়—চ-বর্গের স্থানে কবর্গ হয় ইত্যাদি। 'চুটূ' (১।৩।৭) সূত্রে 'টু' পদের দ্বারা টবর্গের গ্রহণ হইয়াছে। 'ন বিভক্তৌ তুস্মাঃ' (১।৩।৪) ও 'অট্কুপ্‌বাঙ্‌নুম্‌ ব্যবায়েঽপি' (৮।৪।২) এই দুইটি সূত্রে 'তু' ও 'পু' পদের দ্বারা তবর্গ ও পবর্গের বোধ হয়। সমুদায়ের সবর্ণ সংজ্ঞা সম্ভব নয় বলিয়া, উহাদের আদিবর্ণের সবর্ণ গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন 'কু'-এর ককারের 'চু'-এর চকারের ইত্যাদি।

প্রশ্ন হইতে পারে যে 'কু' 'চু' প্রভৃতি উপদেশ নয় বলিয়া উহাদের উকারের ইৎসংজ্ঞা হইতে পারে না, এবং ইৎসংজ্ঞা না হইলে উদিৎ হইবে কি করিয়া? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে 'কু চু টু তু পু'—এই পাঁচটিকে পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাকরণান্তরে উদিৎ সংজ্ঞা করা হইয়াছে, পাণিনিও সেই পূর্ব্ববর্ত্তী উদিৎ সংজ্ঞার স্বরচিত অষ্টাধ্যায়ীতে ব্যবহার করিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক সংজ্ঞারই পাণিনি ব্যবহার করিয়াছেন, যেমন 'আঙো নাঽস্ত্রিয়াম্‌' (৭।৩।১২০) এই সূত্রে 'টা' অর্থে 'আঙ্‌'-এর ব্যবহার। সেই স্থলে দীক্ষিত বলিয়াছেন 'আঙিতি টা সংজ্ঞা প্রাচাম্‌'।

উদিৎ অংশে অপ্রত্যয়ঃ—ইহার সম্বন্ধ নাই। কু চু টু তু পু—এই উদিৎগুলি বিধীয়মান হইলেও সবর্ণের গ্রাহক হইয়া থাকে। 'চোঃ কুঃ' (৮।২।৩০) ইত্যাদিতে উদিৎকরণের দ্বারা ইহাই জ্ঞাপিত হয় যে উদিৎ বিধীয়মান হইলেও সবর্ণের গ্রাহক হয়।

'ঙণোঃ কুক্‌ টুক্‌ শরি' ইত্যাদিতে যে 'কুক্‌' ও 'টুক্‌' আছে উহার অবয়ব 'কু' ও 'টু'-এর উদিত সংজ্ঞা হয় না সেইজন্য উক্ত স্থলে কু ও টু-এর দ্বারা সবর্ণের গ্রহণ হইতে পারে না। যে স্থলে কু ও টু প্রভৃতি কাহারও অবয়ব নয় উহারাই উদিৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

তদেবম্‌। অ ইত্যষ্টাদশানাং সংজ্ঞা। তথা ইকারোকারৌ। ঋকারস্ত্রিংশতঃ। এবং ৯কারোঽপি। এচো দ্বাদশানাম্‌। এদৈতোরোদৌতোশ্চ ন মিথঃ সাবর্ণ্যম্‌। ঐঔজিতি সূত্রারম্ভসামর্থ্যাৎ। তেনৈচশ্চতুর্বিংশতেঃ সংজ্ঞা স্যুরিতি নাপাদনীয়ম্‌।

সেইজন্য এই প্রকারে 'অ' এইটি আঠারো প্রকারের বোধক এইরূপ ইকার, উকার ও ঋকার ত্রিশ প্রকারের (বোধক) এবং ৯কারও। এচ্‌ (এ ও ঐ ঔ) বার প্রকারের (বোধক)। একার ও ঐকারের, ওকার ও ঔকারের পরস্পর সবর্ণ সংজ্ঞা হয় না—'ঐঔচ্‌' এই সূত্রের রচনা করা হইয়াছে বলিয়া। এইজন্য 'এচ্‌-এর দ্বারা চতুর্বিংশতির বোধ হয় এইরূপ আপত্তি করা উচিত নয়।

'অস্য চেনী' ইত্যাদি স্থলে উচ্চারিত অকারের দ্বারা হ্রস্বোদাত্ত প্রভৃতি আঠার প্রকার অকারের বোধ হইয়া থাকে; ফলে 'চ্বি' প্রত্যয়ান্ত স্থলে অকার ও আকার দুইটিরই ঈকার হওয়ায় ঘটীভবতি, মালীভবতি ইত্যাদি স্থলে অকার ও আকারের স্থানে ঈকার হয়। এবং 'এরচ্‌' (৩।৩।৫৬) 'ঋদোরপ্‌' (৩।৩।৫৭) ইত্যাদি স্থলে ইকার ও উকারের দ্বারা আঠার প্রকারের গ্রহণ হওয়ায় 'ইণ্‌ গতৌ' ও 'ঈ গতৌ' হ্রস্ব ও দীর্ঘ—এই দুইটি ধাতুর শেষে 'অচ্‌' এবং 'যু মিশ্রণে' ও 'পূঙ্‌ পবনে' এই দুইটি উকারান্ত ও উকারান্ত ধাতুর শেষে 'অপ্‌' প্রত্যয় হইয়া থাকে।

ঋকার ও ৯কার এই দুইটির সবর্ণ সংজ্ঞা হইয়াছে। সুতরাং 'অণুদিৎ'—সূত্র অনুসারে ঋকারের দ্বারা ৯কারের গ্রহণ হইলে ঋকারের আঠার এবং ৯কারের বারো ভেদ ধরিলে দুইটির সমষ্টি ত্রিশ প্রকার হইয়া থাকে। এইযুক্তি অনুসারে ৯কারেরও ত্রিশটি ভেদ হয়, কিন্তু ৯কারের দ্বারা ঋকার গ্রহণের কোন প্রয়োগ নাই। ঋকারের দ্বারা ৯কার গৃহীত হওয়ায় 'উরণ্‌রপরঃ' (১।১।৫১) 'ঋত উৎ' (৬।১।১১) ইত্যাদি স্থলে প্রয়োগ পাওয়া যায়; সেইজন্যই 'কৃষ্ণর্দ্ধিঃ' ও 'তবল্‌কারঃ' ইত্যাদি প্রয়োগে যথাক্রমে ঋকারের স্থানে অর্‌ এবং ৯কারের স্থানে 'অল্‌' হইয়াছে এইরূপ 'পিতুরঃ' ও 'গমুল্‌' ইত্যাদি স্থলে ঋকারের স্থানে 'উর্‌' এবং ৯কারের স্থানে 'উল্‌' হইয়া থাকে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে ঋদিৎ অর্থাৎ ঋকার অনুবন্ধ প্রযুক্ত কার্য্য

ঌদিৎ স্থলে এবং ঌদিৎ প্রযুক্ত কার্য্য ঋদিৎ স্থলে হইবে না কেন ? যেমন, 'বাধৃ' এই ঋদিৎ ধাতুর ণিজন্তে লুঙ্‌লকারে 'ণৌ চঙ্যুপধায়া হ্রস্বঃ' (৭।৪।১) এই সূত্র অনুসারে প্রাপ্ত উপধা হ্রস্বের 'নাগ্লোপিশাস্বৃদিতাম্' সূত্রের দ্বারা নিষেধ হইয়া যায়, ফলে 'অববাধৎ' রূপ হয়, সেইরূপ 'আপ্ঌ' ধাতুর ণিজন্তে লুঙ্ লকারে উপধাহ্রস্বের নিষেধ হইয়া যাইবে, ফলে 'অপিপৎ' রূপের সিদ্ধি হইতে পারিবে না। এইস্থলে ঌকারের ইৎসংজ্ঞা হয় বলিয়া ইহা ঌদিৎ ; কিন্তু ঋদিৎ নয়। ঌদিৎ স্থলেও স্থল ও ঋদিতের কার্য্য হইলে, যে ধাতুর ঋকারের ইৎসংজ্ঞা হয় সেস্থলে পূর্ব্বোক্ত সূত্র অনুসারে উপধা হ্রস্বের নিষেধ প্রসক্ত হইবে। আর ঌকার ইৎসংজ্ঞক স্থলে শুদ্ধ লুঙ্‌লকারে 'পুষাদিদ্যুতাদ্যৢদিতঃ পরস্মৈপদেষু' অনুসারে চ্লি স্থানে অঙ্ হয় যেমন গম্ঌ 'অগমৎ'। 'আপ্ঌ' আপৎ ইত্যাদি। সেইরূপ খাদৃ ইত্যাদি ঋদিৎ স্থলেও অঙ্-এর প্রসক্তি হইবে। ইহার ফলে 'অখাদীৎ' রূপসিদ্ধ হইতে পারিবে না।

এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে পাণিনি যে কোনো ধাতুকে ঋদিৎ ও কোনোটিকে ঌদিৎ করিয়াছেন তাহার সামর্থ্যবশতঃ ঋদিৎ ধাতুতে ঌদিৎ কার্য্য এবং ঌদিৎ ধাতুতে ঋদিৎ কার্য্য হইবে না—ইহা বলা যাইতে পারে। এইরূপ কল্পনার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত আপত্তির নিরসন্ অনায়াসেই হইয়া যায়। ধাতু পাঠে কোনো ধাতুকে ঋকার অনুবন্ধযুক্ত এবং কোনো ধাতুকে ঌকার অনুবন্ধযুক্ত করিয়া পাঠ করা হইয়াছে যেমন 'খাদৃ' ধাতুতে ঋকার অনুবন্ধ এবং 'গম্ঌ' ধাতুতে ঌকার অনুবন্ধ করা হইয়াছে। যদি ঋকার অনুবন্ধবিশিষ্ট ধাতুর ঌকার অনুবন্ধ নিবন্ধন কার্য্য এবং ঌকার অনুবন্ধবিশিষ্ট ধাতুর ঋকার অনুবন্ধ নিবন্ধন কার্য্য হয়, তাহা হইলে ঋকার ও ঌকার—এই দুইটি পৃথক্ পৃথক্ অনুবন্ধ করার প্রয়োজন কি ? ঋকার অথবা ঌকার—এই দুইটির যে কোন একটি অনুবন্ধযুক্ত করিয়া ধাতু পাঠ করিলে সকল ইষ্ট স্থলের নির্ব্বাহ হইয়া যাইত। সুতরাং উক্ত রূপে দুইটি পৃথক্ পৃথক্ অনুবন্ধ করার সামর্থ্য-

বশতঃ এইরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে যে ঋদিৎ ধাতুতে ঌদিতের কার্য্য এবং ঌদিৎ ধাতুতে ঋদিতের কার্য্য হইবে না।

প্রশ্ন হইতে পারে যে একার ও ওকার এবং ওকার ও ঔকার—এই দুইটির পরস্পর সবর্ণ সংজ্ঞা হইবে না কেন ? একার ও ঐকারের কণ্ঠতালু এবং ওকার ও ঔকারের কণ্ঠোষ্ঠ্য স্থান আর বিবৃত নামক আভ্যন্তর প্রযত্নও, সুতরাং ইহাদের সবর্ণ সংজ্ঞা হওয়া উচিত আর সবর্ণ সংজ্ঞা হইলেই পরস্পর একটির দ্বারা অপরটির গ্রহণ করা যাইতে পারে —তাহা হইলে একারের বারো ও ঐকারের বারো—দুইটির সমষ্টি চব্বিশ এবং ওকার ও ঔকারের মিলিতভাবে চব্বিশটি ভেদ হওয়া উচিত—তাহা হয় না কেন ? ইহার উত্তরে দীক্ষিত বলিয়াছেন যে উক্ত প্রকারে 'এচ্'-এর দ্বারা চব্বিশটির বোধ হয়—এইরূপ আপত্তি করা উচিত নয়, কারণ একার ও ঐকার এবং ওকার ও ঔকার ইহাদের পরস্পরের সবর্ণ সংজ্ঞা হইলে একারের দ্বারা ঐকারের এবং ওকারের দ্বারা ঔকারের গ্রহণ হওয়ার ফলে 'ঐঔচ্' এই মাহেশ্বর সূত্রের কোন সার্থকতা থাকে না—'এওঙ্'—এই সূত্রের দ্বারাই ঐকার ও ঔকারের গ্রহণ করা যাইতে পারে। ঐ 'ঐঔচ্' সূত্রের আরম্ভের দ্বারা ইহাই জ্ঞাপিত হয় যে একার ঐকার এবং ওকার ঔকারের পরস্পর সবর্ণ সংজ্ঞা হয় না।

আশঙ্কা উঠিতে পারে যে 'অচ্' 'ইচ্' 'এচ্' প্রত্যাহারগুলি 'ঐঔচ্' সূত্রের অভাবে কি করিয়া গঠিত হইতে পারে—ইহার উত্তর এই যে, যে স্থলেই চকারের দ্বারা প্রত্যাহার আছে সেইসকল স্থলেই ঙকারের দ্বারা প্রত্যাহার করা হইলে কোন ক্ষতি নাই—'অঙ্' 'ইঙ্' 'এঙ্'—এইভাবে প্রত্যাহার হইতে পারে। প্রশ্ন হইতে পারে যে 'ঐঔচ্' সূত্র না থাকিলে 'এচোঽয়বায়াবঃ' (৬।১।৭৮) এই সূত্রের দ্বারা একার, ওকার, ঐকার ও ঔকার ইহাদের স্থানে যথাক্রমে অয়্, অব্, আয়্, আব্ আদেশ হইতে পারে না। 'এওঙ্' ও 'ঐঔচ্'—এইরূপ দুইটির পৃথকরূপে পাঠ থাকিলে একার ওকার ঐকার ও ঔকার

—এই প্রকার ক্রম পাওয়া যায় ; কিন্তু কেবল ‘এওঙ্’ সূত্রের দ্বারা ঐরূপ ক্রম না থাকায় যথাসংখ্য অনুসারে ক্রমিক আদেশ হইতে পারে না। ফলে ওকারের স্থানে অব্ এবং ঐকারের স্থানে আব্ আদেশ প্রাপ্ত হইবে?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে উক্ত স্থলে যথাক্রমে আদেশ প্রাপ্ত না হইলেও ‘স্থানেঽন্তরতমঃ’ (১।১।৫০) সূত্র অনুসারে আন্তরতম্য-বশতঃ একারের স্থানে ‘অয়্’, ওকারের স্থানে ‘অব্’, ঐকারের স্থানে ‘আয়্’ ও ঔকারের স্থানে ‘আব্’ আদেশ হইতে পারে। কারণ একার ঐকার ওকার ও ঔকার—এগুলি সন্ধ্যক্ষর; দুইটি বর্ণের সন্ধি করিয়া হইয়াছে সেইজন্য সংবৃত কণ্ঠতালব্য অকার ও ইকারের স্থানে জাত একারের স্থানে সংবৃত কণ্ঠতালব্য অয়্, সংবৃত কণ্ঠোষ্ঠ্য অকার ও উকারের স্থানে জাত ওকারের স্থানে ‘অব্’, বিবৃত কণ্ঠতালব্য অকার ও ইকারের স্থানে জাত ঐকারের স্থানে আয়্ এবং বিবৃত কণ্ঠোষ্ঠ্য আকার ও উকারের স্থানে জাত—ঔকারের স্থানে ‘আব্’ আদেশ হইতে পারে। সুতরাং ‘এঙোঽয়বায়াবঃ’ এইরূপ সূত্রন্যাস করিলে কোন ক্ষতি নাই।

যদ্যপি ‘ন য্বাভ্যাং পদান্তাভ্যাং পূর্ব্বৌ তু তাভ্যামৈচ্’ এই সূত্রে ‘ঐচ্’-এর স্থানে ‘ঐঔ’—এইরূপ পাঠ করিলেই চলিতে পারে; কিন্তু ‘বৃদ্ধিরাদৈচ্’ (১।১।১) সূত্রে ‘ঐচ্’-এর স্থানে ‘এঙ্’ করিলে একার ওকার ঐকার ও ঔকার—এই চারিটির বৃদ্ধিসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে। ঐকার ঔকারের বৃদ্ধিসংজ্ঞা হয়ই; কিন্তু একার ও ওকারেরও বৃদ্ধিসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে। আবার ‘অদেঙ্গুণঃ’ (১।১।২) সূত্রে ‘এঙ্’ প্রত্যাহারের দ্বারা একার ওকার ঐকার ঔকার এই চারিটির গুণসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে। সেইস্থলে একার ও ওকারের গুণসংজ্ঞা হয়ই, কিন্তু ঐকার ও ঔকারেরও গুণসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে। ঐকার ও ঔকারের গুণবৃদ্ধি দুই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে অথবা ‘বিপ্রতিষেধে পরং কার্য্যম্’ (১।৪।২) অনুসারে ঐকার ও ঔকারের বৃদ্ধিসংজ্ঞাকে বাধ করিয়া গুণ-

সংজ্ঞাই হইবে। এইরূপ একারের ও ওকারের যদি গুণসংজ্ঞাই হয়, তাহা হইলে বৃদ্ধিসংজ্ঞা কাহার হইবে কাহারই বা গুণসংজ্ঞা হইবে—ইহা নির্ণয় করা কঠিন; সেইজন্য ‘বৃদ্ধিরাদৈচ্’ সূত্রের দ্বারা যাহাতে একার ও ওকারের বৃদ্ধিসংজ্ঞা না হয়, তাহার জন্য ‘ঐঔচ্’ সূত্রের প্রয়োজন আছে, সুতরাং ‘এচ্’-এর পরস্পর সবর্ণ সংজ্ঞা না হওয়ায় জ্ঞাপক হইতে পারে না। এই প্রকার ‘প্লুতাবৈচ্ ইদুতৌ’ (৮।২।১০৬) সূত্রে যদি ‘ঐচ্’-এর স্থানে ‘এঙ্’ করা হয়, তাহা হইলে একার ওকারের অন্তর্গত ইকারের উকারের প্লুত প্রাপ্ত হইবে। তাহা যাহাতে না হয়, তজ্জন্য ‘ঐচ্’ প্রত্যাহার আবশ্যক এবং ‘ঐচ্’ প্রত্যাহারের জন্য ‘ঐঔচ্’ সূত্র আবশ্যক, কোন মতেই উহার আরম্ভের দ্বারা ‘এচ্’ প্রত্যাহারস্থ বর্ণগুলির পর সাবর্ণ্যাভাবের জ্ঞাপক হইতে পারে না।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ‘ঐঔচ্’ সূত্রটি সপ্রয়োজন সিদ্ধ হইলে, উহা আর একার ও ঐকার এবং ওকার ও ঔকার ইহারা পরস্পর সাবর্ণ্যা-ভাবের জ্ঞাপক হইতে পারে না, তাহা হইলে একার ও ঐকার এবং ওকার ঔকার পরস্পর পরস্পরের গ্রাহক হইলে ‘এচ্’-এর চতুর্বিংশতি সংজ্ঞাও বলিতে হয়—ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে পাণিনি কোথাও ‘এঙ্’ ও কোথাও ‘ঐচ্’ করিয়াছেন—‘অদেঙ্গুণঃ’ সূত্রে ‘এঙ’ এবং ‘বৃদ্ধিরাদৈচ্’ সূত্রে ‘ঐচ্’ এইরূপ দুইটির পৃথক্ পৃথক্ গ্রহণ করিয়া ইহাই জ্ঞাপিত করিয়াছেন যে একার ও ঐকারের এবং ওকার ও ঔকারের পরস্পর সবর্ণ সংজ্ঞা হয় না এবং তৎপ্রযুক্ত উহারা পরস্পরের গ্রাহক হইতে পারে না। তাহা হইলে দীক্ষিত যে বলিয়াছেন—‘ঐঔচ্’ ইতি সূত্রারম্ভসামর্থ্যাৎ—‘ঐঔচ’ এই সূত্রারম্ভ সামর্থ্যবশতঃ উহাদের পরস্পর সবর্ণ সংজ্ঞা হয় না—ইহার তাৎপর্য্য কি? ‘ঐঔচ্’ সূত্রমূলক যে প্রত্যাহার অর্থাৎ ‘বৃদ্ধিরাদৈচ্’ সূত্রে এবং ‘প্লুতাবৈচ্ ইদুতৌ’ সূত্রে যে ‘ঐচ’ প্রত্যাহার গ্রহণ করা হইয়াছে; উহাই

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উপরি উক্ত প্রকারের জ্ঞাপক হইবে—ইহাই ঐরূপ পঙ্ক্তির তাৎপর্য্য।

ইহাই এই স্থলে নিষ্কর্ষ যে একারের দ্বারা ঐকার এবং ওকারের দ্বারা ঔকারের গ্রহণ হয় না, ফলে ঐকারেণ সহ বর্ত্ততে—এই অর্থে 'সৈ' শব্দের সম্বুদ্ধিতে 'হে সৈঃ' ইত্যাদি স্থলে 'এঙ্হ্রস্বাৎ সম্বুদ্ধেঃ' (৬।১।৬৯) সূত্র অনুসারে ঐকারকে একার ধরিয়া, উহার পরবর্ত্তী 'সু'-এর সকার লোপ হয় না। এবং 'গ্লৌ' শব্দের দ্বিতীয়ার একবচন ও বহুবচনে যথাক্রমে 'অম্' ও 'শস্' বিভক্তি পরে থাকিলে 'গ্লৌ অম্' ও 'গ্লৌ অস্' এইরূপ অবস্থায় ঔকারকে ওকার রূপে গ্রহণ করিয়া 'ঔতোঽম্শসোঃ' (৬।৩।৯৬) অনুসারে ঔকারের আকার আদেশ হয় না, অন্যথা 'গাম্ গাঃ' ইত্যাদির ন্যায় এই স্থলেও 'গ্লাম্ গ্লাঃ' ইত্যাদি অনিষ্ট প্রয়োগই গৃহীত হইত। উহাদের পরস্পর সবর্ণ সংজ্ঞা না হওয়ায় ঐকারকে একার এবং ঔকারকে ওকার রূপে গ্রহণ না করায় 'হে সৈঃ' ইত্যাদি স্থলে সম্বুদ্ধিলোপ ও 'গ্লাবম্' 'গ্লাবঃ' ইত্যাদি স্থলে ঔকারের আকার আদেশ হয় না; কিন্তু সম্বুদ্ধি স্থলে 'সু'-এর সকারের রুত্ব বিসর্গ এবং 'গ্লাবম্' 'গ্লাবঃ' ইত্যাদি স্থলে ঔকারে 'আব্' আদেশ করিলে উক্ত স্থলে অভীষ্ট প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

নাজ্ঝলাবিতি নিষেধো যদ্যপ্যক্ষর সমাম্নায়িকানামেব তথাপি হকারস্যাঽঽকারেণ ন সবর্ণঃ। তত্রাকারস্যাপি প্রশ্লিষ্টত্বাৎ। তেন বিশ্বপাভিরিত্যত্র হোঢঃ ইতি ঢত্বং ন ভবতি। অনুনাসিকাননুনাসিক-ভেদেন যবলা দ্বিধা। তেনাননুনাসিকাস্তে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ সংজ্ঞা।

'নাজ্ঝলৌ'—**এই নিষেধটি যদিও অক্ষর সমাম্নায়ে (মাহেশ্বর সূত্র) পঠিতের (বর্ণগুলির জন্যই) তথাপি আকার হকারের সবর্ণ নয়,** (কারণ) **সেখানে আকারের ও প্রশ্লেষ** করা **হইয়াছে। সে কারণে বিশ্বপাভিঃ—এইস্থলে** 'হোঢঃ' (৮-২।৩১) **ইহার দ্বারা ঢকার হয় না। অনুনাসিক ও অননুনাসিক ভেদে য ব ও ল দুই প্রকার। সেইজন্য অননুনাসিক সেইগুলি দুইটি দুইটির বোধক।**

অকুহবিসর্জনীয়ানাং কণ্ঠঃ—ইহার দ্বারা আকার ও হকারের কণ্ঠস্থান

এবং 'বিবৃতমূষ্মনাং স্বরাণাঞ্চ' ইহার দ্বারা উষ্ম ও স্বরবর্ণের বিবৃতপ্রযত্ন উপপাদিত হইয়াছে। হকার উষ্মবর্ণ এবং আকার স্বরবর্ণ। সুতরাং আকার ও হকারের উচ্চারণস্থান এবং আভ্যন্তর প্রযত্ন সমান বলিয়া উহাদের পরস্পর সবর্ণ সংজ্ঞা হয় এবং 'অণুদিৎ—' সূত্র অনুসারে একটি অপরটির গ্রাহক হইয়া থাকে। হকার অণ্ প্রত্যাহারস্থবর্ণ স্বীয় সবর্ণের অর্থাৎ আকারের গ্রাহক হইলে, হকারের দ্বারা আকারের বোধ হইতে পারে, তাহা হইলে 'বিশ্বপাভিঃ'—এইস্থলে আকারকে হকার-রূপে গ্রহণ করিয়া 'হো ঢঃ' (৮।২।৩১) অনুসারে আকারের স্থানে ঢকারের প্রসক্তি হইবে। উক্ত স্থলে আকারের ঢকার হইলে 'বিশ্বপঢ্ভিঃ' এইরূপ অনিষ্ট রূপ হইয়া যাইবে। ইহার উত্তরে দীক্ষিত বলিয়াছেন যে 'তত্রাকারস্যাপি প্রশ্লিষ্টত্বাৎ'—নাজ্ঝলৌ—এই সূত্রে আকারেরও প্রশ্লেষ করা হইয়াছে; সেইজন্য উক্ত স্থলে আকারকে হকাররূপে গ্রহণ করিয়া ঢত্ব হইতে পারে না, উক্ত সূত্রের দ্বারা 'অচ্'-এর সহিত 'হল্'-এর যেমন সবর্ণ সংজ্ঞার নিষেধ হইয়া থাকে; সেইরূপ আকারের সহিতও হল্ বর্ণের সবর্ণ সংজ্ঞার নিষেধ হয়। আকার ও হকার এই হল্ বর্ণের সহিত সবর্ণ সংজ্ঞার নিষেধ হইলে 'অণুদিৎ—' সূত্র অনুসারে আর হকারের দ্বারা আকারের গ্রহণ করা যাইতে পারে না। সুতরাং বিশ্বপাভিঃ এই প্রয়োগে আকারের স্থলে ঢত্বের প্রসক্তিরূপ দোষের কোন অবকাশ নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে যে 'নাজ্ঝলৌ'—এই সূত্রে যে 'অচ্' পদ আছে, উহাতে 'অণুদিৎ—' সূত্র প্রবৃত্তি হইলে অকার প্রভৃতির দ্বারা হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত প্রভৃতি আঠার প্রকারের বোধ হওয়ায়, অকারের দীর্ঘ যে আকার, ইহাও 'অচ্' বলিয়া গৃহীত হইবে এবং ঐ 'অচ্' প্রত্যাহারস্থ বর্ণ আকারের সহিত হকার যে 'হল্' বর্ণ—ইহাদের পরস্পর সবর্ণ সংজ্ঞার নিষেধ হইয়া যাইবে, সুতরাং আকার ও হকারের পরস্পর সবর্ণ সংজ্ঞার নিষেধ করিবার জন্য 'নাজ্ঝলৌ'—এই সূত্রে আকারের প্রশ্লেষ করিবার প্রয়োজন কি?

NEW ALIPORE COLLEGE LIBRARY

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে উক্ত সূত্রে আকার প্রশ্লেষ না করিলে আকার ও হকারের সবর্ণসংজ্ঞা নিষেধ হইতে পারে না, কারণ 'নাজ্ঝলৌ' সূত্রে যে 'অচ্' পদ আছে, উহাতে 'অণদিৎ—' সূত্রের প্রবৃত্তি না হওয়ায়, উহার দ্বারা কেবল আক্ষর সমাম্নায়িক* অর্থাৎ অক্ষর সমাম্নায়ে মাহেশ্বর সূত্রে যে সকল বর্ণের পাঠ আছে, উহাদের সহিত 'হল্' বর্ণের সবর্ণ সংজ্ঞার নিষেধ হইতে পারে, যাহাদের অক্ষর সমাম্নায়ে পাঠ নাই, এইরূপ বর্ণের সহিত 'হল্' বর্ণের সবর্ণ সংজ্ঞার নিষেধ উপরি উক্ত সূত্রের দ্বারা হইতে পারে না।

অক্ষর সমাম্নায়ে 'অ ই উ ঋ ৯'—এইগুলির কেবল হ্রস্বরূপ পঠিত হইয়াছে, সুতরাং হ্রস্ব অকার প্রভৃতি যে অচ্ প্রত্যাহারস্থ বর্ণ, ইহাদের সহিতই 'হল্' বর্ণের সবর্ণ সংজ্ঞার নিষেধ হইতে পারে। যেমন 'দধি হরতি' ইত্যাদি স্থলে হইয়াছে ; কিন্তু আকার এই দীর্ঘ-স্বরের সহিত হকার এই 'হল্' বর্ণের সবর্ণ সংজ্ঞার নিষেধ করিবার কোন উপায় নাই ; সেইজন্য উক্ত সূত্রে আকার প্রশ্লেষ করা হইয়াছে। আকার প্রশ্লেষ করিলে উহার সহিতও হকারের সবর্ণ সংজ্ঞার নিষেধ হইয়া থাকে, ফলে আকারের স্থানে ঢকার করিবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না।

'নাজ্ঝলৌ' এই সূত্রের 'অচ্' পদে 'অণুদিৎ—' সূত্রের প্রবৃত্তি না হওয়ার ফলে যে, উহার দ্বারা আক্ষর সমাম্নায়িক বর্ণেরই গ্রহণ হইয়া থাকে— ইহাতে প্রমাণ হইল বাক্য পরিসমাপ্তি ন্যায়—"বর্ণানামুপদেশস্তাবৎ, তদুত্তরকালেৎসংজ্ঞা, তদুত্তরকালআদিরন্ত্যেনেতি প্রত্যাহারস্তদুত্তরকালা সবর্ণ সংজ্ঞা। তদুত্তরকালমণুদিতিত্যেতেন সবর্ণ গ্রাহকতা সর্বেণ সমুদিতেন সবর্ণানাং গ্রহণং ভবতি"

*অক্ষর সমাম্নায়ে মহেশ্বর সূত্রে ভবা আক্ষর সমাম্নায়িকা: 'বহ্বচোহন্তোদাত্তাৎ ঠঞ্' (৪।৩।৬৭) সূত্রের দ্বারা ঠঞ্ এবং ঠ এর স্থানে 'ঠস্যেক:' (৭।৩।৫০) অনুসারে ইক আদেশ করিয়া আদি 'অচ্' এর বৃদ্ধি করিলে আক্ষর সমাম্নায়িক পদটি সিদ্ধ হইয়া থাকে।

(ভাষ্য ১।১।১০)—প্রথমে বর্ণের উপদেশ, তাহার উত্তরকালে ইৎসংজ্ঞা, ইৎসংজ্ঞার উত্তরকালে আদিরন্ত্যেন সূত্রের দ্বারা প্রত্যাহারসিদ্ধি, তাহার উত্তরকালে সবর্ণ সংজ্ঞা, সবর্ণ সংজ্ঞার উত্তর-কালে ঐ সমুদায়ের দ্বারা সবর্ণের গ্রহণ হইয়া থাকে—ইহা 'নাজ্ঝলৌ' এই সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন। বর্ণোপদেশ, ইৎসংজ্ঞা, প্রত্যাহার ও সবর্ণ সংজ্ঞা—এইগুলির নিষ্পত্তি না হইলে 'অণুদিৎ—' সূত্রের দ্বারা 'অস্য চ্বৌ' ইত্যাদি সূত্রে সবর্ণের গ্রহণ হইতে পারে না। জ্ঞাতবস্তুরই সংজ্ঞা হইয়া থাকে, সুতরাং বর্ণোপদেশ করা হইলে, তবেই ইৎসংজ্ঞা করা যাইতে পারে। প্রত্যাহার সিদ্ধ না হইলে অভীষ্ট বিষয়ে সবর্ণ সংজ্ঞার সংজ্ঞিত্বরূপে গ্রহণও হইতে পারে না আর সবর্ণত্বরূপে জ্ঞাতবর্ণগুলিই পরস্পর গ্রাহক হইতে পারে—এইভাবে বাক্যের অপরি সমাপ্তি অর্থাৎ সবর্ণপদের বাচ্যত্ব নির্ণয় ব্যতীত সবর্ণগ্রহণের বোধন করিবার সামর্থ্যহীনতা দ্যোতিত হইয়া থাকে। ইহা বাক্যপরিসমাপ্তি ন্যায়ের অর্থ।

বর্ণের উপদেশ, ইৎসংজ্ঞা, প্রত্যাহার, সবর্ণ সংজ্ঞা ও সবর্ণগ্রাহকতা —এই পাঁচটির মিলিতভাবে যে বোধ হয় ; উহার দ্বারাই অন্যত্র সবর্ণের গ্রাহক হয়। 'অণুদিৎ—' এই সবর্ণগ্রাহক বিধি উপরি উক্ত নিজের অঙ্গের মধ্যে এবং স্বাত্মাতে প্রবৃত্ত হয় না। সুতরাং 'নাজ্ঝলৌ'—এই সূত্রে 'অচ্' পদে উহার প্রবৃত্তি হয় না, সুতরাং 'নাজ্ঝলৌ' এই সূত্রস্থ 'অচ্' পদে উহার প্রবৃত্তি হয় না ; সেইজন্যই উক্ত 'অচ্' পদের দ্বারা আক্ষর সামাম্নায়িক বর্ণেরই বোধ থাকে।

এইস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি অঙ্গের মধ্যে সবর্ণ সংজ্ঞা আছে; কিন্তু সবর্ণ সংজ্ঞার নিষেধ নাই ; সুতরাং এই সবর্ণ সংজ্ঞার নিষেধবিধি যে 'নাজ্ঝলৌ'—সূত্র, ইহার 'অচ্' পদে 'অণুদিৎ—' এই সবর্ণ গ্রাহকবিধি প্রবৃত্ত কেন হইবে না ?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে পূর্ব্বোক্তক্রমে প্রত্যাহার সিদ্ধ হইলে 'নাজ্ঝলৌ' সূত্রের বাক্যার্থবোধ নিশ্চয় হওয়ার পর উক্ত নিষেধ

সূত্রের বাক্যার্থ পরিহার পূর্ব্বক 'তুল্যাস্য প্রযত্নং সবর্ণম্' এই সবর্ণবিধির বাক্যার্থজ্ঞান হইয়া থাকে অন্যথা বাধক সম্ভাবনায় 'তুল্যাস্য—' সূত্রজ শক্তিগ্রহের অপ্রামাণ্য বিষয়ক সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় সবর্ণবোধ্যার্থের জ্ঞানই হইতে পারে না। সাবর্ণ্যজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হইল উহার নিষেধজ্ঞান—এইরূপ প্রতিবন্ধক থাকায় সবর্ণবোধ্যার্থের নিশ্চিত জ্ঞান হওয়া অসম্ভব ; সেইজন্য নিষেধসূত্র ও বিধিসূত্র দুইটির মিলিত-ভাবে এইরূপ বাক্যার্থবোধ করিতে হইবে যাহাতে নিষেধসূত্রের বিষয়টি পরিহৃত হইয়া যায়। 'পরিহৃত্য চাপবাদবিধিমুৎসর্গোঽভিনিবিশতে' ভাষ্যকার বলিয়াছেন অপবাদের বিষয়কে পরিহার করিয়া উৎসর্গশাস্ত্র অভিনিবিষ্ট হয় অর্থাৎ অপবাদের বিষয়কে বাদ দিয়া উৎসর্গশাস্ত্র অভিনিবিষ্ট হয় অর্থাৎ অপবাদের বিষয়কে বাদ দিয়া উৎসর্গশাস্ত্রের বাক্যার্থবোধ করিতে হয়। এইস্থলে 'তুল্যাস্য'—সূত্রেরই অর্থ হইবে—'অজ্ঝল্‌ভিন্নং যৎ তুল্যাস্যপ্রযত্নং তৎ সবর্ণসংজ্ঞং ভবতি' অচ্‌ ও হল্‌ ব্যতীত যাহাদের তুল্যাস্যপ্রযত্ন সমান উহাদের সবর্ণ সংজ্ঞা হয়—ইহাতে অপবাদ হইল 'নাজ্ঝলৌ' এই সূত্র, ইহার বিষয়কে বাদ দিয়াই 'তুল্যাস্য' —সূত্রের অর্থ করা হইয়াছে। সুতরাং সবর্ণবিধির বাক্যার্থজ্ঞানের সময়ই 'নাজ্ঝলৌ' এই সূত্রের বাক্যার্থবোধ হওয়ায় পূর্ব্বোক্তক্রমে চতুর্থ কক্ষায় উহার বাক্যার্থবোধ হইয়াছে ; কিন্তু সেই সময় অর্থাৎ 'নাজ্ঝলৌ' সূত্রের বাক্যার্থবোধকালে অথবা উহার পূর্ব্বে 'অণুদিৎ—' সূত্রের বাক্যার্থবোধ না হওয়ায় 'নাজ্ঝলৌ' সূত্রের অচ্‌ পদের দ্বারা সবর্ণের গ্রহণ হইতে পারে না। সুতরাং উহার দ্বারা আক্ষর সামাম্নায়িক বর্ণেরই গ্রহণ হইবে।

ইহার দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে দীর্ঘ আকারের অক্ষর সমাম্নায়ে পাঠ না থাকায় উহার সহিত 'হল্' বর্ণের সবর্ণ সংজ্ঞার নিষেধ হইতে পারে না ; সেইজন্য 'নাজ্ঝলৌ' সূত্রে আকারের প্রশ্লেষ করিতে হইবে। উহাতে আকারের প্রশ্লেষ করা হইলে যেমন অন্যান্য 'অচ্'-এর সহিত 'হল্'-এর সবর্ণ সংজ্ঞা নিষিদ্ধ হয় ; সেইরূপ আকারের

সহিতও 'হল্‌ বর্ণের সবর্ণ সংজ্ঞা নিষিদ্ধ হইবে। ফলে হকারের দ্বারা আকারের গ্রহণ না হওয়ায় 'হো ঢঃ' সূত্র অনুসারে আকারের স্থানে ঢত্বের প্রসক্তি হইতে পারে না।

কেহ কেহ বলেন 'পূর্ব্বত্রাসিদ্ধম্' (৮।১।১) অনুসারে 'হো ঢঃ' (৮।২।৩১) এই সূত্রের দ্বারা প্রাপ্ত ঢত্বকে অসিদ্ধ করিয়া সংযোগান্তস্য লোপঃ' (৮।২।২৩) অনুসারে উক্ত স্থলে আকারকে হকার মনে করিয়া, উহার লোপ প্রসক্ত হইবে ; তাহা যাহাতে না হয়, সেইজন্য 'নাজ্ঝলৌ' এই সূত্রে আকারের প্রশ্লেষ করা হইয়াছে। উহাতে আকার প্রশ্লিষ্ট করা হইলে আকার ও হকারের সবর্ণ সংজ্ঞা প্রতিষেধ হওয়ায় 'বিশ্বপাভিঃ'—এই প্রয়োগে আকারে সংযোগলোপের প্রসক্তি হইল না।

তত্ত্ববোধিনীকার বলিয়াছে যে আকার প্রশ্লেষ না করিলে 'বিশ্বপাভিঃ' ইত্যাদি স্থলে আকারকে হকার মানিয়া পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে সংযোগান্ত লোপপ্রাপ্ত হইবে—এইরূপে বলা উচিত ছিল। তত্ত্ববোধিনীকার মতান্তরে দুইটি সমাধান দিয়াছেন—(১) ঢত্ব অন্তরঙ্গ এবং সংযোগ লোপ বহিরঙ্গ, অসিদ্ধং 'বহিরঙ্গমন্তরঙ্গে' এই পরিভাষা অনুসারে ঢত্বের দৃষ্টিতে সংযোগান্ত লোপ অসিদ্ধ ; সেইজন্য এস্থলে সংযোগান্ত লোপের আপত্তি না দিয়া দীক্ষিত ঢত্বের আপত্তি দিয়াছেন। সংজ্ঞা ও পরিভাষা বিষয়ে দুইটি মত আছে একটি যথোদ্দেশ পক্ষ, অপরটি কার্য্যকাল পক্ষ। যথোদ্দেশপক্ষে উক্তপরিভাষাটি ষাষ্ঠ বলিয়া ত্রিপাদীতে প্রবৃত্ত হইতে পারে না ; কিন্তু কার্য্যকালপক্ষে কার্য্যদেশই উহার দেশ ; সুতরাং উক্ত পরিভাষাটি এই মতে প্রবৃত্ত হইতে পারে। (২) 'সংজ্ঞাপূর্ব্বকো বিধিরনিত্যঃ'—যাহা সংজ্ঞাপূর্ব্বক বিধি, উহা অনিত্য। সংযোগান্ত লোপ হইল সংযোগ-সংজ্ঞা নিবন্ধন বিধি। সুতরাং উহা অনিত্য বলিয়া প্রবৃত্ত নাও হইতে পারে ; সেইজন্য নিত্যবিধি ঢত্বের আপত্তি দেওয়া হইয়াছে। 'ওর্গুণঃ' (৬।৪।১৪৬) এই সূত্রের 'ওরোৎ' না করিয়া যে গুণ পদের গ্রহণ করা হইয়াছে, উহাই উক্ত পরিভাষার

জ্ঞাপক। ইহার উত্তরে নাগেশ বলিয়াছেন যে উক্ত স্থলে ঢত্ব প্রাপ্ত হউক অথবা সংযোগান্ত লোপ প্রাপ্ত হউক। 'নাজ্ঝলৌ' সূত্রে আকার প্রশ্লেষের দ্বারা সকলপ্রকার দোষেরই নিরাকরণ হইয়া যায়; সুতরাং কিরূপ দোষ দেওয়া উচিত ছিল—ইহা লইয়া আর বিতর্ক করা নিষ্প্রয়োজন।

'বিশ্বপাভিঃ'—ইহা উপলক্ষণ 'বিশ্বপাঃ' 'বিশ্বপাভ্যাম্' ইত্যাদি-স্থলেও একই দোষ আছে, আর 'হো ঢঃ' অনুসারে ঢত্বের প্রাপ্তি ও ঘত্ব প্রভৃতির উপলক্ষণ, যেমন 'পৃথগায়ু' ইত্যাদি প্রয়োগে 'ঝয়ো হোঽন্য-তরস্যাম্' (৮।৪।৬২) সূত্র অনুসারে 'গ্' এই ঝরপ্রত্যাহারস্থ বর্ণের পরবর্ত্তী হকারের পূর্ব্বসবর্ণ অর্থাৎ আকারকে হকার মানিয়া আকারের স্থানে ঘত্ব প্রাপ্ত হইবে। সাবর্ণ্য নিষেধ সূত্রে আকার প্রশ্লেষের দ্বারা আকার ও হকারের সবর্ণ সংজ্ঞার নিষেধ হইলে পূর্ব্বোক্ত স্থলে ঘত্ব প্রাপ্তির প্রভৃতির দোষ থাকে না।

'নাজ্ঝলৌ'—সূত্রে আকার প্রশ্লেষে প্রমাণ হইল 'কালসময়বেলাসু তুমুন্' (৩।৩।১৬৭) এই সূত্রে 'বেলাসু' এইস্থলে আকারের পরবর্ত্তী সকারের ষত্ব না করিয়া প্রয়োগ করা। উক্ত সূত্রে আকারের প্রশ্লেষ না করিলে আকার ও হকার সবর্ণ সংজ্ঞাও পরস্পর পরস্পর গ্রাহক হওয়ায়, আকারকে হকাররূপে স্বীকার করা যাইতে পারে এবং হকারের ইণ্ প্রত্যাহারে পাঠ আছে বলিয়া আকারও ইণ্ প্রত্যাহারস্থ বর্ণ। সুতরাং ইণ্-এর পরবর্ত্তী প্রত্যয়ের অবয়বীভূত 'সু'-এর সকারের 'আদেশ প্রত্যয়য়োঃ' (৮।৩।৫৯) সূত্র অনুসারে ষত্ব প্রাপ্তি আছে; শিশু পাণিনি উক্ত সূত্রে ষত্বঘটিত রূপে প্রয়োগ করেন নাই, ইহার দ্বারা মনে হয় যে 'নাজ্ঝলৌ' এই সূত্রের নিশ্চয়ই আকারের প্রশ্লেষ আছে। তারপর প্রশ্লেষ স্বীকার করিলে আর 'বেলাসু' ইত্যাদি প্রয়োগে ষত্বপ্রাপ্তির কোন আশঙ্কাই উঠিতে পারে না।

এইরূপ 'হে পিপা৩সো' 'হে যিয়া৩ সো' ইত্যাদিস্থলে প্লুত আকারের পরবর্ত্তী সকারের ও পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে যত্বের প্রসক্তি

আছে, সুতরাং প্লুত আকারের পরবর্ত্তী সকারেরও ষত্বের প্রসক্তি বারণের জন্য সাবর্ণ্য নিষেধ সূত্রে প্লুত আকারেরও প্রশ্লেষ আছে—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। উক্ত সূত্রে প্লুত আকার প্রশ্লেষে প্রমাণ হইল 'হে পিপা৩সো' 'হে যিযা৩সো' ইত্যাদি ভাষ্যপ্রয়োগ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে 'নাজ্ঝলৌ' এই সূত্রে 'ন আ অজ্ঝলৌ'—এইরূপ আকার প্রশ্লেষ করিতে হইলে কিরূপ সমাস হইবে? প্রথমে দুইটি আকারের দীর্ঘ ও প্লুতের আশ্চ আশ্চ—এইরূপ ইতরেতরযোগ-দ্বন্দ্ব সমাস করিয়া 'অচ্' শব্দের সহিত সমাহারদ্বন্দ্ব করিলে 'দ্বন্দ্বাচ্চুদষহান্তাৎ সমাহারে' (৫।৪।১০৬) সূত্র অনুসারে সমাসান্ত 'টচ্' প্রাপ্তি হইয়া থাকে। 'টচ্' প্রত্যয়ের 'চ্'-এর 'হলন্ত্যম্' (১।৩।৩) এবং 'ট্'-এর 'চুটূ' (১।৩।৭) অনুসারে ইৎসংজ্ঞা ও 'তস্য লোপঃ' (১।৩।৯) অনুসারে উহাদের লোপ হইলে 'অ' অবশিষ্ট থাকে তাহা হইলে 'আচ্-অ' 'আচ' এইরূপ হইবে। পরে 'আচশ্চ হল্ চ' এইরূপ ইতরেতরযোগদ্বন্দ্ব করিলে 'আচহলৌ' হইবে এবং ন এর 'ন আচহলৌ' এইরূপ অবস্থায় সবর্ণ দীর্ঘ করিলে 'নাচহলৌ' প্রয়োগ হইবে; কিন্তু 'নাজ্ঝলৌ' এইরূপ প্রয়োগ হইতে পারে না। আর যদি আ, অচ্ ও হল্ ইহাদের ইতরেতরযোগদ্বন্দ্ব সমাস করা হয়, তাহা হইলে 'নাজ্ঝলঃ'—এইরূপ প্রয়োগ হইবে; কিন্তু 'নাজ্ঝলৌ' এইরূপ প্রয়োগ হইবে না, সুতরাং কিরূপ সমাস হইবে?

ইহার উত্তরে দীক্ষিত মনে করেন যে দীর্ঘ ও প্লুত আকারের ইতরেতরযোগদ্বন্দ্বসমাস করিয়া 'আ' শব্দের সহিত 'সহিত' পদের তৃতীয়া তৎপুরুষ করিলে 'আসহিতঃ'—এইরূপ পদ হইয়া থাকে। পরে সেই 'আসহিতঃ' পদের সহিত 'অচ্' এই পদের 'আসহিতঃ অচ্' এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে কর্মধারয় সমাস করিয়া 'শাকপার্থিবাদীনাং সিদ্ধয়ে উত্তরপদ-লোপস্যোপসংখ্যানম্' এই বার্ত্তিক অনুসারে 'সহিত' এই উত্তরপদটির লোপ করিলে 'আচ্' এইরূপ পদ নিষ্পন্ন হয়। এই আচ্ পদের সহিত হল্ পদের ইতরেতরযোগদ্বন্দ্ব করিলে 'আচ্ চ হল্ চ' 'আজ্ঝলৌ'

—এইরূপ পদটি সিদ্ধ হইবে। 'ন আজ্ ঝলৌ' সবর্ণ দীর্ঘ করিলে 'নাজ্ ঝলৌ' রূপ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

ভাষ্যকার পাঁচটি আভ্যন্তর প্রযত্ন স্বীকার করিয়া 'নাজ্ঝলৌ' এই সূত্রের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। 'বিবৃতমুষ্মণাং স্বরাণাঞ্চ' ইহাতে 'ঈষৎ-স্পৃষ্টমন্তস্থানাম্' হইতে ঈষৎ পদের অনুবর্ত্তন করিলে ঈষৎবিবৃতমুষ্মণাম্ —উষ্মবর্ণের ঈষৎবিবৃত প্রযত্ন এবং স্বরাণাঞ্চ—এই অংশটিকে পৃথক্ করিয়া উহাতে ঈষৎ পদের অনুবৃত্তি না করিয়া কেবল বিবৃত পদের অনুবৃত্তি করিলে স্বরবর্ণের বিবৃতপ্রযত্ন—এইরূপ অর্থ হইয়া থাকে। তাহা হইলে স্পৃষ্ট, ঈষৎস্পৃষ্ট, ঈষৎবিবৃত, বিবৃত ও সংবৃত—এই পাঁচটি আভ্যন্তর প্রযত্ন স্বীকার করিলে আর স্বরবর্ণের ও উষ্মবর্ণের যথাক্রমে বিবৃত ও ঈষৎবিবৃত প্রযত্ন হওয়ায় আকার ও হকারের সবর্ণ সংজ্ঞার প্রাপ্তিই নাই, সুতরাং তাহার জন্য 'নাজ্ঝলৌ' এই সূত্রেরও কোন প্রয়োজন থাকে না। অকার ও হকার; ইকার ও শকার, ঋকার ও ষকার এবং ৯কার ও সকার—এইগুলির আভ্যন্তর প্রযত্নের ভেদ থাকায় সবর্ণ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইতে পারে না; সেইজন্য উহারা পরস্পরের গ্রাহক না হওয়ায় 'দধি হরতি শীতলম্' প্রভৃতি প্রয়োগে যণাদির প্রসক্তির সম্ভাবনা নাই, সুতরাং অচ্ ও হল্ বর্ণের সবর্ণ সংজ্ঞার নিষেধ করিবার জন্য 'নাজ্ঝলৌ' এই সূত্রের কোন প্রয়োজন নাই। ঐ সূত্রটির অবর্তমানে আর উহাতে আকার প্রশ্লেষের কল্পনাও বৃথা—মাথাই নাই আর বেদনা কিসের?

যবল—এই তিনটি অনুনাসিক ও অননুনাসিক ভেদে দুই প্রকার বলিয়া অননুনাসিকের দ্বারা অনুনাসিকেরও বোধ হইয়া থাকে। এইজন্যই 'অণুদিৎ—' সূত্রে 'অণ্' পদের দ্বারা 'লণ্'-এর ণকার পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হয়। যথা সয্ঁ যন্তা; সব্ঁ বৎসরঃ, যল্ঁ লোকম্ ইত্যাদি প্রয়োগে অনুনাসিকের স্থানে 'যবল পরে যবলা বা'—এই বার্ত্তিকের দ্বারা যথাক্রমে অনুনাসিক য, ব ও ল হইয়া থাকে। এইজন্যই 'অণুদিৎ—' সূত্রে 'অণ্' গ্রহণ করা হইয়াছে অন্যথা 'অণুদিৎ—' এইরূপ সূত্রন্যাস

করিলে কোন ক্ষতি হইত না। এইরূপ না করিয়া 'অণুদিৎ—' এইরূপ 'অণ্' গ্রহণ করিয়া পাণিনি ইহাই সূচিত করিয়াছেন যে অননুনাসিক য, ব, ল এইগুলির দ্বারা অনুনাসিক য, ব, ল বর্ণেরও গ্রহণ হইবে। অনুনাসিক যবল কখনও অননুনাসিকের গ্রহণ করিবে না। কারণ 'ভেদকা-গুণাঃ' অনুনাসিকত্ব অর্থাৎ গুণ ভেদক হয় অর্থাৎ উক্ত গুণগুলি গুণীর ভেদ করিয়া দেয়, সুতরাং এই ভেদবশতঃ অনুনাসিকত্ব বিশিষ্ট য, ব, ল অননুনাসিকের গ্রাহক হইবে না। রেফ ও হকার অণ্ প্রত্যাহারের অন্তর্গত হইলেও ইহাদের দ্বারা কোন অপর বর্ণের বোধ হয় না। কারণ এই রেফ ও হকারের কোন সবর্ণ নাই।

পূর্ব্বে 'অণুদিৎ—' সূত্রের দ্বারা 'অণ্' সবর্ণের গ্রাহক হয়—ইহা বলা হইয়াছে; তাহা হইলে 'অৎ' 'ইৎ' 'উৎ' প্রভৃতি তকার বিশিষ্ট যে 'অণ্' ইহার দ্বারাও সবর্ণের গ্রহণ হইবে; সুতরাং 'অতো ভিস ঐস্' (৭।১।৯) ইত্যাদি স্থলে সন্দেহ উপস্থিত হয় যে এই সূত্রের দ্বারা যেমন 'রামৈঃ' ইত্যাদি অকারান্ত শব্দের উত্তরবর্ত্তী 'ভিস্'-এর স্থানে 'ঐস্' হয়, এইরূপ 'রমাভিঃ' প্রভৃতি আকারান্ত শব্দের উত্তরবর্ত্তী 'ভিস্'-এরও 'ঐস্' হইবে কি না?

এইরূপ সন্দেহ নিরাকরণ করিবার জন্যই নিম্নলিখিত সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে।

১৫। তপরস্তৎকালস্য (১।১।৭০)

তঃ পরো যস্মাৎ স চ তাৎপরশ্চোচ্চার্যমাণঃ সমকালস্যৈব সংজ্ঞা স্যাৎ।

'ত' যাহার পরে আছে অথবা 'ত্'-এর পরবর্তী 'অণ্' সমকালের বোধক হয়।

মূল সূত্রে যে 'তপরঃ' পদ আছে, ইহার আবৃত্তি করিয়া দুইটি 'তপরঃ' পদ করা হয়। প্রথমটির 'ত' পরে যাহার আছে—'তঃ পরো যস্মাৎ'—এই অর্থে বহুব্রীহি সমাস দ্বিতীয়টির ত-এর পরে—'তাৎপরঃ' —এই অর্থে পঞ্চমী তৎপুরুষ। 'অণুদিৎ—' সূত্র হইতে 'অণ্' এই পদটির

অনুবৃত্তি হইয়া থাকে ; সুতরাং 'ত' যাহার পরে আছে অথবা 'ত'-এর পরবর্ত্তী যে 'অণ্' ইহা তৎকালের বোধক হয়—এইরূপ সূত্রার্থ হয়। তৎকাল শব্দের অর্থ হইল তাহার কাল সদৃশ কাল যাহার। তাহার পদের দ্বারা তপর অণ্ বুঝায়। তাহা হইলে 'অৎ' 'ইৎ' 'উৎ' 'ঋৎ' ইত্যাদিরূপে 'ত' বিশিষ্ট 'অণ্' হ্রস্বপ্রপঞ্চের গ্রাহক হয়। হ্রস্বের উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এবং উহাদের অনুনাসিক ও অননুনাসিক ভেদে ছয় প্রকার ভেদ হইয়া থাকে। এই উদাত্ত প্রভৃতি যে হ্রস্বপ্রপঞ্চ ইহাদেরই পূর্বোক্ত 'অৎ' 'ইৎ' 'উৎ'—এই 'ত' বিশিষ্টে 'অণ্'-এর দ্বারা গ্রহণ হয়। এইরূপ এৎ, ওৎ, ঐৎ, ঔৎ ইত্যাদিরূপে উচ্চার্য্যমান তবিশিষ্টে দীর্ঘস্বরের দ্বারাও যাবতীয় দীর্ঘ প্রপঞ্চেরও গ্রহণ হইয়া থাকে।

অৎ, ইৎ, উৎ প্রভৃতি ত-এর পূর্ব্ববর্ত্তী হ্রস্ব অকার, হ্রস্ব ইকার, হ্রস্ব উকার প্রভৃতি স্বরবর্ণের তৎকালমাত্র যাবতীয় হ্রস্বপ্রপঞ্চের গ্রাহকতা এবং এৎ, ওৎ, ঐৎ, ঔৎ—এই প্রকার ত-এর পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘ—একার, ওকার ঐকার ও ঔকারের তৎকালমাত্র যাবতীয় দীর্ঘপ্রপঞ্চের গ্রাহকতা 'অণুদিৎ—' সূত্র অনুসারে সিদ্ধ. এইরূপ সিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও যদি একই বিষয়ের বিধ্যন্তর করা হয়, তাহা হইলে সেই ক্রিয়মাণবিধি একটি নিয়ম-বিধি রূপে কল্পিত হইয়া থাকে—সিদ্ধে সত্যারভ্যমানোবিধির্নিয়মায় কল্পতে। এই নিয়ম অনুসারে 'তপরস্তৎকালস্য' এই সূত্রটিকেও নিয়ম-বিধিরূপে স্বীকার করিতে হইবে। অণ্ তপরশ্চেত্তৎকালস্যৈব সর্বণস্য গ্রাহকো ন ত্বৎকালস্য—অণ্ যদি তপর হয়, তাহা হইলে উহা নিজের কালসদৃশ কাল যাহার এইরূপ সবর্ণের গ্রাহক হইবে ; কিন্তু অতৎকাল অর্থাৎ নিজের কালসদৃশ কাল ভিন্ন সবর্ণের গ্রাহক হইবে না। 'অৎ', 'ইৎ'—ইত্যাদি তপরের দ্বারা একমাত্রিক যাবতীয় সবর্ণভেদের গ্রহণ হইবে ; কিন্তু অতৎকাল অর্থাৎ দ্বিমাত্রিক অথবা ত্রিমাত্রিক সবর্ণভেদের গ্রহণ হইবে না—ঐ অতৎকাল সবর্ণের গ্রহণ নিবৃত্তি করাই সূত্রের প্রয়োজন। 'অণুদিৎ—'

সূত্রের দ্বারা অকার ইকার প্রভৃতি 'অণ্' সকল প্রকার তৎকাল ও অতৎকালভেদের গ্রহণ করায়, কিন্তু 'অৎ' 'ইৎ' প্রভৃতি তপর অণ্ অতৎ অর্থাৎ ভিন্নকালে উচ্চারিত দ্বিমাত্রিক, ত্রিমাত্রিক সবর্ণসমূহের গ্রহণে নিবৃত্তি করায়। সেইজন্য অৎ, ইৎ, উৎ—ইত্যাদি তপর অণের দ্বারা অতৎকাল সবর্ণের গ্রহণ হয় না বলিয়া কেবল হ্রস্বপ্রপঞ্চ উদাত্ত প্রভৃতি ছয়টির গ্রহণ হইয়া থাকে আর 'ঋৎ'—এই তপর ঋকারান্তের দ্বারা নিজের সবর্ণসমূহের বোধ হইলে ঋ ও ঌ এই দুইটির মিলিতভাবে বারো প্রকারের গ্রহণ হয়। ঋকার ও ঌকার এই দুইটি সবর্ণ সংজ্ঞা বিহিত হইয়াছে—ঋঌবর্ণয়োর্মিথঃ সাবর্ণ্যং বাচ্যম্—এই বার্ত্তিকের দ্বারা অৎ, ইৎ, উৎ, ঌৎ, এৎ, ঐৎ, ওৎ, ঔৎ—এই আটটি তপর স্বরবর্ণ স্ব স্ব সমানকালিকের গ্রহণ করে বলিয়া ইহাদের দ্বারা ছয় ছয়টির বোধ হয়, কিন্তু ঋৎ—এই তপর ঋকারের দ্বারা কেবল ছয় প্রকারের বোধ হয় না ; কিন্তু দ্বাদশ প্রকারের বোধ হইয়া থাকে। ঋকার ও ঌকার—উভয়ের পরস্পর সবর্ণ সংজ্ঞা হয় বলিয়া ঋৎ—এই তপর ঋকার স্বসমানকালিক ছয়টি ঋকার এবং স্বসমানকালিক ছয়টি ঌকার—উভয়েরই বোধ করাইয়া থাকে ; সেইজন্য 'ঋৎ'—এই তপরটি দ্বাদশ প্রকারের বোধক—ঋৎ ইতি দ্বাদশানাং সংজ্ঞা বলা হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে ঋকার ও ঌকার উভয়ই যেহেতু পরস্পর সবর্ণ সংজ্ঞক, সেই কারণে উভয়ই উভয়ের বোধক হওয়া উচিত. সুতরাং ঋৎ—এই তপর ঋকারের দ্বারা যেমন স্বসমানকালিক ঌকার লইয়াই দ্বাদশ প্রকারের বোধক হয় ; সেইরূপ 'ঌৎ'—এই তপর ঌকারও স্বসমানকালিক সবর্ণ সংজ্ঞক ঋকারকে গ্রহণ করিয়া দ্বাদশ প্রকারের বোধক হইবে না কেন ?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে ঋৎ—এই তপর ঋকার ; যেমন ঌকারকে লইয়া দ্বাদশ প্রকারের বোধক হয় ; সেইরূপ 'ঌৎ'—এই তপর ঌকার ঋকারকে লইয়া দ্বাদশ প্রকারের বোধক হইবে না, কিন্তু উহা ছয় প্রকারের বোধক হইবে। যদি 'ঌৎ'—এই তপর ঌকারের দ্বারাও

স্বসবর্ণ ঋকার প্রপঞ্চের গ্রহণ হয়, তাহা হইলে 'পুষাদিদ্যুতাদ্য্ ঌদিতঃ পরস্মৈপদেষু' (৩।১।৫৫) এই সূত্রে যে ঌদিৎ আছে ইহার দ্বারা ঋকারেৎসংজ্ঞক ধাতুও বুঝাইবে। এইরূপ হইলে ঌদিৎ ধাতুর উত্তরবর্ত্তী চ্লির স্থানে যেমন 'অঙ্' আদেশ হয়; সেইরূপ ঋদিৎ ধাতুরও, উত্তরবর্ত্তী চ্লির স্থানে 'অঙ্'-এর প্রসক্তি হইবে। 'গম্ঌ'—এই ঌদিৎ ধাতুর উত্তর-বর্ত্তী চ্লির স্থানে অঙ্ হয় বলিয়া উহার লুঙ্লকারে অগমৎ রূপ হয়। 'খাদৃ' এই ঋদিৎ ধাতুর উত্তরবর্ত্তী চ্লির স্থানে 'অঙ্' হইলে এস্থলে 'অখাদৎ' এইরূপ অনিষ্ট প্রয়োগ প্রাপ্ত হইবে। সিদ্ধান্তে লুঙ্লকারে উক্ত ধাতুর রূপ 'অখাদীৎ' হয়।

যদি ঌদিৎ এই তপর ঌকারের দ্বারাও স্বসবর্ণ সংজ্ঞক ঋকারেরও গ্রহণ হয়, তাহা হইলে পাণিনি কোন স্থলে ঋদিৎ ও কোন স্থলে ঌদিৎ করিতেন না—'গম্ঌ' ধাতুটিকে ঌদিৎ এবং 'খাদৃ' ধাতুকে ঋদিৎ করিয়াছেন। এইরূপ দুইটি না করিয়া কেবল 'ঋদিৎ'ই করিতেন। ঋদিৎ অথবা ঌদিৎ, যে কোন একটি করিলেই হয়; কিন্তু 'প্রথমাতিক্রমে মানাভাবঃ'—প্রমাণ ব্যতীত প্রথমকে বাদ দেওয়া চলে না। বর্ণসমাম্নায়ে ঋকারের পূর্ব্বপাঠ আছে, আর ঌকারের পরে; সেইজন্য সর্বত্রই 'ঋৎ'—এই তপর ঋকারের গ্রহণ করা উচিত ছিল। তাহা না করিয়া কোন স্থলে 'ঋৎ' এবং কোন স্থলে 'ঌৎ'—এইরূপ ঋকার ও ঌকার উভয়কেই তপর করিয়াছেন, তাহার দ্বারাই ইহা প্রমাণিত হয় যে 'ঌৎ' এই তপর ঌকারের দ্বারা স্বসবর্ণসংজ্ঞক হ্রস্ব ঋকার প্রপঞ্চের গ্রহণ হইতে পারে না। সুতরাং উহার দ্বারা ছয় প্রকারেরই গ্রহণ হইবে। 'ঋতো ঙি-সর্ব্বনামস্থানয়োঃ' (৭।৩।১১০) ইত্যাদি সূত্রে 'ঋৎ' এই তপর ঋকারের দ্বারা যেমন হ্রস্ব ঋকারান্ত শব্দের পরে 'ঙি' ও সর্ব্বনামস্থানে গুণ হইয়া থাকে। পিতৃ শব্দের সর্ব্বনামস্থানে (সু ঔ জস্ অম্ ঔট্) ও ঙি বিভক্তিতে গুণ হইলে ইহা পিতা, পিতরৌ, পিতরঃ; পিতরম্, পিতরৌ ও পিতরি প্রয়োগ হয়। 'গম্ঌ' শব্দের উক্তস্থলেও গুণ হইলে গমা, গমলৌ,

গমলঃ; গমলম্ গমলৌ ও গমলি--এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে। এইস্থলে ইহাই স্থির হইল যে 'ঋৎ' এই তপর ঋকারের দ্বারা স্বসমানকালিক সবর্ণসংজ্ঞক ঋকার ও ঌকার উভয়ের গ্রহণ হয় বলিয়া উহা দ্বাদশ প্রকারের বোধক, কিন্তু 'ঌৎ'—এই তপর ঌকারের দ্বারা কেবল উদাত্ত প্রভৃতি সকল প্রকার হ্রস্ব ঌকারেরই বোধ হয় বলিয়া উহা ছয় প্রকারেরই বোধক। একার, ঐকার, ওকার ও ঔকার—এই সন্ধ্যক্ষরগুলির হ্রস্ব হয় না; কিন্তু দীর্ঘ ও প্লুত হয়; সেইজন্য এৎ, ঐৎ, ওৎ, ঔৎ—এই তপর সন্ধ্যক্ষরের দ্বারা কেবল দীর্ঘ প্রপঞ্চের বোধ হয় বলিয়া, উহারাও ছয়টি ছয়টির বোধক—ইহা বুঝিতে হইবে।

আৎ, ঈৎ, ঊৎ প্রভৃতি দীর্ঘ আকার, ঈকার, ঊকার প্রভৃতির পরে 'ত' থাকিলে, উহাদের দ্বারা অতৎকালের ব্যাবৃত্তি হইতে পারে না, কারণ 'তপরস্তৎকালস্য' (১।১।৭০) এই সূত্রে 'অণুদিৎ—' সূত্র হইতে 'অণ্' পদের অনুবৃত্তি করিয়াই ইহাকে নিয়মবিধি করা হয়, আর উক্তসূত্রের 'অণ্' পদের দ্বারা কেবল বর্ণসমাম্নায়িক পঠিতবর্ণেরই গ্রহণ হয়—ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বর্ণসমাম্নায়ে আ, ঈ, ঊ প্রভৃতি দীর্ঘ প্লুতের পাঠ নাই বলিয়া; এইগুলি বর্ণসমাম্নায়িক নয়, সুতরাং এইগুলির দ্বারা অতৎকালিক প্লুতের প্রাপ্তিই নাই, সুতরাং উহার ব্যাবৃত্তি করিবারও কোন প্রয়োজন থাকে না।

এইজন্যই 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' (১।১।১) এই সূত্রে 'আৎ' এই তপর আকারকে অসন্দেহার্থক বলা হইয়াছে অথবা উক্তস্থলের 'ত্'-কার আকারের জন্য নয়; কিন্তু 'ঐচ্'-এর জন্য, অর্থাৎ 'তাৎপরঃ' এইরূপ পঞ্চমী সমাস আশ্রয় করায় উহা প্রয়োজন। 'ঐচ্' এই পদটি 'ত'-এর পরে আছে বলিয়া, উহার দ্বারা ত্রিমাত্রিক অথবা চতুর্মাত্রিক ঐকার ও ঔকারের বৃদ্ধিসংজ্ঞা হইবে না। সুতরাং 'কৃষ্ণ + একত্বম্'—এইস্থলে একমাত্রিক অকার ও দ্বিমাত্রিক একারের স্থানে যে 'বৃদ্ধিরেচি' (৬।১।৮৮) সূত্রের দ্বারা বৃদ্ধি আদেশ হয়, উহা 'স্থানেঽন্তরতমঃ' (১।১।৫৫) সূত্র অনুসারে ত্রিমাত্রিক স্থানীর স্থানে ত্রিমাত্রিক ঐকার প্রাপ্ত হয় কিন্তু

'ত্'-এর পরে থাকার জন্য ত্রিমাত্রিক ঐকারের বৃদ্ধিসংজ্ঞাই নাই, সুতরাং দ্বিমাত্রিক ঐকারই হইয়া থাকে। এইরূপ মহা + ঐশ্বর্য্যম্—প্রভৃতিস্থলে দ্বিমাত্রিক আকার ও দ্বিমাত্রিক ঐকার—এই চতুর্মাত্রিক স্থানীর স্থানে আন্তরতম্যবশতঃ চতুর্মাত্রিক ঐকার প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু ঐচ্ পদটি 'ত্'-এর পরে থাকায় ঐরূপ চতুর্মাত্রিক আদেশ হইতে পারে না। 'প্লুতাবৈচ ইদুতৌ' (৮।২।১০৬) এই সূত্রে চাতুর্মাত্রিক ঐচ্ স্বীকার করা হইয়াছে, সুতরাং চাতুর্মাত্রিক স্থানীর স্থানে চাতুর্মাত্রিক আদেশ যাহাতে না হয়, সেইজন্য 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' এই সূত্রে 'ঐচ্'কে তকারের পরে করা হইয়াছে।

বস্তুতস্তু কার্য্যকালপক্ষে মৃজের্বৃদ্ধিঃ' (৭।২।১১৪) প্রভৃতি বিধি-প্রদেশে বৃদ্ধিসংজ্ঞা বিশিষ্ট আকার ঐকার ও ঔকার বিহিত হইয়া থাকে, সেক্ষেত্রে ঐচ্ ভাব্যমান অর্থাৎ বিধীয়মান, সেইজন্য উহাদের দ্বারা স্বসবর্ণ সংজ্ঞক ভিন্নকালিক ত্রিমাত্রিক চাতুর্মাত্রিক 'ঐচ্' এর প্রসক্তির সম্ভাবনা নাই; সুতরাং 'বৃদ্ধিরেচি' (৬।১।৮৮) প্রভৃতি স্থলেও ত্রিমাত্রিক চতুর্মাত্রিক 'ঐচ্'-এর প্রাপ্তি নিরোধের উদ্দেশ্যে বৃদ্ধিসংজ্ঞা সূত্রে 'ঐচ্' কে তকারের পরে করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

'বৃদ্ধিরাদৈচ' এই সূত্রে যে দকার শ্রুত হইয়া থাকে, উহা তকারের স্থানে হয় নাই। কিন্তু প্রকৃত ক্ষেত্রেই দকার, সুতরাং উক্তস্থলে 'ঐচ্' তকারের পরবর্ত্তী নয়; কিন্তু দকারের পরবর্ত্তী। এইরূপ অবস্থায় উক্তস্থলে 'তপরস্তৎকালস্য' সূত্র অনুসারে অতৎকালের ব্যাবৃত্তি হয় না। বৃদ্ধি সংজ্ঞা সূত্রে 'আদ্' অথবা 'আৎ' এই প্রকার তকার অথবা দকার হউক, উহা কেবল উচ্চারণ সৌকর্য্য···জন্যই হইবে, 'ঐচ্'-এর অৎকালের ব্যাবৃত্তির জন্য হইবে না। কারণ কার্য্যকালপক্ষে বৃদ্ধি সংজ্ঞা বিশিষ্ট 'ঐচ্' ভাব্যমান বলিয়া, উহার দ্বারা ভিন্নকালিক 'ঐচ্'-এর প্রাপ্তির সম্ভাবনাই নাই। এইভাবে কার্য্যকালপক্ষ স্বীকার করিয়া ভাষ্যকার তাৎপরঃ—তপরঃ—এই পঞ্চমী সমাসের প্রয়োজনীয়তার অঙ্গীকার করেন নাই।

সংজ্ঞা ও পরিভাষা বিষয়ে দুইটি পক্ষ আছে—যথোদ্দেশ ও কার্য্য-কাল। যথোদ্দেশ পক্ষে পাণিনি যেস্থলে সংজ্ঞা ও পরিভাষার প্রণয়ন করিয়াছেন, সেইস্থলেই উহাদের বাক্যার্থবোধ হইয়া থাকে আর কার্য্যকালপক্ষে কার্য্যদেশ অর্থাৎ বিধিপ্রদেশেই উহাদের ব্যাকার্থ বোধ হয়। বৈয়াকরণগণ লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য যে কোন একটি পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকেন। যথোদ্দেশ পক্ষে 'বৃদ্ধিরাদৈচ্'—এই সূত্রের দ্বারা 'ঐচ্'-এর বিধান করা হয় না, কিন্তু বৃদ্ধি শব্দের আদৈচ্ নিরূপিত শক্তি আছে—এইরূপ শক্তিগ্রহ করাইয়া দেয়। কার্য্যকালপক্ষে 'বৃদ্ধিরেচি' সূত্রের সহিত 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রের পদৈকবাক্যতা হয়, যথা অবর্ণাদচি পরে পূর্ব্বপরয়োঃ বৃদ্ধিরাদৈচো ভবন্তি—অবর্ণের পরে 'এচ্' থাকিলে পূর্ব্ব ও পরের স্থানে বৃদ্ধিসংজ্ঞাবিশিষ্ট আদৈচ্ হয়, এইরূপ অর্থে আকার ঐকার ও ঔকার—সবগুলিই ভাব্যমান অর্থাৎ বিধীয়মান।

দীক্ষিত শব্দকৌস্তুভে বলিয়াছেন যে 'স্বং রূপম্ শব্দস্যাশব্দ সংজ্ঞা' এই সূত্র হইতে 'অণ্ দিৎ—' সূত্রে অশব্দ সংজ্ঞার অনুবর্ত্তন হইবে; তাহা হইলে বৃদ্ধি এই শব্দশাস্ত্রীয় সংজ্ঞাস্থলে সবর্ণের গ্রাহকতা হইতে পারে না; সুতরাং যথোদ্দেশ পক্ষেও 'ঐচ্'-এর অতৎকালের ব্যাবৃত্তির জন্যই তপর সূত্রে 'তাৎপরঃ' এইরূপ পঞ্চমী সমাসের কোন প্রয়োজন নাই।

'অণ্ দিৎ—' সূত্র হইতে যদি 'অণ্' পদের অনুবর্ত্তন করা হয়, তাহা হইলে তপরস্তৎকালস্য এই সূত্রটি নিয়মার্থ হইবে। আর যদি পূর্ব্বোক্ত সূত্র হইতে অণ্ পদের অনুবর্ত্তন না করা হয় তাহা হইলে তপর সূত্রটি বিধ্যর্থ অর্থাৎ অপূর্ব্ববিধি হইবে। দীক্ষিত বৃত্তিতে 'তৎকালস্যৈব' তপর তৎকালেরই বোধক হয়—এইরূপ 'এব' শব্দের প্রয়োগের দ্বারা উহাকে নিয়মবিধিই স্বীকার করিয়াছেন। যেস্থলে নিয়মবিধি ও অপূর্ব্ব-বিধি—দুইটিরই সম্ভাবনা থাকে, সেস্থলে অপূর্ব্ববিধি স্বীকার করা যুক্তি-সঙ্গত—'নিয়মাদ্ বিধের্বলীয়স্ত্বম্'।—এইজন্যই নাগেশ উহাকে বিধ্যর্থই স্বীকার করিয়া থাকেন।

১৬। বৃদ্ধিরাদৈচ্ (১।১।১)। আদৈচ্চ বৃদ্ধিসংজ্ঞঃ স্যাৎ।

আকার, ঐকার ও ঔকারের বৃদ্ধি সংজ্ঞা হয়।

অষ্টাধ্যায়ীর প্রথম সূত্র হইল 'বৃদ্ধিরাদৈচ্'। ইহার দ্বারা বৃদ্ধি সংজ্ঞার বিধান করা হইয়াছে। ইহাতে 'বৃদ্ধিঃ ও আদৈচ্'—এই দুইটি পদ আছে। 'আদৈচ্' পদটি 'আৎ ও ঐচ'—এই দুইটি পদের ইতরেতরযোগ অথবা সমাহারদ্বন্দ্বসমাসনিষ্পন্ন। ইতরেতরযোগদ্বন্দ্বে 'আদৈচৌ' এইরূপ দ্বিবচন হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু 'সুপাং সুলুক্' (৭।১।৩৯) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা 'ঔ' বিভক্তির লোপ হওয়ায় 'আদৈচ্'—এইরূপ প্রয়োগ হইতে কোন বাধা নাই।

আচ্চ ঐচ্চ অনয়োঃ সমাহারঃ—এইরূপ 'আৎ' ও 'ঐচ্' পদের সমাহারদ্বন্দ্ব করিলে একবচন হইতে পারে বটে; কিন্তু চকারান্ত পদের সহিত সমাহারদ্বন্দ্ব করিলে সমাসান্ত 'টচ্' প্রত্যয়ের প্রসক্তি হইয়া থাকে। যেমন 'বাক্চ ত্বক্চ' অনয়োঃ সমাহারঃ—বাক্ ও ত্বকের সমাহার বুঝাইলে 'দ্বন্দ্বাচ্চুদষহান্তাৎ সমাহারে' (৫।৪।১০৬) এই সূত্র অনুসারে টচ্ প্রত্যয় হওয়ায় 'বাক্ত্বচম্'—এইরূপ অকারান্ত হইয়া যায়, আৎ ও ঐচ্—এই দুইটি পদের সমাহারদ্বন্দ্ব সমাস করিলে উক্ত সূত্র অনুসারে 'টচ্' এই সমাসান্ত প্রত্যয় করিলে 'আদৈচম্'—এইরূপ অকারান্ত হওয়া উচিত। এইরূপ আপত্তির উত্তরে বক্তব্য এই যে সমাসান্ত বিধি অনিত্য। সুতরাং সমাসান্তবিধির অনিত্যতা-বশতঃ এস্থলে টচ্ এই সমাসান্ত প্রত্যয় না করিয়া পাণিনি প্রয়োগ করিয়াছেন। সমাসান্ত বিধির অনিত্যত্বে অনেক প্রমাণ আছে; উহার মধ্যে একটি প্রমাণ হইল 'প্রতেরংশ্বাদয়স্তৎপুরুষে' (৬।২।১৯৩) এই সূত্রের অংশ্বাদিগণে রাজন্ শব্দের পাঠ। প্রতি শব্দের পরবর্ত্তী অংশু প্রভৃতি গণে পঠিত শব্দের তৎপুরুষ সমাসে অন্তোদাত্তবিধান করা হইয়াছে, 'রাজন্' শব্দের সহিত তৎপুরুষ সমাস হইলে 'রাজাহঃ সখিভ্যষ্টচ্' (৫।৪।৯১) অনুসারে 'টচ্' প্রত্যয় হয়, টচ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের 'চিতঃ' (৬।১।১৬৩) সূত্র অনুসারে অন্তোদাত্ত হইতে পারে।

সুতরাং প্রতি শব্দের পরবর্ত্তী রাজন্ শব্দের তৎপুরুষ সমাসে অন্তোদাত্ত বিধান করিবার কোন প্রয়োজন থাকে না। এইজন্য বলিতে হইবে যে সমাসান্তবিধি অনিত্য। উহা অনিত্য হইলে কদাচিৎ প্রতি শব্দের সহিত রাজন্ শব্দের তৎপুরুষ সমাসে সমাসান্ত টচ্ প্রত্যয় নাও হইতে পারে। যখন হইবে না 'প্রতিরাজা' ইত্যাদি স্থলে যাহাতে অন্তোদাত্ত হয় তাহার জন্য অংশ্বাদিগণে রাজন্ শব্দের পাঠ সার্থক হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা সমাসান্তবিধির অনিত্যতা প্রমাণিত হইল, ইহার ফলে 'আদৈচ্' এই সমাহার দ্বন্দ্বে সমাসান্ত 'টচ্' প্রত্যয় করা হয় নাই।*

এইবার একটি প্রশ্ন হইতে পারে 'আদৈচ্' এই পদে 'চোঃ কুঃ' (৮।২।৩০) এই সূত্রের দ্বারা চকারের স্থানে ককার হইবে না কেন? ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন—'ভত্বাৎ কুত্বং ন ভবতি' ভ সংজ্ঞা হওয়ার ফলে এস্থলে কুত্ব কবর্গ হয় নাই। উপরিউক্ত সূত্র অনুসারে পদান্ত চকারের স্থানে ককার বিহিত হইয়াছে; কিন্তু এস্থলে পাণিনীয় সূত্রকে ছান্দস প্রযোগ স্বীকার করিয়া 'অয়স্ময়াদীনি ছন্দসি' (১।৪।২০) অনুসারে ভসংজ্ঞা করা হইয়াছে। বেদে কার্য্য দেখিয়া ভসংজ্ঞা ও পদসংজ্ঞা দুইটিই হইয়া থাকে—'উভয়সংজ্ঞান্যপি ছন্দাংসি'। এস্থলে ভসংজ্ঞা করা হইয়াছে। ভসংজ্ঞার দ্বারা পদসংজ্ঞা বাধিত হয়, সুতরাং চকারটি পদান্ত না হওয়ায় উক্ত সূত্র অনুসারে চকারের স্থানে ককার হয় নাই। আর যখন 'বৃদ্ধিরাদৈজদেঙ্গুণঃ'—এইরূপ পরবর্ত্তী সূত্রের সহিত সংহিতা করা হইবে, তখন 'আদৈচ্'-এর চকারকে পদান্ত ধরিয়া 'ঝলাং জশোঽন্তে' (৮।৪।৫৩) সূত্র অনুসারে চকারের স্থানে জশত্ব করিয়া জকার হইয়া যাইবে।

'আদৈচ্' এই পদটি দ্বন্দ্বসমাসঘটিত। ইহার অন্তর্গত দুইটি পদ আছে—আৎ ও ঐচ্। 'আৎ'-এর তকারের স্থানে 'ঝলাং জশোঽন্তে' সূত্র

---

* নাগেশ এই সূত্রে তিনটি পদ স্বীকার করেন – বৃদ্ধিঃ, আৎ ও ঐচ্। হরদত্ত মিশ্রও ইহাই বলিয়াছেন। তিনটি পদ স্বীকার করিলে উপরি উল্লিখিত শঙ্কা-সমাধানের কোন অবকাশই থাকে না।

অনুসারে দকার করিয়া 'আদৈচ্' এইরূপ প্রয়োগ হইয়াছে। 'ঐচ্' পদটি 'আৎ'—এইরূপ ত্-এর পরে থাকায় 'তপরস্তৎকালস্য' (১।১।৭০) এই সূত্রে তাদপি পর তপরঃ—এইরূপ পঞ্চমী সমাস করার ফলে ঐকার ও ঔকার স্বসমকালিকেরই গ্রহণ করায় উক্ত সূত্রে 'তাৎপরস্তপরঃ' এইরূপ পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস করা হইলে তকারের পরবর্ত্তী অণ্ প্রত্যাহারস্থবর্ণ স্বসমকালিকেরই গ্রহণ করিয়া থাকে, সুতরাং ঐচ্ পদটি তকারের পরে আছে বলিয়া 'ঐচ্' অর্থাৎ ঐকার ও ঔকারের দ্বারা স্বসমকালিকেরই গ্রহণ হইবে, ফলে ত্রিমাত্রিক অথবা চতুর্মাত্রিক স্থানীর স্থানে আন্তরতম্যবশতঃ ত্রিমাত্রিক অথবা চতুর্মাত্রিক আদেশ হইবে না।*

'কৃষ্ণ একত্বম্' এইস্থলে একমাত্রিক অকার ও দ্বিমাত্রিক একার—এই ত্রিমাত্রিক স্থানীর স্থানে ত্রিমাত্রিক ঐকার আদেশ না হইয়া দ্বিমাত্রিক ঐকার হইয়া থাকে। এইরূপ 'মহাঐশ্বর্য্যম্' ইত্যাদি স্থলে দ্বিমাত্রিক আকার ও দ্বিমাত্রিক ঐকার—এই দুইটি চতুর্মাত্রিক স্থানীর স্থানে চতুর্মাত্রিক ঐকার আদেশ হয় না, কিন্তু দ্বিমাত্রিক ঐকারই আদেশ হইয়া থাকে। 'ব্রহ্মৌদনঃ' 'গঙ্গৌঘঃ'—ইত্যাদি স্থলে ত্রিমাত্রিক ও চতুর্মাত্রিক ঔকার আদেশ হয় না।

উপরিউক্ত উদাহরণগুলিতে 'বৃদ্ধিরেচি' (৬।১।৮৮) সূত্র অনুসারে বৃদ্ধি একাদেশ হইয়া থাকে। উহাতে যে বৃদ্ধি পদ আছে, তাহার অর্থ কি ? বৃদ্ধিপদের দ্বারা কিরূপ বাচ্যার্থের বোধ হইয়া থাকে ?—এইরূপ প্রশ্নের সমাধান করিবার জন্যই 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্র প্রণীত হইয়াছে। এই শাস্ত্রে বৃদ্ধিপদের দ্বারা আকার, ঐকার ও ঔকার গৃহীত হয়—ইহাই সংজ্ঞা

---

* যদ্যপি সংজ্ঞাসূত্রে 'ঐচ্' কে 'ত্'-এর পরবর্ত্তী করিয়া স্বসমকালিক 'ঐচ্' এরই বৃদ্ধি সংজ্ঞা করা হয় ; তথাপি উহার ফল 'বৃদ্ধিরেচি' প্রভৃতি সংজ্ঞার ক্ষেত্রেই বুঝিতে হইবে। যেমন 'ঙমো হ্রস্বাদচি ঙমুণ্ নিত্যম্' সূত্রে ঙম্প্রত্যাহারে 'ঙমুট্' এইরূপ টিৎ প্রযুক্ত হইলেও তন্মধ্যে ঙকার, ণকার ও নকারের তন্নিবন্ধন কার্য্য হইয়া থাকে।

সূত্রের তাৎপর্য্য। বৃদ্ধিপদে যে আকার, ঐকার ও ঔকার নিরূপিত শক্তি আছে—ইহার বোধক হইল এই বৃদ্ধিসংজ্ঞা সূত্র। বৈয়াকরণদের মতে প্রত্যেক শব্দেরই অনেক অর্থ বোধ করাইবার শক্তি আছে ; কিন্তু সংজ্ঞা সূত্রের দ্বারা অভিমত অর্থ ব্যতীত অর্থ হইতে ব্যাবৃত্তি করানই পাণিনির তাৎপর্য্য—বৃদ্ধ্যাদীনাং শাস্ত্রেঽস্মিন্ শক্ত্যবচ্ছেদলক্ষণঃ—এই শাস্ত্রে বৃদ্ধি, গুণ প্রভৃতি শব্দের শক্তিসঙ্কোচ করাহয় অর্থাৎ অন্যান্য অর্থ হইতে ব্যাবৃত্ত করিয়া কেবল আকার, ঐকার ও ঔকার অর্থে শক্তির নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে।

এইবার একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে 'অদেঙ্ গুণঃ' ইত্যাদি স্থলে যেমন উদ্দেশ্যপদটিকে পূর্ব্বে প্রয়োগ করিয়া বিধেয় পদটি পরে প্রয়োগ করা হইয়াছে ; এস্থলেও 'আদৈচ্'—এই বিধেয় পদটির পূর্ব্বে এবং বৃদ্ধি পদটির পরে প্রয়োগ করা উচিত ছিল, কিন্তু পাণিনি এইরূপ করেন নাই কেন? ইহার উত্তরে ভাষ্যকার নিজেই বলিয়াছেন যে 'মঙ্গলার্থম্'—মঙ্গলের উদ্দেশ্য। পাণিনি অষ্টাধ্যায়ীর প্রারম্ভেই বৃদ্ধি শব্দের প্রয়োগ করিয়া মঙ্গল স্মরণ করিয়াছেন। মাঙ্গলিক আচার্য্যগণ গ্রন্থের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে মঙ্গল করেন। অষ্টাধ্যায়ীতেও 'শিবশমরিষ্টস্য করে' ও 'নোদাত্ত স্বরিতোদয়ম্ গার্গ্য কাশ্যপ...নাম'—এই দুইটি সূত্রে 'শিব' শব্দের দ্বারা মধ্যে এবং 'উদয়' শব্দের দ্বারা অন্তে মঙ্গল করা হইয়াছে। এই বৃদ্ধি পদের প্রয়োগ করিয়া মঙ্গল করার উদ্দেশ্য হইল এই যাহাতে অধ্যেতৃগণ বৃদ্ধিযুক্ত হইবে। অধ্যেতৃগণের বৃদ্ধিযুক্ত হওয়ার কামনায় এইরূপ মঙ্গল করিয়াছেন।

১৭। **অদেঙ্ গুণঃ (১।১।২)। অদেঙ্ চ গুণসংজ্ঞঃ স্যাৎ।**

অকার, একার ও ওকারের গুণসংজ্ঞা হয়।

অষ্টাধ্যায়ীতে কোথাও গুণ শব্দের উল্লেখ থাকিলে উহার দ্বারা অকার, একার ও ওকারের বোধ হইয়া থাকে, যেমন 'আদ্গুণঃ' (৬।১।৮৭) এই সূত্রের দ্বারা গুণবিধান করা হইয়াছে ; কিন্তু গুণ বলিতে কোন্ কোন্ বর্ণের গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা এই সংজ্ঞা সূত্রের দ্বারা বোধিত হইয়া

থাকে—'কৃষ্ণর্দ্ধিঃ, রমেশঃ, গঙ্গোদকম্' ইত্যাদি স্থলে যথাক্রমে অকার, একার ও ওকার গুণ আদেশ হইয়া থাকে।

এইসূত্রে যে 'অৎ' এইরূপ তপর নির্দেশ করা হইয়াছে; উহা উভয়ার্থক অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী 'এঙ্' এই দুইটিরই সহায়ক 'অৎ' এইরূপ অবর্ণের পরে 'ত্' থাকায় উহা অসমানকালিক অকারের ব্যাবর্ত্তক। হ্রস্ব অকারই গুণপদের দ্বারা গৃহীত হয়, কিন্তু দীর্ঘ ও প্লুত গৃহীত হয় না। সেইজন্য 'কৃষ্ণ + ঋদ্ধিঃ' এইস্থলে 'আদ্গুণঃ' সূত্র অনুসারে পূর্ব্ববর্ত্তী অকার ও পরবর্ত্তী ঋকার—উভয়ের স্থানে 'অ' গুণ হয়, কিন্তু 'আ' হয় না। 'উরণ্রপরঃ' (১।১।৫১) সূত্র অনুসারে 'অ' এই গুণ বিধানের সঙ্গে সঙ্গেই রপর অর্থাৎ পরে একটি 'র্' হইলে 'অর্' এইরূপ হইয়া যায়; ফলে কৃষ্ণর্দ্ধিঃ—এই প্রয়োগটির সিদ্ধি হয়। 'তপরঃ' এই পদে তকারের পরবর্ত্তী এবং তকার পরে যাহার—এইরূপ পঞ্চমী তৎপুরুষ ও বহুব্রীহি এই দুই প্রকার সমাসই স্বীকৃত হইয়াছে—ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এস্থলে বহুব্রীহি সমাসের ফল পূর্ব্ববর্ত্তী 'অ'—এই গুণের দ্বারা দীর্ঘ ও প্লুতের গ্রহণ হয় না।

তাৎপরঃ—তপরঃ—এইরূপ পঞ্চমী সমাসের ফল হইল, পরবর্ত্তী 'এঙ্' অর্থাৎ একার ও ওকার—এই দুইটি গুণের দ্বারা দীর্ঘ ও প্লুতের গ্রহণ হইবে না। তকারের পরবর্ত্তী 'অণ্' স্বসমানকালিকের গ্রহণ করায়; সেইজন্য 'এঙ্' তকারের পরে থাকায়, এঙ্ অর্থাৎ গুণপদের দ্বারা বোধিত একার ও ওকারের দ্বারা কেবল দ্বিমাত্রিকেরই জ্ঞান হইয়া থাকে; কিন্তু ত্রিমাত্রিক অথবা চতুর্মাত্রিকের জ্ঞান হয় না। যেমন 'দেব + ঈশঃ', 'রমা + ঈশঃ', 'গঙ্গা + উদকম্', 'গঙ্গা + ঊর্ম্মিঃ', ইত্যাদি স্থলে 'দেবেশঃ' ও 'রমেশঃ'—এই দুইটিতে অকার ও ঈকার এবং আকার ঈকার এইরূপ যথাক্রমে ত্রিমাত্রিক ও চতুর্মাত্রিকের স্থানে ত্রিমাত্রিক ও চতুর্মাত্রিক। একার গুণ হয় না এবং 'গঙ্গোদকম্', 'গঙ্গোর্ম্মিঃ—ইত্যাদিসন্ধি স্থলে আকার ও উকার এবং আকার ও ঊকার এইরূপ ত্রিমাত্রিক ও চতুর্মাত্রিকের স্থানে আন্তরতম্যবশতঃ ত্রিমাত্রিক ও

চতুর্মাত্রিক গুণ হয় না; কিন্তু স্থানী দ্বিমাত্রিক, ত্রিমাত্রিক অথবা চতুর্মাত্রিক হউক না কেন সকলের স্থানেই দ্বিমাত্রিক একার অথবা দ্বিমাত্রিক ওকার হইবে। 'এঙ্' তকারের পরে আছে বলিয়া দ্বিমাত্রিক একার ও দ্বিমাত্রিক ওকারেরই গুণসংজ্ঞা হইয়া থাকে, সুতরাং ত্রিমাত্রিক অথবা চতুর্মাত্রিক একার ও ওকারের গুণ সংজ্ঞাই হয় না। ফলে স্থানী ত্রিমাত্রিক অথবা চতুর্মাত্রিক হইলেও গুণ একাদেশ দ্বিমাত্রিকই হইবে।

১৮। ভূবাদয়ো ধাতবঃ (১।৩।১)। ক্রিয়াবাচিনো ভ্বাদয়ো ধাতু-সংজ্ঞাঃ স্যুঃ।

ক্রিয়াবাচক ভ্বাদির ধাতুসংজ্ঞা হয়।

ভূশ্চ বাশ্চ ভূবৌ—ভূ ও বা এই দুইটির দ্বন্দ্বসমাস করার পর 'আদিশ্চ আদিশ্চ আদী'—এইরূপ দুইটি আদি শব্দের একশেষ করিলে যে 'আদী' শব্দ হয়, সেই 'আদী' শব্দের সহিত 'ভূবৌ আদী যেষাম্' ভূ ও বা আদি যাহার—এই প্রকার বহুব্রীহি সমাস করিলে 'ভূবাদয়ঃ' পদটি নিষ্পন্ন হয়। ইহাতে প্রথম 'আদি' শব্দটির প্রভৃতি অর্থ এবং দ্বিতীয় 'আদি' শব্দটির প্রকার অর্থ। প্রকারের দুইটি অর্থ আছে—ভেদ ও সদৃশ। এস্থলে সদৃশার্থক আদি শব্দের গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রভৃতি বাচক আদি শব্দের অন্বয় 'ভূ' শব্দের সঙ্গে এবং সদৃশবাচক আদি শব্দের অন্বয় 'বা' শব্দের সঙ্গে। তাহা হইলে ইহার অর্থ দাঁড়ায় 'ভূপ্রভৃতয়ো বাসদৃশা যে তে ধাতুসংজ্ঞকা ভবন্তি'—ভূপ্রভৃতি বাসদৃশ যে শব্দস্বরূপ উহারা ধাতুসংজ্ঞক হয়। এস্থলে সাদৃশ্য ক্রিয়াবাচকত্বরূপে গ্রহণ করা হয়। সাদৃশ্যের নিয়ামক ধর্ম হইল ক্রিয়াবাচকত্ব। ধাতুপাঠের প্রথম ধাতু হইল 'ভূ' এবং অদাদি-গণীয় একটি ধাতু হইল 'বা'—এই 'বা' ধাতুর ক্রিয়াবাচকত্ব সাদৃশ্য গৃহীত হইয়াছে। যে কোন ধাতুই ক্রিয়াবাচকরূপে গ্রহণ করা যাইত; কারণ সকল ধাতুই ক্রিয়াবাচক; কিন্তু এখানে বা ধাতুই ক্রিয়াবাচক রূপে গৃহীত হইয়াছে। 'ভূ' ধাতুর অনুকরণ শব্দ 'ভূঃ' এবং 'বা' ধাতুর

অনুকরণে শব্দ গঠিত হইয়াছে 'বাঃ' এই দুইটির সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিয়া 'আদী' শব্দের সঙ্গে বহুব্রীহি সমাস করিলে 'ভূবাদয়ঃ'—পদটি নিষ্পন্ন হয়। ইহাতে 'ভূবঃ' এইটি 'ভূব' এই ব্যাহৃতির সদৃশ, সুতরাং এইরূপ 'বা' ধাতুর অনুকরণে গঠিত শব্দের গ্রহণ করিলে ধাতু পাঠের প্রথমেই ধাতু সংজ্ঞা বুঝাইবার সময় মঙ্গলও করা হয়। 'ভূব' এই ব্যাহৃতিটি ব্রহ্ম-বাচক এবং উহার সদৃশ যে 'ভূব' শব্দের উচ্চারণ, ইহার দ্বারা যে মঙ্গল হইবে ইহাতে কোন সন্দেহই নাই।

এইরূপ ভূপ্রকৃতি ও বাসদৃশ শব্দস্বরূপের ধাতুসংজ্ঞা এবং সাদৃশ্য ক্রিয়াবাচকত্বরূপে ধরিলে উক্ত সূত্রের পূর্ণ অর্থ হইবে 'ক্রিয়াবাচক যে ভূপ্রভৃতি, উহাদের ধাতুসংজ্ঞা হইয়া থাকে, সুতরাং ধাতুর লক্ষণ হইল—'ক্রিয়াবাচকত্বে সতি ভ্বাদিগণপঠিতত্বং ধাতুত্বম্'—যাহা ক্রিয়াবাচক অথচ ভ্বাদিগণপঠিত, উহাই ধাতু।

এস্থলে যদি ক্রিয়াবাচক না বলিয়া কেবল ভ্বাদিগণপঠিত যাহা, তাহার ধাতু সংজ্ঞা হয়—ইহা বলা হয়, তাহা হইলে 'যাঃ পশ্যসি' ইত্যাদিক্ষেত্রে যে 'যৎ' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'টাপ্' প্রত্যয়ান্ত 'যা' শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচনে 'শস্' বিভক্তিতে ধাতুসংজ্ঞা হইবে ফলে 'আতো ধাতোঃ' (৬।৪।১৪০) সূত্র অনুসারে আকারলোপ প্রসক্ত হইবে। ক্রিয়া-বাচক বলিলে আর কোন দোষ থাকে না, কারণ টাবন্ত 'যা' শব্দটি ক্রিয়াবাচক নয়।

প্রশ্ন হইতে পারে যে 'লক্ষণপ্রতিপদোক্তয়োঃ প্রতিপদোক্তস্যৈব গ্রহণম্'—লাক্ষণিক অর্থাৎ লক্ষণনিষ্পন্ন ও প্রতিপদোক্ত—এই দুইটির গ্রহণ প্রাপ্ত হইলে প্রতিপদোক্তেরই গ্রহণ হইবে; কিন্তু লাক্ষণিকের নয়। এই পরিভাষা অনুসারে প্রতিপদোক্ত আকারান্ত ধাতুরই গ্রহণ হইতে পারে; কিন্তু 'যৎ' শব্দের শেষে টাপ্ প্রত্যয় করিয়া যে লাক্ষণিক 'যা' শব্দ, ইহার গ্রহণ হইবে না, সুতরাং 'যাঃ পশ্যসি' ইত্যাদি স্থলে 'যা'-এর আকারের পূর্বোক্ত সূত্র অনুসারে লোপ হইতে পারে না—ইহার উত্তরে বক্তব্য যে 'যা' শব্দটি লক্ষণনিষ্পন্ন বলিয়া, উহার

আকারের লোপপ্রাপ্তি না হইলেও বিকল্পার্থক 'বা' এই অব্যয়ের ধাতু-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে, কারণ অদাদিগণে 'বা' ধাতুর পাঠ থাকায় সেই 'বা'-এর মত আকৃতি বিশিষ্ট 'বা' এই নিপাতটির ধাতুসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে। উহার ধাতুসংজ্ঞা হইলে 'অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ' (১।২।৪৫) এই সূত্রে অধাতুর উল্লেখ থাকায় প্রাতিপদিক সংজ্ঞা হইবে না, আর প্রাতিপদিক সংজ্ঞা না হইলে 'সু ঔ জস্' প্রভৃতি বিভক্তি আসিবে না, কারণ উক্ত বিভক্তিগুলি 'ঙ্যাপ্ প্রাতিপদিকাৎ' (৪।১।১) সূত্র অনুসারে প্রাতিপদিকেরই পরে আসে। তাহা হইলে 'বা' এই অব্যয়টি আর পদ হইবে না। অব্যয়ের পরে সুপ্ বিভক্তি আসে; কিন্তু তাহার লোপ হয় বলিয়া উহা শ্রুত হয় না। সুবন্ত বলিয়াই সকল অব্যয়গুলি পদ। 'বা' শব্দটি অতিঙন্ত পদ না হইলে 'দেবদত্তো যজ্ঞদত্তো বা পঠতি' ইত্যাদি বাক্যে 'বা' এই অতিঙন্ত পদের পরবর্ত্তী 'পঠতি' এই তিঙন্তটির 'তিঙ্ঙতিঙঃ' (৮।১।২৮) অনুসারে সর্ব্বানুদাত্ত হইতে পারিবে না।

'আতো ধাতোঃ' (৬।৪।১৪০) এই সূত্রের বিষয়ে উক্ত পরিভাষা প্রবৃত্ত হয় না। যদি এই সূত্রের দ্বারা আকারের লোপ বিষয়েও উক্ত পরিভাষাটি প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে 'পশুষঃ' প্রভৃতিতে লক্ষণের দ্বারা নিষ্পন্ন আকারের লোপ হইতে পারিত না। 'পশুং সনোতি'—যে পশু দান করে এই অর্থে পশু পূর্ব্বক সনুদানে এই ধাতুর শেষে 'জনসনখনক্রমোগমো বিট্' (৩।২।৬৭) সূত্র অনুসারে 'বিট্' প্রত্যয় ও উহার সর্ব্বাপহার লোপ করিলে 'পশু সন্' এই অবস্থায় 'বিড্বনোরনু-নাসিকস্যাৎ' (৬।৪।৪১) অনুসারে নকারের স্থানে আকার হইলে পশুস্ আ' এইরূপ দশায় সবর্ণ দীর্ঘ করিলে 'পশুসা' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ইণ্-এর পরবর্ত্তী সকারের 'আদেশ প্রত্যয়য়োঃ' (৮।৩।৫৯) অনুসারে ষত্ব করিলে 'পশুষা' এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হয়। ইহার প্রাতিপদিক সংজ্ঞা করার পর 'শস্' বিভক্তি আসিলে 'পশুষা অস্' এইরূপ অবস্থায় 'যচি ভম্' অনুসারে শস্-এর পূর্ব্ববর্ত্তীর ভসংজ্ঞা

ব. বি./সি. কৌ. ৩১-১০

হইলে 'আতো ধাতোঃ' (৬।৪।১৪০) অনুসারে আকারের লোপ হইলে 'পশুষস্' এবং 'স্'-এর রুত্ব বিসর্গ করিলে 'পশুষঃ' এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে পশুষা এই শব্দের যে আকার উহা নকারের স্থানে 'বিড্‌বনোরনুনাসিকস্যাৎ' অনুসারে জাত। সুতরাং লাক্ষণিক অর্থাৎ লক্ষণের সূত্রের দ্বারা জাত—এইরূপ লাক্ষণিক আকারেরও পূর্ব্বোক্ত সূত্র অনুসারে লোপ হইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত সূত্রের দ্বারা আকার লোপের বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত পরিভাষা প্রবৃত্ত হয় না। ইহাই সিদ্ধান্তরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। যদি, তাহাই হয়, তাহা হইলে 'যাঃ পশ্যসি' ইত্যাদিস্থলেও উক্ত সূত্র অনুসারে আকারের লোপ হইয়া যাইবে। তাহা যাহাতে না হয় সেইজন্য ধাতুর লক্ষণ-বাক্যে-ক্রিয়া-বাচক এই অংশটিরও উপাদান আবশ্যক।

বার্ত্তিককার 'আতো ধাতোঃ'—এই সূত্রের স্থলে 'আতোঽনাপঃ'—এইরূপ ন্যাস করিয়াছেন—ইহার অর্থ আপ্ ব্যতীত ভসংজ্ঞক আকারের লোপ হইয়া থাকে। সুতরাং বার্ত্তিক মতে 'যাঃ' ইত্যাদিস্থলে 'টাপ্'-এর আকারের লোপ হইতে পারে না। তাঁহার মতে ধাতুর লক্ষণ-বাক্যে 'ক্রিয়াবাচক' না বলিলেও 'যাঃ পশ্যসি' ইত্যাদিস্থলে কোন দোষ নাই; কিন্তু বিকল্পার্থক 'বা' এই অব্যয়টিরও ধাতুসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে, কারণ অদাদিগণে 'বা' ধাতুর পাঠ থাকায় সেই 'বা'-এর মত আকৃতি-বিশিষ্ট 'বা' এই নিপাতটিরও ধাতুসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে, উহার ধাতুসংজ্ঞা হইলে 'অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ' (১।২।৪৫) এই সূত্রে অধাতুর উল্লেখ থাকায় উহার প্রাতিপদিক সংজ্ঞা হইবে না, আর প্রাতিপদিক সংজ্ঞা না হইলে সু, ঔ, জস্ প্রভৃতি বিভক্তি আসিতে পারে না; কারণ 'ঙ্যাপ্ প্রাতিপদিকাৎ' (৪।১।১) অনুসারে উক্ত বিভক্তিগুলি ঙী, আপ্ প্রাতিপদিকের পরেই আসে। যদি উহার পরে সুপ্ বিভক্তি না আসে তাহা হইলে 'বা' এই অব্যয়টি সুবন্তপদ বলিয়া গৃহীত হইবে না। অব্যয়ের পরে 'সুপ্' বিভক্তি আসে; কিন্তু উহার 'অব্যয়াদাপ্ সুপঃ' (২।৪।৮২) অনুসারে লোপ হওয়ার ফলে শ্রুত হয় না; 'প্রত্যয়-

লোপে প্রত্যয় লক্ষণম্' (১।১।৬২) অনুসারে সুবন্ত পদ বলিয়া উহারা গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং 'বা' এই নিপাতটির ধাতুসংজ্ঞা হইলে প্রাতিপদিকত্বাভাব নিবন্ধন উহার উত্তরে সুপ্ বিভক্তি আসিবে না, ফলে উহা একটি সুবন্ত পদ বলিয়া গৃহীত না হইলে 'দেবদত্তঃ পচতি বা পঠতি' ইত্যাদিস্থলে 'বা পঠতি' এই বাক্যে 'বা'-এর পরবর্ত্তী 'পঠতি' এই তিঙন্ত পদের 'তিঙ্ঙতিঙঃ' (৮।১।২৮) অনুসারে নিঘাত বা অনুদাত্ত হইতে পারে না। আর 'বা' এই নিপাতটি যদি পদ না হয় তাহা হইলে উহার প্রয়োগ হইতে পারিবে না, কারণ যাহা পদ নয় তাহার প্রয়োগ নিষিদ্ধ হইয়াছে—'নাপদং প্রযুঞ্জীত'। অতএব 'বা' এই নিপাতটির যাহাতে ধাতুসংজ্ঞা না হয় তাহার জন্য ধাতুর লক্ষণ-বাক্যে ক্রিয়াবাচক এই অংশটুকুর উপাদান অত্যাবশ্যক।

প্রশ্ন হইতে পারে যে বিকল্পার্থক 'বা' শব্দ যে ক্রিয়াবাচক নয় তাহা কি করিয়া জ্ঞাত হইতে পারে? উত্তরে বক্তব্য যে সাধ্যত্বেন প্রতীয়মানত্বং ক্রিয়াত্বম্' যাহা সাধ্যরূপে প্রতীয়মান হয় তাহা ক্রিয়া। আর যাহাতে ক্রিয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে না তাহাই সাধ্য—ক্রিয়ান্ত-রাকাঙ্ক্ষানুত্থাপকতাবচ্ছেদকত্বং সাধ্যত্বম্। 'পরিমাণগ্রহণং কর্ত্তব্যম্', কথং পুনঃ ভূশব্দস্য ধাতুসংজ্ঞা ন পুনঃ ভেৃধ শব্দস্যেতি—ভূ শব্দের ধাতুসংজ্ঞা হইবে কিন্তু 'ভেৃধ' শব্দের হইবে না কেন? এই প্রশ্নের দ্বারা মনে হয় তখন অর্থনির্দ্দেশ ছিল না। কৈয়ট বলিয়াছেন—অর্থনির্দ্দেশো নিয়ামকো ভবিষ্যতীতি চেৎ তস্যাপাণিনীয়ত্বম্। বিকল্পার্থক 'বা' শব্দের প্রয়োগে ক্রিয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে না; যথা—দেবদত্তঃ পঠতি বা পচতি ইত্যাদি। কেবল 'বা' শব্দের উচ্চারণ করিলে যতক্ষণ না কোন ক্রিয়ার অধ্যাহার করা হয়, ততক্ষণ উহার কোন ক্রিয়ার বিষয়ে সাকাঙ্ক্ষাই থাকিয়া যায়। 'পচতি', 'পঠতি' ইত্যাদি ক্রিয়াপদের ব্যবহার করিলে কোন ক্রিয়ান্তরের আকাঙ্ক্ষা থাকে না। তাহা হইলে ইহাই সিদ্ধ হইল যে বিকল্পার্থক 'বা' এই নিপাতটির যাহাতে ধাতুসংজ্ঞা না হয়, তাহার জন্য ধাতুর লক্ষণ-বাক্যে 'ক্রিয়াবাচকত্বে সতি'—এই অংশটুকুও প্রয়োজনীয়।

হইলে 'আতো ধাতোঃ' (৬।৪।১৪০) অনুসারে আকারের লোপ হইলে 'পশুষস্' এবং 'স্'-এর রুত্ব বিসর্গ করিলে 'পশুষঃ' এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে পশুষা এই শব্দের যে আকার উহা নকারের স্থানে 'বিড্‌বনোরনুনাসিকস্যাৎ' অনুসারে জাত। সুতরাং লাক্ষণিক অর্থাৎ লক্ষণের সূত্রের দ্বারা জাত—এইরূপ লাক্ষণিক আকারেরও পূর্ব্বোক্ত সূত্র অনুসারে লোপ হইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত সূত্রের দ্বারা আকার লোপের বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত পরিভাষা প্রবৃত্ত হয় না। ইহাই সিদ্ধান্তরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। যদি, তাহাই হয়, তাহা হইলে 'যাঃ পশ্যসি' ইত্যাদিস্থলেও উক্ত সূত্র অনুসারে আকারের লোপ হইয়া যাইবে। তাহা যাহাতে না হয় সেইজন্য ধাতুর লক্ষণ-বাক্যে-ক্রিয়া-বাচক এই অংশটিরও উপাদান আবশ্যক।

বার্ত্তিককার 'আতো ধাতোঃ'—এই সূত্রের স্থলে 'আতোঽনাপঃ'—এইরূপ ন্যাস করিয়াছেন—ইহার অর্থ আপ্ ব্যতীত ভসংজ্ঞক আকারের লোপ হইয়া থাকে। সুতরাং বার্ত্তিক মতে 'যাঃ' ইত্যাদিস্থলে 'টাপ্'-এর আকারের লোপ হইতে পারে না। তাঁহার মতে ধাতুর লক্ষণ-বাক্যে 'ক্রিয়াবাচক' না বলিলেও 'যাঃ পশ্যসি' ইত্যাদিস্থলে কোন দোষ নাই; কিন্তু বিকল্পার্থক 'বা' এই অব্যয়টিরও ধাতুসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে, কারণ অদাদিগণে 'বা' ধাতুর পাঠ থাকায় সেই 'বা'-এর মত আকৃতি-বিশিষ্ট 'বা' এই নিপাতটিরও ধাতুসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে, উহার ধাতুসংজ্ঞা হইলে 'অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ' (১।২।৪৫) এই সূত্রে অধাতুর উল্লেখ থাকায় উহার প্রাতিপদিক সংজ্ঞা হইবে না, আর প্রাতিপদিক সংজ্ঞা না হইলে সু, ঔ, জস্ প্রভৃতি বিভক্তি আসিতে পারে না; কারণ 'ঙ্যাপ্ প্রাতিপদিকাৎ' (৪।১।১) অনুসারে উক্ত বিভক্তিগুলি ঙী, আপ্ প্রাতিপদিকের পরেই আসে। যদি উহার পরে সুপ্ বিভক্তি না আসে তাহা হইলে 'বা' এই অব্যয়টি সুবন্তপদ বলিয়া গৃহীত হইবে না। অব্যয়ের পরে 'সুপ্' বিভক্তি আসে; কিন্তু উহার 'অব্যয়াদাপ্ সুপঃ' (২।৪।৮২) অনুসারে লোপ হওয়ার ফলে শ্রুত হয় না; 'প্রত্যয়-

লোপে প্রত্যয় লক্ষণম্' (১।১।৬২) অনুসারে সুবন্ত পদ বলিয়া উহারা গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং 'বা' এই নিপাতটির ধাতুসংজ্ঞা হইলে প্রাতিপদিকত্বাভাব নিবন্ধন উহার উত্তরে সুপ্ বিভক্তি আসিবে না, ফলে উহা একটি সুবন্ত পদ বলিয়া গৃহীত না হইলে 'দেবদত্তঃ পচতি বা পঠতি' ইত্যাদিস্থলে 'বা পঠতি' এই বাক্যে 'বা'-এর পরবর্ত্তী 'পঠতি' এই তিঙন্ত পদের 'তিঙ্ঙতিঙঃ' (৮।১।২৮) অনুসারে নিঘাত বা অনুদাত্ত হইতে পারে না। আর 'বা' এই নিপাতটি যদি পদ না হয় তাহা হইলে উহার প্রয়োগ হইতে পারিবে না, কারণ যাহা পদ নয় তাহার প্রয়োগ নিষিদ্ধ হইয়াছে—'নাপদং প্রযুঞ্জীত'। অতএব 'বা' এই নিপাতটির যাহাতে ধাতুসংজ্ঞা না হয় তাহার জন্য ধাতুর লক্ষণ-বাক্যে ক্রিয়াবাচক এই অংশটুকুর উপাদান অত্যাবশ্যক।

প্রশ্ন হইতে পারে যে বিকল্পার্থক 'বা' শব্দ যে ক্রিয়াবাচক নয় তাহা কি করিয়া জ্ঞাত হইতে পারে? উত্তরে বক্তব্য যে সাধ্যত্বেন প্রতীয়মানত্বং ক্রিয়াত্বম্' যাহা সাধ্যরূপে প্রতীয়মান হয় তাহা ক্রিয়া। আর যাহাতে ক্রিয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে না তাহাই সাধ্য—ক্রিয়ান্ত-রাকাঙ্ক্ষানুত্থাপকতাবচ্ছেদকত্বং সাধ্যত্বম্। 'পরিমাণগ্রহণং কর্ত্তব্যম্', কথং পুনঃ ভূশব্দস্য ধাতুসংজ্ঞা ন পুনঃ ভেৃধ শব্দস্যেতি—ভূ শব্দের ধাতুসংজ্ঞা হইবে কিন্তু 'ভেৃধ' শব্দের হইবে না কেন? এই প্রশ্নের দ্বারা মনে হয় তখন অর্থনির্দ্দেশ ছিল না। কৈয়ট বলিয়াছেন—অর্থনির্দ্দেশো নিয়ামকো ভবিষ্যতীতি চেৎ তস্যাপাণিনীয়ত্বম্। বিকল্পার্থক 'বা' শব্দের প্রয়োগে ক্রিয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে না; যথা—দেবদত্তঃ পঠতি বা পচতি ইত্যাদি। কেবল 'বা' শব্দের উচ্চারণ করিলে যতক্ষণ না কোন ক্রিয়ার অধ্যাহার করা হয়, ততক্ষণ উহার কোন ক্রিয়ার বিষয়ে সাকাঙ্ক্ষাই থাকিয়া যায়। 'পচতি', 'পঠতি' ইত্যাদি ক্রিয়াপদের ব্যবহার করিলে কোন ক্রিয়ান্তরের আকাঙ্ক্ষা থাকে না। তাহা হইলে ইহাই সিদ্ধ হইল যে বিকল্পার্থক 'বা' এই নিপাতটির যাহাতে ধাতুসংজ্ঞা না হয়, তাহার জন্য ধাতুর লক্ষণ-বাক্যে 'ক্রিয়াবাচকত্বে সতি'—এই অংশটুকুও প্রয়োজনীয়।

প্রশ্ন হইতে পারে যে ধাতুপাঠে অর্থনির্দ্দেশ দেখা যায়, যেমন 'বাগতিগন্ধনয়োঃ' 'যা-প্রাপণে' ইত্যাদি ; এই অর্থনির্দ্দেশের দ্বারাই প্রতীতি হইতে পারে যে কোনটি ধাতু আর কোনটি ধাতু নয়। যাহার অর্থনির্দ্দেশ আছে তাহারই ধাতুসংজ্ঞা হইবে ? এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে ধাতুপাঠে যে অর্থনির্দ্দেশ আছে, উহা পাণিনির নয়। তাঁহার অনেক পরবর্ত্তী কোন ভীমসেন নামক পণ্ডিতের দ্বারাই কৃত। সুতরাং অর্থনির্দ্দেশ ধাতুত্ববোধে নিয়ামক হইতে পারে না।

এইবার বলা যাইতে পারে যে তাহা হইলে ক্রিয়াবাচক অংশটুকুই থাকে, 'ভূ্বাদিগণপঠিতত্বম্' ইহা বলার প্রয়োজন কি ? কেবল ক্রিয়াবাচকত্বং ধাতুত্বম্—যাহা ক্রিয়াবাচক, তাহাই ধাতু এইরূপ বলিলে কোন দোষ থাকে না ? এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে যাহা ক্রিয়াবাচক অথচ ভূ্বাদিগণপঠিত তাহারই ধাতুসংজ্ঞা হয়—ইহা বলিতেই হইবে। 'ভূ্বাদিগণপঠিতত্ব'—এই অংশটুকু না বলিলে বর্জনার্থ 'হিরুক্' 'পৃথক্' প্রভৃতি অব্যয়েরও বর্জনক্রিয়ার বাচক হওয়ায় ধাতুসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে 'হিরুক্', 'পৃথক্' প্রভৃতি শব্দের যদি ধাতুসংজ্ঞা হয়, তাহা হইলে ধাতু বলিয়াই উহাদের 'অর্থবদধাতুরপ্রত্যয় প্রাতিপদিকম্' সূত্রানুসারে প্রাতিপদিকসংজ্ঞা হইতে পারে না আর প্রাতিপদিকসংজ্ঞা না হওয়ায় উহাদের সহিত লিঙ্গ, সংখ্যা প্রভৃতির অন্বয় হইতে পারে না। সুতরাং অব্যয়ের মধ্যে পাঠ করাই বৃথা। লিঙ্গ, সংখ্যা প্রভৃতির অন্বয় যাহাতে না হয়, তাহার জন্য যে উহাদের অব্যয়ের মধ্যে পাঠ করা হইয়াছে—এইরূপ পাঠের সামর্থ্যবশতঃ ইহা বলা যাইতে পারে যে উহাদের ধাতুসংজ্ঞা হয় না, অতএব উহাদের যাহাতে ধাতুসংজ্ঞা না হয়, তাহার জন্য যে ধাতুলক্ষণ-বাক্যে 'ভূ্বাদিগণপঠিতত্ব'—অংশটুকুর উপাদান করা হইয়াছে—ইহা কি করিয়া বলা যায় ?

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে—'হিরুক্', 'পৃথক্' শব্দের অব্যয়ের মধ্যে পাঠ করা হইয়াছে এইজন্য যে, যাহাতে উহাদের মধ্যে 'অক্রচ্'

প্রত্যয় হইতে পারে। 'অকচ্' প্রত্যয় করিতে হইলে অব্যয় অথবা সর্ব্বনাম হওয়া আবশ্যক। উহাদের অব্যয়ের মধ্যে পাঠ থাকার ফলে 'অব্যয়সর্ব্বনাম্নামকচ্ প্রাক্‌টেঃ' (৫।৩।৭১) এই সূত্র অনুসারে 'হিরুক্' ও 'পৃথক্' শব্দের 'টি'-এর পূর্ব্বে 'অকচ্' প্রত্যয় হইলে 'হিরকুক্', 'পৃথকক্' প্রয়োগসিদ্ধ হইয়া থাকে। অব্যয়ের পাঠ না থাকিলে উহাদের মধ্যে 'অকচ্' প্রত্যয় হইতে পারিত না। এইজন্য অব্যয়ে পাঠ-সামর্থ্যবশতঃ উহাদের ধাতুসংজ্ঞা হইতে পারে না—ইহা বলা চলে না ; সুতরাং উহাদের ধাতুসংজ্ঞা যাহাতে না হয়, তাহার জন্য ভূ্বাদিগণপঠিতত্বও ধাতু লক্ষণে বলা উচিত।

এস্থলে এইরূপ আশঙ্কা করা যাইতে পারে যে যাহাতে ক্রিয়ান্তরের আকাঙ্ক্ষা না থাকে, তাহা সাধ্য এবং সাধ্যরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাই ক্রিয়া—ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে 'পৃথক্' 'হিরুক্' প্রভৃতিকে ক্রিয়াবাচক বলা যাইতে পারে না, কারণ এই শব্দগুলিতে ক্রিয়ান্তরের আকাঙ্ক্ষা থাকে। যেমন 'পৃথক্ করোতি' ইত্যাদিস্থলে 'করোতি' 'ভবতি' প্রভৃতি ক্রিয়ার আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় ; সেইজন্য 'হিরুক্', পৃথক্' প্রভৃতি শব্দের ধাতুসংজ্ঞা ব্যাবৃত্তির জন্য ভূ্বাদিগণে 'পঠিতত্ব' অংশটির কোন প্রয়োজন নাই। ইহার উত্তরে ভাষ্যকারের সমাধানই আমাদের গ্রহণীয় বলিয়া মনে হয়। তিনি বলিয়াছেন যে ধাতুর লক্ষণবাক্যে যদি ক্রিয়াবাচকই দেওয়া হয়, তাহা হইলে 'অন্নবয়তি' 'বট্টয়তি' ইত্যাদি প্রাকৃতভাষার প্রয়োগে উহাদের ক্রিয়াবাচক হওয়ায় যাহাতে ধাতুসংজ্ঞা না হয় তজ্জন্য 'ভূ্বাদিগণপঠিতত্ব' বলিতে হইবে। যদিও উহাদের ক্রিয়াবাচকতা আছে ; কিন্তু ভূ্বাদি প্রভৃতি গণে পঠিত না হওয়ায় ধাতুসংজ্ঞা হইতে পারে না। উহাদের ধাতুসংজ্ঞা হইলে এইরূপ প্রাকৃত প্রয়োগগুলিও পাণিনীয় সূত্রের লক্ষ্য হইয়া যাইবে। যাহা পাণিনীয় শাস্ত্রের বিষয়, তাহাকে অসাধু শব্দ বলা চলে না ; কিন্তু সাধুশব্দরূপে শিষ্ট সমাজে গৃহীত হইবে। মহাভাষ্যকার বলিতে চান যে, 'অন্নবয়তি' 'বট্টয়তি' প্রভৃতি প্রয়োগগুলি

শিষ্টজন বিগর্হিত, সুতরাং অসাধু। যদি পাণিনীয় শাস্ত্রের বিষয় হয়, তাহা হইলে পাণিনীয় অর্থাৎ পাণিনির ন্যায় শিষ্টজন কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলেই সাধু শব্দরূপে গৃহীত হইবে ; কিন্তু ইহা অভীষ্ট নয়, এইজন্যই পাণিনি ভূ প্রভৃতির ধাতুসংজ্ঞা বিধান করিয়াছেন।

এস্থলে আর একটি শঙ্কা উঠিতে পারে 'ভূ' প্রভৃতি ও 'বা' সদৃশ শব্দস্বরূপের ধাতুসংজ্ঞা বলা হইয়াছে। 'তদ্‌ভিন্নত্বে সতি তদ্‌গতভূয়োধর্মবত্ত্বং সাদৃশ্যম্'—তদ্ ব্যতীত তদ্‌গত ভূয়োধর্মবত্ত্বই সাদৃশ্য, 'তদ্' পদের দ্বারা যাহার সাদৃশ্য তাহাকে গ্রহণ করা হয়। সুতরাং 'বা' ব্যতীত ও 'বা'গত ভূয়োধর্ম ক্রিয়াবাচকত্বই এস্থলে সাদৃশ্য নিয়ামক ধর্ম। 'বা' ব্যতীত 'বা'গত ভূয়োধর্ম্মবত্ত্ব যদি সাদৃশ্য হয়, তাহা হইলে 'বা' শব্দের ধাতুসংজ্ঞা কিরূপে হইতে পারে ?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে যদিও 'বা' শব্দে 'বা'-এর ভেদ থাকিতে পারে না তবুও প্রয়োগভেদে প্রত্যেকটির ভেদ থাকিতে কোন বাধা নাই। যেমন বাতি, বাতঃ, বান্তি ইত্যাদি প্রয়োগে প্রত্যেকটির প্রত্যেকটিতে ভেদ থাকিতে পারে। 'বাতি' প্রয়োগে যে 'বা' আছে উহার ভেদ বাতঃ প্রয়োগের 'বা' শব্দে। এইরূপ বান্তি প্রয়োগে যে 'বা' আছে উহার ভেদ 'বাতি' প্রয়োগের 'বা' শব্দে। এইভাবে প্রয়োগভেদে 'বা' শব্দে ও 'বা'-এর ভেদগ্রহ হইলে তদ্‌ভিন্নত্বে সতি তদ্‌গতভূয়োধর্ম্মবত্ত্বরূপ সাদৃশ্য থাকিতে পারে—ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ভ্বাদিগণে পঠিত না হইলেও কতকগুলি ধাতু আছে ; যেগুলির কার্য্যের বিধান দ্বারা উহাদের ধাতুত্ব অনুমিত হইয়া থাকে; যেমন 'স্তন্‌ভু স্তুন্‌ভু স্কন্‌ভু স্কুন্‌ভু স্কুঞ্‌ভ্যঃ শ্নুশ্চ' (৩।১।৮২) এই সূত্রের আদিতে যে চারিটি পঠিত আছে—স্তন্‌ভু, স্তুন্‌ভু, স্কন্‌ভু, স্কুন্‌ভু—এই কয়টির উদিৎকরণের দ্বারা ইহাদের ধাতুত্বের অনুমান করা হয়। উদিৎ করার ফল হইল 'উদিতো বা' (৭।৩।৫৬) সূত্র অনুসারে 'স্তম্ভিত্বা' 'স্তব্‌ধ্বা' ইত্যাদি ক্ত্বা প্রত্যয়ে বিকল্পে ইট্ বিধান ; কিন্তু ক্ত্বা প্রত্যয় ধাতুর পরেই

হইয়া থাকে—এই ক্ত্বা প্রত্যয় পরে থকিতে বিকল্পে ইট্ বিধানের জন্য যে উকার অনুবন্ধ করিয়া পঠিত হইয়াছে—ইহার দ্বারা ইহা অনুমান করা হয় যে এগুলি ধাতু 'স্তন্‌ভু স্তুন্‌ভু' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা কর্ত্রর্থক সার্ব্বধাতুকের পরে শ্নু প্রত্যয় ও শ্না প্রত্যয়ের বিধান করা হইয়াছে। যাহাতে 'স্তভ্নাতি' 'স্তভ্নোতি' ইত্যাদি দুইটি দুইটি রূপ হইতে পারে, কিন্তু সার্ব্বধাতুকসংজ্ঞা 'তিঙ্‌শিৎসার্ব্বধাতুকম্' (৩।৪।১১৩) সূত্র অনুসারে 'তিঙ্' প্রত্যয়ের হয় এবং এই তিঙ্ প্রত্যয় ধাতুর উত্তরেই হইয়া থাকে, সেইজন্য অনুমান করা যাইতে পারে যে পূর্ব্বোক্ত চারিটি ধাতুই।

এই প্রকার 'জুচঙ্‌ক্রম্য' (৩।২।১৫০) সূত্রে 'জু' শব্দের 'ঋতেরীয়ঙ্' (৩।১।২৯) সূত্রে 'ঋতি' শব্দের 'জপজভ্' (৭।৪।৮৬) সূত্রে পশ শব্দের পরে ধাত্বধিকার বিহিত প্রত্যয়ের বিধান করা হইয়াছে বলিয়া এইগুলিকেও ধাতু বলিয়া স্বীকার হইয়াছে।

'চুলুম্পতি' ইত্যাদি শিষ্ট প্রয়োগ দেখিয়া ভ্বাদিগণের শেষে 'বহুলমেতন্নিদর্শনম্'—এইরূপ বার্ত্তিক করা হইয়াছে। উহার তাৎপর্য্য হইল গণে পঠিত না হইলেও শিষ্ট প্রয়োগ অনুসারে ধাতু বলিয়া মানিতে হইবে।

১৯। প্রাগ্রীশ্বরান্নিপাতাঃ। (১-৪-৫৬) ইত্যধিকৃত্য।

'রীশ্বর' শব্দ শ্রুত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিপাত সংজ্ঞার অধিকার চলিতে থাকে।

'অধিরীশ্বরে' (১।৪।৯৭) সূত্রে 'অধিঃ ঈশ্বরে' এইরূপে সন্ধি করিয়া 'র' আদেশ হয়, সেই রেফবিশিষ্ট ঈশ্বর শব্দের গ্রহণ করিলে 'রীশ্বর' শব্দ পাওয়া যায়। এই 'রীশ্বর' শব্দের পঞ্চমী বিভক্তিতে 'রীশ্বরাৎ' এইপ্রকার হইয়া থাকে। তাহা হইলে সূত্রার্থ হইবে যে রীশ্বর শ্রবণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিপাতের অধিকার যায়। এই সূত্র হইতে 'অধিরীশ্বরে' (১।৪।৯৭) পর্য্যন্ত ৪২টি সূত্রের দ্বারা নিপাত সংজ্ঞার অধিকার করা হইয়াছে। 'অধি' শব্দটিও 'রীশ্বর' শব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী—সেইজন্য উহারও নিপাতসংজ্ঞা হইয়া থাকে। অভিব্যাপ্তি বুঝাইলে

'বিভাষা কৃঞি' (১।৪।৯৮) সূত্রের বিষয়েও 'অধি' শব্দের বিকল্পে নিপাতসংজ্ঞা হয়। 'অথবা অধিরীশ্বরেইত্যভিব্যাপ্য প্রাক্‌নিপাতাঃ অধিকৃতা বেদিতব্যাঃ' অথবা যতদূর পর্য্যন্ত অধিরীশ্বরে সূত্রের ব্যাপ্তি আছে ততদূর পর্য্যন্ত 'প্রাক্‌নিপাতাঃ'—এই দুইটি পদের অধিকার হয়। ফলে গতি, উপসর্গ ও কর্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞার সহিত নিপাতসংজ্ঞার সমাবেশ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে এই সূত্রে রেফবিশিষ্ট ঈশ্বর শব্দের গ্রহণ করা হইল কেন? 'প্রাগীশ্বরান্নিপাতাঃ' এইপ্রকার সূত্র করিলেও ঈশ্বর শব্দ শ্রবণের পূর্ব্বে নিপাতসংজ্ঞার অধিকার হয়—এইরূপ সূত্রার্থ হইলে কোন ক্ষতি নাই, কারণ 'অধিরীশ্বরে' সূত্রে প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর শব্দেই সন্ধি করিয়া রেফ আসিয়াছে, সুতরাং সার্থক ঈশ্বর শব্দের গ্রহণ না করিয়া নিরর্থক 'রীশ্বর' শব্দের গ্রহণ করার তাৎপর্য্য কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে 'ঈশ্বরে তোসুন্‌কসুনৌ' (৩।৪।১৩) একটি সূত্র আছে, উহাতেও কেবল ঈশ্বর শব্দের উল্লেখ আছে। ব্যাপ্তি ন্যায়ে সেই সূত্র পর্য্যন্ত ইহার অধিকার যাহাতে না হয়, তাহার জন্য রেফবিশিষ্ট ঈশ্বর শব্দের 'রীশ্বরাৎ' এইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্যবহারক্ষেত্রে দেখা যায় যে বিনা কোন বিশেষ লাভে নিকটবর্ত্তী বস্তুকে বাদ দিয়া দূরবর্ত্তী বস্তুর দিকে ধাবমান হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। শাস্ত্রেও দুইটি ন্যায় আছে—প্রত্যাসত্তি ও ব্যাপ্তি। প্রত্যাসন্ন অর্থাৎ নিকটবর্ত্তী গ্রহণ করিতে হইলে প্রত্যাসত্তি ন্যায় আর দূরবর্ত্তীর গ্রহণ করিতে হইলে ব্যাপ্তি ন্যায়। এস্থলে প্রত্যাসত্তি ন্যায়ের দ্বারা 'অধিরীশ্বরে' পর্য্যন্তই অধিকার যাইতে পারে; কিন্তু 'ঈশ্বরে তোসুন্‌কসুনৌ' এই দূরের সূত্র পর্য্যন্ত অধিকার যাইতে পারে না। তাহা হইলে রেফবিশিষ্ট ঈশ্বর শব্দের গ্রহণ স্পষ্ট প্রতিপত্তির জন্যই—ইহা বলা যাইতে পারে।

এস্থলে আর একটি শঙ্কা উপস্থিত হয়—'রীশ্বরাৎ' এই পঞ্চম্যন্ত পদের দ্বারা কোন একটি দিগ্‌বাচক শব্দের অধ্যাহার করা যাইতে পারে। 'প্রাক্‌' এই দিগ্‌বাচক শব্দটির অধ্যাহার করিলেও রীশ্বর শব্দ শ্রবণের

পূর্ব্বে নিপাতসংজ্ঞার অধিকার হইবে—ইহা অনায়াসেই জ্ঞাত হইতে পারে। সুতরাং তাহার জন্য আর 'প্রাক্‌' শব্দটির গ্রহণের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর হইল যে গতি, উপসর্গ ও কর্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞার সহিত নিপাতসংজ্ঞার যাহাতে সমাবেশ হয় তাহার জন্য 'প্রাক্‌'—এই শব্দটির গ্রহণ করা হইয়াছে। অধ্যাহারের দ্বারা সিদ্ধ থাকিলেও যে 'প্রাক্‌' গ্রহণ করা হইয়াছে, উহার সামর্থ্যবশতঃ বলা যাইতে পারে যে 'প্রাক্‌' শব্দের আবৃত্তি করিয়া দুইটি অর্থের বোধ করানই ইহার তাৎপর্য্য—(১) রীশ্বর শব্দ গ্রহণের পূর্ব্বে নিপাতসংজ্ঞার অধিকার হয় এবং (২) পূর্ব্বে নিপাতসংজ্ঞা হইয়া গতি, উপসর্গ প্রভৃতি সংজ্ঞা হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে নিপাতসংজ্ঞা, গতি, উপসর্গ ও কর্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞার নিমিত্ত। সুতরাং যুগপৎ নিপাত, গতি, উপসর্গ ও কর্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞার সমাবেশ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে একাধিক সংজ্ঞার সমাবেশ অনেকস্থলেই দেখা যায়, যেমন 'তব্য' এইটির প্রত্যয় কৃত্য ও কৃৎসংজ্ঞা হইয়া থাকে। এস্থলেও সেইপ্রকার নিপাত, গতি, উপসর্গ ও কর্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞা হইতে ক্ষতি কি?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে পাণিনি 'আকডরাদেকা সংজ্ঞা'(১।৪।১) সূত্র হইতে 'কডারাঃ কর্মধারয়ে' (২।২।৩৮) সূত্র পর্য্যন্ত একটির একটিই সংজ্ঞা হয়—ইহা (১।৪।১) সূত্রে বলিয়াছেন। (১।৪।১) হইতে (২।২।৩৮) পর্য্যন্ত একাধিক সংজ্ঞার সমাবেশ হয় না; কিন্তু অন্যত্র আকডারীয় সংজ্ঞার বাহিরে একাধিক সংজ্ঞার সমাবেশ হইয়া থাকে। নিপাত, গতি, উপসর্গ ও কর্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞাগুলি আকডারীয়ের অন্তর্গত; সুতরাং উহাদের একত্র সমাবেশ হইতে পারে না; সেইজন্যই প্রাক্‌ গ্রহণের দ্বারা পাণিনি উহাদের সমাবেশের সঙ্কেত করিয়াছেন। নিপাতসংজ্ঞার সহিত গতি, উপসর্গ প্রভৃতির সমাবেশের ফলে গতি, উপসর্গের নিপাতসংজ্ঞা হইয়া যায়। উহাদের নিপাতসংজ্ঞা হইলে 'স্বরাদিনিপাতমব্যয়ম্‌' (১।১।৩৭) অনুসারে

অব্যয়সংজ্ঞা হয় এবং অব্যয়সংজ্ঞা হইলে 'অব্যয়াদাপ্‌ সুপঃ' (২।৪।৮২) সূত্র অনুসারে উহাদের পরবর্ত্তী সুপ্‌ বিভক্তির লোপ হইয়া যায়; সেইজন্যই 'চ বা হ' ইত্যাদির যেমন নিপাত বলিয়া অব্যয়সংজ্ঞা হয় সেইরূপ প্র, পরা, সু প্রভৃতির ক্রিয়াযোগে গতি ও উপসর্গসংজ্ঞা হইলেও উহাদের নিপাতসংজ্ঞা হওয়ার ফলে অব্যয়সংজ্ঞা হইয়া থাকে। আর অব্যয়সংজ্ঞা হওয়ার ফলে উহাদের পরবর্ত্তী সুপ্‌ বিভক্তির শ্রবণ হয় না। 'জপমনুপ্রাবর্ষৎ' ইত্যাদিস্থলে কর্মপ্রবচনীয়-সংজ্ঞার সহিত নিপাতসংজ্ঞার সমাবেশ হইলেও গতিসংজ্ঞার সমাবেশ হইবে না; যদি কর্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞার সহিত গতিসংজ্ঞার সমাবেশ হইত তাহা হইলে 'জপমনুপ্রাবর্ষৎ' ইত্যাদিস্থলে 'অনুর্লক্ষণে' অনুসারে অনুর কর্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞা এবং 'গতিশ্চ' সূত্র অনুসারে গতিসংজ্ঞা—দুই হইলে 'গতির্গতৌ' (৮।১।৭০) সূত্র অনুসারে উহার নিঘাত প্রসক্ত হইত।

ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে 'মহাসংজ্ঞাকরণং হ্যন্বর্থলাভার্থম্‌'—অনুগত অর্থলাভের উদ্দেশ্যে মহাসংজ্ঞা করা হয়। নিপাত—এইরূপ মহাসংজ্ঞা না করিয়া টি, ঘু ইত্যাদির ন্যায় 'নি' সংজ্ঞা করিলেই ভাল হইত। কিন্তু এইরূপ না করিয়া নিপাত—এই মহাসংজ্ঞা করা হইয়াছে। 'নিয়মেন পাতয়ন্তি স্বার্থমন্যস্মিন্‌'—নিয়মপূর্ব্বক নিজের অর্থ অন্যের উপর চাপাইয়া দেয়, কিন্তু উহার কোন অর্থ থাকে না; সুতরাং উহা সমভিব্যাহৃত ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশিত করে। সমভিব্যাহৃত ক্রিয়ার অর্থ ই উহার অর্থ, তদ্‌ব্যতীত কোন অর্থ নাই, ইহাকেই অর্থদ্যোতকতা বলা হয়। এইজন্যই 'অনুভূয়তে শুরুঃ' কর্মবাচ্যে লকার হইয়া থাকে।

কোন কোন স্থলে পাদপূরণের উদ্দেশ্যেও নিপাতের ব্যবহার করা হয়; সেস্থলে—নিপতনং নিপাতোঽনেকেষ্বর্থেষুযেষাম্‌—নিপতনং নিপাতঃ, নিপাতোঽস্ত্যেষু—নিপাতের অর্থ নিপতন—অর্থ অনেক অর্থে নিপতন—এইরূপ ভাবার্থক নিপাত শব্দের শেষে 'অর্শ আদিভ্যোঽচ্‌' (৫।২।১২৭) মত্বর্থে 'অচ্‌' প্রত্যয় করিলে অনেক অর্থে নিপতন যাহার

আছে—ইহা বুঝায়। যাহা অনেক অর্থে নিপতিত হয়—এই অর্থে নিপাত শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অনেক অর্থে অর্থাৎ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে নিপাতের ব্যবহার হয়—এইজন্যই পাদপূরণের উদ্দেশ্যেও নিপাতের ব্যবহার হইয়া থাকে।

২০। **চাদয়োঽসত্ত্বে** (১-৪-৫৭)। **অদ্রব্যার্থাশ্চাদয়ো নিপাতসংজ্ঞাঃ স্যুঃ।**

অদ্রব্যার্থক চাদির নিপাতসংজ্ঞা হয়। যথা চ বা হ ইত্যাদি।

'সত্ত্ব' শব্দের অর্থ 'সতোভাবঃ'—সৎ-এর ভাব অর্থাৎ সত্তা হইতে পারে। দ্রব্য, গুণ ও কর্মবৃত্তি একটি জাতিবিশেষকে সত্তা বলা হয়; কিন্তু এক্ষেত্রে ঐরূপ সত্তা অর্থের গ্রহণ করা অভীষ্ট নয়। কারণ চাদির অন্তর্গত সত্তাবাচক শব্দ না থাকায়, উহার নিপাতসংজ্ঞা নিষেধ অনর্থক হইয়া যায়, সেইজন্য এস্থলে 'সত্ত্ব' শব্দের অর্থ হইল দ্রব্য। সীদতি জাত্যাদিকং যত্র—যাহাতে জাতি, ক্রিয়া প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে, তাহাকে সত্ত্ব বলা হয় অর্থাৎ সত্ত্ব বলিতে জাতি, ক্রিয়া প্রভৃতির আশ্রয় দ্রব্যকে বুঝায়। বৈয়াকরণগণ লিঙ্গ সংখ্যান্বিত বস্তুকেই দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে শুক্লঃ, কৃষ্ণঃ প্রভৃতি যাহা ব্যবহারিক জগতে গুণবাচক শব্দ বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাও তাঁহাদের মতে দ্রব্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, কারণ শুক্লঃ, কৃষ্ণঃ প্রভৃতি শব্দের সহিত লিঙ্গ ও সংখ্যার অন্বয় হইয়া থাকে। তদ্‌ শব্দের দ্বারা পরামর্শ (অন্বয়) যোগ্য বস্তুর দ্রব্য। সেইজন্য সত্ত্ব শব্দের ব্যুৎপত্তি 'সীদতঃ লিঙ্গসংখ্যে যত্র'—যাহাতে লিঙ্গ ও সংখ্যা অন্বিত হয়, তাহাই দ্রব্য। যাহা সত্ত্ব বা দ্রব্য নয়, তাহাই অসত্ত্ব। সেই অসত্ত্বে বর্ত্তমান অর্থাৎ অসত্ত্বার্থক যে চ বা ইত্যাদি, তাহাদের নিপাতসংজ্ঞা হয়। এইরূপ সূত্রার্থ হইয়া থাকে।

এই অসত্ত্ব শব্দটি—'ন সত্ত্বোঽসত্ত্ব' সত্ত্ব ভিন্ন অসত্ত্ব—এইরূপ নঞ্‌ সমাস করিয়া নিষ্পন্ন। নঞ্‌-এর দুইটি অর্থ সাধারণতঃ স্বীকৃত হইয়া থাকে—(১) পর্য্যুদাস ও (২) প্রসহ্যপ্রতিষেধ। পর্য্যুদাসের দ্বারা তদ্‌ভিন্ন ও তৎসদৃশ অর্থের বোধ হয়। আর

প্রসজ্য প্রতিষেধের দ্বারা কেবল নিষেধের প্রতীতি হয়। পর্যুদাসে 'নঞ্'-এর অন্বয় সমস্যমান পদের সহিত হয়, কিন্তু প্রসহ্য প্রতিষেধে নঞ্-এর অন্বয় ক্রিয়ার সহিত হইয়া থাকে। প্রসহ্য প্রতিষেধে সত্ত্বো ন ভবতি যোহসৌ অসত্ত্বঃ—যাহা সত্ত্ব হয় না তাহা অসত্ত্ব। ইহাতে নঞ্-এর ভবতি ক্রিয়ার সহিত অন্বয় হইয়াছে। এইরূপ ক্রিয়ার সহিত অন্বয় হওয়ায় প্রসহ্য প্রতিষেধ স্বীকার করিলে অসমর্থ সমাস স্বীকার করিতে হয়, যাহা 'সমর্থঃ পদবিধিঃ'—এই সূত্রের বিরোধী। এইজন্যই ভট্টোজিদীক্ষিত নঞ্-এর পর্যুদাস অর্থ স্বীকার করিয়া অর্থ করিয়াছেন—অদ্রব্যার্থক চাদির নিপাতসংজ্ঞা হয়। কাশিকাকার তাঁহার বৃত্তিতে প্রসহ্য প্রতিষেধ স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন—চাদয়ো নিপাতসংজ্ঞা ভবন্তি, নচেৎ সত্ত্বে বর্ত্তন্তে—চ হ প্রভৃতির নিপাতসংজ্ঞা হয়, যদি উহারা সত্ত্বে না থাকে। চ বা অহ প্রভৃতি যদি দ্রব্য অর্থে বর্তমান না থাকে, তাহা হইলে উহাদের নিপাতসংজ্ঞা হয়।

পর্যুদাস পক্ষে হরদত্ত দুইটি দোষ দেখাইয়াছেন 'বিপ্রতীতি বিপ্রঃ' 'আতশ্চোপসর্গে' (৩।৩।১৩) অনুসারে 'ক' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন বিপ্র শব্দ। ইহার প্রশব্দটি ক্রিয়াবিশিষ্ট দ্রব্যার্থক। 'বাতীতি বা' এই 'বা' শব্দটিও ক্রিয়াবিশিষ্ট দ্রব্যার্থক এবং জাতিবিশিষ্ট দ্রব্যবাচক পশু শব্দও আছে। প্র বা পশু এইগুলি চাদিগণে পঠিত অথচ ক্রিয়াবিশিষ্ট দ্রব্য ও জাতিবিশিষ্ট দ্রব্যের বাচক। ক্রিয়াবিশিষ্ট দ্রব্য অর্থাৎ ক্রিয়া দ্রব্য সমুদায় এবং জাতিবিশিষ্ট দ্রব্য অর্থাৎ জাতি দ্রব্য সমুদায় এইগুলি দ্রব্য ভিন্ন। ক্রিয়াদ্রব্য সমুদায়ে ও জাতি দ্রব্যসমুদায়ে দ্রব্যের ভেদ থাকা অসম্ভব নয়; সুতরাং উহাদের নিপাতসংজ্ঞার প্রসক্তি হইতে পারে—ইহার উত্তরে নাগেশ বলেন যে তাহা হইলে আর 'অসত্ত্ব' পদের কোন ব্যাবর্ত্ত্যই থাকিবে না। ব্যাবর্ত্ত্য না থাকায় 'অসত্ত্ব' পদটির গ্রহণই অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। এই 'অসত্ত্ব' পদের সামর্থ্যবশতঃ বলিতে হইবে যে অদ্রব্যবিশেষ্যকার্থক চাদির নিপাতসংজ্ঞা হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রত্যুদাহরণে ক্রিয়াবিশিষ্ট দ্রব্য ও জাতিবিশিষ্ট

দ্রব্যার্থের বাচক হইয়াছে বলিয়া নিপাতসংজ্ঞা হইবে না। প্রথমটিতে ক্রিয়া বিশেষণ ও দ্রব্য বিশেষ্য, দ্বিতীয়টিতে জাতি বিশেষণ ও দ্রব্য বিশেষ্য।

বস্তুতস্তু প্রসহ্য প্রতিষেধ পক্ষেই সমীচীন। কারণ অনর্থক অধি, পরি প্রভৃতি নিপাতসংজ্ঞা বলিয়া গ্রহণ করা হয়; কিন্তু পর্যুদাস পক্ষে অনর্থক 'চ বা অধি' ইত্যাদির যেস্থলে পাদপূরণার্থে প্রয়োগ করা হয়, সেস্থলে উহাদের কোন অর্থ না থাকায় নিপাতসংজ্ঞা হইতে পারে না। পর্যুদাস পক্ষে সত্ত্বভিন্ন ও সত্ত্বসদৃশ অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে। সাদৃশ্য সার্থকত্বরূপেই ধরিতে হইবে। যদি কোন অর্থই না থাকে তাহা হইলে উহাদের সত্ত্বের সাদৃশ্য না থাকায় নিপাতসংজ্ঞা হওয়া অসম্ভব। এইজন্য প্রাচীন মতের অনুসরণ করিয়া নাগেশ—সত্ত্বার্থে যে নো বর্ত্তন্তে—যাহা দ্রব্যার্থের বাচক নয়--এইরূপ প্রসহ্য প্রতিষেধ স্বীকার করিলে কোন দোষ থাকে না। পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াবিশিষ্ট দ্রব্যে অথবা জাতিবিশিষ্ট দ্রব্যে নিপাতসংজ্ঞার অতিব্যাপ্তি হইতে পারে না, কারণ সেস্থলেও দ্রব্যার্থের বাচকতা আছেই। প্রসহ্য প্রতিষেধ পক্ষে যেস্থলে দ্রব্যের গন্ধও থাকে; সেস্থলে নিপাতসংজ্ঞা হয় না—হরদত্ত বলিয়াছেন—প্রসহ্য প্রতিষেধে তু যত্র দ্রব্যগন্ধস্তত্র সর্ব্বত্র প্রতিষেধো ভবতি। নাগেশ প্রসহ্য প্রতিষেধ পক্ষটিকেই স্বীকার করিলেও সমাসের সমস্যা থাকিয়াই যায়—'অসত্ত্ব' পদে 'নঞ্'-এর ক্রিয়ার সহিত অন্বয় থাকায় উহা ক্রিয়ার সাকাঙ্ক্ষ পদ; সুতরাং সাকাঙ্ক্ষমসমর্থং ভবতি—সাকাঙ্ক্ষ অসমর্থ হয়—এই ভাষ্য বাক্য অনুসারে অসমর্থ হওয়ায় সমাস কি করিয়া হইবে? ইহার সমাধান হইল সৌত্রত্বাৎ—অর্থাৎ সৌত্র প্রয়োগ বলিয়া অসমর্থ সমাস হইতে কোন বাধা নাই।

অদ্রব্যার্থক চাদির নিপাতসংজ্ঞা হয় এইরূপ না বলিয়া যদি কেবল চাদির নিপাতসংজ্ঞা হয়—ইহা বলা হইত, তাহা হইলে দ্রব্যার্থক চাদিরও নিপাতসংজ্ঞা হইয়া যাইত। যেমন পশু শব্দ দ্রব্যার্থক ও অদ্রব্যার্থক দুইই আছে। 'পশুনা যজেত' ইত্যাদিস্থলে পশু শব্দ

দ্রব্যার্থক—ইহার নিপাতসংজ্ঞা হয় না; সম্যক্ অর্থে যে পশু শব্দ আছে, উহার নিপাতসংজ্ঞা হইয়া থাকে, যেমন 'লোধং নয়ন্তি পশুং মন্যমানাঃ' এই বাক্যে যে 'পশু' শব্দ আছে উহার অর্থ সম্যক্। সম্যক্ মানিয়া লোধ নামক ঋষিকে লইয়া যাইতেছেন—ইহাই উক্ত বাক্যের অর্থ।

চাদয়ো না বলিয়া কেবল 'অসত্ত্বে' এইরূপ সূত্র করিলে স্বরাদিতে অদ্রব্যার্থক পঠিত শব্দগুলির নিপাতসংজ্ঞা হইয়া যাইবে, ফলে উহাদের 'নিপাতা আদ্যুদাত্তাঃ' (ফি. ৮০) অনুসারে অন্ত্যুদাত্ত প্রসক্ত হইবে। এইজন্য চাদয়োঽসত্ত্বে এইরূপ সূত্র করা হইয়াছে। কেবল 'চাদয়ঃ' বলিলে চলিবে না আর কেবল 'অসত্ত্বে' বলিলেও চলিবে না; কিন্তু সূত্রের উভয় অংশটুকুই আবশ্যক।

২১। প্রাদয়ঃ (১-৪-৫৮)। অদ্রব্যার্থাঃ প্রাদয়স্তথা।

অদ্রব্যার্থক প্র পরা প্রভৃতিরও নিপাতসংজ্ঞা হয়।

ইহার পরবর্ত্তী সূত্র হইল 'উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে'। এইটি ও পরবর্ত্তী সূত্রটি—দুইটি মিলিতভাবে একটি সূত্র করা যাইতে পারিত; কিন্তু এইরূপ না করিয়া যে যোগবিভাগ করা হইয়াছে, ইহার কারণ হইল এই সূত্রে ক্রিয়াযোগের সম্বন্ধ যাহাতে না হয়। ক্রিয়াযোগে ব্যতীতও এই সূত্রের দ্বারা প্র, পরা প্রভৃতির নিপাতসংজ্ঞা হইয়া থাকে; ফলে প্রগত আচার্য্যঃ প্রাচার্য্যঃ ইত্যাদিস্থলে 'প্রাদয়ো গতাদ্যর্থে প্রথময়া'—এই বার্ত্তিক অনুসারে সমাস করিলে অব্যয় পূর্ব্বপদ প্রকৃতি স্বর হইয়া থাকে। সমাস হওয়ার পূর্ব্বে 'প্র' শব্দ 'নিপাতা আদ্যুদাত্তাঃ' (ফি. ৮০) অনুসারে উদাত্ত ছিল তাহা সমাসের পরেও হইয়া থাকে।

২২। উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে (১-৪-৫৯)।

২৩। গতিশ্চ (১-৪-৬০)। প্রাদয়ঃ ক্রিয়াযোগে উপসর্গসংজ্ঞা গতিসংজ্ঞাশ্চ স্যুঃ। প্র পরা অপ সম্ অনু অব নিস্ নির্ দুস্ দুর্ বি আঙ্ নি অধি অপি অতি সু উৎ অভি প্রতি পরি উপ—এতে প্রাদয়ঃ।

প্র পরা প্রভৃতি যদি ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকে তাহা হইলে উহাদের উপসর্গসংজ্ঞা হয়।

প্রাদি ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকিলে উহাদের গতিসংজ্ঞাও হয়। প্র, পরা, অপ, সম্, অনু, অব, নিস্, নির্, দুস্, দুর্, বি, আঙ্, নি, অধি, অপি, অতি, সু, উদ্, অভি, প্রতি, পরি, উপ—এইগুলি প্রাদি।

'ক্রিয়াযোগে' পদটি ক্রিয়য়া সহ যোগঃ'—ক্রিয়ার সহিত যোগ—এই অর্থে এইসূত্রের দ্বারাই নিপাতন করিয়া সমাস করা হইয়াছে। 'ক্রিয়য়া' এই তৃতীয়াটি সহ যোগ হইয়াছে বলিয়া 'কর্ত্তৃকরণে কৃতা বহুলম্' (২।১।৩২) অনুসারে সমাস করা যায় না, কারণ উক্ত সূত্রের দ্বারা সমাস করিতে হইলে কর্ত্তায় অথবা করণে তৃতীয়া হওয়া চাই। অথবা উক্ত সূত্রে যে বহুল পদের গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাতে কর্ত্তা অথবা করণে তৃতীয়া না হইয়া যদি অন্যভাবে তৃতীয়া হয়, সেক্ষেত্রেও সমাস হইতে পারে। সুতরাং এস্থলে সহার্থে তৃতীয়া হইলেও এইরূপ তৃতীয়ান্ত পদের সহিত 'যোগ' পদের সমাস হইতে কোন আপত্তি নাই।

উপসর্গ পদটি উপ পূর্ব্বক সৃজ্ ধাতুর করণ কারকে 'অকর্ত্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়াম্' (৩।৩।১৯) এই সূত্রের দ্বারা ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'উপসৃজন্তি অর্থান্ অনেন'—যাহার দ্বারা বিবিধ অর্থের বিসৃষ্টি অর্থাৎ উৎপত্তি বা অভিব্যক্তি হয়, তাহাই উপসর্গ। 'নামাখ্যাতয়োস্তু কর্ম্মোপসংযোগদ্যোতকা ভবন্তি' (নিঃ) যাস্ক বলিয়াছেন—নাম ও আখ্যাতের অর্থই ক্রিয়ার সহিত উপসংযুক্ত হইয়া দ্যোতিত করে বলিয়া উপসর্গ বলা হয়।

প্র, পরা প্রভৃতি ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হইয়াই অর্থ প্রকাশিত করে। উপসর্গের দ্বারা যে অর্থ প্রকাশ পায় উহা ধাতুরই অর্থ। ধাতুর অর্থই উপসর্গের দ্বারা দ্যোতিত হয়, সেইজন্যই উপসর্গগুলিকে সমভিব্যাহৃত ধাতুরই দ্যোতক বলা হয়। এইজন্যই ভূধাতু অকর্ম্মক হইলেও 'অনু' এই উপসর্গটির সঙ্গে যুক্ত হইলে সকর্ম্মক হইয়া যায়। সেইজন্য

উহার উত্তরে কর্মবাচ্যে লকার আসিলে 'অনুভূয়তে সুখম্'—সুখ অনুভূত হয়—এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

উপসর্গসংজ্ঞা করার ফল হইল 'প্রণয়তি' ইত্যাদিতে 'উপসর্গাৎ-সমাসেঽপিনোপদেশস্য' এই সূত্র অনুসারে ণত্ব করা। 'উপসর্গঃ ক্রিয়য়া' এইরূপ সূত্র করিলেও বিদ্যমান প্রভৃতি ক্রিয়ার অধ্যাহার করিয়া ক্রিয়ার সঙ্গে বিদ্যমান থাকিলে প্রাদির্ উপসর্গ সংজ্ঞা হয়—এইরূপ অভীষ্ট অর্থ হইতে পারিত ; কিন্তু 'যোগ' পদের গ্রহণের দ্বারা ইহাই এইস্থলে সূচিত হইয়াছে 'প্রাদি যে ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকে, সেই ক্রিয়ারই প্রতি উহার উপসর্গ ও গতিসংজ্ঞা হয়'—'যুৎ ক্রিয়া যুক্তাঃ প্রাদয় স্তাং ক্রিয়াং প্রত্যেব গত্যুপসর্গসংজ্ঞা ভবন্তীতি'। যেমন 'প্রনায়কঃ' ইত্যাদিস্থলে 'গত' এই ক্রিয়াপদের অধ্যাহার করিয়া 'প্রগতো নায়কঃ' 'প্রনায়কঃ' এইরূপ ব্যুৎপত্তি করা হয়, সেক্ষেত্রে 'অশ্রুতগত' এই ক্রিয়ার প্রতি-ই 'প্র'-এর উপসর্গসংজ্ঞা ; যাহা শ্রুত নয়নক্রিয়া, উহার প্রতি উপসর্গসংজ্ঞা হয় : সেইজন্য 'প্র' এই উপসর্গের পরে থাকিলেও 'নায়ক' শব্দের নকারের 'উপসর্গাদ্' এই পূর্ব্বোক্ত সূত্র অনুসারে ণত্ব হয় না। উক্তস্থলে যাহার প্রতি 'প্র'-এর উপসর্গসংজ্ঞা, সেই ক্রিয়ার প্রয়োগ নাই আর যাহার প্রয়োগ আছে ; তাহার প্রতি উহার উপসর্গত্ব নাই। ফলে উক্তস্থলে ণত্ব হইতে পারে না।

'গতিশ্চ'—এই সূত্রে যে 'চ' আছে—ইহার দ্বারা উপসর্গেরও সমুচ্চয় হইয়া থাকে। ভট্টোজিদীক্ষিত উপরি উক্ত দুইটি সূত্রের একসঙ্গে অর্থ করিয়াছেন—ক্রিয়ার সঙ্গে প্র, পরা প্রভৃতির যোগ থাকিলে, উহাদের উপসর্গসংজ্ঞা ও গতিসংজ্ঞা হয়। এই দুইটি সংজ্ঞার একসঙ্গে সমাবেশ করিবার জন্যই পাণিনি এই সূত্রে চকার গ্রহণ করিয়াছেন, অন্যথা কেবল 'গতিঃ' এইরূপ চকার ব্যতীতই সূত্র করিতে পারিতেন। এই দুইটি সংজ্ঞাই আকডারীয় অধিকারের অন্তর্গত। অষ্টাধ্যায়ীর প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থ পাদের প্রারম্ভ হইতেই দ্বিতীয় অধ্যায়ের

দ্বিতীয় পাদের শেষ পর্য্যন্ত আকডারীয়—ইহার অন্তর্গত যে সংজ্ঞা হইবে, তাহা একটিই হইবে যাহা পরবর্ত্তী ও অনবকাশ—'আকডারাদেকা সংজ্ঞা' (১।৪।১) ইহার দ্বারা এইরূপ বিহিত হইয়াছে, সুতরাং একটিই সংজ্ঞা হইবে—গতিসংজ্ঞাই পরবর্ত্তী বলিয়া সেইটিই হইবে ; কিন্তু উপসর্গ সংজ্ঞাও নির্বিষয় হইয়া যায় বলিয়া উহাও হইবে। দুইটি সংজ্ঞাই পর্য্যায়ে হইবে একসঙ্গে হইতে পারে না। চকার গ্রহণের দ্বারা গতিসংজ্ঞার সহিত উপসর্গসংজ্ঞারও সমুচ্চয় করা হইয়াছে ; সেইজন্য যুগপৎ দুইটি সংজ্ঞাই হইবে—উপসর্গসংজ্ঞা ও গতিসংজ্ঞা।

দুইটি সংজ্ঞার সমাবেশের ফল হইল 'প্রণেয়ম্' ইত্যাদি প্রয়োগে ণত্বও উত্তরপদ প্রকৃতিস্বর। এস্থলে 'প্র' শব্দের উপসর্গত্ব ও গতিত্ব দুই থাকায় 'উপসর্গাদসমাসেঽপি ণোপদেশস্য' (৮।৪।১৪) এই সূত্রের দ্বারা উপসর্গের পরবর্ত্তী 'নেয়ম্' এই নীধাতুর নকারের ণত্ব হয় এবং 'গতিকারকোপপদাৎ কৃৎ' (৬।২।১৩৯) এই সূত্র অনুসারে 'নেয়ম্'—এই উত্তরপদের প্রকৃতিস্বর হইয়া থাকে। 'নী'-ধাতুর শেষে 'অচো যৎ' (৩।১।৯৭) সূত্রানুসারে 'যৎ' প্রত্যয় করিয়া 'নেয়ম্' প্রয়োগটি নিষ্পন্ন হইয়াছে ; সেইজন্য উহাতে 'যতোঽনাবঃ' (৬।১।২১৩) অনুসারে আদ্যুদাত্ত হইয়া থাকে, সেই স্বরই সমাস হওয়ার পরেও শ্রুত হয়। 'প্র' এই গতিটির সহিত 'নেয়ম্' পদের 'কুগতিপ্রাদয়ঃ' (২।২।১৮) অনুসারে সমাস হয়। এই সমাস হওয়াও গতিসংজ্ঞার একটি প্রয়োজন। অবশ্য এস্থলে 'প্রাদি' ধরিয়াও সমাস করা যাইতে পারে। 'প্রতিপ্রণীতম্' ইত্যাদিস্থলেও অনন্তর 'প্র' এই গতিটির 'গতিরনন্তরঃ' (৬ ২।৪৯ অনুসারে পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বর হয় অর্থাৎ সমাস হওয়ার পূর্ব্বে যে 'নিপাতা আদ্যুদাত্তাঃ' (ফি. ৮০) অনুসারে 'প্র' শব্দের উদাত্তস্বর ছিল। সেই স্বরটি সমাসের পরেও হইয়া থাকে এবং উপসর্গসংজ্ঞার ফলে পূর্ব্বোক্ত সূত্র অনুসারে 'নীতম্'—এই পদের নকারের ণত্ব হইয়া যায়। এই প্রকার উপসর্গসংজ্ঞা ও গতিসংজ্ঞা—দুইটি সংজ্ঞারই একত্র

ব. বি./সি. কৌ. ৩১-১১

সমাবেশ যাহাতে হয়, তাহার জন্য 'গতিশ্চ'—এই সূত্রে চকার করা হইয়াছে।

অন্যান্য ব্যাকরণে এবং প্রাতিশাখ্যে প্র পরা প্রভৃতি উপসর্গের* সংখ্যা কুড়িটি, কিন্তু পাণিনীয় ব্যাকরণে বাইশটি উপসর্গ স্বীকৃত হইয়াছে। নির্ ও দুর্ এই দুইটি সকলেই স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু নিস্ ও দুস্ এই দুইটি অধিক স্বীকার করা হয় বলিয়া পাণিনীয় ব্যাকরণে ইহাদের সংখ্যা বাইশটি। 'নিসস্তপতৌ' (৮।৩।১০২) অযোগবাহের অবিশেষে পাঠ করা উচিত—এই প্রকরণে ভাষ্যকার 'নিষ্কৃতম্, দুষ্কৃতম্' —এইরূপ উদাহরণ দিয়াছেন এবং ইদুদুপধস্য সকারস্য যো বিসর্জনীয়স্তস্য ষত্বম্—ইকার ও উকার উপধায় যাহার আছে—এইরূপ বিসর্গের ষত্ব হয় —ইহা বলিয়াছেন। এই দুই সূত্র ও ভাষ্যের প্রামাণ্যবশতঃ নিস্ ও দুস্ —এই দুইটি সকারান্তের স্বীকার করা হইয়াছে। আর 'নিরঃ কুষঃ' (৭।২।৪৬) ও 'সুদুরোরধিকরণে' (৩।২।৪৮ (বা.)) ইত্যাদি নির্দ্দেশের দ্বারা রেফান্ত নির্ ও দুর্—এই দুইটির অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে নির্ ও দুর্—এই দুইটি রেফান্ত উপসর্গের অস্তিত্ব সকলেই স্বীকার করিয়াছেন।

প্রপরাপসমন্ববনির্দুরভিব্যধিসূদতি নিপ্রতিপর্য্যপয়ঃ
উপ আঙিতি বিংশতিরেষ সখে উপসর্গবিধিঃ কথিতঃ কবিনা (সুপদ্ম.).

প্রাভ্যাপরনির্দুরন্বব্যপাপ-
সংপরিপ্রতিনাত্যধিসূদধাপি।
উপসর্গ বিংশতিরর্থবাচকাঃ
সহেতরাভ্যামিতরে নিপাতাঃ। (ঋ. প্রা. ১২।২০)

পাণিনীয় ব্যাকরণেও এই দুইটিই স্বীকার করা উচিত। সুতরাং নিস্ ও দুস্ এই দুইটি সকারান্ত স্বীকার করিয়া উপসর্গের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে কেবল 'নিস্' ও 'দুস্' এই দুইটি সকারান্তের দ্বারা নিরয়তে ও দুরয়তে এই

* ব্যবহারে প্র পরা প্রভৃতিকে উপসর্গ বলিয়া প্রয়োগ করা হয়।

দুইটি প্রয়োগ সিদ্ধ হইতে পারে না—নিস্ অয়তে ও দুস্ অয়তে—এই অবস্থায় প্রথমে 'সসজুষো রুঃ' (৮।২।৬৬) সূত্র অনুসারে 'স্'-এর রুত্ব করিয়া উকারের ইৎসংজ্ঞা ও লোপ করার পর 'নির্ অয়তে' ও 'দুর্ অয়তে'—এইরূপ স্থিতি হইলে 'উপসর্গস্যায়তৌ' (৮।২।১৯) সূত্র অনুসারে পূর্ব্বোক্ত 'সসজুষো রুঃ' সূত্র অনুসারে 'স্'-এর স্থানে জাত যে রেফ; উহার স্থানে লত্ব হইতে পারে না, কারণ 'উপসর্গস্যায়তৌ'— এই পূর্ব্ব ত্রৈপাদিকের দৃষ্টিতে 'সসজুষো রুঃ' এই পর ত্রৈপাদিক সূত্রটি 'পূর্ব্বত্রাসিদ্ধম্' (৮।২।১) অনুসারে অসিদ্ধ।

নির্ ও দুর্ এই দুইটি রেফান্তের ও অস্তিত্ব স্বীকার করিলে আর কোন দোষ থাকে না, কারণ নির্ অয়তে ও দুর্ অয়তে—এইরূপ অবস্থায় রেফের স্থানে পূর্ব্বোক্ত সূত্র অনুসারে লত্ব করিয়া নিলয়তে ও দুলয়তে— এই দুইটি প্রয়োগ নির্বিঘ্নে সিদ্ধ হইয়া থাকে। নির্ ও দুর্— এই দুইটি স্থলে যে রেফ আছে, উহা সকারের স্থানে জাত না হওয়ায় লত্বের দৃষ্টিতে অসিদ্ধ নয়। নিস্ ও দুস্—এই সকারান্ত উপসর্গের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে নিরয়তে দুরয়তে—এই দুইটি প্রয়োগও সাধু বলিয়া অঙ্গীকৃত হইত না। এইজন্য সকারান্ত ও রেফান্ত—দুই প্রকারই স্বীকার করিতে হইবে। কেবল রেফান্ত স্বীকার করিলে নিরয়তে দুরয়তে সিদ্ধ হয় না আর কেবল 'নিস্' 'দুস্'—এই দুইটি স্বীকার করিলে নিলয়তে দুলয়তে এই দুইটি প্রয়োগ সিদ্ধ হইতে পারে না।

২৪। **ন বেতি বিভাষা** (১।১।৪৪)।

নিষেধবিকল্পয়োর্বিভাষাসংজ্ঞা স্যাৎ।

নিষেধ ও বিকল্পের বিভাষা সংজ্ঞা হয়।

এই সূত্রের মধ্যবর্ত্তী 'ইতি' শব্দটি দেহলীদীপন্যায়ে (ক) কাকাক্ষিগোলকন্যায়ে (খ) অথবা মধ্যমণিন্যায়ে উভয়ান্বয়ী—'ন' 'বা' শব্দের সহিত এবং বিভাষা শব্দের সহিত ইতি শব্দের অন্বয় হইয়া থাকে। 'ন' শব্দের দ্বারা যে অর্থের বোধ হয় 'নিষেধ' এবং 'বা' শব্দের দ্বারা যাহার বোধ হয় 'বিকল্প'—এই দুইটির মিলিতভাবে সংজ্ঞা

হয়। এদিকে 'বিভাষা' শব্দের দ্বারা যে সকল অর্থের বোধ হয়—অন্যতরস্যাম্, ইতরথা, উভয়থা, বা প্রভৃতি সবগুলিই সংজ্ঞী। অর্থই সংজ্ঞা এবং অর্থই সংজ্ঞী। 'ন' 'বা' শব্দের অর্থ নিষেধ ও বিকল্প এইটি সংজ্ঞী এবং বিভাষা শব্দের অর্থ অন্যতরস্যাম্, বা, বিভাষা প্রভৃতি এইগুলি সংজ্ঞা। সংজ্ঞা হইল বোধক এবং সংজ্ঞী হইল বোধ্য। লোকে শব্দের দ্বারা অর্থের প্রতীতি হয়, যেমন গৌঃ শব্দের দ্বারা গলকম্বল-বিশিষ্ট পশুর বোধ হয়, কিন্তু ইতি শব্দের সমভিব্যাহারে উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়; যেমন 'গবিত্যয়মাহ' এই বাক্যের দ্বারা 'এই লোকটি 'গো' এইরূপ বলিয়াছে—এই প্রকার 'গো' শব্দ বিষয়ক জ্ঞান করায়। 'গৌঃ' এইরূপ শুদ্ধ শব্দের উচ্চারণ না করিতে পারিয়া যদি কেহ 'গো' এইরূপ উচ্চারণ করে, সেই অশুদ্ধ গো শব্দের উচ্চারণ করিয়াছে—ইহা বুঝাইবার জন্য 'গবিত্যয়মাহ' এই প্রকার বাক্যের প্রয়োগ করা হয়। ব্যাকরণে পূর্ব্বোক্ত লোকব্যবহার অপেক্ষা ভিন্ন-ভাবে প্রতীতি হয়—শব্দের উচ্চারণ করিলে উহার দ্বারা শব্দের প্রতীতি হয়; কিন্তু অর্থের হয় না। যেমন 'অগ্নেঢ'ক্'—ইহাতে 'অগ্নেঃ' পদ আছে—ইহার দ্বারা অগ্নি শব্দের প্রতীতি হয়—'স্বংরূপম্'—সূত্রের দ্বারা ইহাই উপপাদিত হইয়াছে। সেইজন্য ব্যাকরণে যেস্থলে ইতি শব্দের প্রয়োগ থাকিবে, উহার দ্বারা অর্থের বোধ হইবে, শব্দের নয়। এইজন্যই এই সূত্রে ইতি শব্দের প্রয়োগ থাকায় এবং উভয়ের সহিত অন্বয় হওয়ায় 'ন বা' শব্দের দ্বারা নিষেধ ও বিকল্প এবং বিভাষা শব্দের দ্বারা অন্যতরস্যাম্ প্রভৃতির বোধ হয়। 'ইতি' শব্দের এইরূপ অর্থ বিপর্য্যসকারিত্ব প্রসিদ্ধ।

'বিভাষা' 'অন্যতরস্যাম্' প্রভৃতি শব্দের যেস্থলে প্রয়োগ থাকিবে, সেস্থলে 'নিষেধ ও বিকল্প'—এই দুইটির মিলিতভাবে বোধ হইয়া থাকে। বিভাষা তিন প্রকার—প্রাপ্ত বিভাষা, অপ্রাপ্ত বিভাষা ও উভয়ত্র বিভাষা (প্রাপ্তাপ্রাপ্ত বিভাষা)। প্রাপ্ত বিভাষা যেমন 'বিভাষা জসি'(১।১।৩২)। 'দ্বন্দ্বে চ' (১।১।৩১) এই সূত্র অনুসারে দ্বন্দ্ব সমাসে সর্ব্বনাম সংজ্ঞার

নিষেধ সর্ব্বত্রই প্রাপ্ত ছিল; কিন্তু 'জস্' বিভক্তিতে উক্তস্থলে সর্ব্বনাম সংজ্ঞার বিকল্পে বিধান করিবার জন্য 'বিভাষা জসি' সূত্র করা হইয়াছে; সেইজন্য 'বর্ণাশ্রমেতরে' ও 'বর্ণাশ্রমেতরাঃ'—এই প্রকার 'বর্ণাশ্রমেতর' শব্দের 'জস্' বিভক্তিতে দুইটি রূপ হয়। সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হইলে সর্ব্ব-শব্দের মত 'বর্ণাশ্রমেতরে' এবং সর্ব্বনাম সংজ্ঞা না হইলে 'রাম' শব্দের মত 'বর্ণাশ্রমেরতা' হইত। অপ্রাপ্ত বিভাষা, যেমন 'তীয়স্য ঙিৎসু বা' (বাঃ ১।১।৩৩) দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই তীয় প্রত্যয়ান্ত শব্দের সর্ব্বাদিগণে পাঠ না থাকায় সর্ব্বনাম সংজ্ঞা প্রাপ্ত ছিল না, কিন্তু 'ঙে' 'ঙসি' 'ঙি'—এই ঙিৎ বিভক্তিতে বিকল্পে সর্ব্বনাম সংজ্ঞা বিধান করিবার জন্য বার্ত্তিককার বার্ত্তিক করিয়াছেন 'তীয়স্য ঙিৎসু বা'। ইহার দ্বারা উক্ত বিভক্তিগুলিতে দ্বিতীয়স্মৈ, দ্বিতীয়ায়, দ্বিতীয়স্মাৎ, দ্বিতীয়াৎ, দ্বিতীয়স্মিন্, দ্বিতীয়ে—ইত্যাদি প্রকারে বিকল্পে সর্ব্বনাম সংজ্ঞা বিহিত হইয়াছে, ফলে বিকল্পে সর্ব্ব শব্দ ও রাম শব্দের মত রূপ হইয়া থাকে। উভয়ত্র বিভাষা যথা 'বিভাষা শ্বেঃ (৬।১।১৫) এই সূত্রের দ্বারা 'টুওশ্বি গতিবৃদ্ধ্যোঃ'—এই ধাতুর লিট্‌লকারেও যঙন্তে বিকল্পে সম্প্রসারণ বিহিত হইয়াছে। যঙন্তে যে সম্প্রসারণ বিধান করা হইয়াছে উহা অপ্রাপ্ত বিভাষা; কারণ সেস্থলে কোন সূত্রের দ্বারা সম্প্রসারণ প্রাপ্ত নাই—'শেশ্বীয়তে' ও 'শোশূয়তে'—এই দুইটি রূপ হয়। লিট্‌লকারে যে উক্ত ধাতুর সম্প্রসারণ বিধান করা হইয়াছে; উহা উভয়ত্র বিভাষা—লিট্‌লকারে তিঙ্ বিভক্তিকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায় পিৎ ও কিৎ রূপে। তিপ্ সিপ্ ও মিপ্—এইগুলি পিৎ এবং যাহা পিৎ নয় তাহা অপিৎ বা কিৎ। 'অসংযোগাল্লিট্ কিৎ' অনুসারে অসংযোগের পরবর্ত্তী অপিৎ লিট্‌কে 'কিৎ' বলিয়া স্বীকার করা হয়। তস্, ঝি, থস্, থ, বস্, মস্—এইগুলি অপিৎ সুতরাং কিৎপ্রত্যয়ে প্রাপ্ত এবং পিৎপ্রত্যয়ে অপ্রাপ্ত। লিট্‌লকারে কিৎ অংশে 'বচিস্বপিযজাদীনাং কিতি' (৬।১।১৫) সূত্র অনুসারে সম্প্রসারণের প্রাপ্তি আছে; কিন্তু তিপ্, সিপ্ ও মিপ—এই পিৎ অংশে কোন সূত্রের দ্বারা সম্প্রসারণ প্রাপ্ত নাই। যেমন

'টুওশ্বি' ধাতুর লিট্‌লকারের প্রথম পুরুষের একবচনে, দ্বিবচনে ও বহুবচনে যথাক্রমে সম্প্রসারণ হইলে শুশাব, শুশুবতুঃ, শুশুবুঃ—আর সম্প্রসারণ না হইলে শিশ্বায়, শিশ্বিয়তুঃ, শিশ্বিয়ুঃ হইয়া থাকে। তিপ্‌, সিপ্‌ ও মিপ্‌-এর স্থানে যথা ক্রমে ণল্‌, থল্‌ ও নল্‌ আদেশ হইলে; সেইস্থলে সম্প্রসারণের রূপ শুশাব, শুশবিথ ও শুশাব এবং সম্প্রসারণ না হইলে শিশ্বায়, শিশ্বয়িথ ও শিশ্বায়—এইপ্রকার হইয়া থাকে—এই তিনটি পিৎ প্রত্যয়ে কোন সূত্রের দ্বারা সম্প্রসারণ প্রাপ্ত না থাকায়, যে সম্প্রসারণ বিধান করা হইয়াছে, উহা অপ্রাপ্ত। আর এই তিনটি ব্যতীত প্রথম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও উত্তম পুরুষের দ্বিবচন ও বহুবচনে কিৎ প্রত্যয় পরে থাকিতে 'বচিস্বপিযজাদীনাং কিতি' দ্বারা সম্প্রসারণ প্রাপ্ত থাকায়, যে উহাই বিধান করা হইয়াছে তাহা অপ্রাপ্ত বিভাষা—এইভাবে সম্প্রসারণের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির বিষয়ে 'বিভাষা শ্বেঃ' সূত্র-অনুসারে যে বিকল্পে সম্প্রসারণ বিহিত হইয়াছে, উহাকে উভয়ত্র বিভাষা বলা হয়।

এই উভয়ত্র বিভাষার বিষয়েই 'ন বেতি বিভাষা' সূত্র প্রবৃত্ত হইবে। প্রাপ্ত বিভাষার বিষয়ে 'বিভাষা জসি' ইত্যাদির বিষয়ে উহা প্রবৃত্ত হইতে পারে না; কারণ 'দ্বন্দ্বে চ' সূত্র অনুসারে সর্ব্বনাম সংজ্ঞার নিষেধ প্রাপ্ত থাকায় 'বিভাষা জসি' সূত্রের দ্বারা বিকল্পে উক্ত সংজ্ঞার নিষেধ করা হইয়াছে—সেক্ষেত্রে প্রাপ্ত্যংশে বিধির যোগ্যতা নাই বলিয়া কেবল নিষেধমাত্রের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। অপ্রাপ্তবিভাষা স্থলেও উহার প্রবৃত্তি হইতে পারে না, কারণ সেস্থলে বিধির প্রাপ্তি না থাকায় নিষেধাংশের প্রাপ্তি থাকে না। যেমন দ্বিতীয় ও তৃতীয় শব্দের ঙিৎ বিভক্তিতে কোন সূত্রের দ্বারা যদি সর্ব্বনাম সংজ্ঞার প্রাপ্তি থাকিত, তাহা হইলে উহার নিষেধ করা যাইত; কিন্তু উক্ত সংজ্ঞার প্রাপ্তিই নাই; সুতরাং সেস্থলে নিষেধাংশের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। আর নিষেধাংশের প্রবৃত্তি না হওয়ায় কেবল ভবনাংশের বিধিস্থলে 'ন বেতি বিভাষা' প্রবৃত্ত হইতে পারে না। সেইজন্য উভয়ত্র বিভাষাস্থলে বিষয়ই

ইহার বিষয়। উভয়ত্র বিভাষার 'বিভাষা শ্বেঃ' ইত্যাদি সূত্রের বিষয়েই এই সূত্র প্রবৃত্ত হইতে পারে। যেমন 'টুওশ্বি' ধাতুর লিট্‌লকারের কিৎপ্রত্যয়ে 'বচিস্বপিযজাদীনাং কিতি' সূত্র অনুসারে সম্প্রসারণ প্রাপ্ত হইলে এই সূত্রের 'ন' এই অংশটি প্রবৃত্ত হইয়া ঐরূপ প্রাপ্ত সম্প্রসারণের পূর্ব্বে নিষেধ করিয়া দেয়। তাহা হইলে কিৎ ও অকিৎ উভয়স্থলেই একরূপ হওয়ায় 'বা' এই অংশটির প্রবৃত্তি হইয়া, সম্প্রসারণের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি করাইয়া থাকে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেস্থলে ন ও বা—দুইটিই প্রবৃত্ত হইতে পারে, উহাই এই সূত্রের বিষয় আর যেস্থলে কেবল একটি অংশ বিধি অথবা নিষেধ প্রবৃত্ত হইতে পারে, উহা এই সূত্রের বিষয় নয়।

প্রশ্ন হইতে পারে যে 'মেধ্যোঽনড্বান্ বিভাষিতো ভবতি'—ইত্যাদি প্রয়োগে বিভাষা শব্দের দ্বারা বিকল্পের বোধ হয়, বিকল্পের অর্থ বিধি ও নিষেধ—প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি; ব্যাকরণেও যেস্থলে বিভাষা অথবা উহার প্রতিশব্দের প্রয়োগ থাকিবে তাহার দ্বারা প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির বোধ হইতে পারে, সেজন্য আর এই সূত্রের দ্বারা বিভাষা সংজ্ঞা করিবার প্রয়োজন কি?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে 'বিভাষা' প্রভৃতি শব্দের অর্থ বিধি ও নিষেধ—হওয়া ও না হওয়া—হ্যাঁ ও না বটে; কিন্তু কোন স্থলে কোন অংশের প্রাধান্য; ইহা বলা যায় না। যেস্থলে যে অংশের প্রাধান্য-রূপে স্বীকার করা হইবে, সেই অংশেরই পূর্ব্বে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। বিধি অংশের প্রাধান্য হইলে বিধিমুখে প্রবৃত্তি হয় আর নিষেধ অংশের প্রাধান্য হইলে নিষেধমুখে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু বিধেয় দুইটিরই থাকিতে হইবে—বিধির ও নিষেধের অর্থাৎ বিধি অংশের পূর্ব্বে প্রবৃত্তি হইলে পরে নিষেধাংশেরও প্রবৃত্তি হয়। এইরূপ নিষেধাংশের পূর্ব্বে প্রবৃত্তি হইলেও পরে বিধি অংশের প্রবৃত্তি হয়, যথা 'বিভাষা শ্বেঃ'—এই সূত্রটি যদি বিধিমুখে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে ইহার অর্থ হইবে—শ্বয়তে লিটি সম্প্রসারণং ভবতি ন ভবতি চ—শ্বি ধাতুর লিট্‌লকারে

সম্প্রসারণ হয় এবং নাও হয়—এই অর্থে সেক্ষেত্রে সম্প্রসারণের প্রাপ্তি নাই, সেইস্থলেই উহার প্রবৃত্তি হইবে—লিট্ লকারের পিৎ অংশে প্রথম পুরুষ, মধ্যমপুরুষ ও উত্তমপুরুষের একবচনে প্রবৃত্ত হইবে। ফলে সেস্থলে সম্প্রসারণ হইবে এবং পক্ষান্তরে সম্প্রসারণ হইবে না। 'কিৎ', অংশে 'বচিস্বপিযজাদীনাং কিতি'—সূত্র অনুসারে সম্প্রসারণ প্রাপ্ত থাকায়, সেস্থলে বিধি অংশের প্রবৃত্তি হইতে পারে না, কেবল নিষেধাংশের প্রবৃত্তি হইতে পারে, কিন্তু বিধি অংশের প্রবৃত্তি না হওয়ায় নিষেধাংশের প্রবৃত্তি হইবে না। সুতরাং সেস্থলে বিভাষা শ্বেঃ' এই সূত্রটি প্রবৃত্তই হইবে না।

যদি উহার নিষেধমুখে প্রবৃত্তি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে নিষেধাংশের পূর্ব্বে প্রবৃত্তি হওয়ায় সূত্রের অর্থ হইবে—'শ্বয়তে লিটি সম্প্রসারণং ন ভবতি ভবতি চ'—শ্বি ধাতুর লিট্ লকারে সম্প্রসারণ হয় না এবং সম্প্রসারণ হয়ও—এই অর্থে যখন সম্প্রসারণের প্রাপ্তি থাকিবে অর্থাৎ সম্প্রসারণের প্রাপ্তিযোগ্যস্থলে উহার প্রবৃত্তি হইবে, ফলে লিট্ লকারের কিৎ অংশেই প্রবৃত্তি হইতে পারে। কারণ সেস্থলে পূর্ব্বোক্ত সূত্র অনুসারে প্রাপ্তি থাকায় সেখানে নিষেধমুখে প্রবৃত্ত হইলে প্রাপ্ত সম্প্রসারণের নিষেধ করিয়া দিবে এবং বিধি অংশেরও প্রবৃত্তি হওয়ায় পক্ষান্তরে সম্প্রসারণও হইয়া যাইবে। এইভাবে কিৎ অংশে দুইটি রূপ হইলেও অকিৎ অর্থাৎ পিৎ প্রত্যয়ে নিষেধাংশের বৈকল্য থাকায়, সেস্থলে উক্ত সূত্রটি প্রবৃত্ত হইতে পারে না, ফলে। সেস্থলে একটি রূপই হইবে অর্থাৎ সম্প্রসারণ না হইলে যে রূপটি হয়, তাহাই হইবে।

এইজন্য পাণিনি 'ন বেতি বিভাষা' সূত্র প্রণয়নের দ্বারা 'ন' ও 'বা' —এই দুইটি অর্থে 'বিভাষা' সংজ্ঞা করিয়াছেন। সংজ্ঞা করার ফলে স্বেচ্ছায় বিধিমুখে অথবা নিষেধমুখে 'বিভাষা শ্বেঃ' প্রভৃতি সূত্রের প্রবৃত্তি করান যাইতে পারে না। বিভাষা সংজ্ঞা বিধায়ক সূত্রে যেরূপ ক্রম আছে সেই ক্রমেই উহার প্রবৃত্তি করাইতে হইবে। বিভাষা সংজ্ঞা

বিধায়ক সূত্রে প্রথমে 'ন্' এই অংশের উল্লেখ আছে পরে 'বা' এই অংশের ; সেইজন্য নিষেধাংশের প্রথমে প্রবৃত্তি হইবে ফলে যেস্থলে সম্প্রসারণের প্রাপ্তি থাকিবে ; সেইস্থলেই প্রথমে সম্প্রসারণের নিষেধ হইয়া যাইবে।

শ্বি ধাতুর লিট্ লকারে কিৎ অংশে 'বচিস্বপিযজাদীনাং কিতি' সূত্র অনুসারে প্রাপ্ত সম্প্রসারণের পূর্ব্বে নিষেধ করিয়া দিলে, কিৎ ও অকিৎ—দুই অংশই নিঃসম্প্রসারণত্বরূপে সমান হইয়া যাইবে, পরে 'বা' এই অংশের বিধিমুখে প্রবৃত্তির দ্বারা সম্প্রসারণের প্রবৃত্তি হইবে আর পক্ষান্তরে উহার অপ্রবৃত্তিও হইবে। 'ন বা'—এইক্রমে প্রথমে 'ন' অংশের প্রবৃত্তির দ্বারা কিৎ প্রত্যয়ে প্রাপ্ত সম্প্রসারণের নিষেধ হইলে কিৎ ও অকিৎ প্রত্যয়ে কোনস্থলেই সম্প্রসারণ প্রাপ্ত না থাকায় সর্ব্বত্র বিধিমুখেই পূর্ব্বোক্ত সূত্রের প্রবৃত্তি হইবে, কিন্তু নিষেধমুখে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ কেবল 'বা' এই অংশটির প্রবৃত্তি যদি বিধিমুখে হয়, তাহা হইলেও 'ভবতি' 'ন ভবতি'—হয় ও হয় না—দুইটিই উহার অর্থ হইবে ; সেইজন্য লিট্লকারে শ্বি ধাতুর কিৎ হউক্ অথবা অকিৎ সর্ব্বত্রই দুইটি রূপ হইবে—সম্প্রসারণ ঘটিত এবং অসম্প্রসারণ ঘটিত—শুশাব, শিশ্বায়, শুশুবতু ; শিশ্বিয়তুঃ, শুশুবুঃ, শিশ্বিয়ুঃ ইত্যাদি।

প্রশ্ন হইতে পারে যেস্থলে বিধির প্রাপ্তি আছে, সেস্থলে নিষেধ-মুখে এবং যেস্থলে বিধির প্রাপ্তি নাই সেস্থলে বিধিমুখে—এই প্রকার দুইভাবে প্রবৃত্তি হইবে না কেন ? যেমন, শ্বি ধাতুর লিট্-লকারের কিৎ অংশে সম্প্রসারণ প্রাপ্ত থাকায় 'বিভাষা শ্বেঃ'—সূত্রটির নিষেধমুখে প্রবৃত্তি হইবে এবং অকিৎ স্থলে উক্ত সূত্রটির প্রবৃত্তি বিধি-মুখে হইবে—এইরূপ লক্ষ্যভেদে প্রবৃত্তির ভেদ হইলে ক্ষতি কি ?—ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে উভয়ত্র বিভাষা স্থলে এইরূপ প্রবৃত্তি ভেদ করিয়া সূত্রের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে বটে কিন্তু একই সূত্রের ঐরূপ ভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইলে বাক্যভেদ অনিবার্য্য বাক্যভেদ ব্যতীত ঐরূপ প্রবৃত্তির ভেদ করিয়া ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। যদি বল যে বাক্য-

ভেদ করিলেই বা কি ক্ষতি? একই সূত্রের বাক্যভেদ করিয়া ব্যাখ্যা করাই যে একটি দোষ এই বাক্যভেদরূপ দোষ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে পূর্ব্বোক্ত দোষের দ্বারা লিপ্ত হইতে হয়—বৃশ্চিক ভিয়া পলায়মানো ব্যাঘ্রমুখে পতিতঃ।

ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত বাক্যভেদে ব্যাখ্যা স্বীকার করিয়া লক্ষ্যভেদে কোনস্থলে বিধিমুখে এবং কোনস্থলে নিষেধমুখে প্রবৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার মতে 'ন বেতি বিভাষা' সূত্রের কোন প্রয়োজন নাই।

আর একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে পাণিনি ইতি শব্দের প্রয়োগের দ্বারা 'ন বা' শব্দের অর্থ যে নিষেধ ও বিকল্প—ইহাদের বিভাষা সংজ্ঞা করিয়াছেন। এইরূপ করার প্রয়োজন কি? 'ন বা' শব্দের বিভাষা সংজ্ঞা করিলে ক্ষতি কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে 'ন বা' এই শব্দদ্বয়ের অর্থের বিভাষা সংজ্ঞা না করিয়া যদি শব্দের সংজ্ঞা করা হইত, তাহা হইলে বিধিপ্রদেশে 'ন বা' শব্দ আদেশ হয়—ইহাই বোধ হইত—'বিভাষা শ্বেঃ' ইত্যাদিস্থলে শ্বি ধাতুর লিট্ লকারে বিকল্পে 'ন বা' আদেশ হয়—এইরূপ সূত্রার্থের প্রতীতি হইত; তাহাহইলে শুশাব, শুশুবতুঃ—ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধ হইতে পারিত না। এইজন্য 'ন বা' শব্দের বিভাষা সংজ্ঞা না করিয়া উহাদের অর্থ যে নিষেধ ও বিকল্প—এই দুইটির বিভাষা সংজ্ঞা করা হইয়াছে—'ন বা' শব্দের অর্থই হইল এক্ষেত্রে সংজ্ঞী। 'যাঙঃ সম্প্রসারণম্' (৬।১।১৩) হইতে সম্প্রসারণ পদের অনুবৃত্তি আসিলে শ্বি ধাতুর লিট্ লকারে সম্প্রসারণ হয়—এই অর্থ হওয়া সম্ভব থাকায় 'ন বা' আদেশ হইতে পারে না—ইহা বলা যায় না, কারণ সেক্ষেত্রে পর্য্যায়ক্রমে দুইটিই হইবে—'ন বা' আদেশ ও সম্প্রসারণ।

ইতি শব্দের বিভাষা শব্দের সহিতও অন্বয় স্বীকার করিয়া উক্ত শব্দের অর্থ যে 'অন্যতরস্যাম্' প্রভৃতি, উহাদের সংজ্ঞারূপে মানিয়া না লইলে যেস্থলে 'অন্যতরস্যাম্' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ আছে, সেস্থলে

নিষেধ ও বিকল্পের প্রতীতি হইত না। কিন্তু 'অন্যতরস্যাম্' প্রভৃতির প্রয়োগস্থলেও নিষেধ ও বিকল্পের প্রতীতি হওয়া অভীষ্ট যেমন 'হৃক্রোরন্যতরস্যাম্' (১।৪।৫৩) এই সূত্রের দ্বারা হৃ ও কৃ ধাতুর অণিজন্তের যে কর্ত্তা তাহারই ণিজন্তে বিকল্পে কর্ম্মসংজ্ঞার বিধান করা হইয়াছে। ইহা উভয়ত্র বিভাষা—অভি ও অব পূর্ব্বক হৃ ধাতুর ভক্ষণার্থ হওয়ায় এবং কৃ ধাতুর বিকারার্থ হইলে অকর্ম্মক হওয়ায় 'গতিবুদ্ধিপ্রত্যবসানার্থশব্দকর্ম্মাকর্ম্মকানামণিকর্ত্তা স ণৌ' (১।৪।৫২) এই সূত্রের দ্বারা অণিজন্ত অবস্থায় কর্ত্তার ণিজন্ত অবস্থায় কর্ম্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত আছে, কিন্তু কেবল হৃ ধাতু ও কৃ ধাতুর অণিজন্তের কর্ত্তার নিজন্তে কর্ম্মসংজ্ঞা কোন সূত্রের দ্বারা প্রাপ্ত থাকে না। যেমন 'অভ্যবহরন্তি সৈন্ধবাঃ, অভ্যবহারয়তি সৈন্ধবান্ সৈন্ধবৈর্বা, বিকারয়তি সৈন্ধবান্ সৈন্ধবৈঃ বা'—ইত্যাদিস্থলে প্রাপ্তবিভাষা এবং 'হরতি ভারং দেবদত্তঃ—হারয়তি ভারং দেবদত্তং দেবদত্তেন বা। করোতি ঘটং কুম্ভকারঃ—কারয়তি ঘটং কুম্ভকারং কুম্ভকারেণ বা' ইত্যাদিস্থলে অপ্রাপ্ত। এস্থলেও পূর্ব্বের ন্যায় অভি ও অব পূর্ব্বক হৃ ধাতুর এবং বিকারার্থে কৃ ধাতুর নিজন্ত অবস্থায় 'গতিবুদ্ধিপ্রত্যবসানার্থশব্দকর্ম্মাকর্ম্মকানামণিকর্ত্তা স ণৌ' সূত্রের দ্বারা অণিজন্তের কর্ত্তার কর্ম্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেও পূর্ব্বে 'ন' এই অংশের উপস্থিতির দ্বারা উহার নিষেধ করা হইবে। পরে সর্ব্বত্রই অপ্রাপ্তরূপে সমান হইয়া গেলে 'বা' এই অংশের প্রবৃত্তির দ্বারা 'হৃ' ধাতু অভি ও অব পূর্ব্বকই হউক্ বা না হউক্ 'কৃ' ধাতুর বিকারার্থ হউক্ অথবা অন্য অর্থ—সর্ব্বত্রই বিধিমুখে অণিজন্ত অবস্থার কর্ত্তার নিজন্ত অবস্থায় কর্ম্ম হইবে এবং পক্ষান্তরে উহা হইবে না। যদি অন্যতরস্যাম্ প্রভৃতি বিভাষা অর্থগুলি সংজ্ঞারূপে স্বীকার না করা হইত, তা হইলে উপরিউক্ত প্রয়োগগুলি সিদ্ধ হইতে পারিত না।

নাগেশ বলেন যে অর্থের কখনও সংজ্ঞা হইতে দেখা যায় না—অর্থস্য সংজ্ঞাত্বং ন দৃষ্টচরম্—অর্থ সবসময় বোধ্যই হয়; বোধক নয়—তাহা হইলে 'অন্যতরস্যাম্' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা নিষেধ ও বিকল্পের প্রতীতি

কি করিয়া হইতে পারে ? ইহার উত্তরে বক্তব্য যে বিভাষা শব্দকে অন্যতরস্যাম্ প্রভৃতি শব্দের উপলক্ষণরূপে গ্রহণ করিলে আর কোন দোষ নাই। এইজন্য বালমনোরমা টীকায় অর্থের সংজ্ঞাত্ব স্বীকার না করিয়া বিভাষা শব্দকে বিকল্প বাচক শব্দের উপলক্ষণরূপে স্বীকার করা হইয়াছে—বিভাষাশব্দস্যাত্র সূত্রে বিকল্পবাচকশব্দোপলক্ষণত্বাৎ। অতএব 'হ্রক্রোরন্যতরস্যাম্' 'ছন্দস্যুভয়থা' 'অনুপসর্গাদ্বা' ইত্যাদি সূত্রে বিভাষা পদ না থাকিলেও 'অন্যতরস্যাম্' 'উভয়থা' 'বা' প্রভৃতি বিকল্পবাচক শব্দগুলি নিষেধ ও বিকল্প অর্থের প্রত্যায়ক হইয়া থাকে।

২৫। **স্বং রূপং শব্দস্যাশব্দসংজ্ঞা** (১।১।৬৮)।

শব্দস্য স্বং রূপং সংজ্ঞি, শব্দশাস্ত্রে যা সংজ্ঞা তাং বিনা।

শব্দশাস্ত্রীয় সংজ্ঞা ব্যতীত শব্দের নিজের রূপ সংজ্ঞী হয়।

'অগ্নিমানয়' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা লোকে অর্থের প্রতীতি হইতে দেখা যায়। পূর্ব্বোক্ত বাক্যের দ্বারা 'অগ্নি লইয়া এস'—এইরূপ বাক্যার্থের বোধ হয় এবং বাক্যে যে অগ্নি শব্দ আছে, উহার দ্বারা অগ্নির অর্থ বুঝায় এবং তাহারই আনয়ন হয়। ব্যাকরণেও লৌকিক ব্যবহারের মত 'অগ্নের্ঢক্' 'রাজ্ঞো যৎ' 'বায়্বৃতুপিত্রুষসো যৎ'— ইত্যাদি পাণিনীয় সূত্রের প্রয়োগেও অগ্নি, রাজন্, বায়ু প্রভৃতি শব্দের দ্বারা দহন, নৃপ, পবন প্রভৃতি অর্থের বোধ প্রাপ্ত হইবে, তাহা যাহাতে না হয়, সেইজন্য এই সূত্রটি রচিত হইয়াছে। এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পাণিনীয় সূত্রের প্রয়োগে অগ্নি, রাজন্ বায়ু প্রভৃতি শব্দগুলি স্বীয়রূপের অর্থাৎ আনুপূর্ব্বীর অগ্‌নই, রাজ্‌ন্ ইত্যাদি বর্ণসমষ্টি যেগুলি সূত্রে গৃহীত হইয়াছে সেইগুলিরই বোধ করা হইয়া থাকে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে লৌকিক ব্যবহারে শব্দের দ্বারা অর্থের প্রতীতি হয়, কারণ সেক্ষেত্রে আনয়ন প্রভৃতি কার্য্য শব্দের হইতে পারে না; কিন্তু ব্যাকরণে উহার বিপরীত। ঠক্, যৎ প্রভৃতি প্রত্যয় অগ্নি, রাজন্ আদি শব্দের দহন, নৃপতিরূপ অর্থের শেষ হইতে পারে না; সেইজন্য ব্যাকরণে শব্দের দ্বারা নিজের রূপেরই বোধ হইবে—

অগ্নি, রাজন্ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা উহাদের স্বরূপেরই প্রতীতি হইবে, সুতরাং নিজের রূপের প্রতীতি করাইবার জন্য এই সূত্রটির প্রয়োজন কি ? আর উদাহৃত পূর্ব্বোক্ত সূত্রগুলিতে 'প্রাতিপদিকাৎ' প্রভৃতি পদের অধিকার আসে। এই প্রাতিপদিকাৎ পদের সহিত অর্থের কখন সামানাধিকরণ্য অথবা বৈয়ধিকরণ্যরূপে অন্বয় করা যাইতে পারে না; উক্ত অধিকৃত পদের সহিত অন্বয় করিবার জন্যও সূত্রে যে সকল শব্দের গ্রহণ করা হইয়াছে, উহাদের স্বরূপেরই বোধ হইবে; কিন্তু অর্থের বোধ হইবে না, সুতরাং স্বীয়রূপের গ্রহণ করাইবার জন্য এই সূত্রটির কোন প্রয়োজন নাই।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে অগ্নি প্রভৃতি শব্দের অর্থে ঢক্ আদি কার্য্য সম্ভব নয় বলিয়া যে 'অগ্নি' প্রভৃতি শব্দেরই গ্রহণ হইবে—ইহা বলা যায় না। ঢক্ আদি কার্য্যের সম্ভাবনা না থাকিলে তদ্বাচক শব্দের উত্তরে ঢক্ প্রভৃতি প্রত্যয় হইবে—তদ্বাচক শব্দ কেবল অগ্নিই নয়; কিন্তু বহ্নি, দহন, জ্বলন প্রভৃতিও। সেইজন্য অর্থে কার্য্যের সম্ভাবনা না থাকিলে তদ্বাচক শব্দ অর্থাৎ অগ্নি শব্দের যতগুলি প্রতিশব্দ আছে, সকলের শেষেই ঢক্ আদি প্রত্যয় প্রাপ্ত হইবে। 'রাজ্ঞো যৎ'—এই সূত্রের দ্বারা রাজন্ শব্দের অর্থের যৎ প্রত্যয় বিহিত হইলে, অর্থের শেষে 'যৎ' প্রভৃতি প্রত্যয় হওয়া সম্ভব নয় বলিয়া, উহার বাচক 'নৃপ' 'ভূপতি' প্রভৃতি শব্দের শেষেও 'যৎ' প্রত্যয় প্রাপ্ত হইবে; তাহা যাহাতে না হয়; কেবল সূত্রে উল্লিখিত শব্দের শেষেই বিধেয় প্রত্যয় যাহাতে হইতে পারে সেইজন্যই এই সূত্রটির প্রণয়ন করা হইয়াছে। 'অগ্নের্ঢক্—এই সূত্রে উল্লিখিত অগ্নি শব্দের দ্বারা, কেবল স্বীয়রূপের অর্থাৎ 'অগ্নি'—এইরূপ আনুপূর্ব্বীর বোধ হইবে, কিন্তু উহার প্রতিশব্দ 'দহন' প্রভৃতির বোধ হইবে না। তাহা হইলে 'অগ্নের্ঢক্' প্রভৃতি সূত্রের দ্বারা অগ্নি এই স্বরূপ এবং উহার প্রতিশব্দ দহন, জ্বলন্ প্রভৃতি শব্দের শেষেও ঢক্ প্রত্যয়ের বিধান প্রাপ্ত হইলে; কেবল 'অগ্নি'—এই স্বরূপের শেষেই ঢক্ প্রত্যয় যাহাতে হয় উহার

পর্য্যায় শব্দের শেষে উক্ত প্রত্যয় যাহাতে না হয়—এইরূপ নিয়মার্থ সূত্র।

সূত্রে উল্লিখিত শব্দের দ্বারা, যেরূপ স্বরূপের উল্লেখ আছে, উহার এবং তদ্বাচক পর্য্যায়শব্দেরও গ্রহণ প্রাপ্ত হইলে এই সূত্রের দ্বারা নিয়ম করা হয়, যে পর্য্যায়শব্দের গ্রহণ হইবে না, কিন্তু সূত্রে উল্লিখিত শব্দ স্বরূপেই গ্রহণ হইবে।

এই সূত্রে 'স্বং রূপম্' —ইহার দ্বারা সংজ্ঞীর নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ; কিন্তু সংজ্ঞার নয়। যদি সংজ্ঞার নির্দ্দেশ করা হইত তাহা হইলে 'অদেঙ্ গুণঃ'—ইত্যাদির ন্যায়, উহার পরে উল্লেখ থাকিত। এই তাৎপর্য্যেই দীক্ষিত বলিয়াছেন—'স্বং রূপং সংজ্ঞি'।

বেশীর ভাগ সংজ্ঞা সূত্রেই সূত্রকার, সংজ্ঞা ও সংজ্ঞীর অভেদরূপে উপাদান করিয়াছেন, যেমন 'অদেঙ্ গুণঃ', 'বৃদ্ধিরাদৈচ্'—ইত্যাদি কোন কোন স্থলে আবার সংজ্ঞা ও সংজ্ঞীর ভেদরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ; যেমন 'উঞঃ' (১।১।১৩) ইত্যাদি। এস্থলেও 'শব্দস্য স্বং রূপম্' — এইরূপ সংজ্ঞা ও সংজ্ঞীর ভেদরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইজন্য অনেকে ইহাকে পরিভাষা সূত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। পর্য্যায় শব্দ হইতে ব্যাবৃত্ত করিয়া যে নিজের স্বরূপমাত্রের বোধ করান হইয়াছে, ইহা নিয়মের ফল—এইরূপ নিয়মকারিণী পরিভাষাই হইয়া থাকে— ইহা মনে করিয়াও এই সূত্রটিকে কেহ কেহ পরিভাষা সূত্র বলিয়া গ্রহণ করেন—ইহার সপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক বলিবার থাকিলেও বিস্তার ভয়ে আমি বিরত হইলাম। সংজ্ঞাও যে নিয়ামক নয়, ইহা বলা চলে না। প্রত্যেকটি শব্দ অনেক অর্থের বাচক হইলেও অন্যান্য অর্থ হইতে ব্যাবৃত্ত করিয়া যাহার নাম রাখা হইয়াছে, সেই ব্যক্তিরই বোধক হইয়া থাকে। সুতরাং এই সূত্র সংজ্ঞা সূত্র হইলেও যে নিয়মার্থ হইবে না— ইহা বলা যায় না।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে 'স্ব' শব্দের দ্বারা রূপের গ্রহণ হইতে পারে, তাহার জন্য আর 'রূপম্' এই পদটির সূত্রে কি প্রয়োজন ? সূত্রে

উল্লিখিত শব্দের দ্বারা যাহাতে প্রয়োগস্থ নিজের রূপ—আকারের গ্রহণ হয়, অর্থের গ্রহণ না হয়, সেইজন্য এই সূত্রে 'রূপ' পদের গ্রহণ করা হইয়াছে—ইহা বলা যায় না। কারণ 'রূপ' পদ ব্যতীত কেবল 'স্বম্' এই পদের দ্বারাই শব্দস্বরূপেরই গ্রহণ হইবে, অর্থের গ্রহণ হইতে পারে না।

প্রশ্ন করা হইতে পারে যে শব্দের 'স্ব' বলিতে অর্থব্যতীত আর কি হইতে পারে ? শব্দ শ্রবণে অর্থেরই বোধ হয়, সেই অর্থের যাহাতে গ্রহণ না হয় ; কেবল নিজের রূপেরই গ্রহণ হয়, তাহার জন্য এই সূত্রে 'রূপম্' এই পদের প্রয়োজন আছে ?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে শব্দস্বরূপের প্রতীতি চারিটি কারণে অর্থের অপেক্ষায় পূর্ব্বে হইয়া থাকে—(১) প্রথমতঃ উপদেশের অথবা সম্বন্ধ জ্ঞানের অপেক্ষা না করিয়াই উহার প্রতীতি হয়। শব্দের দ্বারা যে অর্থের বোধ হয়, উহা কেবল শব্দশ্রবণের পরেই হয় না, কিন্তু শব্দ ও অর্থের সহিত যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের জ্ঞান থাকা আবশ্যক—কাহারও মুখ হইতে যদি কেহ 'গামানয়' বাক্যশ্রবণ করে, সে ব্যক্তি গরুর আনয়নে তখনই প্রবৃত্ত হইতে পারে, যখন তাহার গো শব্দ এবং গো শব্দের অর্থ – এই দুইটির সম্বন্ধজ্ঞান থাকে। গো শব্দের সহিত কোন্ অর্থের সম্বন্ধ আছে—গো শব্দে কোন্ অর্থ বুঝাইবার শক্তি আছে— এইরূপ শক্তিগ্রহ অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধজ্ঞান যদি থাকে, তাহা হইলেই 'গামানয়'—এই বাক্যশ্রবণে গরুর আনয়নে প্রবৃত্তি হতে পারে, অন্যথা নয়। শব্দের স্বীয় রূপের প্রতীতির জন্য সম্বন্ধজ্ঞানের প্রয়োজন নাই। কোন শব্দের শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই উহার রূপের প্রতীতি হইয়া থাকে। সেইজন্য যে ব্যক্তি কখনও উষ্ট্র দেখে নাই, অথবা কোন আপ্তজনের উপদেশের দ্বারাও তৎ-সম্বন্ধে তাহার কোন জ্ঞান নাই ; সেই ব্যক্তিরও উষ্ট্র শব্দ শ্রবণের দ্বারা উষ্ট্র শব্দের শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, এইজন্যই সে জিজ্ঞাসা করে যে উষ্ট্র শব্দের অর্থ কি ? অর্থজ্ঞান না থাকিলেও যে শব্দের শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ

হইবে না—ইহা বলা যায় না। সুতরাং শব্দের দ্বারা অর্থজ্ঞান করিতে হইলে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধগ্রহ থাকা আবশ্যক আর শব্দের স্বীয়রূপের প্রতীতির জন্য কোন প্রকার সম্বন্ধজ্ঞানের আবশ্যক নাই। এইজন্যই সূত্রোপাত্ত 'অগ্নের্ঢক্' প্রভৃতিতে 'অগ্নি' শব্দের দ্বারা প্রথমে স্বীয় রূপেরই প্রতীতি হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, শব্দের স্বরূপের প্রতীতি হইলে উহার অসাধারণ স্বরূপোপলব্ধিই হইয়া থাকে। কোন শব্দের শ্রাবণপ্রত্যক্ষ হওয়ার পরই প্রথমে সেই শব্দেরই স্বরূপের প্রতীতি হয়, যেমন 'অগ্নের্ঢক্'—এই সূত্রে উপাত্ত 'অগ্নি'-শব্দ শ্রবণের পরই উহার স্বরূপ যে 'অগ্‌নি' এই আনুপূর্ব্বী. ইহার জ্ঞান হইয়া থাকে। অর্থের প্রতীতি কেবল অসাধারণ কোন একটি শব্দের দ্বারাই হয় না; কিন্তু পর্য্যায়বাচক শব্দের দ্বারা উহা সাধারণরূপে হয়: যেমন 'অগ্নি' শব্দের অর্থজ্ঞান. কেবল অসাধারণ 'অগ্নি' শব্দের দ্বারা হয় না: কিন্তু 'বহ্নি' 'দহন' 'জ্বলন' প্রভৃতি উহার পর্য্যায় শব্দের দ্বারাও সাধারণ রূপে হইয়া থাকে।

তৃতীয়তঃ শব্দস্বরূপের প্রতীতি অর্থের প্রতীতি অপেক্ষায় অন্তরঙ্গ। অর্থজ্ঞান পদজ্ঞানজনিত পদার্থোপস্থিতির অপেক্ষা রাখে বলিয়া, উহার বহিরঙ্গ। কোন শব্দের দ্বারা যে অর্থ বোধ হয়—এইরূপ শাব্দ-বোধে পদজন্য পদার্থোপস্থিতিকেই কারণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে —'অয়ং গৌঃ'—এই প্রকার 'গৌঃ'—এই পদের শ্রাবণপ্রত্যক্ষের পর, সেই 'গৌঃ'—পদের সহিত উহার অর্থের যে বাচ্যবাচকরূপ সম্বন্ধ-জ্ঞান এই সম্বন্ধজ্ঞানের "একসম্বন্ধিজ্ঞানমপরসম্বন্ধিস্মারকম্"—একটি সম্বন্ধীর জ্ঞান অপর সম্বন্ধীর উপস্থাপক হয়—এই নিয়মানুসারে গৌঃ —এই পদজ্ঞানের দ্বারা গো-রূপে অর্থের স্মরণ হইয়া থাকে। পদ ও পদার্থের যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধজ্ঞান থাকিলেই উহার দ্বারা অপর সম্বন্ধীর স্মরণ হইয়া থাকে। বাচ্যবাচকরূপসম্বন্ধের, দুইটি সম্বন্ধী—একটি পদ ও অপরটি পদার্থ। যেস্থলে পদের জ্ঞান হইয়া থাকে;

সেইস্থলে উক্তসম্বন্ধের একটি সম্বন্ধীর প্রত্যক্ষ ও অপরটির স্মরণ হইয়া থাকে—পদের শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হয় এবং পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে পদার্থের স্মরণ বা উপস্থিতি হয় সেইরূপ পদার্থের স্মরণের পরে উহার শাব্দ প্রতীতি হইয়া থাকে। শব্দের স্বরূপের প্রতীতিতে উহার কোন প্রয়োজন থাকে না, কেবল শ্রাবণ প্রত্যক্ষের দ্বারাই উহার প্রতীতি হয়—এইজন্য ইহা অন্তরঙ্গ।

চতুর্থ কারণ হইল নিয়তোপস্থিতিকত্ব। কোন শব্দের শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হইলেই যে উহার স্বরূপের প্রতীতি হয়—ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। কোন শব্দের শ্রবণের পরেই উহার স্বরূপের প্রতীতি নিয়ত থাকে। শব্দের শ্রবণ হইলেও যে উহার স্বরূপের প্রতীতি হইবে না—এইরূপ কোন অনিয়ম হইতে পারে না। অর্থজ্ঞান না হইলেও স্বরূপের জ্ঞান হইয়া থাকে। কোন পদের শ্রবণের পরেই যে অর্থজ্ঞান হইতেই হইবে এইরূপ কোন নিয়ম নাই, সেইজন্য অর্থ-জ্ঞান অনিয়ত। সুতরাং কোন শব্দের শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হওয়ার পর উহার অর্থবোধের উপস্থিতি নিয়ত নয়। কারণ যেমন অনুকরণ শব্দ শ্রবণের কোনরূপ অর্থ প্রতীতি হইতে দেখা যায় না। যেমন ঘণ্টার শব্দের যদি ঢং ঢং এইরূপ অনুকরণ করা যায়; উহার দ্বারা সেই স্বরূপ ব্যতীত কোনরূপ অর্থ প্রতীতি হয় না। এবিষয়েও দুইটি মত দেখা যায়—(১) অনুকার্য্য ও অনুকরণে কোন ভেদ নাই (২) অনুকার্য্য ও অনুকরণে ভেদ আছে। প্রথম মতে অনুকরণের কোন অর্থই নাই। দ্বিতীয় মতে অর্থ থাকিলেও সেই অর্থ অনুকার্য্য ব্যতীত আর কিছু নয় অর্থাৎ বাদ্যযন্ত্রের ঢং ঢং এই অনুকরণের অর্থও হইবে অনুকার্য্য – বাদ্য-যন্ত্রের ঢং ঢং ইত্যাদি শব্দ—তাহা স্বরূপ ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। সেইজন্য ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে শব্দের দ্বারা শব্দস্বরূপের যে প্রতীতি হয়—উহা নিয়মতঃ উপস্থিত।

উপরিউক্ত চারিটি কারণে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে শব্দের স্বরূপ হইল 'আত্মা' আর অর্থ হইল আত্মীয়; সুতরাং 'স্ব' শব্দ এস্থলে

আত্মা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আত্মাকে বাদ দিয়া আত্মীয়ের গ্রহণ করা ব্যবহারবিরুদ্ধ ও ন্যায়বিরুদ্ধ ; সেইজন্য স্বশব্দের দ্বারাই নিজের আত্মা যে 'রূপ' উহারই গ্রহণ হইবে ; কিন্তু নিজের আত্মীয় স্বরূপ যে অর্থ উহার গ্রহণ হইবে না। ফলে কোন ব্যাবর্ত্ত্য না থাকায় 'রূপম'—এই পদটির কোন সার্থকতা থাকে না।

পূর্ব্বোক্ত যুক্তির দ্বারা 'রূপম্' এই পদটির কোন প্রয়োজন না থাকিলেও পাণিনি 'স্বং রূপম্'—এই সূত্রে উক্ত পদটি গ্রহণ করিয়াছেন —ইহার দ্বারা ইহাই জ্ঞাপিত হইয়া থাকে যে অর্থ বহিরঙ্গ আত্মীয় হইলেও উহার ত্যাগ করা চলিবে না—শব্দের স্বরূপ ও অর্থ—এই দুইটিই গৃহীত হইবে। তাহা হইলে এই সূত্রে যে 'স্বং' শব্দ আছে ; উহার অর্থ এস্থলে আত্মীয় কিন্তু আত্মা নয়, আর রূপ পদের অর্থ হইল স্বরূপ। স্ব শব্দের দ্বারা স্বীয় অর্থ এবং রূপ শব্দের দ্বারা নিজের স্বরূপের গ্রহণ হওয়ায়—ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে 'যতদূর সম্ভব অর্থযুক্ত শব্দেরই এই শাস্ত্রে গ্রহণ করা উচিত'—'অর্থবদ্‌গ্রহণে নানর্থকস্য গ্রহণম্।' অর্থবৎ ও অনর্থক দুইটির যুগপৎ গ্রহণ প্রাপ্ত হইলে অর্থবৎ শব্দস্বরূপের গ্রহণ প্রাপ্ত হইবে ; কিন্তু অনর্থকের গ্রহণ হইবে না, যেমন 'কাশে' 'কুশে'—এই দুইটির অনর্থক 'শে' অংশটির গ্রহণ করিয়া 'শে' (১।১।১৩) এই সূত্র অনুসারে প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হয় না। । যদি অনর্থক ও সার্থক দুই প্রকার 'শে' রূপের প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হইত, তাহা হইলে উক্তস্থলে প্রগৃহ্যসংজ্ঞা হইয়া যাইত। ফলে 'কাশে ইতি' 'কুশে ইতি' ইত্যাদিস্থলে 'প্লুতপ্রগৃহ্যাচি নিত্যম্' (৬।১।১২৫) অনুসারে প্রকৃতিভাব হওয়ায় সন্ধি হইত না। 'কুশে' ও 'কাশে' এই দুইটিই কুশ ও কাশ শব্দের সপ্তমীর একবচনের রূপ, সুতরাং 'শে' এই অংশটির কোন অর্থ নাই। 'সুপাং সুলুক্ পূর্ব্বসর্বণ…'(৭।১।৩৯) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা যে বিভক্তির স্থানে 'শে' আদেশ হয়, উহা সার্থক 'শে' যেমন 'অস্মে ইন্দ্রবৃহস্পতী' ইত্যাদি। এস্থলে 'অস্মদ্' শব্দের সপ্তমীর একবচনের স্থানে 'শে' আদেশ করিয়া

উক্তরূপটি সিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ 'প্রাদূহোঢ়োঢ্যেষৈষ্যেষু' (৬।১।৮৯ সূ. বা.) বার্ত্তিকে যে ঊঢ় শব্দের গ্রহণ করা হইয়াছে, উহার দ্বারা সার্থক 'ঊঢ়'-ই গৃহীত হইবে ; কিন্তু নিরর্থক নয়। সেইজন্য 'প্র ঊঢ়ঃ এই স্থলে উক্ত সূত্র অনুসারে বৃদ্ধি হওয়ায় 'প্রৌঢ়ঃ' পদ সিদ্ধ হয় ; কিন্তু 'প্র+'ঊঢ়-বান্'—এস্থলে নিরর্থক 'ঊঢ়' শব্দের গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধি হয় না, বরং 'আদ্‌গুণঃ' (৬।১।৮৭) অনুসারে গুণ হইয়া 'প্রোঢ়বান্' পদ সিদ্ধ হয়। বহ্ ধাতুর শেষে কর্মবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয় করিলে 'ঊঢ়' পদ নিষ্পন্ন হয়, ফলে 'ঊঢ়ঃ'—ইহার অর্থ বহনকর্ম। আর বহ্ ধাতুর শেষে কর্ত্তৃবাচ্যে 'ক্তবৎ' প্রত্যয় করিলে 'ঊঢ়বৎ' পদ সিদ্ধ হয় ; যাহার অর্থ বহনকর্ত্তা হইয়া থাকে, ইহারই প্রথমার একবচনে 'ঊঢ়বান্' রূপ হয়। 'ঊঢ়বান' এই সম্পুর্ণ পদটির অর্থ হইল বহনকর্ত্তা। কিন্তু উহার একদেশ (অংশ) যে 'ঊঢ়' তাহার কোনরূপ অর্থ নাই। 'ঊঢ়ঃ' এই পদটি সম্পূর্ণই সার্থক , কিন্তু 'ঊঢ়বান্'।—এই পদটির যে 'ঊঢ়' আছে, উহা নিরর্থক ; সেইজন্য 'প্রৌঢ়ঃ' এই পদে বৃদ্ধি হয় ; কিন্তু 'প্রোঢ়বান্'—এই পদে বৃদ্ধি না হইয়া গুণ হয়। ভট্টোজি দীক্ষিত (৭৩) সূত্রে নিজেই বলিবেন 'অর্থবদ্‌-গ্রহণে নানর্থকস্য গ্রহণম্'—ব্রশ্চেতি সূত্রে 'রাজেঃ পৃথক্ ভ্রাজি গ্রহণাদ্ জ্ঞাপকাৎ'—সে স্থলে 'ব্রশ্চভ্রস্‌জ' (৮।২।৩৬) ইত্যাদি সূত্রে 'রাজ্' ও 'ভ্রাজ্' দুইটি ধাতুর গ্রহণ করা হইয়াছে যাহাতে উক্ত দুইটির জকারের স্থানে ষত্ব হয় এবং উহার 'জত্ব' হইয়া 'রাজ্' 'ভ্রাজ্' শব্দের সিদ্ধি হয়। কিন্তু 'ভ্রাজ্' ধাতুতে যে 'রাজ্' আছে সেই 'রাজ্' ধাতু ধরিয়া ভ্রাজ্ ধাতুর ও জকারের স্থানে ষত্ব করা যাইবে। কিন্তু তাহা না করিয়া তাহার জন্য যে পৃথক্ রূপে 'ভ্রাজ্' ধাতুর উক্ত সূত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে ইহার দ্বারাও পূর্ব্বোক্ত পরিভাষাটি জ্ঞাপিত হইয়া থাকে। সার্থক ও অনর্থক দুইটিরই যদি সূত্র গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে 'বিভ্রাজ্' ও 'রাজ্' দুইটি রাজ শব্দেরই ষত্ব হইতে পারে। প্রথমটি সার্থক এবং দ্বিতীয়টি নিরর্থক—এইরূপ সিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও যে পাণিনি উক্ত সূত্রে দুইটির পৃথক্‌রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার দ্বারা 'অর্থবদ গ্রহণে নানর্থকস্য গ্রহণম্' পরিভাষাটি জ্ঞাপিত হইয়া থাকে।

এস্থলে নিষ্কর্ষ হইল এই যে 'স্বং রূপম্'—এইসূত্রে স্ব শব্দের দ্বারা অর্থ গৃহীত হইয়াছে এবং রূপ শব্দের দ্বারা স্বরূপ—সুতরাং অর্থ ও স্বরূপ—দুইটিই শব্দের সংজ্ঞী। বহিরঙ্গ অর্থ বিশেষ্য হইতে পারে না : কিন্তু বিশেষণ হইবে এবং শব্দই অন্তরঙ্গ বলিয়া বিশেষ্য হইবে, তাহা হইলে অর্থ বিশিষ্ট শব্দই সংজ্ঞী—ইহাই সূত্রের তাৎপর্য্য।

অশব্দ সংজ্ঞা—শব্দশাস্ত্রীয় সংজ্ঞার বেলায় স্বরূপের গ্রহণ হয় না ; কিন্তু অর্থের গ্রহণ হয় ; যেমন 'উপসর্গে ঘোঃ কিঃ' (৩।৩।৯২) এই সূত্র অনুসারে উপসর্গ পূর্ব্বে থাকিতে 'ঘু'-এর পরে 'কি' প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে। ফলে প্রদিঃ বিধিঃ ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়া থাকে। এস্থলে 'ঘু'—ইহা একটি ব্যাকরণের সংজ্ঞা। ব্যাকরণে 'দাধাঘ্বদাপ্' (১।১।২০) সূত্রের দ্বারা দা ও ধা ধাতুর ঘু সংজ্ঞা করা হইয়াছে, সেইজন্য 'ঘু' এই শব্দশাস্ত্রীয় সংজ্ঞার অর্থ 'দা' ও 'ধা' ধাতু ; সুতরাং কি প্রত্যয় বিধায়ক সূত্রে 'ঘু' শব্দের দ্বারা উহার অর্থ যে দা ও ধা ধাতু, এই দুইটির গ্রহণ হইয়া থাকে। ফলে 'প্র-দা+ই' 'বি-ধা+ই' এই অবস্থায় 'আতো লোপ ইটি চ' (৬।৪।৬৪) অনুসারে আকারের লোপ হইলে প্রদি ও বিধি দুইটি শব্দ সিদ্ধ হয়। উহাদের প্রথমার একবচনে প্রদিঃ ও বিধিঃ—এই প্রকার রূপ হইয়া থাকে।

শব্দশাস্ত্রীয় সংজ্ঞার ক্ষেত্রেও যদি সূত্রে গৃহীত শব্দ স্বীয়রূপের বোধক হয়, তাহা হইলে 'উপসর্গে ঘোঃ কি'—এই সূত্রস্থ 'ঘোঃ'—এই পদের দ্বারা শব্দার্থক 'ঘু' ধাতুর গ্রহণ প্রসক্ত হইবে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে উক্ত সূত্রস্থ 'ঘোঃ' পদের দ্বারা যদি শব্দার্থক 'ঘু' ধাতুর গ্রহণ হয়, তাহা হইলে 'দাধাঘ্বদাপ্'(১।১।২০) সূত্রের দ্বারা যে 'দা' ও 'ধা' ধাতুর ঘু সংজ্ঞাবিধান করা হইয়াছে উহা নিরর্থক হইয়া যায়। সুতরাং ঘু সংজ্ঞা বিধানের সার্থকতা রক্ষা করার জন্য বলিতে পারা যায় যে 'ঘোঃ' পদের দ্বারা 'ঘু' সংজ্ঞারই গ্রহণ হইবে ; কিন্তু 'ঘু' ধাতুর গ্রহণ হইবে না, তাহা হইলে আর দোষের অবকাশ কোথায় ?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে 'উপসর্গে ঘোঃ কি'—সূত্রস্থ 'ঘোঃ' পদের দ্বারা 'ঘু' ধাতুর গ্রহণ করিলেও 'ঘু' সংজ্ঞা বিধানের বৈয়র্থ্য—প্রসক্ত হইতে পারে না, কারণ 'ঘুমাস্থাগাপাজহাতিসাং হলি' (৬।৪।৬৬) এই সূত্রে 'ঘু' শব্দের দ্বারা ঘুসংজ্ঞক ধাতুর (দা ও ধা ধাতুর) যাহাতে গ্রহণ হইতে পারে ; সেইজন্য ঘু সংজ্ঞা বিধান চরিতার্থ হইয়াছে। 'ঘুমাস্থাগাপাজহাতিসাং হলি' সূত্রের দ্বারা 'ঘু'র আকারের স্থানে ঈকার বিহিত হইয়াছে। যদি 'ঘু' শব্দের দ্বারা 'ঘু' ধাতু গৃহীত হয়, তাহা হইলে 'ঘু' ধাতুতে আকার না থাকায় উহার আকার স্থানে বিধান করা নিরর্থক হইয়া যায়। কিন্তু 'ঘু' শব্দের দ্বারা ঘুসংজ্ঞক ধাতুর গ্রহণ করিলে ; উহার আকারের ঈত্ব বিধান সার্থক হইয়া থাকে, কারণ 'দা' ও 'ধা'—এই দুইটি ঘু সংজ্ঞক ধাতুতে আকার রহিয়াছে। উহার উদাহরণ হইল 'দীয়তে' 'ধীয়তে' দা ও ধা ধাতুর শেষে কর্মবাচ্যে 'যক্' প্রত্যয় করিয়া 'দা য় তে' 'ধা য় তে'—এইরূপ অবস্থায় উক্ত সূত্র অনুসারে ঘু সংজ্ঞক 'দা' ও 'ধা' ধাতুর আকারের ঈকার করিলে উপরিউক্ত প্রয়োগ দুইটি সিদ্ধ হইয়া থাকে। তাহা হইলে ইহাই উপপন্ন হইল যে ব্যাকরণে সর্ব্বত্রই সূত্রে গৃহীত শব্দের দ্বারা উহার স্বরূপের গ্রহণ হইবে ; কিন্তু শব্দশাস্ত্রীয় সংজ্ঞার ক্ষেত্রে উহার দ্বারা শব্দের অর্থের গ্রহণ হইবে।

শব্দসংজ্ঞা—এই পদে 'শব্দস্য সংজ্ঞা শব্দসংজ্ঞা' এইরূপ ষষ্ঠীতৎ-পুরুষ হইবে না, কারণ ষষ্ঠীতৎপুরুষ হইলে অশব্দ সংজ্ঞা পদের অর্থ হইবে যে—শব্দের সংজ্ঞা ক্ষেত্রে শব্দের দ্বারা উহার স্বরূপের গ্রহণ হইবে না; কিন্তু অর্থের সংজ্ঞার স্থলে সূত্রের গৃহীত পদের দ্বারা শব্দ স্বরূপের গ্রহণ হইবে। এইরূপ যদি হয়, তাহা হইলে কর্ম , করণ প্রভৃতি অর্থ সংজ্ঞার ক্ষেত্রে সূত্রে গৃহীত পদের দ্বারা স্বীয় রূপেরই গ্রহণ হইবে ; ফলে 'কর্মণ্যণ্' (৩।২।১) ইত্যাদিস্থলে কর্ম পদের দ্বারা 'কর্ম'—এই স্বরূপে গ্রহণ হওয়ায় 'কর্ম' এই শব্দস্বরূপটি উপপদ থাকিতে 'অণ্' প্রত্যয় হয়—এইরূপ সূত্রার্থ হইলে 'কর্ম কৃ অণ্' 'কর্মকারঃ' প্রয়োগ হইবে ;

কিন্তু 'কুম্ভকারঃ' প্রভৃতি প্রয়োগসিদ্ধি হইতে পারে না। সেইজন্য 'শব্দ-সংজ্ঞা' পদে সপ্তমীতৎপুরুষ করিতে হইবে—'শব্দে সংজ্ঞা শব্দসংজ্ঞা' এইভাবে। 'শব্দে' এই পদের দ্বারা শব্দশাস্ত্রে লক্ষণা করিলে অর্থ হইবে শব্দশাস্ত্রে সংজ্ঞা—শব্দসংজ্ঞা অর্থাৎ শব্দশাস্ত্রীয় সংজ্ঞা। এই শব্দ-সংজ্ঞা পদটির সহিত নঞ্‌তৎপুরুষ করিলে অশব্দ সংজ্ঞা পদটি সিদ্ধ হইয়া থাকে—এইজন্য দীক্ষিত লিখিয়াছেন—'শব্দশাস্ত্রে যা সংজ্ঞা তাং বিনা'।

২৬। যেন বিধিস্তদন্তস্য (১।১।৭২)।

বিশেষণং তদন্তস্য সংজ্ঞা স্যাৎ স্বস্য চ রূপস্য। সমাসপ্রত্যয়-বিধৌ প্রতিষেধঃ। উগিদ্বর্ণগ্রহণবর্জম্ (বা)।

বিশেষণ তদন্তের ও নিজের রূপের বোধক হইয়া থাকে।

সমাস ও প্রত্যয়বিধিতে প্রতিষেধ হয়, উগিদ্‌গ্রহণ ও বর্ণগ্রহণকে বাদ দিয়া।

'বিধিঃ' শব্দটি বিপূর্ব্বক 'ধা' ধাতুর শেষে 'উপসর্গে ঘোঃ কিঃ' (৩।৩।৯২) অনুসারে কর্মকারকে কি প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'যেন' পদটি করণে তৃতীয়ান্ত; কিন্তু কর্ত্তায় নয়। কর্ত্তায় তৃতীয়া করিতে গেলে, উহার বাধক 'কর্ত্তৃকর্মণোঃ কৃতি' অনুসারে কর্তায় ষষ্ঠী প্রাপ্ত হইবে। করণ হইলে উহার ব্যাপার থাকিতে বাধ্য, কারণ ব্যাপার-বত্ত্বই করণের একমাত্র অসাধারণ ধর্ম। 'দণ্ডেন ঘটঃ'—এস্থলে ঘটের করণ হইল 'দণ্ড', কারণ উহাতে ভ্রমিরূপ ব্যাপার থাকে। সুতরাং করণ হইলেই উহাতে ব্যাপার থাকিতেই হইবে। শব্দশাস্ত্রে বিশেষণ ব্যতীত অন্য কাহারও ব্যাপার থাকে না—ব্যাপারবত্তা একমাত্র বিশেষণে থাকে। সেইজন্য এস্থলে করণে তৃতীয়ার দ্বারা কেবল বিশেষণই গৃহীত হইয়া থাকে। ইতরব্যাবৃত্তিকরণই বিশেষণের ব্যাপার, যেমন 'শ্বেতো গৌঃ'—এই বাক্যে শ্বেত এই বিশেষণটি অন্যান্য গুণ হইতে গো ব্যক্তিকে ব্যাবৃত্তি করিয়া থাকে—'শ্বেতো গৌঃ' এই ব্যাক্যের দ্বারা গরুটিকে কৃষ্ণবর্ণের অথবা রক্তবর্ণের নয়—ইহাই বুঝায়।

সুতরাং এস্থলে 'যেন'—এই করণে তৃতীয়ান্ত পদের দ্বারা বিশেষণ গৃহীত হইয়া থাকে।

দীক্ষিত বলেন করণে তৃতীয়ার দ্বারা পারতন্ত্র্য লক্ষিত হয়। করণ স্বতন্ত্ররূপে কোন কার্য্য করিতে অক্ষম—কর্ত্তার অধীন হইয়াই উহা কার্য্য নিষ্পন্ন করে। 'দেবদত্তঃ কুঠারেণ ছিনত্তি'—এই বাক্যে দেবদত্ত কর্ত্তা এবং কুঠার ছেদন ক্রিয়ার করণ। কুঠার প্রভৃতি করণ কখনও কর্ত্তৃ অধিষ্ঠিত না হইয়াই স্বয়ং ছেদন প্রভৃতি ক্রিয়াসাধনে সক্ষম হইতে পারে না; সুতরাং করণ যে কর্ত্তার পরতন্ত্র হইবে—ইহা সুনিশ্চিত। এইজন্য 'যেন'—এই করণে তৃতীয়ার দ্বারা পারতন্ত্র্যে লক্ষণা করা হইয়াছে। বিশেষণই বিশেষ্যের পরতন্ত্র—কারণ বিশেষ্যের লিঙ্গ বচনের অধীন বিশেষণের লিঙ্গ বচন হইয়া থাকে—এইভাবে করণে তৃতীয়ার দ্বারা পারতন্ত্র্যে লক্ষণা করিয়া বিশেষণ গৃহীত হইয়াছে।

নৈয়ায়িক প্রভৃতি দার্শনিকগণ সুপ্‌ বিভক্তিতে লক্ষণা স্বীকার করেন না। নাগেশও তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া করণে তৃতীয়ার পারতন্ত্র্যে লক্ষণা করাকে যুক্তিযুক্ত প্রতিপন্ন করিয়া বলেন যে বৈয়াকরণদেরও উক্ত নিয়ম স্বীকার করিতে হইবে—ইহা ঠিক নয়। তাঁহারা সুপ্‌ বিভক্তিতে লক্ষণা স্বীকার না করিলেও তিঙ্‌ বিভক্তিতে লক্ষণা স্বীকার করিয়াছেন—'রথো গচ্ছতি' প্রভৃতিস্থলে ব্যাপারে আখ্যাতের লক্ষণা স্বীকার করা হইয়াছে। 'কৃতি'তে আখ্যাতের শক্তি স্বীকার করিলে অচেতন রথে কৃতি না থাকায় 'রথো গচ্ছতি' প্রভৃতি প্রয়োগ অনুপপন্ন হয় বলিয়া সেস্থলে ব্যাপারে আখ্যাতের লক্ষণা করা হইয়াছে। এইরূপ তিঙ্‌ বিভক্তিতে লক্ষণা হইবে আর সুপ্‌ বিভক্তিতে লক্ষণা হইবে না—ইহাতে কোন বিনিগমনা নাই। লক্ষণার বিপক্ষে যুক্তি হইল এই যে যদি সুপ্‌ বিভক্তিতে লক্ষণা স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে সম্প্রদান অপাদান প্রভৃতি অর্থে বিভক্তির অনুশাসনই নিষ্প্রয়োজন হইয়া যায়, কারণ সর্ব্বত্রই তৎ তৎ অর্থে বিভক্তির লক্ষণা করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারিত। সপক্ষে দীক্ষিত বলেন যে কোন

একটি স্থলে লক্ষণা করা হয় বলিয়া সর্বত্রই যে লক্ষণা করিতে হইবে—এইরূপ কোন যুক্তি নাই। সুপ্ বিভক্তিতে লক্ষণা স্বীকার করিলে যদি অপাদান, সম্প্রদান প্রভৃতি অর্থে বিভক্তিতে লক্ষণা স্বীকার করা হয় তাহা হইলে তিঙ্ বিভক্তির ক্ষেত্রেও ইহা বলা চলে—সেক্ষেত্রেই বা তিঙ্ বিধায়ক অনুশাসন ব্যর্থ হইবে না কেন? প্রযাজশেষেণ হবিষ্যভি ক্ষারয়তি ইত্যাদি বাক্যে 'শেষেণ' এই তৃতীয়ার কর্মকারকে লক্ষণা করিয়া 'প্রযাজশেষং হবিষ্যুৎক্ষারয়েৎ'—মীমাংসকগণ এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। সুতরাং করণে তৃতীয়ার দ্বারা পারতন্ত্র্যে লক্ষণা করিতে কোন বাধা নাই।

তাহা হইলে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে 'যেন'—এই করণে তৃতীয়ান্ত পদের দ্বারা বিশেষণ গৃহীত হইয়াছে। 'স্বং রূপম্' সূত্র হইতে 'স্বম্' পদটির অনুবৃত্তি করিয়া ষষ্ঠ্যন্তে বিপরিণাম করা হইয়াছে; 'স্বং রূপম্'—এই সূত্রটির ভাষ্যকার প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। সুতরাং প্রত্যাখ্যান পক্ষে আর অনুবৃত্তি আসিতে পারে না, কিন্তু সেক্ষেত্রে কেবলই ধাতুতে তদন্তের ব্যপদেশ করিয়া উহার উত্তরে 'অচ্' প্রত্যয় হইয়া থাকে। সেইজন্য সূত্রার্থ হইল—সূত্রে যেইটি বিশেষণ সেইটি স্বান্তের এবং নিজের রূপেরও বোধক হইয়া থাকে। তদন্তের যে তদ্ পদ আছে উহার দ্বারা বিশেষণ গৃহীত হয় অর্থাৎ বিশেষণ বাচক শব্দটি যাহার অন্তে থাকে—এইরূপ বিশেষ্যের গ্রহণ হইবে। যেস্থলে বিশেষ্যের সন্নিধান আছে সেইস্থলেই বিশেষণবাচক শব্দটি তদন্তের বোধক হয়। বিশেষ্যের সন্নিধান তিন প্রকারে হইয়া থাকে—(১) সাক্ষাৎ নির্দেশের দ্বারা (২) অধিকারের দ্বারা (৩) অথবা আক্ষেপের দ্বারা।

(১) 'ঈদূদেদ্দ্বিবচনং প্রগৃহ্যম্' (১।১।১১) এই সূত্রে 'দ্বিবচনম্'—এই বিশেষ্য পদটি সাক্ষাৎ রূপে নির্দিষ্ট আর 'ঈৎ', 'উৎ', ও 'এৎ'—এই তিনটি উহার বিশেষণ, সেইজন্য এই ঈৎ, উৎ, এৎ—এই তিনটি বিশেষণ পদের দ্বারা তদন্তের সংজ্ঞা হইলে ঈদন্তম্, উদন্তম্ ও এদন্তম্—দ্বিবচন প্রগৃহ্যসংজ্ঞকা ভবন্তি—ঈদন্ত, উদন্ত ও এদন্ত দ্বিবচন প্রগৃহ্য সংজ্ঞক হয়—

এইরূপ উক্ত সূত্রের অর্থ হইয়া থাকে। যথাক্রমে উদাহরণ হইল মুনী ইমৌ; বিষ্ণূ ইমৌ, পচেতে ইমৌ ইত্যাদি। প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হওয়ার ফলে 'প্লুতপ্রগৃহ্যাচি নিত্যম্' (৬।১।১২৫) অনুসারে প্রকৃতিভাব হয় অর্থাৎ সন্ধি হয় না।

(২) 'ধাতোঃ' (৬।১।১৬২) এই সূত্রের অধিকারে 'এরচ্' (৩।৩।৫৬) এই সূত্রটি রহিয়াছে। কেবল ধাতুর পরে 'অচ্' প্রত্যয়ের বিধান করিলে, যে কোন ধাতুর পরে 'অচ্' প্রত্যয় প্রাপ্ত হইবে—সেইজন্য 'এঃ' এই পদটি 'ধাতোঃ' পদের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। পঞ্চম্যন্ত 'ধাতোঃ'—এই পদটির বিশেষণ 'এঃ'—এই পদটিও ই শব্দের পঞ্চম্যন্ত পদ, 'এঃ' পদটি তদন্তের বোধক হইলে 'ইকারান্তাদ্ধাতোঃ অচ্ প্রত্যয়ো ভবতি' ইকারান্ত ধাতুর উত্তরে 'অচ্' প্রত্যয় কর্তৃ ভিন্ন কারক বুঝাইলে এইরূপ সূত্রার্থটি হইয়া থাকে। যেমন ইকারান্ত 'চি' ও 'জি' ধাতুর শেষে 'অচ্' প্রত্যয় হইলে 'চি অ' 'জি অ' এইরূপ অবস্থায় 'সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ' (৭।৩।৮৪) সূত্র অনুসারে ইকারের একার গুণ এবং ওকারের স্থানে 'এচোঽয়বায়াবঃ' (৬।১।৭৮) অনুসারে 'অয়্' আদেশ করিলে 'চয়ঃ' 'জয়ঃ' ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধ হয়। ইকার রূপ ধাতু হইল 'ই' ধাতু ঐ ধাতুর শেষেও 'অচ্' প্রত্যয় করিলে 'অয়ঃ' এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

(৩) 'ইকো ঝল্' (১।২।৯) সূত্রে ধাতোঃ পদের সাক্ষাৎরূপে নির্দেশ নাই আর অধিকার বা অনুবৃত্তি করিয়াও পাওয়া যায় না; কিন্তু আক্ষেপের দ্বারা 'ধাতোঃ' এই পদটির প্রাপ্তি হইয়া থাকে—এই সূত্রটির দ্বারা ঝলাদি সন্ এর কিৎ বিধান করা হইয়াছে—'সন্' প্রত্যয় ধাতুর শেষেই হয়। ধাতু ব্যতীত 'সন্' প্রত্যয় আসিতে পারে না, সুতরাং সন্ প্রত্যয়ের দ্বারা ধাতুর আক্ষেপ বা অনুমান করা হয়। পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে আক্ষেপ বা অনুমানের দ্বারা 'ধাতোঃ' পদটি প্রাপ্ত হইলে সেই আক্ষিপ্ত 'ধাতোঃ' এই পদটির সূত্রস্থ 'ইকঃ' এই পদটি বিশেষণ হয়। সুতরাং 'ইকঃ' এই বিশেষণ পদের

দ্বারা তদন্তের বোধ হইলে সূত্রের অর্থ হইয়া থাকে 'ইগন্তাদ্ ধাতোঃ পরঃ ঝলাদি সন্ কিদ্ ভবতি।' ইগন্ত অর্থাৎ ইক্ অন্তে যাহার এইরূপ ধাতুর পরে ঝলাদি সন্—ঝল্ অদিতে যাহার এইরূপ সন্ থাকিলে, উহা কিৎ হয়, যথা 'চিচীষতি' 'তুষ্টূষতি' ইত্যাদি। ইগন্ত ধাতু 'চি' ও 'স্তু' উহার পরবর্তী ঝলাদি সন্ 'কিৎ' হইলে সার্বধাতুকার্ধ-ধাতুকয়োঃ সূত্র অনুসারে গুণ হয় না। কিৎ হওয়ায় 'ক্ঙিতি চ' (১।১।৫) সূত্র অনুসারে গুণের নিষেধ হইয়া থাকে। 'এচোঽয়বায়াবঃ' 'ইকোযণচি' ইত্যাদিস্থলে উপরিউক্ত কোন প্রকারেও বিশেষ্যের সন্নিধান হয় না, সেইজন্য সেস্থলে তদন্তের সংজ্ঞা হইতে পারে না।

সমাস ও প্রত্যয় বিধির ক্ষেত্রে বার্ত্তিককার তদন্তবিধির প্রতিষেধ করিয়াছেন—সমাস ও প্রত্যয়বিধির স্থলে বিশেষণ পদের দ্বারা তদন্তের বোধ হয় না। ফলে 'কৃষ্ণং শ্রিতঃ' ইত্যাদিস্থলে যেমন 'দ্বিতীয়া শ্রিতাতীত' (২।১।২৪) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা দ্বিতীয়া তৎপুরুষ হইয়া 'কৃষ্ণশ্রিতঃ' প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধ হয়, সেইরূপ 'কৃষ্ণং পরমশ্রিতঃ'—ইত্যাদিস্থলে 'শ্রিতান্ত' সুবন্তের দ্বিতীয়া পদের সমাস হয় না, ফলে বাক্যই থাকিয়া যাইবে। উদ্ধৃত সূত্রেও 'সহসুপা' (২।১।৪) হইতে যে 'সুপা' পদের অনুবৃত্তি হয়, উহা প্রত্যয় বলিয়া 'প্রত্যয়গ্রহণে তদন্ত-গ্রহণম্' এই পরিভাষা অনুসারে উহার দ্বারা তদন্তের বোধ হইলে 'সুবন্ত' পদপ্রাপ্ত হয়—এই সুবন্ত পদটিকে বিশেষ্য ধরিয়া যদি শ্রিতাদি পদগুলিকে বিশেষণ বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে 'যেন বিধিস্তদন্তস্য' সূত্র অনুসারে বিশেষণ পদের দ্বারা তদন্তের বোধ হইলে সূত্রার্থ হইবে 'দ্বিতীয়ান্তং শ্রিতাদ্যন্তৈঃ সুবন্তৈ সহ বা সমস্যতে স চ তৎপুরুষঃ'—দ্বিতীয়ান্ত পদ শ্রিতাদ্যন্ত সুবন্ত পদের সহিত বিকল্পে তৎপুরুষ সমাস হয়। তাহা হইলে 'কৃষ্ণম্ পরমশ্রিতঃ'—ইত্যাদিস্থলে 'কৃষ্ণম্'—এই দ্বিতীয়ান্ত পদের পরমশ্রিতঃ এই শ্রিতান্ত সুবন্তের সহিত সমাস হইলে 'কৃষ্ণপরমশ্রিতঃ' ইত্যাদি প্রয়োগও শিষ্টজন কর্তৃক অনুমোদিত বলিয়া গৃহীত হইবে, কিন্তু তাহা হয় না।

প্রশ্ন হইতে পারে যে 'পরমশ্রিতঃ'—এই পদটি শ্রিতান্ত সুবন্ত কোথায়? বিসর্গান্ত যে শ্রিতশব্দ আছে, উহাকে সুবন্ত বলা চলে; কিন্তু শ্রিতান্ত বলা যায় না। যদি কেবল 'পরমশ্রিত' তাহা হইলে উহা শ্রিতান্ত হইতে পারে; কিন্তু সুবন্ত হইবে না। সুতরাং উক্তস্থলে সমাস কিরূপে প্রাপ্ত হইবে?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে দ্বিতীয়াশ্রিতাদি সূত্রে শ্রিতাদি পদগুলির তৎপ্রকৃতিকে লক্ষণা করিলে কোন দোষ থাকে না। লক্ষণা করিলে সূত্রার্থ হইবে—'দ্বিতীয়ান্তং শ্রিতাদিপ্রকৃতিকৈঃ সুবন্তৈঃ সহ সমস্যতে স চ বা তৎপুরুষঃ'। দ্বিতীয়ান্ত পদের শ্রিতাদ্যন্তপ্রকৃতিক সুবন্তের সহিত বিকল্পে তৎপুরুষ সমাস হয়। এইরূপ সূত্রার্থ হইলে শ্রিতান্ত প্রকৃতিক সুবন্ত যে পরমশ্রিতঃ—ইহার সহিত 'কৃষ্ণম্'—এই দ্বিতীয়ান্ত পদের সমাস প্রাপ্ত হইবে। তাহা যাহাতে না হয় সেইজন্য সমাসবিধিতে তদন্তবিধির প্রতিষেধ আবশ্যক।

উক্ত সূত্রে তৎপ্রকৃতিকে লক্ষণা না করিলে 'কৃষ্ণং শ্রিতঃ' ইত্যাদি-স্থলেও সমাস হইতে পারে না; সেইজন্য শ্রিতাদি প্রকৃতিকে লক্ষণা করিতেই হইবে। যদ্যপি সম্বোধনে 'পরমশ্রিত' ইত্যাদিস্থলে 'প্রত্যয়-লোপে প্রত্যয়লক্ষণম্' (১।১।৬২) অনুসারে সুবন্ত এবং স্বয়ং শ্রিতান্ত হওয়ায় সমাসপ্রাপ্তি হইতে পারে, তথাপি অন্য বিভক্তিতে সমাস হইতে পারিত না, সেইজন্য তৎপ্রকৃতিকে লক্ষণা করা প্রয়োজনীয়। সমাসে তদন্তবিধির প্রতিষেধ হওয়ায়, 'দ্বিতীয়ান্তং শ্রিতাদি প্রকৃতিকৈঃ সুবন্তৈঃ সমস্যতে'—'দ্বিতীয়ান্ত পদের শ্রিতাদি প্রকৃতিক সুবন্তের সহিত তৎপুরুষ সমাস হয়—এইরূপ সূত্রার্থ হইলে 'কৃষ্ণম্'—এই দ্বিতীয়ান্ত পদের সহিত শ্রিত প্রকৃতিক সুবন্ত যে 'শ্রিতঃ' এই পদের সহিত তৎপুরুষ সমাস হয়, ফলে 'কৃষ্ণশ্রিতঃ' পদ সিদ্ধ হয়। শ্রিত প্রকৃতিক সুবন্তের অর্থ হইল যে, শ্রিত প্রকৃতি যাহার এইরূপ সুবন্ত—'শ্রিতঃ' শব্দটি শ্রিত প্রকৃতিক সুবন্ত। 'কৃষ্ণং পরমশ্রিতঃ' ইত্যাদি স্থলে শ্রিত প্রকৃতিক সুবন্ত নাই, সেইজন্য সমাস হয় না। শ্রিতাদ্যন্তপ্রকৃতিক সুবন্তের সহিত সমাস

হয়—এইরূপ বলিলে 'কৃষ্ণং পরমশ্রিতঃ' ইত্যাদি স্থলেও সমাস প্রাপ্ত হইত, তাহা যাহাতে না হয়, সেইজন্য উক্তস্থলে তদন্ত বিধির নিষেধ করা হইয়াছে।

প্রত্যয়বিধিস্থলেও বিশেষণ পদের দ্বারা তদন্তের বোধ হয় না। 'নড়াদিভ্য ফক্' (৪।১।৯৯) ইহা একটি প্রত্যয়বিধি—ইহার দ্বারা নড়াদিগণে পঠিত প্রাতিপদিকগুলির পরে 'ফক্' প্রত্যয়ের বিধান করা হইয়াছে। ফলে 'নড়স্য গোত্রাপত্যম্' নড়নামক ঋষির গোত্রাপত্য অর্থে নড় শব্দের পরে 'ফক্' প্রত্যয় হয় এবং 'ফ'-এর স্থানে 'আয়নেয়ীনীয়িয়ঃ' (৭।১।২) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা 'আয়ন' আদেশ করিলে 'নাড়ায়নঃ' প্রয়োগটি সিদ্ধ হয়। এস্থলে 'প্রাতিপদিকাৎ' পদের অধিকার আসে, ইহারই অধিকার 'ফক্' প্রত্যয় বিধান করা হইয়াছে। অধিকারলব্ধ প্রাতিপদিকাৎ থাকিবে। যদি নড়াদিকে উহার বিশেষণ করা হয়, তাহা হইলে 'নড়াদিভ্যঃ ফক্' সূত্রের অর্থ এইরূপ হইবে—'নড়াদ্যন্তেভ্যঃ প্রাতিপদিকেভ্যঃ ফক্ স্যাৎ' নড়াদ্যন্ত প্রাতিপদিকের পরে ফক্ হয়। ফলে 'সূত্রনড়স্য গোত্রাপত্যম্'—সূত্র নড়ের গোত্রাপত্য এই অর্থে সূত্র নড় এই নড়ান্ত প্রাতিপদিকের পরেও ফক্ প্রত্যয় হইলে 'সৌত্রনাড়ায়নঃ' এইরূপ প্রয়োগটিও অভীষ্ট বলিয়া স্বীকৃত হইবে। কিন্তু তাহা হয় না। এইজন্য প্রত্যয়বিধিতেও তদন্তবিধির প্রতিষেধ আবশ্যক। 'প্রাতিপদিকাৎ' এই পদটির অধিকার আসিলেও উহাকে বিশেষ্য স্বীকার করিয়া 'নড়াদি' শব্দে তদন্তবিধি হইবে না, ফলে নড়ান্ত প্রাতিপদিক যে 'সূত্রনড়'—ইহার পরে গোত্রাপত্য অর্থে, ফক্ প্রত্যয় না হইয়া 'ইঞ্' প্রত্যয় হইবে। তাহা হইলে সূত্রনড় পদের শেষে 'অত ইঞ্' (৪।১।৯৫) অনুসারে ইঞ্ প্রত্যয় করিয়া 'সূত্রনড় ই' এইরূপ—অবস্থায় 'অনুশতিকাদীনাঞ্চ' (৭।৩।২০) সূত্রের দ্বারা উভয় পদের বৃদ্ধি করিলে 'সৌত্রনাড়িঃ' এই পদটি সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। প্রত্যয় বিধিতেও তদন্তবিধি স্বীকৃত হইলে 'সৌত্রনাড়ায়ণঃ' এইরূপ অনিষ্ট প্রয়োগের প্রসক্তি হইত, সেইজন্য উক্তস্থলে তদন্তবিধির

নিষেধ করা হইয়াছে, তদন্তবিধি না হইলে 'সৌত্রনাড়িঃ' প্রয়োগটি অভীষ্ট প্রয়োগ বলিয়া বৈয়াকরণ সমাজে গৃহীত হইয়া থাকে।

প্রত্যয়বিধির ক্ষেত্রে বিশেষণ পদের তদন্তসংজ্ঞা নিষিদ্ধ হইয়াছে—এই নিষেধেরও নিষেধ করা হইয়াছে আর একটি বার্ত্তিকের দ্বারা—'উগিদ্বর্ণগ্রহণবর্জম্'—উগিদ্গ্রহণ ও বর্ণগ্রহণকে বাদ দিয়া প্রত্যয়-বিধিতে বিশেষণ পদের তদন্ত সংজ্ঞা হইয়া থাকে। প্রত্যয়বিধিতে তদন্ত সংজ্ঞার নিষেধ হয়। উগিদ্গ্রহণ ও বর্ণগ্রহণ প্রত্যয়বিধি হইলেও, সেস্থলে বিশেষণ পদের তদন্ত বোধকতা হইবেই।

উগিৎ গৃহীত হইয়াছে যে সূত্রে সেই সূত্রটি হইল উগিদ্গ্রহণ আর বর্ণমাত্রের গ্রহণ যাহাতে আছে, সেই সূত্রটি হইল বর্ণগ্রহণ।

উগিদ্গ্রহণের উদাহরণ যেমন 'উগিতশ্চ' (৩।৪।১) এই সূত্র। এই সূত্রের দ্বারা ঙীপ্ প্রত্যয়ের বিধান করা হইয়াছে। ইহাতে 'প্রাতি-পদিকাৎ' পদটির অধিকার আসে। এই পদটি হইল বিশেষ্য এবং উগিৎ হইল বিশেষণ ; সুতরাং 'যেন বিধিস্তদন্তস্য' অনুসারে উগিৎ—এই বিশেষণ পদের দ্বারা তদন্তের বোধ হইলে এইরূপ হয়—'উগিদন্ত যে প্রাতিপদিক উহার শেষে স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ প্রত্যয় হইয়া থাকে। এই সূত্রের দ্বারা যদ্যপি ঙীপ্ প্রত্যয়ের বিধান করা হয় বলিয়া ইহা প্রত্যয়-বিধি ; তথাপি উগিতের উল্লেখ আছে বলিয়া ইহা উগিদ্গ্রহণ, সেইজন্য এই সূত্রে উগিৎ—এই বিশেষণ পদের দ্বারা তদন্তের বোধ হইয়া থাকে।

উগিৎ, অর্থাৎ উক্ (উ, ঋ, ঌ) ইৎ হইয়াছে যাহার—ইহা দ্বিবিধ প্রাতিপাদিক ও প্রত্যয়। সর্ব্বাদিগণে 'ভবতু' এইরূপ 'ভবৎ' শব্দটি উগিৎ করিয়া পঠিত হইয়াছে, সুতরাং ইহা উগিৎ প্রাতিপদিক। এই উগিৎ 'ভবৎ' প্রাতিপদিকের স্ত্রীলিঙ্গ বিবক্ষিত হইলে উহার শেষে 'ঙীপ্' (ঈ) প্রত্যয় হইয়া থাকে, ফলে 'ভবতী' পদটি সিদ্ধ হয়।

'যেন বিধিঃ'—এই সূত্রে 'স্বরূপম্' পদের অনুবৃত্তি আসিলে বিশেষণ পদ তদন্তের এবং নিজের রূপেরও বোধক হইলে স্বয়ং উগিৎ

NEW ALIPORE COLLEGE LIBRARY

প্রাতিপদিক যে 'ভবৎ' শব্দ, ইহার শেষে কেবল উগিৎ ধরিয়াই ঙীপ্ হইবে। কিন্তু আবার 'স্বং রূপম্' সূত্রটি ভাষ্যকার কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় উহার অনুবৃত্তি আসিতে পারে না। সেক্ষেত্রে 'ভবতু' এই উগিৎ প্রাতিপাদিককেই ব্যপদেশিবদ্ভাবে উগিদন্ত মনে করিয়া ঙীপ্ প্রত্যয় হইয়া থাকে। 'অমুখ্যে মুখ্যবদ্ ব্যবহারো ব্যপদেশিবদ্ভাবঃ।' অমুখ্যে মুখ্যের ন্যায় ব্যবহার হইল ব্যপদেশিবদ্ভাব। উগিদন্তের মুখ্য অর্থ হইল—উগিৎ অন্তে যাহার আছে; কিন্তু যেস্থলে উগিৎ অন্তে নাই; কিন্তু স্বয়ং উগিৎ সেস্থলে উগিদন্ত না হইলেও উগিদন্তের ন্যায় মানিয়া লওয়া হইল ব্যপদেশিবদ্ভাব।

প্রশ্ন হইতে পারে যে 'ব্যপদেশিবদ্ভাবোঽপ্রাতিপদিকেন'—অপ্রাতিপদিকের ক্ষেত্রে ব্যপদেশিবদ্ভাব হয়। কিন্তু প্রাতিপদিকের ক্ষেত্রে ব্যপদেশিবদ্ভাব হয় না। এস্থলে উগিৎ প্রাতিপদিকের ক্ষেত্রে ব্যপদেশিবদ্ভাব কি করিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই—যেস্থলে কেবলমাত্র প্রাতিপদিকের কার্য্য হয়, সেই ক্ষেত্রেই উপরিউক্ত নিষেধের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু উগিৎ প্রাতিপদিক এবং অপ্রাতিপদিক—দুইই। সর্ব্বাদিগণে পঠিত 'ভবতু'—ইহা প্রাতিপদিক উগিৎ এবং শতৃ প্রভৃতি প্রত্যয় অপ্রাতিপদিক উগিৎ।

মুখ্য উগিদন্তের উদাহরণ 'অতিভবতী' ইত্যাদি 'ভবন্তমতিক্রান্তা' এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়া 'অত্যাদয় ক্রান্তাদ্যর্থে দ্বিতীয়য়া'—অনুসারে সমাস করিলে 'অতিভবতী' পদ নিষ্পন্ন হয়। 'ভবৎ'—এই উগিৎ অন্তে থাকায় 'অতিভবতী' পদটি উগিদন্ত প্রাতিপদিকের উত্তরে ঙীপ্ প্রত্যয় করার উদাহরণ।

কেহ কেহ বলেন যে 'ভবতু' এই প্রাতিপদিকটিও 'ভা' ধাতুর পরে 'ডবতু' প্রত্যয় যোগ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে 'ভবতু'—এই প্রাতিপদিকটিও মুখ্য উগিদন্ত। 'ডবতু' এই উগিৎটি উহার অন্তে থাকায়, উহা মুখ্যরূপেই উগিদন্ত। নাগেশ বলেন এই মতটি প্রামাণিক

নয়, কারণ ভাষ্যকারও উহাকে অব্যুৎপন্ন প্রাতিপদিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

উগিৎ প্রত্যয়ের উদাহরণ 'পচন্তী পঠন্তী' ইত্যাদি। পচ্' ও 'পঠ্' ধাতুর শেষে লটের স্থানে 'লটঃ শতৃশানচাবপ্রথমাসমানাধিকরণে' সূত্র অনুসারে 'শতৃ' (অৎ) প্রত্যয় করিলে 'পচ্ অৎ' 'পঠ্ অৎ' এই-রূপ অবস্থায় 'কর্ত্তরি শপ্' (৩।১।৬৮) অনুসারে মধ্যে 'শপ্' (অ) বিকরণ করিলে 'পচ্ অ অৎ' 'পঠ্ অ অৎ' এইরূপ হয়। উক্ত অবস্থায় 'অতোগুণে' (৬।১।৯৭) অনুসারে দুইটি অকারের পররূপ করিয়া একটি অকার করিলে 'পচৎ' 'পঠৎ' প্রয়োগ সিদ্ধ হয়।

'শতৃ' প্রত্যয়ের ঋকারের 'উপদেশেঽজনুনাসিক ইৎ' (১।৩।২) অনুসারে ইৎ হয় বলিয়া, উহা উগিৎ এই শতৃ প্রত্যয়ান্ত 'পচৎ' 'পঠৎ'—দুইটিই উগিদন্ত প্রাতিপদিক; সুতরাং উহাদের শেষে স্ত্রীলিঙ্গে 'উগিতশ্চ' অনুসারে ঙীপ্ (ঈ) প্রত্যয় করিলে 'পচৎ ঈ' 'পঠৎ ঈ' এইরূপ অবস্থায় 'শপ্শ্যনোর্নিত্যম্' (৭।১।৮১) সূত্র অনুসারে 'অচ্' পরে 'নুম্' (ন্) করিয়া 'পচন্তী' 'পঠন্তী' প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

বর্ণগ্রহণেও বিশেষণ পদের দ্বারা তদন্তের সংজ্ঞা বা বোধ হয় না। বর্ণগ্রহণ অর্থাৎ যে সূত্রে বর্ণমাত্রের উল্লেখ থাকে, সেই সূত্র, যেমন 'অত ইঞ্' (৪।১।৯৫) ইহা 'অৎ' এই তপর অবর্ণের গ্রহণ করা হইয়াছে, 'প্রাতিপদিকাৎ' (৪।১।১) পদের অধিকার আসে—এই পদটি বিশেষ্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। সূত্রে গৃহীত যে 'অৎ' ইহা বিশেষণ, সুতরাং ইহার দ্বারা তদন্তের বোধ হইলে অদন্ত প্রাতিপদিকের পরে ইঞ্ প্রত্যয় হয়, এইরূপ সূত্রার্থ হইয়া থাকে। যেমন 'দক্ষ' এই অবর্ণান্ত প্রাতিপদিকের পরে 'ইঞ্' প্রত্যয় হইলে 'দক্ষ ই' এই অবস্থায়—'তদ্ধিতেষ্বচামাদেঃ' (৭।২।১১৭) সূত্র অনুসারে আদিস্বরের বৃদ্ধি করিয়া বিভক্তি যোগ করিলে 'দাক্ষিঃ' পদটির সিদ্ধি হইয়া থাকে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে 'অত ইঞ্' সূত্রের জন্য বর্ণগ্রহণে বিশেষণ পদের দ্বারা তদন্তের বোধ করাইবার কি প্রয়োজন? কারণ এই সূত্রস্থ 'অৎ'-এর দ্বারা যদি অদন্ত প্রাতিপদিক গৃহীত না হইত, তাহা হইলে এই সূত্রটির কোন সার্থকতাই থাকে না—কেবল 'অ' বলিয়া কোন প্রাতিপদিক নাই যাহার জন্য সূত্রারম্ভের প্রয়োজন হইত; সুতরাং এই সূত্রারম্ভের সামর্থ্যবশতঃ 'অৎ'-এর দ্বারা অদন্ত প্রাতিপদিকের গ্রহণ হয় ইহা বলা যাইতে পারে। ইহার জন্য বর্ণগ্রহণে প্রত্যয়বিধি হইলেও তদন্ত সংজ্ঞার আবশ্যক কি?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে 'অত ইঞ্' এই সূত্রারম্ভের সামর্থ্যবশতঃ 'অৎ'-এর দ্বারা অদন্তের বোধ হইবে—ইহা বলা চলে না। কারণ 'অ' বলিয়া একটি প্রাতিপদিক আছে—অ নামক প্রাতিপদিকের অস্তিত্ব নাই—ইহা বলা যায় না। 'অৎ' ধাতুর শেষে 'ড' প্রত্যয় করিয়া 'অৎ' অ এইরূপ অবস্থায় টিভাগের লোপ করিলে অডতি সততং গচ্ছতি—যে নিরন্তর চলিতে থাকে সে অ নামে ব্যবহৃত হইতে পারে, উহার অপত্যার্থে 'ইঞ্' করিলে 'ইঃ' পদটির সিদ্ধি হইতে পারে। সুতরাং 'অত ইঞ্' সূত্রে 'অৎ'-এর দ্বারা অদন্তের বোধ হইলেও কোন ক্ষতি নাই—কেবল 'অ'-এর পরে অপত্যার্থে ইঞ্ প্রত্যয় হয়। এইরূপ সূত্রার্থের দ্বারা অস্যাপত্যম্ অ-এর অপত্যার্থে পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতিতে 'ইঃ' পদটি নিষ্পন্ন হইতে পারে। অথবা বাসুদেব অর্থেও 'অ' শব্দের অস্তিত্ব আছে—সেই 'অ' শব্দের শেষেও অপত্যার্থে উক্ত সূত্র অনুসারে ইঞ্ প্রত্যয় করিলে 'অ ই' এইরূপ অবস্থায় 'যস্যেতি চ' (৬।৪।১৪৮) অনুসারে অকারের লোপ করিয়া বিভক্তি যোগ করিলে 'ইঃ' পদটির সিদ্ধি হওয়া সম্ভব। এই 'অ' প্রাতিপদিকের পরে যাহাতে অপত্যার্থে 'ইঞ্' প্রত্যয় হইতে পারে সেইজন্য 'অত ইঞ্'—এই সূত্রারম্ভের প্রয়োজন আছে; প্রয়োজন থাকিলে আর উহার সামর্থ্য বলা যায় না। সুতরাং সূত্রারম্ভের সামর্থ্যবশতঃ যে 'অৎ'-এর দ্বারা অদন্তের বোধ হইবে বলা হইতেছে—ইহা ঠিক নয়। অতএব

বর্ণগ্রহণে যাহাতে প্রত্যয়বিধি হইলেও বিশেষণ পদের দ্বারা তদন্তের বোধ হয় তাহার জন্য 'বর্ণগ্রহণবর্জং প্রত্যয়বিধৌ প্রতিষেধঃ'—বর্ণগ্রহণ ব্যতীত প্রত্যয় বিধিতে বিশেষণ পদ তদন্তের বোধক হয় না—ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে। সর্বাদিগণে পঠিত 'ভবতু' এই উগিৎ প্রাতিপদিকের পরে যাহাতে ঙীপ্ প্রত্যয় হইতে পারে তাহার জন্য 'উগিতশ্চ' সূত্রের আরম্ভ ইহাও বলা যাইতে পারে। সুতরাং 'উগিতশ্চ' এই সূত্রেরও আরম্ভ সামর্থ্যবশতঃ উগিৎ-এর দ্বারা উগিদন্তের বোধ হয়—ইহা বলা যায় না; সেইজন্য 'উগিৎগ্রহণবর্জম্'—উগিদ্ গ্রহণ ব্যতীত প্রত্যয় বিধিতে বিশেষণ পদ তদন্তের বোধক হয় না—ইহাও বলিতে হইবে। 'সমাস প্রত্যয়বিধৌ প্রতিষেধঃ' ও 'উগিদ্ বর্ণগ্রহণবর্জম্' এই দুইটি বার্ত্তিকই সমাস ও উগিদ্ গ্রহণ এবং বর্ণগ্রহণ ব্যতীত প্রত্যয়বিধিস্থলে বিশেষণ বিশেষ্যভাবের বিপর্য্যয়ে তাৎপর্য্য গ্রাহক। সমাসস্থলে শ্রিতাদি বিশেষ্য এবং দ্বিতীয়া ইহার বিশেষণ। প্রত্যয়বিধিস্থলে নড়াদি বিশেষ্য এবং 'প্রাতিপদিকাৎ'—পদটি বিশেষণ। উগিদ্ গ্রহণ বর্ণগ্রহণের ক্ষেত্রে আবার 'প্রাতিপদিকাৎ' পদটি বিশেষ্য এবং উগিৎ ও অৎ বিশেষণ।

এস্থলে আর একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যদি কেবল 'অ' শব্দের পরে 'ইঞ্' প্রত্যয় বিধান করিবার জন্য 'অত ইঞ্' সূত্রের আরম্ভ করা হইয়াছে—ইহা বলা হয়, তাহা হইলে 'ইঞ্'-এর 'ঞ্' এই অনুবন্ধের কোন প্রয়োজন থাকে না, কারণ 'অ' শব্দের পরে 'ইঞ্' প্রত্যয় করিলে 'অ ই' এই অবস্থায় 'যস্যেতি চ' অনুসারে অকারের লোপ করিয়া বিভক্তিযোগে 'ইঃ' পদের সিদ্ধি হয়, সেস্থলে আদি বৃদ্ধির কোন প্রয়োজন নাই। সুতরাং আদি বৃদ্ধি ও আদ্যুদাত্ত—এই দুইটির উদ্দেশ্যে যে 'ঞ্' অনুবন্ধ করা হইয়াছে—ইহা নিরর্থক হইয়া যায়। এই 'ঞ্' কার অনুবন্ধের সার্থকতা বজায় রাখার জন্যও বলিতে পারা যায়, যে 'অৎ'এর দ্বারা তদন্তের বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আর 'বর্ণগ্রহণবর্জম্'—এই বার্ত্তিকটির প্রয়োজন কি?

ব. বি./সি. কৌ. ৩১-১৩

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে 'ইঞ্' এর 'ঞ্' কার অনুবন্ধের প্রয়োজনীয়তা এই সূত্রে না থাকিলেও উত্তর সূত্রে ইহার প্রয়োজন আছে। ইহার উত্তর সূত্র হইল 'বাহ্বাদিভ্যশ্চ' (৪।১।৯৬)। ইহার দ্বারা বাহ্বাদিগণে পঠিত প্রাতিপদিকের পরে 'ইঞ্' প্রত্যয়ের বিধান করা হইয়াছে ; সেস্থলে যদি—'ইঞ্' 'ঞ্' না থাকে তাহা হইলে ঞিত্ব নিবন্ধন বৃদ্ধি ও আদ্যুদাত্ত হইতে পারে না, যেমন—'শিবাকু' একটি বাহ্বাদিগণে পঠিত শব্দ—এই শব্দের পরে 'ইঞ্' প্রত্যয় করিলেই 'শিবাকুই' এইরূপ অবস্থায় 'তদ্ধিতেষ্বচামাদেঃ' অনুসারে আদিস্বরের ঐকার বৃদ্ধি করিলে 'শৈবাকুই' হইয়া থাকে। এই অবস্থাতেই 'ওর্গুণঃ' (৬।৪।১৪৬) অনুসারে উকারের ওকারের গুণ করার পর ওকারের অবাদেশ এবং বিভক্তি যোগ করিলে 'শৈবাকবিঃ' প্রয়োগটি সিদ্ধ হইয়া থাকে। উহা 'ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্' (৬।১।১৯৭) অনুসারে আদ্যুদাত্ত ও হইয়া থাকে। তাহা হইলে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে 'ইঞ্' এর ঞকার অনুবন্ধ উত্তরবর্ত্তী সূত্রে 'অৎ' এর দ্বারা অদন্তের বোধ হওয়া সম্ভব—ইহার জন্য আর 'বর্ণগ্রহণবর্জম্' বার্ত্তিকের প্রয়োজন নাই—এইরূপ প্রশ্ন নিরর্থক।

শঙ্কা করা যাইতে পারে যে 'অত ইঞ্' সূত্রের 'অৎ' শব্দের দ্বারা তদন্তের বোধ হইলেও 'দক্ষ' শব্দের পরে 'ইঞ্' প্রত্যয় হইতে পারে না ; কারণ অদন্ত অর্থাৎ অৎ—অকার, অন্তে যাহার আছে এইরূপ শব্দ। অন্ত্য অকার সার্থক ও নিরর্থক দুই হইতে পারে, যদি অন্ত্য অকার সার্থক পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই সার্থক অকারটিকে বাদ দিয়া নিরর্থক অকারের গ্রহণ করা যাইতে পারে না—'অর্থবদ্ গ্রহণে নানর্থকস্য গ্রহণম্' এই পরিভাষা অনুসারে। তাহা হইলে 'দক্ষ' এই শব্দের অনর্থক অকারটিকে গ্রহণ না করিয়া 'ঔপগব' এই শব্দটির যে সার্থক অন্ত্য অকার তাহারই গ্রহণ করা উচিত। 'ঔপগব' শব্দে 'ওপগোঃ অপত্যম্'—এই অর্থে 'উপগু' শব্দের শেষে 'তস্যাপত্যম্' (৪।১।৯২) অনুসারে 'অণ্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। অণ্

প্রত্যয়ের অকার অপত্যার্থক বলিয়া সার্থক আর 'দক্ষ' শব্দের শেষে যে অকার আছে উহার কোন স্বীয় অর্থ নাই, সমুদায়ের অর্থের দ্বারাই উহা সার্থক। সুতরাং ঔপগবস্য অপত্যম্—ঔপগবের অপত্য এই অর্থে 'ঔপগব' এই শব্দের শেষে 'ইঞ্' প্রত্যয় করিলে 'ঔপগবিঃ' প্রয়োগটি নিষ্পন্ন হইবে ; কিন্তু অনর্থক অকার যাহার অন্তে আছে এইরূপ 'দক্ষ' শব্দের পরে 'ইঞ্' প্রত্যয় কি করিয়া হইতে পারে ?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে 'অর্থবদ্গ্রহণে নানর্থকস্য গ্রহণম্'—এই পরিভাষাটি বর্ণ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হয় না—বর্ণগ্রহণে অর্থবদ্ পরিভাষা ন প্রবর্ত্ততে। 'অত ইঞ্' সূত্রে 'অৎ' এইটি বর্ণগ্রহণ—এইরূপ বর্ণগ্রহণের ক্ষেত্রে উক্ত পরিভাষটি প্রবৃত্ত হয় না, সেইজন্য 'ঔপগব' শব্দের সার্থক অন্ত্য অকার এবং 'দক্ষ' এইশব্দে অনর্থক অন্ত্য অকার উভয়বিধ অকারই যাহার অন্তে আছে এইরূপে অদন্ত প্রাতিপদিকের শেষে 'ইঞ্' প্রত্যয় হইতে পারে—'ঔপগবিঃ' এবং 'দাক্ষিঃ'—দুইপ্রকার অকারান্ত প্রতিপদিকই উহার উদাহরণ।

২৭। **বিরামোঽবসানম্।** (১।৪।১১০)

বর্ণানামভাবোঽবসানসংজ্ঞঃ স্যাৎ।

বর্ণের অভাব অবসান সংজ্ঞক হয়।

বিরমণং বিরামঃ। বি-পূর্ব্বক 'রম্' ধাতুর শেষে ভাববাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া বিরাম শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। বিরামের অর্থ হইল অভাব ; কিন্তু কাহার অভাব ? শব্দানুশাসন শাস্ত্রে ঘট পট প্রভৃতি দ্রব্যের অভাবের কোন প্রসঙ্গই থাকিতে পারে না ; সেই জন্য এস্থলে বর্ণের অভাব গৃহীত হইয়াছে বর্ণকেও নিত্য ও বিভু বলিয়া স্বীকার করা হয়, সুতরাং বর্ণের উচ্চারণের অভাবেই গ্রন্থকারের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে—বর্ণের উচ্চারণের অভাব অবসান সংজ্ঞক হয়—ইহাই সূত্রার্থ। বর্ণোচ্চারণের অভাব হইল সংজ্ঞা, অবসান সংজ্ঞার ব্যবহার ক্ষেত্র 'খরবসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ' (৮।৩।১৫) 'বাঽবসানে' (৮।৪।৫৬) ইত্যাদি।

প্রশ্ন হইতে পারে যে 'খরবসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ' এই সূত্রের অর্থ হইল—খর্ ও অবসান পরে থাকিতে রেফের বিসর্গ হয়, বর্ণোচ্চারণের অভাবের যদি অবসান সংজ্ঞা হয়; তাহা হইলে অবসান বলিতে বর্ণোচ্চারণের অভাবেরই বোধ হইবে; অবসান পরে থাকিতে রেফের বিসর্গ হয়—ইহার অর্থ বর্ণোচ্চারণের অভাব পরে থাকিতে রেফের বিসর্গ হয়—কিন্তু অভাব কি করিয়া পরে থাকিতে পারে? অভাবের সহিত পৌর্বা পর্য্যভাব কখনও কি সম্ভব?

ইহার উত্তরে বলা যায় যে, অভাবের সহিত বাস্তব পৌর্বাপর্য্যভাব না থাকিলেও বুদ্ধিকৃত পৌর্বাপর্য্যভাব গৃহীত হইয়া থাকে। রাম শব্দের পরে 'স্ম' বিভক্তি আসিলে উকারের ইৎ সংজ্ঞাও লোপ হওয়ার পর 'রাম স্' এইরূপ অবস্থায় 'সসজুষো রুঃ' (৮।২।৬৬) অনুসারে স্কারের 'রু' হইলে 'রাম-র্' হইয়া যায়। এস্থলে 'র্'এর পরে বর্ণো-চ্চারণের অভাব আছে—উহা বাস্তবরূপে পরে থাকা সম্ভব না হইলে বুদ্ধিতে একটি কল্পিত পরত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হয়। এইরূপ 'র'এর পরে বৌদ্ধ বর্ণোচ্চারণাভাব থাকায় উপরিউক্ত সূত্র অনুসারে রেফের স্থানে বিসর্গ আদেশ হইলে 'রামঃ' পদটির সিদ্ধি হইয়া থাকে।

অথবা বিরম্যতেঽনেন—যাহার দ্বারা উচ্চারণের বিরতি হয়, উহার অবসান সংজ্ঞা হইয়া থাকে। এইরূপ সূত্রার্থ হইবে। বি-পূর্ব্বক 'রম্' ধাতুর শেষে করণ কারকে ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া বিরাম পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে।

কেবল অভাবের ক্ষেত্রেই বুদ্ধিকৃত পৌর্বাপর্য্যভাব গ্রহণ করা যায় না; কিন্তু অন্যান্য বর্ণের ক্ষেত্রেও বুদ্ধিকৃত পৌর্বাপর্য্যভাব গৃহীত হইয়া থাকে। অভাবের বেলায় যেমন পরে থাকা সম্ভব নয়, সেইরূপ বর্ণের বেলায়ও পরে থাকা সম্ভব নয়। কোন বর্ণের পরে কোন বর্ণ থাকিতে পারে না। যাঁহারা বর্ণকে উচ্চারিত প্রধ্বংসী (উচ্চারণের পরক্ষণেই যাহার ধ্বংস হয়) বলেন তাঁহাদের মতেও উহাদের পৌর্বাপর্য্যভাব

অসম্ভব। 'বৃক্ষস্ তরতি' এইরূপ অবস্থায় 'স্'এর 'সসজুষো রুঃ' অনুসারে রুত্ব করিলে 'বৃক্ষর্ তরতি' এইরূপ হয়। এই প্রয়োগটিতে আমরা লেখায় দেখিতে পাইতেছি যে 'র্' এই রেফের পরে ত রূপ খর্ পরে রহিয়াছে; কিন্তু লিখিতরূপ বাস্তব নয় উহাদের উচ্চারণই বাস্তবরূপ; সেইজন্য একব্যক্তিকৃৎ উচ্চারণ কখন যুগপৎ দুইটির হইতে পারে না—রেফবর্ণের স্থিতির সময় ত বর্ণের উৎপত্তি হয় নাই। যখন তকারের উচ্চারণ করা হয়, তখন রেফের অস্তিত্ব থাকে না। নৈয়ায়িকদের মতে প্রত্যেক বর্ণই হইল তৃতীয়ক্ষণ ধ্বংস প্রতিযোগী অর্থাৎ প্রথমক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয়ক্ষণে স্থিতি তৃতীয়ক্ষণে ধ্বংস হয়। যে বর্ণটির প্রথমক্ষণে উৎপত্তি হইয়াছে, উহারই তৃতীয়ক্ষণে ধ্বংস হয় বলিয়া উহা তৃতীয়ক্ষণে ধ্বংসের প্রতিযোগী। সুতরাং রেফের স্থিতি-ক্ষণে ত-কারের উৎপত্তি হয় নাই এবং ত-কারের উৎপত্তিক্ষণে রেফের ধ্বংস হইয়া থাকে। নিমেষের চতুর্থ ভাগ হইল ক্ষণ এবং চক্ষুর পলকের ব্যাপার কালকে নিমেষ বলা হয়, চক্ষুর পলক ফেলিতে যে সময় লাগে, সেই সময়টুকু নিমেষকাল। উক্ত প্রকার ক্ষণের তৃতীয়ক্ষণেই বর্ণের ধ্বংস হইয়া যায় সুতরাং এক নিমেষের মধ্যেই পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণের উৎপত্তি স্থিতি ও ধ্বংস হইয়া থাকে। নিমেষস্য চতুর্থো ভাগঃ ক্ষণঃ। অক্ষিপক্ষ্মকর্মোপলক্ষিতঃ কালোনিমেষঃ। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রয়োগে রেফের পরে খর-বর্ণ থাকিতেই পারে না; সেইজন্য উহার বিসর্গও হইতে পারে না। এইজন্য সেক্ষেত্রেও বৌদ্ধ পৌর্বা-পর্য্যভাব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যাঁহারা বর্ণের নিত্যত্ব ও বিভূত্ব স্বীকার করেন তাঁহাদের মতেও নিত্য ও বিভূ বর্ণের পৌর্বাপর্য্য সম্ভব নয় বলিয়া উহা বুদ্ধি কল্পিত মানিতেই হইবে। সুতরাং খর্ বর্ণের পরে থাকা যেমন বুদ্ধি কল্পিত; সেইরূপ অভাবের পরে থাকাও বুদ্ধি কল্পিত—ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

অথবা বিরম্যতেঽনেন—যাহার দ্বারা উচ্চারণের বিরতি হয়, উহার অবসান সংজ্ঞা হইয়া থাকে—ইহাই সূত্রার্থ। বি-পূর্ব্বক 'রম্' ধাতুর

শেষে করণকারকে 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া বিরাম পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'কৃত্যল্যুটো বহুলম্'—এই সূত্রের বহুল গ্রহণের দ্বারা সংজ্ঞা না বুঝাইলেও 'হলশ্চ' (৩।৩।১২১) অনুসারে করণকারকে 'ঘঞ্' প্রত্যয় হইয়া থাকে। এই মতে 'অন্ত্যবর্ণ অবসানসংজ্ঞক', ইহার দ্বারাই উচ্চারণের বিরতি হয়। 'রামর্'—এই প্রয়োগে অন্তবর্ণ যে 'রেফ্' ইহাই অবসান সংজ্ঞক, ইহার দ্বারাই উচ্চারণের বিরতি হইয়াছে; সেইজন্য এই অবসান সংজ্ঞক রেফের পূর্ব্বোক্ত সূত্রের দ্বারা বিসর্গ হইলে 'রামঃ' পদ সিদ্ধ হয়। যাহার পরে কোন বর্ণের উচ্চারণ করা হয় না—এইরূপ অন্ত্যবর্ণ অবসান সংজ্ঞক হইলে 'খরবসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ'—এই একটি সপ্তমী বিভক্তি বিষয়ভেদে ভিন্ন হইয়া থাকে—খর্ পরে থাকিলে রেফের বিসর্গ হয় এবং অবসান যদি স্থানী হয় তাহা হইলেও উহার বিসর্গ হয়—'খরি পরে অবসানে চ স্থানিনি রেফস্য বিসর্গো ভবতি।'

বাসুদেব দীক্ষিত বিপূর্ব্বক 'রম্' ধাতুর শেষে সামীপ্যাধিকরণে 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া 'বিরাম' শব্দটির নিষ্পত্তি করিয়াছেন, যেমন 'যস্মিন্ উচ্চারিতে সতি বর্ণান্তরানামুচ্চারণামভাবঃ সোঽন্ত্যবর্ণোঽবসান-সংজ্ঞকো ভবতি—যে বর্ণটির উচ্চারণ করা হইলে; উহার অব্যবহিতোত্তর কালে যদি বর্ণান্তরের উচ্চারণাভাব হয়, তাহা হইলে সেই অন্ত্যবর্ণটি অবসান সংজ্ঞক হয়—এইরূপ সূত্রার্থ হইয়া থাকে। এই মতেও 'রামর্' এই প্রয়োগে 'র্' এই অন্ত্যবর্ণের অব্যবহিতোত্তরকালে কোন বর্ণের উচ্চারণ করা হয় নাই, সেইজন্য এই অন্ত্য রেফ অবসান সংজ্ঞক—ইহারই পূর্ব্বোক্ত সূত্র অনুসারে বিসর্গ হইয়া থাকে।

২৮। **পর সন্নিকর্ষঃ সংহিতা।**
বর্ণানামতিশয়িতঃ সন্নিধিঃ সংহিতা সংজ্ঞঃ স্যাৎ।
একাধিক বর্ণের অত্যন্ত সন্নিধান সংহিতা সংজ্ঞক হয়।

এইসূত্রে যে পরশব্দ আছে, উহার এস্থলে অর্থ অতিশয়িত বা অত্যন্ত। 'দূরানাত্মোত্তমাঃ পরা' ইত্যমরঃ—দূর, নিজ হইতে ভিন্ন ও উৎকৃষ্ট—এইগুলি পর শব্দের অর্থ। 'দূরত্ব দিক্ দেশ অথবা কালবৃত্তিই হয়, বর্ণের

ক্ষেত্রে দিক ও দেশবৃত্তি দূরত্বের গ্রহণ করা যায় না। কালের দূরত্ব গ্রহণ করা সম্ভব থাকিলেও উহা সন্নিধির বিশেষণ হইতে পারে না। কারণ দূর ও নিকট দুইটি বিরোধী। আত্মোত্তম অর্থেরও গ্রহণের কোন প্রসঙ্গই নাই; সেইজন্য অন্তিম অর্থটিই গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে পর শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট অর্থাৎ অতিশয়িত।

সন্নিকর্ষের অর্থ সাধারণতঃ সংযোগ অথবা সমবায়রূপ সম্বন্ধ; কিন্তু বর্ণের সহিত বর্ণের সংযোগ হইতেই পারে না, গুণের সহিত গুণের সংযোগসম্বন্ধ কেহ স্বীকার করেন না—বর্ণ শব্দাত্মক গুণ। একটি বর্ণে আর একটি বর্ণ সমবায়সম্বন্ধেও থাকিতে পারে না; কারণ শব্দের সমবায়সম্বন্ধে অধিকরণ হইল আকাশ। বর্ণকে যাঁহারা নিত্য ও বিভু দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতেও একটি নিত্য ও বিভু দ্রব্য আর একটি নিত্য ও বিভু দ্রব্যে সমবায়-সম্বন্ধে থাকিতে পারে না। নিত্য ও বিভু দ্রব্যের সংযোগ কেহ কেহ স্বীকার করেন। আর যদি উহাদের সংযোগরূপ সন্নিকর্ষ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে অতিশয়িত বিশেষণের কোন সার্থকতা থাকে না—বর্ণদ্বয়ের অতিশয়িত সংযোগ যে কিরূপ হইতে পারে, তাহা কেহ বলিতে সক্ষম নয়। এইজন্য এস্থলে সন্নিকর্ষের অর্থ সন্নিধি অর্থাৎ নিকটবর্ত্তিতা গৃহীত হইয়াছে।

বর্ণদ্বয়ের যে অত্যন্ত সন্নিধান, তাহা কিরূপ ইহা বিবেচনীয়। উহারা আকৃতি বিশিষ্ট দ্রব্য নয় যে উহাদের দেশকৃৎ দূরত্ব বা সন্নিধান হইতে পারে, সেইজন্য কালকৃৎ সন্নিধানই এক্ষেত্রে গৃহীত হইয়া থাকে। বর্ণদ্বয়ের উচ্চারণে কালের যে ব্যবধান থাকে, তাহা কম বা অধিক সম্ভব। ক্রমশঃ উচ্চার্য্যমান বর্ণগুলির মধ্যে কালের ব্যবধান থাকেই; পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণের উচ্চারণে যে স্থান ও করণ প্রভৃতির ব্যাপার, উহা উপরত হইলে পরবর্ত্তী বর্ণের উচ্চারণ করিতে যে স্থান করণ প্রভৃতির ব্যাপার আরম্ভ হয়—উহাদের মধ্যে যে কালের ব্যবধান রহিয়াছে, তাহা অতিসূক্ষ্ম বলিয়া উপলব্ধি হওয়া কঠিন হইলেও

উহাদের মধ্যে অর্দ্ধমাত্রাকালের ব্যবধান থাকা স্বাভাবিক—ইহা শব্দ-শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন। একটি বর্ণের উচ্চারণ করার পর আর একটি বর্ণের উচ্চারণ করিতে অর্দ্ধমাত্রার অধিককালের ব্যবধান থাকে না, সেই অর্দ্ধমাত্রার অধিককালের ব্যবধানরাহিত্যই এস্থলে অতিশয়িত সন্নিধি বা অত্যন্ত কাছাকাছি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

উচ্চারণে তিনটি বৃত্তি আছে—দ্রুতা, মধ্যমা ও বিলম্বিতা। দ্রুতা বৃত্তিতে বর্ণের উচ্চারণে যতটা মাত্রার ব্যবধান থাকে মধ্যমায় উহার অপেক্ষা তিনভাগ অধিক এবং বিলম্বিত বৃত্তিতে মধ্যমার অপেক্ষা আরও তিনভাগ অধিক মাত্রাকালের ব্যবধান থাকে। দ্রুতাবৃত্তিতে বর্ণদ্বয়ের উচ্চারণ করিতে মাত্র অর্দ্ধমাত্রাকালের ব্যবধান থাকে। সুতরাং দ্রুতাবৃত্তিতেই সংহিতা হয়; কিন্তু অন্যবৃত্তিতে সংহিতা থাকে না—ভাষ্যকার বলিয়াছেন—অদ্রুতায়াম সংহিতম্—দ্রুতাবৃত্তিব্যতীত অন্যবৃত্তিতে সংহিতা হয় না; সেইজন্য মাত্রাকালের ব্যবধানে অবগ্রহ হয়—'মাত্রাকালমবগ্রহঃ'।

২৯। সুপ্তিঙন্তং পদম্।

সুবন্তং তিঙন্তং চ পদসংজ্ঞংস্যাৎ।

সুবন্ত ও তিঙন্তের পদসংজ্ঞা হয়।

সুপ্ (সু, ঔ, জস্ ; অম্, ঔট্, শস্ ; টা, ভ্যাম্, ভিস্ ; ঙে, ভ্যাম্, ভ্যস্ ; ঙস্, ওস্ আম্ ; ঙি, ওস্, সুপ্) অন্তে আছে যাহার সুবন্ত এবং তিঙ্ (তিপ্, তস্, ঝি ; সিপ্ থস্ থ ; মিপ্ বস্ মস্ ; ত আতাম্ ঝ; থাম্ আথাম্ ধ্বম্ ; ঈট্, বহি, মহিঙ্) অন্তে আছে যাহার তিঙন্ত —এই দুইটি পদ বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। রামো গচ্ছতি—এই বাক্যে রামঃ—ইহা সুবন্ত পদ এবং গচ্ছতি ইহা তিঙন্ত পদ।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে সুপ্ প্রত্যাহার অথবা সপ্তমীর বহু বচনে সুপ্ বিভক্তি? যদি 'সুপ্' প্রত্যাহার-ই হয়, তাহা হইলে কোন পর্য্যন্ত প্রত্যাহার—প্রথমার একবচনের 'সু' হইতে সপ্তমীর বহু-

বচনে 'সুপ্' বিভক্তি পর্য্যন্ত অথবা প্রথমার একবচনের 'সু' বিভক্তি হইতে 'উরঃ প্রভৃতিভ্যঃ কপ্' (৫।৪।১৪১) এই সূত্র বিহিত 'কপ্'-এর প-কার পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৪।১।২ এর সু হইতে ৫।৪।১৪১ সূত্রের 'কপ্' এর 'প্' পর্য্যন্ত ?

ইহার উত্তর হইল 'সুপ্' প্রত্যাহার, সপ্তমীর বহুবচনে 'সুপ্' বিভক্তি নয়। যেহেতু 'তিঙ্' প্রত্যাহার ; সেইজন্য 'তিঙ্' এর সাহচর্য্য বশতঃ 'সুপ্' ও প্রত্যাহার ; আর 'সুপ্' যদি প্রত্যাহার না হইয়া সপ্তমীর বহুবচনের 'সুপ্' বিভক্তি হয়, তাহা হইলে 'ন ঙি-সম্বুদ্ধ্যোঃ' (৮।২।৮) সূত্রটিই নিরর্থক হইয়া যায়—আর্দ্রে চর্মন্ ও হে রাজন্—এই দুইটি স্থলে 'চর্মন্' এই ঙি-বিভক্ত্যন্তের ও 'রাজন্' এই সম্বুদ্ধ্যন্তের নকার পদান্ত না হওয়ায় 'ন লোপ প্রাতিপদিকান্তস্য' (৮।২।৭) অনুসারে উহার লোপের প্রাপ্তিই নাই ; সুতরাং উক্তস্থলে ন লোপের নিষেধ করিবার কোন প্রয়োজনই থাকে না। এই ন লোপের নিষেধ সূত্রের প্রণয়নের দ্বারা পাণিনি জ্ঞাপিত করিয়াছেন যে 'সুপ্' একটি প্রত্যাহার ; কিন্তু সপ্তমীর বহুবচনের 'সুপ্' বিভক্তি নয়।

পূর্ব্বোক্ত যুক্তির দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে 'সুপ্' সপ্তমীর বহুবচনের বিভক্তি নয় ; কিন্তু প্রত্যাহার। এইবার ইহাই বিবেচ্য যে 'সুপ্'—সু হইতে 'প্' পর্য্যন্ত ; কিন্তু কোন 'প্' পর্য্যন্ত 'সুপ্' এর পকার অথবা 'কপ্' এর পকার? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে 'সুপ্' প্রত্যাহার প্রথমার একবচন 'সু' হইতে সপ্তমী—বহুবচনের 'সুপ্' বিভক্তির পকার পর্য্যন্তই গৃহীত হইয়া থাকে ; কিন্তু 'কপ্' এর পকার পর্য্যন্ত 'সুপ্' প্রত্যাহার গ্রহণ করা হয় না। যদি 'কপ্' এর পকার পর্য্যন্তই 'সুপ্' প্রত্যাহার বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে পাণিনি 'স্বাদিষ্বসর্বনামস্থানে' (১।৪।১৭) ইহার পরিবর্ত্তে 'সুপ্যসর্বনামস্থানে' এইরূপ সূত্র করিতেন, কারণ এইরূপ সূত্র করিলে লাঘব হয়। 'সুপ্যসর্বনামস্থানে'—এইরূপ সূত্রন্যাস না করিয়া যে 'স্বাদিষ্ব-সর্বনামস্থানে'—এইরূপ সূত্র করা হইয়াছে—ইহার দ্বারা ইহাই

বিজ্ঞাপিত হইতেছে যে 'সুপ্' প্রত্যাহার 'স্বৌজসমৌট্' (৪।১।২) এই সূত্রের দ্বারা বিহিত সু হইতে 'সুপ্' এর পকার পর্য্যন্ত 'উরঃ প্রভৃতিভ্যঃ কপ্'—এই সূত্র বিহিত 'কপ্' এর পকার পর্য্যন্ত নয়।

এইবার আর একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে 'সুপ্' ও 'তিঙ্'— দুইটি প্রত্যাহার হইলেও প্রত্যয়। প্রত্যয়ের কখন স্বয়ং প্রয়োগ করা যায় না, সুতরাং সুপ্ ও তিঙ্—এই প্রত্যয়ের দ্বারা তদন্তের আক্ষেপ করা যাইতে পারে, তাহা হইলে 'সুপ তিঙৌ পদম্' এইরূপ সূত্র করাই উচিত ছিল, সূত্রে 'অন্ত' পদের গ্রহণ করিবার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে ইহাই বক্তব্য যে এই অন্ত পদের গ্রহণের দ্বারা ইহাই জ্ঞাপিত হইতেছে যে অন্যত্র সংজ্ঞাবিধৌ প্রত্যয়গ্রহণে তদন্তগ্রহণং ন—অন্যত্র সংজ্ঞাবিধিতে প্রত্যয়ের গ্রহণ থাকিলেও তদন্তের গ্রহণ হয় না। যথা 'ঈদূদেদ্দ্বিবচনং প্রগৃহ্যম্' (১।১।১১) এই সূত্রে দ্বিবচনম্ এই পদের দ্বারা দ্বিবচনান্তের গ্রহণ হয় না। যদি উক্ত পরিভাষাটি জ্ঞাপিত না হইত, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রগৃহ্য সংজ্ঞা বিধায়ক সূত্রেও 'দ্বিবচনম্' এই পদের দ্বারা দ্বিবচনান্তের গ্রহণ হইলে ঈদন্তম্, উদন্তমেদন্তং চ দ্বিবচনান্তং প্রগৃহ্যসংজ্ঞকং ভবতি—ঈদন্ত, উদন্ত ও এদন্ত দ্বিবচনান্ত প্রগৃহ্য সংজ্ঞক হয়—এইরূপ সূত্রার্থ হইত। তাহা হইলে 'কুমার্য্যোঃ আগারম্' এইরূপ বিগ্রহ করিয়া সমাস করিলে 'কুমারী আগারম্' এই অবস্থায় 'কুমারী' পদটি ঈদন্ত এবং 'ঔস্' এই ষষ্ঠীর দ্বিবচনের যে লোপ হইয়াছে; 'প্রত্যয়লোপে প্রত্যয়লক্ষণম্' (১।১।৬২) অনুসারে সেই দ্বিবচনান্তও। সুতরাং ঈদন্ত ও দ্বিবচনান্ত 'কুমারী' পদের প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হইয়া যাইবে আর প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হইলে 'প্লুতপ্রগৃহ্যাচি নিত্যম্' (৬।১।১২৫) অনুসারে প্রকৃতিভাব অর্থাৎ সন্ধি হইবে না, ফলে 'ইকোযণচি' (৬।১।৭৭) সূত্র অনুসারে যে 'যণ্' হয়; তাহা হইবে না—'কুমারী আগারম্' এইরূপ সন্ধির অভাব ঘটিতরূপ সাধু বলিয়া গৃহীত হইবে, তাহা যাহাতে না হয়; সেইজন্য পূর্ব্বোক্ত পরিভাষার

প্রয়োজন আছে, আর এই পরিভাষাটির জ্ঞাপনের জন্য এই সূত্রে 'অন্ত' গ্রহণের প্রয়োজন আছে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে 'কৃত্তদ্ধিতসমাসাশ্চ' সূত্রের দ্বারা প্রাতিপদিক সংজ্ঞা বিহিত হয় বলিয়া উহা সংজ্ঞা বিধায়ক সূত্র; কিন্তু এই সূত্রে কৃৎ ও তদ্ধিত—এই দুইটি প্রত্যয়ের দ্বারা তদন্তের বোধ হইয়া থাকে, সেইজন্য কৃদন্ত ও তদ্ধিতান্তের প্রাতিপদিক সংজ্ঞা চিহ্নিত বিধান হইয়া থাকে, ইহা কি করিয়া হইতে পারে? পূর্ব্বোক্ত অন্তগ্রহণের দ্বারা জ্ঞাপিত পরিভাষা—সংজ্ঞাবিধিতে প্রত্যয়গ্রহণ হইলে তদন্তের বোধ হয় না—ইহা 'কৃত্তদ্ধিত' সূত্রের ক্ষেত্রে নিষেধ করে না কেন?

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তীগণ বলেন যে 'অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ' সূত্র হইতে উক্ত সূত্র 'অর্থবৎ' পদের অনুবৃত্তি আসে কিন্তু কেবল কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের দ্বারা কোন ব্যবহারিক অর্থের প্রতীতি না হওয়ায় 'কৃৎ' এর দ্বারা কৃদন্তের এবং তদ্ধিতের দ্বারা তদ্ধিতান্তের বোধ হইয়া থাকে।

৩০। **হলোঽনন্তরাঃ সংযোগঃ।** (১।১।৭)

অজ্ভিরব্যবহিতা হলঃ সংযোগসংজ্ঞাঃ স্যুঃ।

যে হল্ বর্ণে কোন অচ্ এর ব্যবধান থাকে না, সেই হল্ বর্ণগুলির সংযোগ সংজ্ঞা হয়।

'অনন্তরাঃ' পদটি 'হলঃ' এই বহুবচনান্ত 'হল্' এর বিশেষণ। 'অন্তর' শব্দের অভিধানে অনেক অর্থ বলা হইয়াছে। এস্থলে প্রসঙ্গ-ক্রমে ব্যবধান অর্থের গ্রহণ করা হয়; তাহা হইলে ন বিদ্যতে ব্যবধানং যেষু—যাহাতে কোন ব্যবধান নাই—এই অর্থে 'নঞোঽস্ত্যর্থানাং বাচ্যো বা চোত্তরপদলোপঃ' এই বার্ত্তিকের দ্বারা বহুব্রীহি সমাস এবং উত্তরপদের লোপ করিলে 'অনন্তরাঃ'—এই পদটির সিদ্ধি হয়। যাহাতে কোন ব্যবধান নাই অর্থাৎ ব্যবধান শূন্য একাধিক হল্। যে হল্গুলির মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে না—ইহা বলিলে বুঝিতে হইবে যে উহাতে যদি কোন বিজাতীয় বর্ণের ব্যবধান না থাকে। ব্যবধান

বিজাতীয়ের দ্বারাই হয়। হল্ এর বিজাতীয় হইল 'অচ্', সেইজন্য অচ্ কর্ত্তৃক ব্যবধানরাহিত্যই এস্থলে বিবক্ষিত অর্থ—ইহা বুঝাইবার জন্যই দীক্ষিত বলিয়াছেন 'অজ্ভিরব্যবহিতা হলঃ'—অচ কর্ত্তৃক ব্যবধান শূন্য একাধিক হলের সংযোগ সংজ্ঞা হয়।

হলশ্চ হলৌ চ হলঃ—এইরূপ একশেষ করিলে অচ্ কর্ত্তৃক ব্যবধান শূন্য—অনেক অথবা দুইটি হল্ বর্ণের সংযোগ সংজ্ঞা হইয়া থাকে। দুইটি 'হল্' বর্ণের সংযোগ সংজ্ঞা হওয়ার ফলে 'শিক্ষা' এই স্থলে 'শিক্ষ্' ধাতুতে দুইটি 'হল্' এর সংযোগ সংজ্ঞা পরে থাকায় 'সংযোগে গুরু' (১।৪।১১) অনুসারে 'শি' এ ই ইহার টির গুরু সংজ্ঞা হয় এবং 'গুরোশ্চ হলঃ' (৩।৩।১০৩) অনুসারে গুরুমান ও হলন্ত এই 'শিক্ষ্' ধাতুর শেষে 'অ' প্রত্যয় হইলে স্ত্রীলিঙ্গে উক্ত রূপটি সিদ্ধ হইয়া থাকে।

টি, ঘু প্রভৃতির ন্যায় লঘু অক্ষরের সংজ্ঞা না করিয়া যে 'সংযোগ' এইরূপ মহাসংজ্ঞা করা হইয়াছে ইহার ফল হইল অন্বর্থ অর্থাৎ অনুগত অর্থের লাভ—ভাষ্যকার বলিয়াছেন—মহাসংজ্ঞাকরণং হি অন্বর্থ লাভার্থম—সংযুজ্যন্তে বর্ণা যত্র সমুদায়ে—যাহাতে অনেক বর্ণ সংযুক্ত হইয়া থাকে—এইরূপ সমুদায় হইল সংযোগ। এইভাবে অন্বর্থের দ্বারা অচ্ কর্ত্তৃক ব্যবধান শূন্য দুই বা অধিক হল্ বর্ণের সমুদায়ের সংযোগ সংজ্ঞা হয়, কিন্তু ঐরূপ একটি 'হল্' এর সংযোগ সংজ্ঞা হয় না।

স্বরবর্ণের ব্যবধান যাহাতে নাই—এইরূপ একটি 'হল্' বা ব্যঞ্জন বর্ণের সংযোগ সংজ্ঞা অভীষ্ট হয়, তাহা 'সুদৃষৎ প্রাসাদঃ' 'দৃষদ্ বিভক্তি' ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'ত্' ও 'দ্' এর সংযোগ সংজ্ঞা হইবে 'সংযোগান্তস্য লোপঃ' (৮।২।২৩) অনুসারে ঐরূপ সংযোগান্ত পদের অন্ত্যবর্ণ ত্ ও দ্ এর লোপ প্রসক্ত হইবে। এইজন্য অচ্ কর্ত্তৃক ব্যবধান শূন্য একটি 'হল্' এর সংযোগ সংজ্ঞা হয় না।

সেইজন্যই 'নির্যায়াৎ' ইত্যাদি স্থলে কেবল 'য্' মাত্রের সংযোগ সংজ্ঞা হওয়ার ফলে 'বান্যস্য সংযোগাদেঃ' (৬।৪।৬৮) সূত্র অনুসারে

সংযোগ আদিতে যাহার আছে—এইরূপ আকারের একার হয় না। যদি 'অচো রহাভ্যাং দ্বে' (৮।৪।৪৬) সূত্র অনুসারে 'য্' এর দ্বিত্ব করা হয়, তাহা হইলে দুইটি 'য্' কারে সংযোগ হয় বটে; কিন্তু 'পূর্ব্বত্রাসিদ্ধম্' (৮।২।১) অনুসারে উহার অসিদ্ধ হওয়ার ফলে, পূর্ব্বোক্ত সূত্র অনুসারে 'নির্য্যায়াৎ' ইত্যাদিস্থলে একার হইতে পারে না—ইহাই সিদ্ধান্ত।

যে স্থলে অনেক 'হল্' বর্ণ সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে; সেস্থলেও দুইটির অথবা দুই এর অধিকের সংযোগ সংজ্ঞা হয়, যদি দুইয়ের অধিক 'হল্' বর্ণেরই অচ্ কর্ত্তৃক ব্যবধানশূন্য অবস্থায় সংযোগ সংজ্ঞা হয়, তাহা হইলে 'গোমান্ করোতি' ইত্যাদিস্থলে 'মতুপ্' প্রত্যয়ের তকারের 'সংযোগান্তস্য লোপঃ' (৮।২।২৩) অনুসারে লোপ হইতে পারিবে না।

যে 'হল্' বর্ণে 'অচ্' এর ব্যবধান থাকে না—এইরূপ 'হল্' এর সংযোগ সংজ্ঞা হয়; কিন্তু যাহাতে 'হল্' বর্ণের ব্যবধান থাকে না এইরূপ একাধিক 'অচ্'এর সংযোগ সংজ্ঞা হয় না। যদি এইরূপ 'অচ্'এর সংযোগ সংজ্ঞা হইত, তাহা হইলে 'তিতউভ্যাম্'—এস্থলে শেষে 'অ উ'—এই দুইটি 'অচ্'এর সংযোগ সংজ্ঞা লোপ হইয়া যাইবে; ফলে 'সংযোগান্তস্য লোপঃ' অনুসারে 'ততউ' এই সংযোগান্ত পদের অন্ত্যবর্ণ যে উকার আছে উহার লোপ প্রসক্ত হইবে।

'তন্' ধাতুর শেষে 'তনোতে উ উথন্বচ্চ' এই উণাদি সূত্রের দ্বারা 'ড উ' প্রত্যয় হয় এবং উহা সন্বদ্ হয় অনবদ্ হওয়ার ফলে 'সন্যঙোঃ' (৬।১।৯) অনুসারে 'তন্' ধাতুর দ্বিত্ব হইলে 'তন্ তন্ অ উ' এইরূপ অবস্থা হয়, এইবার 'পূর্ব্বোঽভ্যাসঃ' (৬।১।৪) অনুসারে পূর্ব্বের অভ্যাস সংজ্ঞা। 'হলাদিঃ শেষঃ' (৭।৪।৬০) অনুসারে অভ্যাসের অন্ত্যলোপ 'অন্যতঃ' (৭।৪।৮৯) অনুসারে পূর্ব্ব-তকারের অকারের স্থানে ইকার এবং 'তন্' এর 'অন্' এইটি ভাগের লোপ হইলে 'ততউ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়।

'অনন্তরাঃ'—এই বিশেষণটি থাকার ফলে অচ্ কর্ত্তৃক ব্যবধান শূন্য একাধিক হল্ বর্ণে সংযোগ সংজ্ঞা হয়, কিন্তু এই বিশেষণটি যদি না

থাকে, তাহা হইলে অচ্ এর ব্যবধান থাকিলেও একাধিক 'হল্' বর্ণের সংযোগ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে ; ফলে 'পনসম্' এই পদটিতে অকারের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও সকার মকারের সংযোগ সংজ্ঞা হইয়া যাইবে এবং 'স্কোঃ সংযোগাদ্যোরন্তে চ' (৮।২।২৯) অনুসারে সংযোগের আদিতে বর্ত্তমান যে সকার, ইহার লোপ প্রসক্ত হইবে। তাহা যাহাতে না হয় ; সেইজন্য অচ্ এর ব্যবধান শূন্য হল্ বর্ণের সংযোগ সংজ্ঞা হয়—ইহা বলা হইয়াছে।

একমাত্রিক স্বরবর্ণের হ্রস্ব সংজ্ঞা বিহিত হইয়াছে, উহারই এই সূত্রের দ্বারা লঘু সংজ্ঞা বিধান করা হইতেছে—

৩১। হ্রস্বং লঘু। (১।৪।১০)

হ্রস্ব অক্ষরের লঘু সংজ্ঞা হয়।

'পুগন্তলঘূপধস্য চ' (৭।৩।৮৬) ইত্যাদি সূত্রে লঘু সংজ্ঞার ব্যবহার করা হইয়াছে। 'ভিদ্' ধাতুর ইকার লঘুসংজ্ঞক ; সুতরাং 'ভিদ্ তা' এইরূপ অবস্থায়, ইকার এই লঘু উপধাতে আছে ; এইরূপ ভিদ্ এই অঙ্গের ইকারের একার গুণ করিলে 'ভেদ্ তা' এই প্রকার হইয়া যায়। পরে 'খরি চ' (৮।৪।৫৫) অনুসারে দকারে তকার করিলে 'ভেত্তা' সিদ্ধ হয়, এইরূপ 'ছেত্তা' প্রভৃতিও সিদ্ধ হইয়া থাকে।

৩২। সংযোগে গুরু। (১।৪।১১)

সংযোগে পরে হ্রস্বং গুরু সংজ্ঞং স্যাৎ।

সংযোগ পরে থাকিলে হ্রস্ব অক্ষর গুরু সংজ্ঞক হয়।

পূর্ব্ব সূত্রের দ্বারা লঘুসংজ্ঞা প্রাপ্ত ছিল ; কিন্তু ইহার দ্বারা উক্ত ক্ষেত্রে গুরুসংজ্ঞা বিধান করা হইয়াছে। 'গুরোশ্চ হলঃ' (৩।৩।১০৩) ইত্যাদি সূত্রেই হইল ইহার ব্যবহার ক্ষেত্র। যথা 'শিক্ষ্' 'ভিক্ষ্' ইত্যাদি ধাতুতে 'ক্ ষ্—এই দুইটি 'হল্'এর সংযোগ পরে থাকায় পূর্ব্ববর্ত্তী ইকারের গুরুসংজ্ঞা হয়, ফলে পূর্ব্বোক্ত সূত্র অনুসারে 'অ' প্রত্যয় হইলে স্ত্রীলিঙ্গে 'শিক্ষা', ভিক্ষা' ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

৩৩। দীর্ঘং চ। (১।৪।১২)

দীর্ঘং চ গুরুসংজ্ঞং স্যাৎ।

দীর্ঘ অক্ষরের গুরুসংজ্ঞা হয়।

এই সূত্রে পূর্ব্বসূত্র হইতে 'সংযোগে' এই পদের অনুবর্ত্তন হয় না। সামান্যরূপেই ইহার দ্বারা দীর্ঘ-অক্ষরের গুরুসংজ্ঞা বিধান করা হইয়াছে। ইহার উদাহরণ যেমন 'ঈহা' 'ঊহা' ইত্যাদি। ঈহ চেষ্টায়াম্ ও ঊহ বিতর্কে দুইটি ধাতুতেই দীর্ঘ—ঈকার ও ঊকার আছে ; সুতরাং এই গুরুমান ও হলন্ত ঈহ ও ঊহ ধাতুর শেষ 'গুরোশ্চ হলঃ' (৩।৩।১০৩) অনুসারে 'অ' প্রত্যয় হইলে স্ত্রীলিঙ্গে ঈহা ও ঊহা পদ হইয়া থাকে। মনে রাখিতে হইবে যে 'অ' প্রত্যয়ান্ত শব্দ কখন পুংলিঙ্গে হয় না, উহা নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ ; সেইজন্য 'অ' প্রত্যয় হইলেই তদন্তের শেষে 'অজাদ্যতষ্টাপ্' সূত্র অনুসারে আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ হইয়া থাকে।

ইতি সংজ্ঞা প্রকরণম্—প্রথমাধ্যায়স্থ সন্ধিকার্য্যোপযোগী যে সংজ্ঞা, উহার সমাপ্তি হইল। অষ্টাধ্যায়ীর অনেক সংজ্ঞাই সংজ্ঞা প্রকরণে বলা হয় নাই। আম্রেড়িত সংজ্ঞা, প্রগৃহ্য সংজ্ঞা, ভসংজ্ঞা প্রভৃতির উল্লেখ সিদ্ধান্ত কৌমুদীর সংজ্ঞা প্রকরণে নাই ; সেইজন্য এস্থলে 'ইতি সংজ্ঞা প্রকরণম্'—এই বাক্যের অর্থ কেবল প্রথমাধ্যায়ের সংজ্ঞা, যেগুলি সন্ধিতে উপযুক্ত হইয়া থাকে, সেই সংজ্ঞাগুলির প্রকরণ এস্থলে সমাপ্ত হইল—ইহা বুঝিতে হইবে।

সান্যালোপনামকেনাযোধ্যানাথশাস্ত্রিনা বিরচিতায়াং 'কাদম্বিনী' ব্যাখ্যায়াং সংজ্ঞাপ্রকরণম্ সমাপ্তম্।

অথ পরিভাষা প্রকরণম্

৩৪। ইকো গুণবৃদ্ধী। (১।১।৩)।

গুণবৃদ্ধিশব্দাভ্যাং যত্র গুণবৃদ্ধী বিধীয়তে তত্র 'ইকঃ' ইতি ষষ্ঠ্যন্তং পদমুপতিষ্ঠতে।

যে স্থলে গুণ অথবা বৃদ্ধি শব্দের দ্বারা গুণ অথবা বৃদ্ধির বিধান করা হয়, সেস্থলে 'ইকঃ' এই ষষ্ঠ্যন্ত পদের উপস্থিতি হইয়া থাকে।

'বৃদ্ধিরাদৈচ্' ও 'অদেঙ্ গুণঃ'—এই পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটি সূত্র হইতে বৃদ্ধি ও গুণ পদের অনুবৃত্তি করা হইয়াছে। সেস্থলে বৃদ্ধি ও গুণ পদের দ্বারা সংজ্ঞা বুঝাইলেও এস্থলে অনুবৃত্ত ঐ দুইটি পদই স্বকীয় স্বরূপের বোধ করাইয়া থাকে। যেমন 'বহুগণবতুডতি সংখ্যা' (১।১।২৩) এই সূত্রে সংখ্যা পদের দ্বারা সংজ্ঞা বুঝাইলেও 'ষ্ণান্তা ষট্' (১।১।২৪) এই সূত্রে অনুবৃত্ত 'সংখ্যা' পদসংজ্ঞার বোধক; সেইরূপ এস্থলেও। সূত্রস্থ গুণ ও বৃদ্ধি পদের দ্বারা সংজ্ঞার বোধ হয়—গুণের সংজ্ঞী অকার, একার, ওকার এবং বৃদ্ধির সংজ্ঞী হইল আকার, ঐকার, ঔকার।

এইটি অধিকার সূত্র নয়, কারণ যদি অধিকার সূত্র হইত; তাহা হইলে পরবর্ত্তী 'ন ধাতুলোপে' সূত্রের 'ন' পদটির বিভিন্নরূপে পাঠ না করিয়া 'ইকো গুণ বৃদ্ধী ন' এইরূপ একসঙ্গে পাঠ করা হইত। যেমন 'সর্বস্য দ্বে' এই অধিকার সূত্রটিতে 'সর্বস্য' ও 'দ্বে' দুইটি পদের যুগপৎ পাঠ করা হইয়াছে।

বিধি সূত্র ও নয়, কারণ যদি এই সূত্র বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে 'সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ' 'সিচি বৃদ্ধিঃ পরস্মৈপদেষু' (৭।৩।৮৪) প্রভৃতি গুণ ও বৃদ্ধি বিধায়ক সূত্রগুলির কোন সার্থকতা থাকে না। সংজ্ঞা সূত্রও নয়, কারণ সংজ্ঞা সূত্র হইলে 'বৃদ্ধিঃ আদৈচ্'

প্রভৃতি সূত্রের ন্যায় সংজ্ঞা ও সংজ্ঞীর সমান বিভক্তি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ইহাতে 'ইকঃ' 'গুণবৃদ্ধী' এই দুইটিতে ভিন্ন বিভক্তির নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—এইজন্য ইহাকে পরিভাষা সূত্র বলিয়া স্বীকার উচিত—এইরূপ মনে করিয়াই ভট্টোজিদীক্ষিত এই সূত্রটিকে পরিভাষা প্রকরণে পাঠ করিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে যে অধিকার, বিধি ও সংজ্ঞা না হইলেও ইহাকে নিয়ম সূত্র স্বীকার করিতে বাধা কি? অনেকেই 'ইক-এব গুণবৃদ্ধী স্তঃ' 'ইক্' এর গুণবৃদ্ধী হয়; এইরূপ নিয়ম স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং নিয়মসূত্র বলা হইবে না কেন?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে 'সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ' (৭।৩।৮৪) ইত্যাদি বিধিসূত্রে অঙ্গস্য সূত্রের অধিকার আসে সুতরাং অঙ্গের গুণ বিহিত হইলে 'অলোঽন্ত্যস্য' এই সূত্রটির প্রাপ্তি হইবে, তাহা হইলে সার্বধাতুক ও আর্ধধাতুক পরে থাকিতে অঙ্গের অন্ত্য অল্ এর গুণ হয়—এইরূপ সূত্রার্থ হইবে। এইরূপ উক্ত সূত্রের অর্থ হইলে 'যাতা' 'বাতা' ইত্যাদিস্থলে আকারেরও গুণ প্রসক্ত হইবে, তাহা যাহাতে না হয়, সেইজন্য সেস্থলে 'ইকোগুণবৃদ্ধী' এই সূত্রটি 'অলোঽন্ত্যস্য' সূত্রটির বিশেষণ হইয়া নিয়ম করিয়া 'অলোঽন্ত্যস্য' সূত্রটির বিশেষণ হইয়া নিয়ম করিয়া দিবে। ইক্ রূপ অন্ত্য অল্ এরই গুণবৃদ্ধী হয়, এইরূপ নিয়ম করিলে আর 'ইক্' ব্যতীতস্থলে গুণবৃদ্ধীর প্রাপ্তি হইতে পারে না। এই সূত্রটি পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ায় অলোঽন্ত্য সূত্রের বিশেষণ-রূপে নিয়ম করিতে পারে অথবা সার্বধাতুক ও আর্ধধাতুক পরে থাকিতে অঙ্গের 'ইক্' এর গুণ হয়; কিন্তু উহা অন্ত্য অল্ এরই হয় এইরূপ 'অলোঽন্ত্যস্য' সূত্রই উহার বিশেষণ হইয়া নিয়ামক হইবে—ইক্‌রূপ অন্ত্য 'অল্' এরই গুণ হয় অথবা অন্ত্য অল্ রূপ 'ইক্' এরই গুণ হয়—এইভাবে দুই প্রকার হইতে পারে। এই দুই প্রকার নিয়মকেই ভাষ্যকার তদ্দেশ পক্ষরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। তদ্দেশ পদটির তৎপুরুষ ও বহুব্রীহি সমাসে তাহার অলোঽন্ত্য সূত্রের শেষ অর্থাৎ বিশেষণ

অথবা অলোহন্ত্য সূত্রই শেষ বিশেষণ যাহার এইরূপে পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার নিয়মই উহার অন্তর্গত হইয়া যায়। ইহাকে নিয়মসূত্র বলিলেই তদ্দেশ পক্ষটিকে স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু তদ্দেশ পক্ষের কয়েকটি স্থলে দোষ দেখা যায়, যেমন 'মিদেগুর্ণঃ' 'মৃজের্বৃদ্ধিঃ' ইত্যাদিস্থলে মিদ্ ধাতু ও মৃজ্ ধাতুর অন্তে ইক্ রূপ অন্ত্য অল্ অথবা অন্ত্য অল্‌রূপ ইক্ না থাকায় মেদ্যতি প্রভৃতি প্রয়োগে ইক্ এর গুণ ও বৃদ্ধি হইতে পারে না। কিন্তু সম্পূর্ণ অঙ্গের স্থানে গুণ ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। যদ্যপি সেই সবস্থলেও বিভিন্ন যুক্তির দ্বারা প্রসক্ত দোষের নিরাকরণ করিয়া তদ্দেশপক্ষ সমর্থন করা হইয়াছে; কিন্তু ঐরূপ ক্লিষ্ট কল্পনার আশ্রয়ে নিয়মসূত্র স্বীকার করার অপেক্ষায় ইহাকে পরিভাষা সূত্র বলিয়া স্বীকার করা উচিত।

ইহা পরিভাষা সূত্র হইলেও পদোপস্থাপক। গুণ ও বৃদ্ধি বিধায়ক সূত্রগুলিতে 'ইকঃ' এই পদের ষষ্ঠ্যন্ত উপস্থাপিত করিয়া উহাদের উপকারক হইয়া থাকে। কেবল গুণ ও বৃদ্ধি বিধায়ক সূত্রেই 'ইকঃ' পদের উপস্থাপন করে না; কিন্তু গুণ ও বৃদ্ধি শব্দের উল্লেখ করিয়া যেস্থলে গুণ ও বৃদ্ধির বিধান করা হয়, সেই স্থলেই 'ইকঃ' এই ষষ্ঠ্যন্ত পদের উপস্থাপন করিয়া থাকে।

এই সূত্রটিতে প্রথমে 'বিধীয়েতে' এই ক্রিয়া পদের অধ্যাহার করা হয় এবং 'অদেঙ্ গুণঃ' (১।১।২) হইতে 'গুণঃ' ও 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' (১।১।১) সূত্র হইতে বৃদ্ধি পদের অনুবর্ত্তন করা হয়। অর্থবাদ দিয়া কেবল 'গুণঃ' ও 'বৃদ্ধিঃ' এই দুইটি শব্দের অনুবর্ত্তন হইয়া থাকে। অধ্যাহৃত বিধান ক্রিয়ার করণরূপে উক্ত শব্দ দুইটিতে ব্যবহার করিলে উহাদের তৃতীয়ান্তে বিপরিণাম হইয়া থাকে। 'যত্র' পদেরও অধ্যাহার করিতে হইবে আর 'যত্র' পদটি 'তত্র' পদের নিত্য সাপেক্ষ বলিয়া উহারও বৃত্তিতে অনুপ্রবেশ ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে সূত্রের অর্থ এইরূপ হইবে—'গুণবৃদ্ধিশব্দাভ্যাং যত্র গুণবৃদ্ধী বিধীয়েতে তত্র 'ইকঃ' ইতি ষষ্ঠ্যন্তপদমুপতিষ্ঠতে'—গুণ ও বৃদ্ধি শব্দের দ্বারা যেক্ষেত্রে গুণ (অকার,

একার, ওকার) ও বৃদ্ধির (আ, ঐ, ঔ) এর বিধান করা হয়। সেক্ষেত্রে 'ইকস্' এই ষষ্ঠ্যন্তপদের উপস্থিতি হইয়া থাকে। গুণ ও বৃদ্ধি শব্দের উল্লেখ করিয়া গুণ ও বৃদ্ধির বিধান করিলেই গুণ ও বৃদ্ধি শব্দ ঐরূপ বিধান ক্রিয়ার করণ হইতে পারে। গুণ ও বৃদ্ধি শব্দের দ্বারা এইরূপ না বলিয়া যদি ইহাই বলা হইত—যেস্থলে গুণ ও বৃদ্ধির বিধান করা হয়; সেইস্থলে 'ইকস্' এই ষষ্ঠ্যন্তপদের উপস্থিতি হয়, তাহা হইলে সূত্রস্থ 'গুণবৃদ্ধী' পদের কোন প্রয়োজন থাকে না। পূর্বসূত্র হইতে গুণ ও বৃদ্ধিপদের অনুবর্ত্তন করিলেই পূর্বোক্ত সূত্রার্থ হইতে পারিত—এই 'গুণবৃদ্ধী' পদের গ্রহণের দ্বারা ইহা জ্ঞাপিত হইয়াছে যে এস্থলে গুণবৃদ্ধী শব্দেরও ব্যাপার বিবক্ষিত। যেস্থলে গুণ বৃদ্ধি শব্দের উল্লেখ করিয়া গুণ ও বৃদ্ধির বিধান করা হয়, সেইস্থলেই গুণ ও বৃদ্ধি শব্দের ব্যাপার হইয়া থাকে। এই আশাতেই দীক্ষিত বলিয়াছেন—যেস্থলে গুণ ও বৃদ্ধি শব্দের দ্বারা গুণ ও বৃদ্ধির বিধান করা হয়, সেইস্থলেই 'ইকঃ' এই ষষ্ঠ্যন্তপদের উপস্থিতি হইয়া থাকে।

গুণ অথবা বৃদ্ধি শব্দের দ্বারা যদি গুণ অথবা বৃদ্ধির বিধান না করা হয়, সেক্ষেত্রে এই সূত্রটি প্রবৃত্ত হয় না, ফলে 'ইকঃ' এই ষষ্ঠ্যন্তপদেরও অনুবর্ত্তন হয় না। যেমন 'ত্যদাদীনামঃ' (৭।২।১০২) এই সূত্র অনুসারে ত্যদ্, তদ্ প্রভৃতি শব্দের অকার বিধান করা হয়, অকার বস্তুতঃ গুণ হইলেও উহা 'অ' শব্দের দ্বারা বিহিত হইয়াছে; কিন্তু গুণ শব্দের দ্বারা বিহিত হয় নাই; সেইজন্য সেস্থলে 'ইকঃ' এই ষষ্ঠ্যন্তপদের উপস্থিতি হয় না; কেবল 'অলোহন্ত্যস্য' (১।১।৫২) পরিভাষার দ্বারা অন্ত্য অল্-এর স্থানে অকার আদেশ হইয়া থাকে।

'দিব ঔৎ' (৭।১।৮৪) ইত্যাদিস্থলে দিব্ শব্দের ঔকার আদেশ বিহিত হইয়াছে। এই ঔকার বস্তুতঃ বৃদ্ধি হইলেও উহা বৃদ্ধি শব্দের উল্লেখপূর্বক বিহিত হয় নাই; কিন্তু 'ঔৎ' শব্দের উল্লেখ করিয়া বিহিত হইয়াছে; সেইজন্য সেক্ষেত্রে 'ইকঃ' এই ষষ্ঠ্যন্তপদ উপস্থিত হয় না।

এস্থলেও ‘অলোঽন্ত্যস্য’ অনুসারে অন্ত্য অল্‌রূপ ‘ব্’ মাত্রের ঔকার আদেশ হইয়া থাকে।

যেস্থলে সাক্ষাৎ স্থানী নির্দ্দেশ করা হয় নাই, সেই স্থলেই এই পরিভাষাটির প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। ‘সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ’ ‘সিচি বৃদ্ধিঃ পরস্মৈপদেষু’ (৭।২।১) ইত্যাদি গুণ ও বৃদ্ধি বিধায়ক সূত্রে সাক্ষাৎ রূপে কোন স্থানীর উল্লেখ করা হয় নাই, সেক্ষেত্রে এই পরিভাষা অনুসারে ‘ইকঃ’ এই ষষ্ঠ্যন্ত পদ উপস্থিত হইয়া থাকে ; কিন্তু ‘অচোঞ্ণিতি’ (৭।২।১১৫) ‘ওর্গুণঃ’ (৬।৪।১৪৬) ইত্যাদিস্থলে বৃদ্ধিও গুণের স্থানীর উল্লেখ করা হইয়াছে। ‘অচোঞ্ণিতি’ সূত্রে ‘অচঃ’ এবং ‘ওর্গুণঃ’ সূত্রে ‘ওঃ’ যথাক্রমে বৃদ্ধি ও গুণের স্থানী। বৃদ্ধি ও গুণ কাহার হইবে ? এইরূপ স্থানীর আকাঙ্ক্ষা হইলে সূত্রে উপাত্ত যে ষষ্ঠ্যন্তপদ ‘অচঃ’ ‘ওঃ’ ইত্যাদি, উহারাই স্থানীরূপে আদেশের সহিত অন্বিত হইয়া থাকে। এইরূপ সূত্রে উপাত্ত স্থানীর সহিত আদেশের অন্বয় হইয়া গেলে আর স্থানিবিষয়িনী আকাঙ্ক্ষা থাকে না. সেইজন্য সেক্ষেত্রে ‘ইকঃ’ এই ষষ্ঠ্যন্তপদটির স্থানীরূপে অন্বিত হওয়ার কোন প্রয়োজনই থাকে না।

‘সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ’ ‘সিচি বৃদ্ধিঃ পরস্মৈপদেষু’ ইত্যাদিস্থলে স্থানীর উল্লেখ না থাকায় গুণ ও বৃদ্ধি কাহার হইবে ? উহাদের স্থানী কে ? এইরূপ আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি না হওয়ায়, সেই আকাঙ্ক্ষার শান্তির জন্য এই পরিভাষা অনুসারে ‘ইকঃ’ এই ষষ্ঠ্যন্তপদ উপস্থিত হইয়া যায়। যদ্যপি ‘অঙ্গস্য’ এই সূত্রের অধিকার আসিলে অঙ্গরূপ স্থানী-প্রাপ্ত হইতে পারে : কিন্তু উহা উপর্যুক্ত সূত্রে সাক্ষাৎ ভাবে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। আর উহার অধিকার অসিলেও অঙ্গের গুণ অথবা বৃদ্ধি হইবে। অঙ্গের গুণবৃদ্ধি হয় বলিলেও স্থানিবিশেষের আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায়ই—অঙ্গের আদির অন্তের অথবা সম্পূর্ণের ? সুতরাং স্থানি-বিশেষবিষয়নী যে আকাঙ্ক্ষা থাকে ; উহার নিবৃত্তির জন্য সেস্থলে ‘ইকঃ’ এই ষষ্ঠ্যন্তপদ উপস্থিত হইয়া থাকে।

‘সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ’ (৭।২।৮৪) ইত্যাদিস্থলে ‘অঙ্গস্য’ পদের অধিকার আসে এবং ‘মিদের্গুণঃ’ (৭।৩।৮২) সূত্র হইতে ‘গুণঃ’ পদের অনুবৃত্তি আসিলে, সেই গুণ পদের দ্বারা গুণের (অকার, একার, ওকারের) বিধান হওয়ায়, ‘ইকঃ’ এই ষষ্ঠ্যন্তপদ উপস্থিত হইয়া থাকে। ‘ইকঃ’ ও ‘অঙ্গস্য’—এই দুইটি ষষ্ঠ্যন্তপদের বিশেষ্য বিশেষণ ভাবে প্রথমেই অন্বয় করিলে ‘অঙ্গস্য’ পদটিকে বিশেষ্য এবং ‘ইকঃ’ পদটিকে বিশেষণরূপে স্বেচ্ছায় অন্বয় করা যাইতে পারে। তাহা হইলে ‘ইকঃ’ এই বিশেষণটি আবার ‘যেন বিধিস্তদন্তস্য’ অনুসারে তদন্তের বোধক হইলে সার্বধাতুক অথবা আর্ধধাতুক পরে থাকিতে ইগন্ত অঙ্গের গুণ হয়। উক্ত গুণবিধায়ক সূত্রটির এইরূপ অর্থ হইয়া থাকে। ইগন্ত অঙ্গের স্থানে গুণ হয় এইরূপ স্থানষষ্ঠী থাকার ফলে ‘অলোঽন্ত্যস্য’ পরিভাষা অনুসারে ইগন্ত অঙ্গের অন্ত্য অল্ এর গুণ হইয়া থাকে। যেমন ‘ভূ অ তি’ এইরূপ অবস্থায় ‘ভূ’ এই ইগন্ত অঙ্গের অন্ত্য অল্ যে উকার উহার গুণ হইয়া থাকে। পরে ‘ভো অ তি’ এইরূপ অবস্থায় ওকারের অবাদেশ করিলে ‘ভবতি’ প্রয়োগ সিদ্ধ হয়।

‘বিধীয়েতে’—এইরূপ ক্রিয়াপদের অধ্যাহার করার তাৎপর্য হইল যে ইহা বিধিস্থলেই প্রবৃত্ত হয় ; কিন্তু অনুবাদে প্রবৃত্ত হইত্যে পারে না ; এই জন্যই এই সূত্রটিকে পরিভাষা বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। কোন পরিভাষা অনুবাদস্থলে প্রবৃত্ত হয় না ; কেবল বিধি-স্থলেই প্রবৃত্ত হয়—‘বিধৌ পরিভাষা উপতিষ্ঠতে নানুবাদে’। সুতরাং ‘বৃদ্ধির্যস্যাচামাদিস্তদ্‌বৃদ্ধম্’ (১।১।৭৩) ইত্যাদিতে বৃদ্ধির বিধান করা হয় নাই, কিন্তু যে শব্দের আদি অচ্ বৃদ্ধি হয়, উহাকে ‘বৃদ্ধ’ সংজ্ঞা বলা হয়—এইরূপ বৃদ্ধ সংজ্ঞা করার উদ্দেশ্য ‘বৃদ্ধিরাদৈচ্’ (১।১।১) সূত্রের দ্বারা যাহাদের বৃদ্ধি সংজ্ঞা করা হইয়াছে, সেই প্রসিদ্ধ ‘বৃদ্ধি’ শব্দের এস্থলে অনুবাদ অর্থাৎ পশ্চাৎ কথন করা হইয়াছে ; সেইজন্য এস্থলে ‘বৃদ্ধি’ শব্দের উল্লেখ করিয়া বৃদ্ধি সংজ্ঞার বিধান করা হইলেও ‘ইকঃ’ এই ষষ্ঠ্যন্তপদের উপস্থিতি হইবে না। যদি এস্থলে ‘ইকঃ’ এই ষষ্ঠ্যন্ত-

পদের উপস্থিতি হইত, তাহা হইলে ইক্ এর স্থানে বৃদ্ধি হইয়াছে—এইরূপ আদি অচ্ যাহার তাহার বৃদ্ধসংজ্ঞা হয়। এইরূপ বৃদ্ধসংজ্ঞা বিধায়ক সূত্রের অর্থ হইলে 'ঔপগব' ইহা বৃদ্ধসংজ্ঞক হইবে, কারণ 'উপগু' শব্দ হইতে অপত্যার্থে 'অণ্' প্রত্যয় করিয়া আদি উকারের ঔকার বৃদ্ধি করিলে 'ঔপগব' প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়া থাকে, এস্থলে যে আদিতে ঔকার এই বৃদ্ধি আছে, উহা উকার রূপ 'ইক্' এর স্থানে জাত; সেইজন্য এই 'ঔপগব' শব্দের পরে 'বৃদ্ধাচ্ছঃ' (৪।২।১১) অনুসারে 'ছ' প্রত্যয় এবং উহার স্থানে 'আয়নেয়ীয়ীয়' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা 'ঈয়' আদেশ করিলে 'ঔপগবীয়ঃ' সিদ্ধ হইতে পারে ; কিন্তু 'শালীয়ঃ', 'মালীয়ঃ', প্রয়োগ সিদ্ধ হইতে পারে না, কারণ এক্ষেত্রে যে আদিতে অকার রূপ বৃদ্ধি আছে উহা 'ইক্' এর স্থানে জাত নয়।

এইপ্রকার 'অতো গুণে' (৬।১।৯৭) ইত্যাদি সূত্রে গুণ পদের উল্লেখ করিয়া পররূপ বিধান করা হইলেও এস্থলে 'ইকঃ' এই ষষ্ঠ্যন্ত-পদের উপস্থিতি হয় না, কারণ এস্থলেও যে গুণপদ আছে, উহা অন্যত্র প্রসিদ্ধ গুণের অনুবাদ মাত্র, যদি এস্থলেও 'ইকঃ' এই ষষ্ঠ্যন্তপদের উপস্থিতি হইত, তাহা হইলে অপদান্ত অকারের পরবর্ত্তী 'ইক্' এর স্থানে জাত গুণের পররূপ হয়, এইরূপ উক্ত পররূপ বিধায়ক সূত্রের অর্থ হইত। তাহা হইলে 'এধে পচে' ইত্যাদিস্থলেই পররূপ হইত। এধ্ ধাতুর লট্ লকারে উত্তম পুরুষের একবচনে 'এধ্-ই' এইরূপ অবস্থায় 'টিত আত্মনেপদানাং টেরে' (৩।৪।৭৯) অনুসারে ইকারের স্থানে একার হইলে 'এধ্-এ' এইস্থলে ইক্ এর স্থানে জাত একাররূপ গুণ থাকায়, উহার পূর্ব্বোক্ত সূত্র অনুসারে পররূপ হইলে 'এধে' প্রয়োগসিদ্ধ হইতে পারে ; 'পচতি' প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ সেস্থলে 'পচ-অন্তি' এইরূপ অবস্থায় যে অকার রূপ গুণ আছে, উহা কোন 'ইক্' এর স্থানে জাত নয়। সুতরাং অনুবাদ-স্থলে পরিভাষা প্রবৃত্ত হয় না—ইহা স্বীকার করতেই হইবে।

এ বিষয়ে জ্ঞাপক হইল 'উদীচমোতঃ স্থানে যকপূর্বায়াঃ' এই সূত্রে 'স্থানে' গ্রহণ। ইহাতে 'অতঃ' পদের অনুবৃত্তি আসে, উহারই বিশেষণ রূপে 'আতঃ' পদটির ব্যবহার করা হইয়াছে—আতো যোহৎ তস্য—আকারের যে অকার উহার স্থানে বিকল্প ইত্ব হয়—এইরূপ উক্ত সূত্রের অর্থ। এস্থলে 'অতঃ' এই ষষ্ঠী থাকায় 'ষষ্ঠীস্থানে যোগা' (১।১।৪৯) পরিভাষা অনুসারেই স্থানে পদ প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহার জন্য আর 'স্থানে' পদের গ্রহণ করার প্রয়োজন কি ? পাণিনি উক্ত সূত্রে 'স্থানে' পদের গ্রহণ করিয়া ইহাই জ্ঞাপিত করিয়াছেন যে 'অনুবাদে পরিভাষা' প্রবৃত্ত হয় না। উক্ত সূত্রে যে 'আকারের স্থানে অকার' উহাতে বিধির কোনরূপ স্পর্শ নাই, কেবল অনুবাদ মাত্র। উহাতে পূর্ব্বোক্ত পরি-ভাষা অনুসারে 'স্থানে' পদের সহিত যোগ হইতে পারিত না, সেইজন্যই উক্তসূত্রে স্থানে গ্রহণের সার্থকতা।

'ইকস্' ইহা ষষ্ঠ্যন্ত 'ইক্' শব্দের অনুকরণ করিয়া গঠিত হইয়াছে। 'শব্দস্বরূপম্'—এই বিশেষ্যটি উহ্য রহিয়াছে। 'শব্দস্বরূপম্'—এই নপুংসকলিঙ্গের বিশেষণ বলিয়া ইহাও নপুংসকলিঙ্গ। ইহা ষষ্ঠ্যন্তপদ নয়, প্রথমার একবচনের রূপ। ষষ্ঠ্যন্তপদের অনুকরণ বলিয়া ইহার অর্থ হইল ষষ্ঠ্যন্তপদ। বিধি প্রদেশে অর্থের বোধ হওয়ায় সেক্ষেত্রে 'ইকঃ' এই ষষ্ঠ্যন্তপদের উপস্থিতি হইয়া থাকে। 'ইকস্' এই ষষ্ঠ্যন্ত অনুকরণ শব্দের নপুংসকলিঙ্গে প্রথমার একবচনে 'সু' বিভক্তি আসিলে, উহার 'স্বমোর্নপুংসকাৎ' (৭।১।২৩) এই সূত্র অনুসারে লুক্ (লোপ) হইয়া যায়। লুক্ শব্দের দ্বারা 'সু' বিভক্তির লোপ হইয়াছে বলিয়া 'ন লুমতাঙ্গস্য' (১।১।৬৩) অনুসারে 'প্রত্যয়লোপে প্রত্যয়লক্ষণম্' (১।১।৬২) সূত্রটি প্রবৃত্ত হইতে পারে না ; সেইজন্য এস্থলে 'অত্বসন্তস্য চাধাতোঃ' (৬।৪।১৪) অনুসারে উপধার দীর্ঘ হয় না।

৩৫। **অচশ্চ।** (১।২।২৮)।

হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতশব্দৈর্যত্রাজ্বিধীয়তে তত্রাঽচ ইতি ষষ্ঠ্যন্তং পদমুপ-তিষ্ঠতে।

সেস্থলে হ্রস্ব, দীর্ঘ অথবা প্লুত শব্দের দ্বারা 'অচ্' এর বিধান করা হয় : যেস্থলে 'অচঃ'—এই ষষ্ঠ্যন্ত পদ উপস্থিত হইয়া থাকে।

অষ্টাধ্যায়ীতে 'উকালোঽজ্ঝস্বদীর্ঘপ্লুতঃ' এই সূত্রের পরবর্ত্তী হইল এই সূত্রটি ; সেইজন্য পূর্বসূত্র হইতে ইহাতে 'হ্রস্বদীর্ঘপ্লুত' ও 'অচ্' পদের অনুবর্ত্তন হয়। পূর্বসূত্রে হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত শব্দের দ্বারা সংজ্ঞা বুঝাইলেও উহারা কেবল নিজের স্বরূপের বোধক।

'যত্র বিধীয়তে'—এই বাক্যটির অধ্যাহার করিয়া বিধান ক্রিয়ার করণরূপে 'হ্রস্বদীর্ঘপ্লুত' শব্দের অন্বয় এবং 'হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতৈঃ'—এইরূপ তৃতীয়ান্তে বিপরিণাম করিলে উপরি উক্ত সূত্রার্থ হইয়া থাকে। অর্থাৎ হ্রস্ব দীর্ঘ অথবা প্লুত শব্দের উল্লেখ করিয়া যেক্ষেত্রে 'অচ্' এর বিধান করা হয়, সেইক্ষেত্রে 'অচঃ' এইরূপ ষষ্ঠ্যন্তপদের উপস্থিতি হয়। যেমন 'নামি' (৬।৪।৩) 'শমামষ্টানাং দীর্ঘঃ' (৭।৩।৭৪) 'বাক্যস্য টেঃ প্লুত উদাত্তঃ' (৮।২৮২) ইত্যাদি উদাহরণ।

সম্ভব হইলে সামানাধিকণ্যেই অন্বয় হইবে ; কিন্তু বৈয়ধিকরণ্যে হইবে না, আর যেক্ষেত্রে সামানাধিকরণ্যে অন্বয় করা সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে বৈয়ধিকরণ্যেই অন্বয় করিতে হইবে। 'হ্রস্বোনপুংসকে প্রাতিপদিকস্য' এই সূত্রে হ্রস্ব শব্দের উল্লেখ পূর্ব্বক 'অচ্' এর বিধান করা হইয়াছে বলিয়া 'অচঃ'—এই ষষ্ঠ্যন্তপদের উপস্থিতি হইবে। 'অচঃ' এই ষষ্ঠ্যন্ত পদটি 'প্রাতিপদিকস্য'—এই পদটির সামানাধিকরণ্যে বিশেষণ হওয়ার ফলে 'যেন বিধিস্তদন্তস্য' (১।১।৭২) অনুসারে 'অচঃ' এই বিশেষণটি তদন্তের বোধক হইয়া থাকে ; সেইজন্য উক্ত সূত্রটির অর্থ নপুংসকলিঙ্গে বর্ত্তমান অজন্ত প্রাতিপদিকের হ্রস্ব হয়—এইরূপ হইবে। যেমন শ্রিয়ং পাতি যৎকুলম্—শ্রীকে রক্ষা করে এইরূপ কুল—এই অর্থে শ্রীশব্দের পা ধাতুর শেষে 'বিচ্' প্রত্যয় করিয়া 'শ্রীপা' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে ; যেহেতু এই প্রাতিপদিকটি পূর্ব্বোক্ত অর্থে নপুংসকলিঙ্গে বর্ত্তমান, অথচ অজন্তও। সেইজন্য 'অলোঽন্ত্যস্য' সূত্র অনুসারে উহার অন্ত্যস্বর হ্রস্ব হইয়া 'শ্রীপম্' প্রয়োগটি সিদ্ধ হইয়া থাকে।

সামানাধিকরণ্যে অর্থাৎ সমানবিভক্তিকত্বরূপে অন্বয় হইলে 'অজন্তস্য প্রাতিপদিকস্য স্থানে'—অজন্ত যে প্রাতিপদিক উহার স্থানে এই প্রকার অর্থ হয় ; সুতরাং স্থানষষ্ঠী থাকায় ; 'অলোঽন্ত্যস্য' অনুসারে উহার অন্ত্য 'অল্'—আকারের হ্রস্ব হইয়া থাকে।

যদি ব্যধিকরণে অর্থাৎ ভিন্নবিভক্তিকত্বরূপে অন্বয় করা হয় তাহা হইলে নপুংসকলিঙ্গে বর্ত্তমান যে প্রাতিপাদিক, উহার 'অচ্' এর হ্রস্ব হয়—এইরূপ পূর্ব্বোক্ত সূত্রের অর্থ হইবে, তাহা হইলে 'সুবাক্ ব্রাহ্মণকুলম্' যে কুলে সুন্দর বাক্ আছে—এই প্রকার অর্থে নপুংসকলিঙ্গে বর্ত্তমান যে প্রাতিপাদিক 'সুবাক্' ইহার আকার, এই 'অচ্'টির হ্রস্ব হইয়া যাইবে ; সুতরাং সেস্থলে অতিপ্রসক্তি যাহাতে না হয়, তাহার জন্য 'হ্রস্বো নপুংসকে'—এই সূত্রে 'অচঃ' এই ষষ্ঠ্যন্তপদের সহিত প্রাতিপদিকের সামানাধিকরণ্যেই অন্বয় হইবে ; কিন্তু বৈয়ধিকরণ্যে অন্বয় হইবে না। আর এক্ষেত্রে যখন সামানাধিকরণ্যে অন্বয় করা সম্ভব তখন উহার বৈয়ধিকরণ্যে অন্বয় করা উচিতও নয়।

যেস্থলে সামানাধিকরণ্যে অন্বয় করা সম্ভব নয় সেস্থলে অগত্যা বৈয়ধিকরণ্যে অন্বয় করিতেই হইবে, যেমন 'হ্রস্বঃ' (৭।৪।৫৯) এই সূত্রে 'অত্র লোপোঽভ্যাসস্য' (৭।৪।৫৮) সূত্র হইতে অভ্যাসস্য পদটি অনুবৃত্ত হইলে, উহার সহিত 'অচ্' এই ষষ্ঠ্যন্ত পদের বৈয়ধিকরণ্যেই অন্বয় হইয়া থাকে। বৈয়ধিকরণ্যে অন্বয় হইলে উহার অর্থ এইরূপ হইবে—অভ্যাসস্য যোঽচ্ তস্য হ্রস্বঃ স্যাৎ—অভ্যাসের যে অচ্ উহার হ্রস্ব হয়। যেমন 'ভূ' ধাতুর লিট্ লকারে 'ভুবো বুক্ লুঙ্লিটোঃ' (৬।৪।৮৮) এই সূত্র অনুসারে 'বুক্' এর আগম হওয়ার পর 'ভূব্ অ' এইরূপ অবস্থায় 'ভূব'-এর দ্বিত্ব হইলে 'ভূব্ ভুব্ অ' এইরূপ হইয়া যায়। এই অবস্থায় 'পূর্ব্বোঽভ্যাসঃ' (৬।১।৪) অনুসারে পূর্ব্ব-সমুদায়ের অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী 'ভূব্' এই সমুদায়ের অভ্যাস সংজ্ঞা হইলে, উহার যে 'অচ্' অর্থাৎ 'ভূ'এর উকার হ্রস্ব হইয়া যায়। পরে অন্যান্য কার্য্য হইলে 'বভূব' প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

'লিট্' লকারে যেমন গত্যর্থ 'ঢৌক' ধাতুর লিট্ লকারের প্রথম পুরুষের একবচনে 'ত' আসে এবং 'ত' এর স্থানে 'এশ্' আদেশ করিলে 'ঢৌক্ এ' এইরূপ অবস্থায় 'ঢৌক্'এর দ্বিত্ব হইলে 'ঢৌক্ ঢৌক্ এ' এই প্রকার হইয়া যায়। এই অবস্থায় 'পূর্ব্বোঽভ্যাসঃ' (৬।১।৪) অনুসারে পূর্ব্বসমুদায়ের অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী যে 'ঢৌক্' উহার অভ্যাস সংজ্ঞা হইলে 'ঢৌক্'—এই অভ্যাসের যে 'অচ্' ঔকার ইহার হ্রস্ব হইলে উকার হইয়া যায়। 'এচ ইগ্ঘ্রস্বাদেশে' (১।১।৪৮) এই নিয়মানুসারে 'এচ্' এর হ্রস্ব 'ইক্' হয়। সুতরাং এস্থলে আন্তরতম্যবশতঃ ঔকারের স্থানে উকার রূপ হ্রস্ব হইয়া থাকে। তাহার পর অভ্যাসের অন্ত্য হল বর্ণ যে 'ক্'কার উহার লোপ এবং 'অভ্যাসে চর্চ' (৮।৪।৫৪) অনুসারে অভ্যাসের ঢকারের স্থানে ডকার করিলে 'ডুঢৌকে' রূপটি সিদ্ধ হইয়া থাকে।

'নামি' (৬।৪।৩) এই সূত্রে 'অতোদীর্ঘোযঞি' (৭।৩।১০১) হইতে দীর্ঘ পদের অনুবৃত্তি হয়, সুতরাং এই দীর্ঘশ্রুতির দ্বারা 'অচশ্চ' এই পরিভাষা অনুসারে 'অচঃ' এই ষষ্ঠ্যন্ত পদ উপস্থিত হইয়া থাকে। উক্ত সূত্রটি 'অঙ্গস্য' সূত্রের অধিকারে বর্ত্তমান বলিয়া 'অঙ্গস্য' এই ষষ্ঠ্যন্ত পদ আসিয়া থাকে উহার সহিত 'অচঃ' এই ষষ্ঠ্যন্ত পদের সামানাধিকরণ্যে অন্বয় হইলে 'যেন বিধিস্তদন্তস্য' অনুসারে 'অচঃ' এই বিশেষণটি তদন্তের বোধক হয়, ফলে নামি পরে 'অজন্তস্য অঙ্গস্য দীর্ঘঃ স্যাৎ'—নাম পরে থাকিলে অজন্ত অঙ্গের দীর্ঘ হয়—এইরূপ সূত্রার্থ হয়। ইহাতেও স্থান ষষ্ঠীর প্রতীতি হওয়ায় দীর্ঘ অজন্ত অঙ্গে অন্ত্য অল্ এরই হইয়া থাকে, যেমন 'দেবনাম্' এইরূপ অবস্থায় অজন্ত অঙ্গ যে দেব, ইহার অন্ত্য 'অল্' অকারের দীর্ঘ হইলে 'দেবানাম্' পদটি সিদ্ধ হইয়া থাকে।

যেস্থলে সামানাধিকরণ্যে অন্বয় হওয়া সম্ভব নয়, সেস্থলে অগত্যা বৈয়াধিকরণ্যেই অন্বয় হইবে। যেমন 'শমামষ্টানাং দীর্ঘঃ' (৭।৩।৭৪) এইস্থলে দীর্ঘশ্রুতি থাকায় 'অচঃ' এই ষষ্ঠ্যন্ত পদের উপস্থিতি হয়, কিন্তু উহার সহিত শমাদির সামানাধিকরণ্যে অন্বয় হওয়া সম্ভব নয়—শম্, তম্, দম্,

শ্রম্, ভ্রম্, সাম্, ক্লম্, মদী—এই আটটি শমাদির কোনটিই অজন্ত নয়, সেইজন্য এক্ষেত্রে শমাদি আটটি ধাতুর যে 'অচ্' উহার দীর্ঘ হয়—এইরূপ বৈয়াধিকরণ্যে অন্বয় হইয়া থাকে, ফলে 'শাম্যতি'; 'শ্রাম্যতি' প্রয়োগ সিদ্ধ হয়।

'বাক্যস্য টেঃ প্লুত উদাত্ত' (৮।২।৮২) ইত্যাদি সূত্রে বাক্যস্য—এই ষষ্ঠ্যন্তপদের সহিত 'অচঃ' এই ষষ্ঠ্যন্তপদের সামানাধিকরণ্যে অন্বয় হওয়া সম্ভব। এস্থলে সামানাধিকরণ্যে অন্বয় হইলে 'অচঃ' এই বিশেষণ পদের দ্বারা তদন্তের বোধ হইবে, ফলে অজন্ত বাক্যের প্লুত হয়—এইরূপ উক্ত সূত্রের অর্থ হইবে। তাহা হইলে স্থানষষ্ঠীরও প্রতীতি হওয়ায় 'অলোঽন্ত্যস্য' সূত্র অনুসারে অজন্ত বাক্যের অন্ত্য অল্ এর প্লুত হইবে। যেমন 'এহিকৃষ্ণ' এই অজন্ত বাক্যের অন্ত্য অল্ যে 'কৃষ্ণ' পদে অন্ত্য অকার উহার প্লুত সিদ্ধ হইবে। কিন্তু 'এহীন্দ্রবর্মন্' ইত্যাদিস্থলে বাক্যটি অজন্ত না হাওয়ায়, উহাতে প্লুতের প্রয়োগ হইতে পারিবে না; সেইজন্য পাণিনি প্লুতবিধায়ক সূত্রে 'টি' গ্রহণ করিয়াছেন। 'অচোঽন্ত্যাদি টি' (১।১।৬৪) এই সূত্র অনুসারে অন্ত্য অচ্ আদিতে যাহার, তাহার টি সংজ্ঞা হয়। সুতরাং টি বলিলেই বুঝিতে হইবে অন্ত্য অচ্‌টি আদিতে যাহার এইরূপ সমুদায় যেমন 'ইন্দ্রবর্মন্' এস্থলে 'অন্' ভাগটি' টি'। যদি প্লুত বিধায়ক সূত্রে 'বাক্যস্য' এই পদের অন্বয় হয়, তাহা হইলে আর উক্তস্থলে 'টি' গ্রহণের কোন সার্থকতা থাকে না। 'টি' অজন্ত হইবে কিরূপে? সুতরাং এস্থলে 'অচঃ' এই ষষ্ঠ্যন্তপদের সহিত 'টি' এর বৈয়ধিকরণ্যে অন্বয় হইবে; যেমন বাক্যস্য টেঃ অচ্ প্লুত ও উদাত্ত হয়—এইরূপ সূত্রার্থ হইবে; ফলে 'এহীন্দ্রবর্মন্' এই বাক্যটিতে 'টি' যে 'অন্' উহার অকার প্লুত ও উদাত্ত হইয়া থাকে।

'এহি কৃষ্ণ' ইত্যাদি বাক্যেও ব্যপদেশিবদ্ভাবে 'কৃষ্ণ' এই পদের অন্ত্য অকারেরও প্লুতোদাত্ত হইয়া থাকে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে ব্যপদেশিবদ্ভাবে যদি 'এহিকৃষ্ণ' ইত্যাদি বাক্যের অন্ত্য অকার প্লুত হয়, তাহা হইলে সামানাধিরণ্যে 'অচঃ'

এই পদের অন্বয় করিলে ক্ষতি কি? 'এহিকৃষ্ণ'—ইত্যাদিস্থলে ব্যপদেশিবদ্ভাব অজন্ত 'টি' সুলভ?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে যেটি মুখ্য নয় তাহাতে মুখ্যের ন্যায় ব্যবহার করাই হইল ব্যপদেশিবদ্ভাবের অর্থ। যদি মুখ্যের প্রাপ্তি সম্ভব হয়, তাহা হইলে উহাকে বাদ দিয়া গৌণের গ্রহণ করা যুক্তি-সঙ্গত নয় 'এহীন্দ্রবর্মন্' ইত্যাদিস্থলে মুখ্য টি পাওয়া সম্ভব। সেইজন্য বৈয়াধিকরণ্যে অন্বয় করা উচিত, তাহা হইলে বাক্যের যে 'টি' উহার 'অচ্' এর প্লুত ও উদাত্ত হয়—এইরূপ সূত্রার্থ হইবে, ফলে 'এহীন্দ্রবর্মন্' বাক্যে 'অন্' এর অকার প্লুতোদাত্ত হইয়া থাকে।

'এহি কৃষ্ণ' ইত্যাদিস্থলেও অন্ত্য অকারকে ব্যপদেশিবদ্ভাবে 'টি' ধরিয়া উহার প্লুতোদাত্ত হইতে পারে।

এস্থলে ইহাই লক্ষ্য করিবার বিষয় যে যদি সামানাধিকরণ্যে অন্বয় করা হয়, তাহা হইলে কেবল 'এহিকৃষ্ণ' ইত্যাদি অজন্ত বাক্যেরই অন্ত্য 'অচ্' এর প্লুতসিদ্ধ হইবে; কিন্তু 'এহীন্দ্রবর্মন্' ইত্যাদি বাক্য যেস্থলে অন্তে কোন স্বরবর্ণ নাই, সেস্থলে প্লুতোদাত্ত হইতে পারে না। বৈয়াধিকরণ্যে অন্বয় করিলে দুইটি ক্ষেত্রেই প্লুতোদাত্ত সিদ্ধ হইয়া থাকে। 'এহীন্দ্রবর্মন্' প্রভৃতিস্থলে মুখ্য 'টি' এর অচ্ প্লুত হয়, আর 'এহি কৃষ্ণ' ইত্যাদিস্থলে গৌণ টি এর 'অচ্' অর্থাৎ অন্ত্য অকার ও প্লুতোদাত্ত হইয়া থাকে।

হ্রস্ব, দীর্ঘ অথবা প্লুত শব্দের দ্বারা যেস্থলে 'অচ্' এর বিধান করা হয়; সেইস্থলেই 'অচঃ' এই ষষ্ঠ্যন্তপদ উপস্থিত হয়, আর যদি হ্রস্ব, দীর্ঘ অথবা প্লুত শব্দের উল্লেখ না করিয়া 'অচ্' এর বিধান করা হয়, সেস্থলে 'অচশ্চ' এই পরিভাষার দ্বারা 'অচঃ' এই পদটির উপস্থিতি হইবে না। যেমন 'দিব উৎ' (৬।১।১৩) এই সূত্রের দ্বারা 'দিব্' পদের উকার বিধান করা হইয়াছে। এস্থলে যাহা বিহিত হইয়াছে, উহা যদিও হ্রস্ব 'অচ্'; কিন্তু হ্রস্ব শব্দের উল্লেখ করিয়া উহার বিধান করা হয় নাই; সেইজন্য 'অচঃ' এই ষষ্ঠ্যন্ত পদের উপস্থিতি হয় না। 'অলোঽন্ত্যস্য' সূত্র অনুসারে

'ব্' এর স্থানে উকার হইলে 'দ্যুভ্যাম্' 'দ্যুভিঃ' প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

এই প্রকার 'অষ্টন্ আ বিভক্তৌ' (৭।২।৮৪) সূত্র অনুসারে যে হলাদি বিভক্তি পরে থাকিতে আকার বিধান করা হইয়াছে, উহা দীর্ঘ শব্দের দ্বারা বিহিত হয় নাই অর্থাৎ 'দীর্ঘঃ'—এইরূপ দীর্ঘ শব্দের উল্লেখ করিয়া উহা বিহিত হয় নাই; কিন্তু 'আ' শব্দের উল্লেখ করিয়া বিহিত হইয়াছে; সেইজন্য এস্থলেও 'অচঃ' এই ষষ্ঠ্যন্তপদ উপস্থিত হয় না, ফলে 'অলোঽন্ত্যস্য' সূত্র অনুসারে 'অষ্টন্' শব্দের নকারের স্থানে আকার হইলে 'অষ্টাভিঃ' 'অষ্টাভ্যঃ' প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়া থাকে। 'অষ্টন্' শব্দের 'অচ্' এর স্থানে যদি আকার আদেশ হয়, তাহা হইলে 'অষ্টাভ্য ঔশ' (৭।১।২১) এই সূত্রে যে 'অষ্টাভ্যঃ' —এইরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; তাহা উপপন্ন হইতে পারে না। তাহা না হইলে কৃতাত্বনির্দ্দেশের দ্বারা যে জস্ ও শস্ বিষয়ে, আত্বের জ্ঞাপন করা হইয়াছে—এইরূপ উক্তির উপপত্তি করা যায় না। 'অষ্টন্ আ বিভক্তৌ'—এই সূত্রে 'রায়ো হলি' (৭।২।৮৫) সূত্র হইতে 'হলি' পদের অপকর্ষণ করিয়া হলাদি বিভক্তি পরে থাকিতে 'অষ্টন্' শব্দের আকার হইয়া থাকে; সুতরাং জস্ ও শস্ এর 'অস্' পরে থাকিলে হলাদি বিভক্তি না থাকায় আকার হইতে পারে না; কিন্তু 'অষ্টাভ্যঃ' এই সূত্রে যে সূত্রকার 'অষ্টভ্যঃ' না বলিয়া 'অষ্টাভ্যঃ'—এইরূপ নকারের স্থানে অকার করিয়া পাঠ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যেস্থলে আত্ব হইবে, সেইস্থলেই আকারের অব্যবহিত উত্তরবর্ত্তী 'অস্' এর আকারের ঔকার হইবে। সুতরাং এই নির্দ্দেশের দ্বারা হলাদি বিভক্তি পরে না থাকিলেও জস্ ও শস্ বিষয়ে আত্ব হয়—ইহা জ্ঞাপিত হইয়া থাকে—দীক্ষিত বলিয়াছেন 'অষ্টাভ্য ঔশ্'—ইতি নির্দ্দেশজ্ঞাপ-কাজ্জশশসোর্বিষয়ে আত্বং জ্ঞাপয়তি'। যদি 'অচ্' এর স্থানে আকার আদেশ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত নির্দ্দেশ উৎপন্ন হয় না এবং দীক্ষিতের পূর্ব্বোক্ত উক্তির ও উপপত্তি করা যায় না। সেইজন্য এস্থলে

'আলোঽন্তস্য' অনুসারে নকারের স্থানেই আত্ব হইয়া থাকে—ইহা প্রতিপন্ন হইল।

যেস্থলে স্থানীর উল্লেখ থাকে না সেইস্থলেই 'অচঃ' এই ষষ্ঠ্যন্ত পদ উপস্থিত হয়। যেস্থলে স্থানীর উল্লেখ থাকে যেমন অলোঽন্ত্যস্য সূত্রে 'অলঃ' এইরূপ স্থানীর উল্লেখ থাকায় 'অচশ্চ' সূত্র প্রবৃত্ত হয় না।

৩৬। **আদ্যন্তৌ টকিতৌ** (১।১।৪৬)।

টিৎকিতৌ যস্যোক্তৌ তস্য ক্রমাদান্তাবয়বৌ স্তঃ।

টিৎ ও কিৎ, যাহার বলা হইয়াছে, যথাক্রমে তাহার আদ্যবয়ব ও অন্ত্যাবয়ব হয়।

আদিশ্চ অন্তশ্চ আদ্যন্তৌ, টশ্চ কশ্চ টকৌ। প্রথমে দুইটি দ্বন্দ্ব-সমাস—'ট' ও 'ক'—এই দুইটিতে যে অকার আছে—উহা উচ্চারণার্থ—উচ্চারণই কেবল উহার প্রয়োজন। পরে দ্বন্দ্বসমাস নিষ্পন্ন 'টকৌ' পদের সহিত 'ইৎ' পদের বহুব্রীহি সমাস করিলে 'টকৌ ইতৌ যয়োস্তৌ'—ট ও ক ইৎ যাহার। আদির অর্থ আদ্যবয়ব এবং অন্তের অর্থ অন্তাবয়ব টকৌ ইতৌ যয়োঃ—এইরূপ বিগ্রহে 'ইৎ' পদটি দ্বন্দ্বের শেষে, সেইজন্য উহার অন্বয় প্রত্যেকটির সহিত হইয়া থাকে—দ্বন্দ্বান্তে শ্রূয়মাণং পদং প্রত্যেকমভিসম্বন্ধ্যতে—দ্বন্দ্বের শেষে যে পদটি শ্রুত হয়, উহা প্রত্যেকের সহিত অন্বিত হইয়া থাকে—এই নিয়ম অনুসারে 'ইৎ' পদটি 'ট্' ও 'ক্' এর সহিত পৃথকরূপে অন্বিত হয় এবং যথাক্রমে আদ্যবয়বের ও অন্তাবয়বের সহিত টিৎ ও কিৎ এর অন্বয় হইয়া থাকে। সুতরাং সূত্রের অর্থ হইল—যাহার টিৎ বা কিৎ বলা হইয়াছে, টিৎ তাহার আদ্য-বয়ব এবং কিৎ তাহার অন্তাবয়ব হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে যে 'টিৎ' এর আদির সহিত এবং 'কিৎ' এর অন্তের সহিত যথাক্রমে অন্বয় হয়, তাহা হইলে দ্বন্দ্বসমাস কি করিয়া হইতে পারে? দ্বন্দ্বসমাসে সমাস নিষ্পন্ন দুইটি পদের একত্র অন্বয় হইয়া থাকে। যেমন 'ধবখদিরৌ ছিন্ধি' এই বাক্যে ছেদন ছিন্ধি এই

ক্রিয়ার সহিত ধব ও খদিরের দুইটিরই ছেদন হয়। এইস্থলে আদির সহিত 'টিৎ' এবং অন্তের সহিত কিৎ এর অন্বয় হইলে দ্বন্দ্বসমাস কি করিয়া হইতে পারে?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে প্রথমে 'আদ্যন্তৌ' এই সমুদায়ের সহিত 'টকিতৌ' এই সমুদায়ের অন্বয়ের তাৎপর্য্যে দ্বন্দ্বসমাস হইয়া থাকে, পরে 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্'—এই সূত্রের সামর্থ্যবশতঃ প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের অন্বয় হইতে পারে। এইজন্যই পাণিনি 'যথাসংখ্যমনুদেশানাম্' সূত্রটির প্রণয়ন করিয়াছেন। লৌকিক ব্যবহারে যদি দ্বন্দ্বসমাস করা হয়, তাহা অসাধু বলিয়াই পরিগৃহীত হইবে।

নাগেশ লৌকিকব্যবহারের এইরূপ প্রয়োগকে সাধু বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহার ব্যবহার ক্ষেত্রেও সমুদায়ের সহিত সমুদায়ের অন্বয় করার পর তাৎপর্য্যহেতু প্রত্যেকের সহিতও অন্বয় হইতে পারে, সেইরূপ তাৎপর্য্যের বোধক হইল প্রকরণাদি।

ইহার উদাহরণ 'ভবিতা' 'পায়য়তি' ইত্যাদি ভূ-ধাতুর 'লুট্' লকারে প্রথম পুরুষের একবচনে 'ল' এর স্থানে 'তিপ্' প্রত্যয় হইল 'স্যতাসী লৃলুটোঃ' (৩।১।৩৩) অনুসারে তাম্ বিকরণ এবং 'তিপ্' এর স্থানে 'লুটঃ প্রথমস্য ডারৌরসঃ' (২।৪।৮৫) অনুসারে 'ডা' আদেশ করিলে 'ভূ তাস্ আ' এইরূপ অবস্থায়, 'আর্ধধাতুকং শেষঃ' (৩।৪।১১৪) অনুসারে 'তাস্' এইটির আর্ধধাতুকসংজ্ঞা হইলে 'আর্ধধাতুকস্যেড্ বলাদেঃ' (৭।২।৩৫) অনুসারে আর্ধধাতুকের 'ইট্' বিধান করা হইয়াছে। আর্ধধাতুকস্য এই ষষ্ঠীর কোন সম্বন্ধ সুনিশ্চিত নয়, সেইজন্য এক্ষেত্রে 'ষষ্ঠীস্থানে যোগা' (১।১।৪৯) অনুসারে আর্ধধাতুকস্য স্থানে—আর্ধ-ধাতুকের স্থানে 'ইট্' এর প্রসক্তি ছিল; কিন্তু পুরস্তাদপবাদনন্তরান্ বিধীন বাধন্তে নোত্তরান্—পূর্বপঠিত অপবাদ অনন্তর বিধির বাধক হয়; কিন্তু উত্তরের বাধক হয় না—এই পরিভাষা অনুসারে ইহা স্থানে যোগার বাধিকা হইবে; সেইজন্য উহা প্রাপ্ত থাকিলেও প্রবৃত্ত হইল না। ফলে 'ইট্' আর্ধধাতুক যে 'তাস্' উহার আদ্যবয়ব হইল;

সুতরাং 'ভূ ই তাস্ আ' এইরূপ অবস্থায় 'সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ' (৭।৩।৮৪) অনুসারে উকারে ওকার গুণ, ওকারের অবাদেশ এবং 'আস্' এই টি ভাগের লোপ হইলে 'ভবিতা' পদটি সিদ্ধ হইয়া থাকে।

এইরূপ 'পা' ধাতুর শেষে প্রেরণা অর্থে 'ণিচ্' প্রত্যয় করিলে অনুবন্ধ লোপ্ হওয়ার পর 'পা ই' এই অবস্থায় 'শাচ্ছাসাহ্বাব্যাবেপাং যুক্' (৭।৩।৩৭) এই সূত্র অনুসারে 'যুক্' বিধান করা হইয়াছে, ইহাও পূর্ব্বোক্ত অনুসারে 'পা' এর স্থানে প্রাপ্ত ছিল; কিন্তু পুরস্তাদপবাদ ন্যায় অনুসারে 'ষষ্ঠীস্থানে যোগা' সূত্রকে বাধ করিয়া 'আদ্যন্তৌ টকিতৌ' অনুসারে 'পা' এর অন্তাবয়ব হইয়া থাকে। 'যুক্' এর 'ক্' ইৎ যায় বলিয়া ইহা 'কিৎ'—সেইজন্য ইহা 'পা' ধাতুর অন্তাবয়ব হয়। তাহা হইলে 'পায়ি' এই ণিজন্ত ধাতুর শেষে লট্ লকারে প্রথম পুরুষের একবচনে 'তিপ্' আসিলে মধ্যে 'কর্ত্তরি শপ্' (৩।১।৬৮) অনুসারে শপ্ হইলে 'পায়ি অ তি' এইরূপ হইলে ইকারের একার গুণ এবং একারের অয়াদেশ করিলে 'পায়য়তি' প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

ইহা পুরস্তাদপবাদ ন্যায়ে 'ষষ্ঠীস্থানে যোগা' এই অনন্তবিধিরই বাধক হইয়া থাকে; কিন্তু 'প্রত্যয়ঃ' 'পরশ্চ' (৩।১।১।২) ইহাদের বাধক হইতে পারে না। সুতরাং 'বিপ্রতিষেধে পরং কার্য্যম্' (১।৪।২) অনুসারে 'প্রত্যয়ঃ' 'পরশ্চ'—এই বিধিই সেস্থলে বাধক হইবে। যেমন 'চরেষ্টঃ' (৩।২।১৬) অনুসারে 'ট' প্রত্যয় এবং 'গাপোষ্টক্' (৩।২।৮) অনুসারে 'টক্' প্রত্যয়, যাহার বলা হইয়াছে, উহার পরেই হইয়া থাকে, কিন্তু আদ্যবয়ব ও অন্তাবয়ব হয় না। 'কুরুচরঃ' ও 'সামগঃ'—দুইটিতে যথাক্রমে 'ট্' ও 'টক্' এর 'ক্' ইৎ যায়—সেইজন্য উহারা 'টিৎ' ও 'কিৎ'।

৩৭। মিদচোঽন্ত্যাৎপরঃ। (১।১।৪৭)।

অথ ইতি নির্ধারণে ষষ্ঠী। অচাং মধ্যে যোঽন্ত্যস্তস্মাৎপরস্তস্যৈবা-ন্তাবয়বো মিৎ স্যাৎ।

মিৎ, সন্নিবিষ্ট অচ্গুলির মধ্যে যে অন্ত্য 'অচ্' উহার পরে এবং যাহার বিহিত হইয়াছে তাহারই অন্ত্যাবয়ব হয়।

পূর্ব্বে টিৎ ও কিৎ—যথাক্রমে যাহার বিহিত হইয়াছে, উহার আদ্যবয়ব ও অন্ত্যাবয়ব হয়—ইহা বলা হইয়াছে, এইবার 'মিৎ' কোথায় এবং যাহার অবয়ব হয় ইহা উপপাদন করা যাইতেছে।

মকার ইৎ যাহার, উহা মিৎ—নুম্, মুম্, শ্রম্ প্রভৃতি। ইহাদের মকারের 'হলন্ত্যম্' সূত্র অনুসারে ইৎ হয় বলিয়া এইগুলি 'মিৎ'। 'নুম্' 'মুম্' 'শ্রম্' প্রভৃতি মিৎগুলি সন্নিবিষ্ট অচ্গুলির বিহিত হইয়াছে; উহার অন্ত্যাবয়ব হইয়া থাকে, যেমন 'বনানি' 'যশাংসি' প্রভৃতি। এস্থলে 'নপুংসকস্য ঝলচঃ' (৭।১।৭২) সূত্র অনুসারে 'নুম্' হয় এবং মকারেৎ সংজ্ঞক বলিয়া অন্ত্য 'অচ্' এর পরে হয়। 'বন' ও 'যশস্' শব্দের শেষে জশ্ বিভক্তি আসে। এবং সেই 'জশ্' এর স্থানে 'জশ্শসোঃ শিঃ' (৭।১।২০) অনুসারে 'শি' আদেশ করিলে 'যেন শি' ও 'যশশি' এইরূপ অবস্থায় শকারের 'লশক্বতদ্ধিতে' (১।৩।৮) অনুসারে ইৎসংজ্ঞা ও লোপ হওয়ার পর 'বন ই' যশস্ ই' এইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। এইবার পূর্ব্বোক্ত সূত্র অনুসারে 'নুম্' যথাক্রমে 'ন' ও 'শ' এই অন্ত্য 'অচ্' এর পরে হইয়া থাকে, তাহা হইলে 'নুম্' এর উকার ও মকারের ইৎ সংজ্ঞা ও লোপ হইলে 'বন ন্ ই' 'যশন্ স্ ই' এইরূপ স্থিতি হইয়া যায়। এস্থলে 'শি' এর ইকার 'শি সর্ব্বনামস্থানম্' (১।১।৪২) অনুসারে সর্ব্বনামস্থান সংজ্ঞক। সুতরাং বনন্ ই' এ ক্ষেত্রে 'সর্ব্বনামস্থানে চাসম্বুদ্ধৌ' (৬।৪।৮) অনুসারে 'বনন্' এই নান্ত অঙ্গের উপধার এবং 'যশন্ স্ ই' এক্ষেত্রে 'সান্তমহতঃ সংযোগস্য' (৬।৪।১০) অনুসারে 'ন্স্' এই সকারান্ত সংযোগের উপধার দীর্ঘ হইয়া থাকে। ফলে 'বনানি' ও 'যশাংসি' পদ দুইটি সিদ্ধ হয়।

সূত্রে 'অচঃ' ইহা নির্ধারণে ষষ্ঠী। সজাতীয় বস্তুর মধ্যেই নির্ধারণ হইয়া থাকে; যেমন 'গবাং কৃষ্ণা বহুক্ষীরা'—গরুর মধ্যে কালটি বেশী দুগ্ধবতী—এই বাক্যে যে 'কৃষ্ণা' পদ আছে, উহার দ্বারাও

গরুই বুঝাইয়া থাকে ; কিন্তু মহিষী বা ছাগী বুঝায় না। গরুর মধ্যে কাল গরুটি বেশী দুগ্ধবতী ইহাই উক্ত বাক্যের অর্থ। এক্ষেত্রেও অচের মধ্যে অন্ত্যের পরে মিৎ হয়—'অচাং মধ্যে অন্ত্যাৎ পরো মিৎ ভবতি'—এই বাক্যে যে 'অন্ত্য' পদ আছে, উহার দ্বারা অন্ত্য 'অচ্' এর বোধ হইয়া থাকে, সুতরাং এই বাক্যের অর্থ হইবে অচ্‌গুলির মধ্যে যেইটি অন্ত্য 'অচ্' উহার পরে মিৎ হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে যে 'অচঃ' এইটি যদি নির্ধারণে ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত পদ হয়, তাহা হইলে গবাং কৃষ্ণা বহুক্ষীরা—গরুগুলির মধ্যে কালটি বেশী দুগ্ধবতী এই বাক্যে যেমন 'গবাম্'—এই নির্ধারণ ষষ্ঠ্যন্ত পদে বহুবচন হইয়াছে, সেইরূপ এক্ষেত্রে ও 'অচাম' এইরূপ ষষ্ঠী বিভক্তির বহুবচন হওয়া উচিত, তাহা হইল না কেন—ইহাতে কারণ কি ?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে জাতিবাচক পদে নির্ধারণ ক্ষেত্রেও বহুবচন ও একবচন দুই হইতে পারে—'জাত্যাখ্যায়ামেকস্মিন্ বহুবচনমন্যতরস্যাম্' (১।২।৫৮) এই সূত্রের দ্বারা তাহাই উপপাদিত হইয়াছে, সুতরাং ইহা জাতিতে একবচনান্ত পদ।

যদি 'অন্ত্যাৎ'—এই পঞ্চম্যন্ত পদ দেখিয়া 'অচঃ'—ইহাকেও পঞ্চম্যন্ত পদ ধরা হয় ; তাহা হইলে 'অন্ত্যাৎ অচঃ পরো মিৎ ভবতি' মিৎ-অন্ত্য অচের পরে হয়—এইরূপ সূত্রার্থ হইবে। ফলে যেস্থলে অন্তে 'অচ্' আছে, সেইস্থানেই অন্ত্য 'অচ্' এর পরে মিৎ হইতে পারে ; যেস্থলে অন্ত্যে অচ্ আছে, সেইস্থলেই অন্ত্য 'অচ্' এর পরে মিৎ হইতে পারে। কিন্তু যেস্থলে অন্তে 'অচ্' নাই সেস্থলে অন্তে মিৎ হওয়া সম্ভব নয় ; সেইজন্য সেক্ষেত্রে অন্ত্য অল্ এর স্থানে মিৎ এর প্রসক্তি হইবে।

'বারীণি' 'ত্রপূনি' ইত্যাদি ইকারান্ত, ইকারান্ত ও উকারান্ত প্রভৃতি স্থলে অন্ত্য 'অচ্' এর পরে 'নুম্' হইবে; কিন্তু 'যশাংসি' 'সর্পীংষি' 'ধনূংষি' ইত্যাদি ক্ষেত্রে যেস্থলে অন্তে 'অচ' নাই ; কিন্তু 'হল্' বর্ণ আছে,

সেক্ষেত্রে 'নুম্' হইতে পারে না ফলে অন্ত্য 'অল্' যে সকার, উহার স্থানেই 'নুম্' প্রসক্ত হইবে।

'মুঞ্চতি' 'লুম্পতি, ইত্যাদিস্থলেও 'মুচ্' ও 'লুপ্' ধাতুর অন্তে 'অচ্' নাই ; কিন্তু 'হল্' আছে ; সেইজন্য সেক্ষেত্রেও অন্ত্য অল্' এর স্থলেই 'নুম্' প্রাপ্ত হইবে। 'মুচ্' ও 'লুপ্' ধাতুর 'লট্' লকারে প্রথম পুরুষের একবচনে 'তি' আসিলে 'মুচ্ তি' 'লুপ্ তি' এইরূপ হইলে 'শেমুচাদীনাম্' (৭।১।৫৯) অনুসারে 'নুম্' হইয়া থাকে। ইহা উকারের পরে হয় ; কিন্তু অন্ত অচের পরে হয়—এইরূপ সূত্র ব্যাখ্যা করিলে উক্তস্থলে অন্তে 'অচ্' না থাকায়, সেস্থলে 'মিদচোঽন্ত্যাৎপরঃ' এই সূত্রটি প্রবৃত্ত হইতে পারে না ; কিন্তু 'অলোঽন্ত্যস্য' সূত্র প্রবৃত্ত হইলে ফলে অন্ত্য-অল্ যে চকার ও পকার উহাদের স্থানে 'নুম্' হইয়া যাইবে, তাহা হইলে আর 'মুঞ্চতি' 'লুম্পতি' ইত্যাদি অভীষ্ট প্রয়োগগুলি সিদ্ধ হইতে পারে না।

এইজন্যই 'অন্ত্যাৎ অচঃ পরো মিৎ ভবতি' এইরূপ সামানাধিকরণ্যে অন্বয় না করিয়া 'অচাং মধ্যে যোঽন্ত্যোঽচ্ তস্মাৎ পরো মিৎ ভবতি'—অচ্‌গুলির মধ্যে যেইটি অন্ত্য অচ্ উহার পরে মিৎ হয়—এই নির্দ্ধারণ ষষ্ঠী করিয়া ব্যধিকরণে অন্বয় করিয়া সূত্রার্থ করা হইয়াছে। ইহাতে কোন দোষের অবকাশ থাকে না, বরং সকল অভীষ্ট প্রয়োগগুলির সিদ্ধিতে ইহা সহায়ক হইয়া থাকে।

ইহা 'ষষ্ঠী স্থানে যোগা' সূত্রের যেমন বাধক সেইরূপ 'প্রত্যয়ঃ' 'পরশ্চ'—ইহাদেরও বাধক।

প্রশ্ন হইতে পারে যে 'আদ্যন্তৌ টকিতৌ' যেমন 'পুরস্তাদপবাদানন্তরান্ বিধীন্ বাধন্তে নোত্তরান্'—এই পরিভাষা অনুসারে কেবল 'ষষ্ঠীস্থানে যোগা' এই সূত্রের অপবাদ ; কিন্তু 'প্রত্যয়ঃ' 'পরশ্চ' সূত্র দুইটির অপবাদ নয় ; সেইরূপ এস্থলেও হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে উপর্যুক্ত দুইটিরই স্থানেযোগা'র এবং 'প্রত্যয়ঃ পরশ্চ' ইহারও অপবাদ ইহা কি করিয়া ?

ব্যাকরণে বাধ্য বিষয়ে দুইটি পক্ষ দেখা যায়—একটি বাধ্য বিশেষ চিন্তা পক্ষ এবং আর একটি বাধ্য সামান্য চিন্তা পক্ষ। 'আদ্যন্তৌ টকিতৌ' এই সূত্রে পূর্ব্ববর্ত্তী পক্ষ অনুসারে পুরস্তাদপবাদ ন্যায় অনুসারে কেবল স্থানেযোগারই অপবাদ হইয়া থাকে ; কিন্তু 'প্রত্যয়ঃ' 'পরশ্চ' সূত্রের অপবাদ হয় না। বাধ্য বিশেষ পক্ষকে অবলম্বন করিয়াই 'পুরস্তাদপবাদনন্তরান্ বিধীন্ বাধন্তে নোত্তরান্' এবং 'মধ্যেঽপবাদঃ পূর্ব্বান্ বিধীন্ বাধন্তে নোত্তরান্' এই দুইটি পরিভাষা প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

বাধ্য সামান্য পক্ষে যতগুলি বাধ্য হইতে পারে সকলেরই বাধক হইতে পারে। 'মৎ বিষয়ে যদ্ যদ্ বাধ্যং তৎ সর্ব্বং বাধ্যতে'—আমার বিষয়ে যাহা যাহা বাধ্য ; তাহা সকলই বাধিত হয়—ইহাই হইল এই পক্ষে বাধকের স্বরূপ। বাধ্য সামান্য চিন্তা পক্ষ অনুসারে যেমন 'ষষ্ঠীস্থানে যোগা' সূত্রের ইহা বাধক ; সেইরূপ 'প্রত্যয়ঃ', 'পরশ্চ'—ইহারও বাধক। 'নপুংসকস্য ঝলচঃ' সূত্র অনুসারে 'বনানি' বা 'পয়াংসি' প্রভৃতি প্রয়োগে 'নুম্' করিতে হইলে 'ষষ্ঠীস্থানে যোগা' সূত্রের প্রাপ্তি থাকে এবং এই সূত্র অনুসারে স্থানষষ্ঠী বাধিত হইলেই 'অলোঽন্ত্যস্য' অনুসারে অন্ত্য অল্ এর স্থানে 'নুম্'কে অন্ত্য অচ্ এর পরে বসাইয়া দেয়। 'রুধাদিভ্যঃ শ্নম্' (৩।১।৭৮) অনুসারে 'রুধ্' ধাতুর শেষে 'রুধ্ তি' এই অবস্থায়, 'প্রত্যয়ঃ', 'পরশ্চ' অনুসারে 'শ্নম্' প্রত্যয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু মিদচোঽন্ত্যাৎপরঃ'—এই সূত্র অনুসারে উহাকে বাধ করিয়া অন্ত্য 'অচ্' এর পরে অর্থাৎ 'ধ্' এর পূর্ব্বে এবং 'রু' এর পরে মধ্যে 'শ্নম্' হইয়া যায়, ফলে 'রুণদ্ধি' প্রয়োগটি সিদ্ধ হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে যে এক্ষেত্রে বাধ্য সামান্য চিন্তা পক্ষ অনুসারে যে পূর্ব্বোক্ত দুইটিরই ইহা অপবাদ ইহাতে প্রমাণ কি ?

ইহার প্রমাণ হইল 'শ্নম্' এইরূপ মকারের ইৎ সংজ্ঞক প্রত্যয়ের পাঠ। যদি রুধাদিগণে পঠিত ধাতুর পরে 'শ্নম্' হইত, তাহা হইলে 'রুধাদিভ্যঃ শ্নঃ' এইরূপ সূত্র পাঠ করাই উচিৎ ছিল,

তাহা না করিয়া যে 'শ্নম্'—এই প্রকার পঠিত হইয়াছে, ইহাতে মনে হয় যে ইহা অন্ত্য অচের পরে হয় ; কিন্তু 'প্রত্যয়ঃ,' 'পরশ্চ'—ইহাদের বাধ না করিলে 'রুণদ্ধি' ইত্যাদিস্থলে অন্ত্য 'অচ্' এর পরে হইতে পারে না ; সেইজন্য বলিতে হইবে যে ইহা উহারও বাধক।

শ্নমের মকার যে শ্রবণার্থক অর্থাৎ উহার যাহাতে প্রয়োগগুলিতে শ্রবণ হয়, তাহার জন্য উহা এইরূপ ইহাও বলা যায় না, কারণ তাহা হইলে 'তৃণহ ইম্' (৭।৩।৯২) এই সূত্রের নির্দ্দেশ উপপন্ন হইতে পারে না। এই সূত্রে যে 'তৃণহ্' পদ আছে—ইহাতে 'শ্নম্' বিশিষ্ট 'তৃহ্' ধাতুর পাঠ করা হইয়াছে ; যাহাতে মকারের শ্রবণ নাই এবং ইহা অন্ত্য 'অচ্' এর পরে অর্থাৎ তৃ ও হ্ এর মধ্যে পঠিত। এই নির্দ্দেশের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে 'শ্নম্' এর মকারের ইৎ সংজ্ঞা হয় এবং উহা 'প্রত্যয়ঃ', 'পরশ্চ'—ইহাদের বাধ করিয়া অন্ত্য অচ্ এর পরে হয়। সুতরাং বাধ্যসামান্যচিন্তাপক্ষ অনুসারে 'স্থানেযোগা' ও 'প্রত্যয়ঃ' 'পরশ্চ' উভয়েরই ইহা বাধক।

ইহাতে পূর্ব্বসূত্র হইতে 'অন্ত্য' পদের অনুবৃত্তি আসে। 'আদ্যন্তৌ' এইরূপ সমাসবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও 'অন্ত' মাত্রের স্বরিতত্বের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে বলিয়া কেবল 'অন্ত' পদেরই অনুবৃত্তি আসিয়া থাকে। সেইজন্যই বৃত্তিতে দীক্ষিত বলিয়াছেন—'তস্যৈব অন্তাবয়বো ভবতি' মিৎ তাহারই অন্তাবয়ব হয়।

'মিৎ' অন্তাবয়ব হয়—ইহা বলিলে এইরূপ আকাঙ্ক্ষা জাগে যে কস্য—কাহার ? কাহার অন্তাবয়ব 'মিৎ' হইবে ? ইহার উত্তরে দীক্ষিত বলিয়াছেন 'তস্যৈব' তাহারই। এস্থলে 'তস্যৈব'—এই ষষ্ঠ্যন্ত তৎ পদের দ্বারা যে সমুদায়ের উদ্দেশ্যে 'মিৎ' কার্য্যের বিধান করা হয়, তাহারই গ্রহণ করা হয় ; কিন্তু 'অন্ত্য অচ্' এর গ্রহণ করা যায় না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে 'মিৎ' অন্ত্য অচ্ এর পরে হয় ; কিন্তু

'অন্ত্য অচ' বলিলেই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে কাহার 'অন্ত্য'? সুতরাং এই 'অন্ত্য' পদের দ্বারা সমুদায়ের আপেক্ষ হইয়া থাকে। সমুদায় ব্যতীত 'অন্ত্য' হওয়া অসম্ভব বলিয়া সমুদায়ের আক্ষেপ হয়—যে সমুদায়ের উদ্দেশ্যে 'মিৎ' কার্য্যের বিধান করা হয়, সেই সমুদায়ের যে অন্ত্য অচ্; উহার পরে 'মিৎ' হয়, এইরূপ বোধ হইয়া থাকে; তাহা হইলে 'অন্ত্য' পদের দ্বারা আক্ষিপ্ত যে সমুদায়, সেই সমুদায়েরই অন্ত্যাবয়ব 'মিৎ' হয়—ইহাই বুঝিতে হইবে। অন্ত্য 'অচ্' এর অন্ত্যাবয়ব মিৎ হয়—এইরূপ ব্যাখ্যা করা কদাপি উচিত নয়। কারণ কোন বর্ণের বর্ণান্তর অবয়ব হইতে পারে না। সম্পূর্ণ সূত্রের অর্থ এইরূপ হইবে—যে সমুদায়ের উদ্দেশ্যে 'মিৎ' কার্য্যের বিধান করা হয়, সেই সমুদায়ের যে অন্ত অচ্ উহার পরে 'মিৎ' হয় এবং উহা সেই সমুদায়েরই অন্ত্যাবয়ব হয়।

'বারীণি' 'ত্রপূনি' ইত্যাদিস্থলে দীর্ঘ হওয়াই এইরূপ সূত্রার্থ করার ফল। 'বারি' শব্দের 'জশ্' বিভক্তিতে 'জশ্' এর স্থানে 'জশ্শসোঃ শিঃ' (৭।১।২০) অনুসারে 'শি' আদেশ এবং শকারের 'লশক্বতদ্ধিতে' (১।৩।৮) অনুসারে ইৎ সংজ্ঞা ও লোপ হইলে 'বারি ই' এইরূপ অবস্থায় 'ইকো হচি বিভক্তৌ' (৭।১।৭৩) সূত্র অনুসারে 'নুম্' হয় এবং এই 'নুম্' টি 'মিৎ' বলিয়া 'বারি' শব্দের অন্ত্য 'অচ্' এর পরে হইয়া থাকে কেবল অন্ত্য অচ্ এর পরেই উহা হয় না, বরং 'বারি' এই সমুদায় রূপ যে অঙ্গ তাহার অন্ত্যাবয়বও হয়, ফলে 'বারিন্' এই নকারান্ত অঙ্গের 'সর্ব্বনামস্থানে চাসম্বুদ্ধৌ' (৬।৪।৮) অনুসারে উপধা দীর্ঘ হইয়া থাকে। যদি নুম্ এর নকার অঙ্গের অন্ত্যাবয়ব না হইত, তাহা হইলে নকারান্ত অঙ্গ না হওয়ায় উল্লিখিত সূত্র অনুসারে উহার উপধা দীর্ঘ হইতে পারিত না।

প্রশ্ন হইতে পারে যে 'আদ্যন্তৌ টকিতৌ'—সূত্রের 'আদ্যন্তৌ' এই সমাসবদ্ধ পদের একাংশ 'অন্ত' পদের যেমন অনুবৃত্তি আনিয়া 'মিৎ' পূর্ব্বসমুদায়ের অন্ত্যাবয়ব হয়—এইরূপ সূত্রার্থ করা হয়, সেইরূপ

'আদি' পদেরও অনুবৃত্তি আনা চলে। সুতরাং 'অন্ত' পদের অনুবৃত্তি না আনিয়া 'আদি' পদেরই অনুবৃত্তি করা হয় না কেন?

যদি 'আদি' পদের অনুবৃত্তি করা হয়, তাহা হইলে 'মিৎ' আদ্যবয়ব হইবে; কিন্তু উহা কাহার আদ্যবয়ব হইবে—ইহা অসম্ভব—একই সমুদায়ের অন্ত্য অচ্ এর পরে থাকা এবং আদ্যবয়ব হওয়া কখনও সম্ভব নয়; সেইজন্য উহা পরের অন্ত্যাবয়ব হয়—ইহা বলিতে হইবে। তাহা হইলে সূত্রার্থ এইরূপ হইবে—যে সমুদায়ের উদ্দেশ্যে মিৎ এর বিধান করা হয়, উহারই অন্ত্য 'অচ্' এর পরে থাকিয়া পরসমুদায়ের আদ্যবয়ব হইবে। তাহা হইলে 'বারিন্ ই' এইরূপ অবস্থায় 'নুম্' এর নকারটি পরবর্ত্তী বিভক্তি ইকারের আদ্যবয়ব হওয়ায় নকারান্ত অঙ্গ না থাকায় 'সর্ব্বনামস্থানে' সূত্র অনুসারে উপধা দীর্ঘ হইতে পারে না, ফলে 'বারীনি'—এইরূপ দীর্ঘঘটিত রূপটির সিদ্ধি হইতে পারে না; সেইজন্য 'মিৎ' কে পূর্ব্বোক্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

আর যদি পূর্ব্বসূত্র হইতে 'অন্ত' ও 'আদি' কোনটিরই অনুবৃত্তি না করা হয়; তাহা হইলে মিৎ অন্ত্যাবয়ব ও আদ্যবয়ব—কিছুই হইবে না, বরং অভক্ত অর্থাৎ অনবয়ব হইয়া থাকিবে, কিন্তু 'মিৎ'কে এইরূপ অভক্ত বলিয়া স্বীকার করিলেও নিস্তার নাই, তাহা হইলে 'বহং লিহঃ' 'অভ্রংলিহঃ' ইত্যাদিস্থলে 'বহাভ্রেলিহঃ' (৩।২।৩২) অনুসারে 'খশ্' প্রত্যয় হওয়ার পর, 'অরুর্দ্বিষতোঽজন্তস্য মুম্' অনুসারে 'বহ' ও 'অভ্র'—এই দুইটির অন্ত্য 'অচ্' এর পরে 'মুম্' আগম করিলে 'বহম্ লিহঃ' 'অভ্রম্ লিহঃ' এইরূপ অবস্থায় 'মোঽনুস্বারঃ' (৮।৩।২৩) সূত্র অনুসারে মকারের অনুস্বার হইতে পারে না।

'মোঽনুস্বারঃ' সূত্র অনুসারে মকার অন্ত্যাবয়ব। যাহার এইরূপ পদের অন্ত্য অল্ এর অনুস্বার বিহিত হইয়া থাকে; 'বহম্ লিহঃ' ও 'অভ্রম্ লিহঃ'—ইত্যাদিস্থলে মুম্ এর মকার অভক্ত অর্থাৎ কাহারও অবয়ব নয়, সুতরাং বহ ও অভ্র—এই দুইটি পদের উহা অবয়ব নয়; তাহা হইলে এই অনবয়ব স্বরূপ 'মুম্' এর মকারের উক্তসূত্র অনুসারে

NEW ALIPORE COLLEGE LIBRARY

অনুস্বার হইতে পারে না, ফলে 'বহং লিহঃ' ও 'অভ্রং লিহঃ'—এইরূপ অনুস্বার ঘটিত রূপের সাধুত্ব স্বীকৃত হইবে না।

কেহ কেহ বলেন যে 'মিৎ' অভক্ত কাহারও অবয়ব নয়—এই মতে 'বারীনি' প্রয়োগে উপধা দীর্ঘ হইতে পারে না ; কারণ বারিন্ ই' এই অবস্থায় নকারান্ত অঙ্গের উপধা দীর্ঘ হইয়া থাকে, কিন্তু 'নুম্' এর ন কার যদি অভক্ত হয়, তাহা হইলে 'বারিন্'—ইহা নকারান্ত অঙ্গ নয় বলিয়া উহার উপধা দীর্ঘ হইতে পারে না।

এইরূপ আপত্তি ঠিক নয়, কারণ 'নুম্' এর নকার কাহারও অবয়ব না হইলেও তদ্‌বিশিষ্টেরই অঙ্গসংজ্ঞা হইয়া থাকে। এইজন্যই 'যস্মাৎ প্রত্যয়বিধিস্তদাদি প্রত্যয়েঽঙ্গম্' (১।৪।১৩) এই অঙ্গসংজ্ঞাবিধায়ক সূত্রে তদাদি গ্রহণ করা হইয়াছে—'তদাদিগ্রহণং স্যাদি নুমর্থম্'। যাহার উত্তরে যে প্রত্যয়ের বিধান করা হয়, সেই প্রত্যয়টি পরে থাকিলে তদাদির অঙ্গসংজ্ঞা হয়—তদাদির অর্থ বিধীয়মান প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্তী প্রকৃতি আদিতে যাহার এইরূপ সমুদায় 'বারিন্ ই' এইস্থলে 'শি' প্রত্যয় পরে থাকিতে 'বারি'—এই প্রকৃতি আদিতে যাহার 'বারিন্'—এই 'নুম্' বিশিষ্ট সমুদায়েরই অঙ্গসংজ্ঞা হইয়া থাকে, বার্তিককারও বলিয়াছেন—তদাদিগ্রহণং স্যাদি নুমর্থম্—অঙ্গসংজ্ঞাসূত্রে তদাদি গ্রহণের প্রয়োজন হইল 'স্য' প্রভৃতিরও নুম্ ইত্যাদি। সুতরাং 'বারিন্' এই নকারান্ত অঙ্গের উপধা দীর্ঘ হইতে কোন বাধা নাই।

৩৮। **ষষ্ঠী স্থানেযোগা (১।১।৪৯)।**

অনির্ধারিতসম্বন্ধবিশেষা ষষ্ঠী স্থানেযোগা বোধ্যা। স্থানং চ প্রসঙ্গঃ।

যাহার সম্বন্ধ বিশেষের নিশ্চয়তা নাই—এইরূপ ষষ্ঠীর দ্বারা স্থান নিরূপিত সম্বন্ধার্থেরই বোধ হইয়া থাকে।

সূত্রে ষষ্ঠী এই স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ রূপে 'স্থানেযোগা' পদের ব্যবহার করা হইয়াছে—ইহা 'স্থানেযোগা' পদটিকে বহুব্রীহি সমাস নিষ্পন্ন স্বীকার না করিলে উপপন্ন হইতে পারে না ; সেইজন্যই এই

পদটিতে বহুব্রীহি সমাস করা হইয়াছে। যোগ শব্দের অর্থ হইল সম্বন্ধ—এই যোগ শব্দের সহিত স্থান শব্দের সামানাধিকরণ্যরূপে বহুব্রীহি সমাস করা হয়, তাহা হইলে 'স্থানং যোগা যস্যাঃ'—স্থান যোগ যাহার—এইরূপ বিগ্রহ হইবে। ইহার দ্বারা ষষ্ঠীর স্থানরূপ সম্বন্ধ অর্থ বুঝায় ; কিন্তু কোথাও স্থানরূপ সম্বন্ধ ষষ্ঠীর বাচ্য হয় না। সুতরাং স্থানেন যোগা যস্যাঃ এইরূপ ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস হইবে। স্থানেন—এই তৃতীয়ার অর্থ নিরূপিতত্ব আর সম্পূর্ণ বিগ্রহবাক্যের অর্থ হইল স্থান নিরূপিত সম্বন্ধ সার্থিকা অর্থাৎ "যেস্থলে এইরূপ ষষ্ঠীবিভক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহার সম্বন্ধবিশেষের নিশ্চয়তা নাই, সেইরূপ ষষ্ঠীর দ্বারা স্থান নিরূপিত সম্বন্ধার্থের প্রতীতি হয়।" ভাষ্যকার 'স্থানেন স্থানে বা যোগো যস্যাঃ'—ইত্যাদি রূপে ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাসই করিয়াছেন—ইহার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইয়া থাকে যে স্থান কখনও ষষ্ঠীর বাচ্য সম্বন্ধ নয়, কিন্তু সম্বন্ধের নিরূপক বা নিমিত্ত। এইরূপ স্থান নিরূপিত সম্বন্ধ হইল নিবর্ত্ত্য নিবর্ত্তকভাব। যেক্ষেত্রে ষষ্ঠীর দ্বারা স্থান নিরূপিত সম্বন্ধের প্রতীতি হইয়া থাকে, সেস্থলে অবশ্যই তন্নিরূপক 'স্থান' শব্দের অধ্যাহার করিতে হইবে। 'স্থান' শব্দের অধ্যাহার না করিলে তন্নিরূপিত সম্বন্ধার্থের প্রতীতি হইতে পারে না, সুতরাং অষ্টাধ্যায়ীতে অনির্দ্ধারিত সম্বন্ধ-বিশেষা ষষ্ঠীর প্রয়োগ থাকিলেই 'স্থানে' শব্দের অধ্যাহার করিতে হইবে এবং সেই অধ্যাহৃত 'স্থানে'—এই নিরূপক পদের দ্বারা তন্নিরূপিত যে সম্বন্ধ নিবর্ত্ত্য নিবর্ত্তকভাব, উহার বোধ হইবে।

এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে 'স্থানেন যোগো যস্যাঃ'—এইরূপ ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস করিলে স্থান নিরূপিত সম্বন্ধের বোধ হয় বটে, কিন্তু তৃতীয়া বিভক্তির লোপ হইলে 'স্থানযোগা'—এইরূপ পদ হওয়া উচিত, 'স্থানে যোগা'—এইরূপ নির্দ্দেশ কিরূপে উপপন্ন হইতে পারে ?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে তৃতীয়া বিভক্তির লোপ হওয়ার পর

অকারের স্থানে একার করিয়া 'স্থানে যোগা' পদটি নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে—ইহাতে ভাষ্যকারের ঐরূপ বিগ্রহবাক্যই প্রমাণ।

অথবা 'স্থানেনঽযোগা' এইরূপ পদচ্ছেদ করা যায়। অযোগা এই পদটি ষষ্ঠীর বিশেষণ, উহার ব্যুৎপত্তি হইবে নাস্তি যোগা যস্যাঃ অর্থাৎ যাহার সম্বন্ধ নাই এইরূপ ষষ্ঠী বিভক্তির সম্বন্ধ থাকে না, এইরূপ হইতেই পারে না। সুতরাং যোগশব্দের বিশিষ্ট যোগে লক্ষণা করিতে হইবে, তাহা হইলে অর্থ হইবে, যাহার বিশিষ্ট যোগ অর্থাৎ নিশ্চয়-বিশিষ্ট সম্বন্ধ নাই এইরূপ ষষ্ঠী বিভক্তি থাকিলে 'স্থানে' পদের প্রয়োগ হইয়া থাকে। 'স্থানে' পদের প্রয়োগ হইলেই তন্নিরূপিত সম্বন্ধেরও প্রতীতি হইয়া থাকে।

অথবা 'যোগ' শব্দটি মত্বর্থে 'অর্শ আদিভ্যোঽচ্' (৫।২।১২৭) সূত্রের দ্বারা অচ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে : সেই যোগ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্' প্রত্যয় করিলে 'যোগা' পদটির সিদ্ধি হইয়া থাকে। ইহার অর্থ হইবে যোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ যাহার আছে—এইরূপ ষষ্ঠী ; কিন্তু ষষ্ঠী বিভক্তির যোগ বা সম্বন্ধ থাকিবে না, ইহা হইতে পারে না। সুতরাং যোগ বা সম্বন্ধ যাহার আছে এইরূপ ষষ্ঠী—ইহা বলিবার কি তাৎপর্য্য ? ইহার তাৎপর্য্য হইল এই যে 'যোগ' শব্দে যে মত্বর্থে 'অচ্' প্রত্যয় হইয়াছে, উহা ভূমা বা বাহুল্য অর্থে, তাহা হইলে উহার অর্থ হইবে যে অনেক সম্বন্ধবিশিষ্ট ষষ্ঠী যদি থাকে অর্থাৎ যে ষষ্ঠীর দ্বারা অনেক সম্বন্ধের প্রতীতি হয়—এইরূপ ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ থাকিলে 'স্থানে' পদটির উপস্থিতি হইয়া থাকে। যেমন 'অস্তে ভূঃ' (২।৪।৫২) এই সূত্রে যে 'অস্তেঃ' এই ষষ্ঠী বিভক্তি আছে, তাহার দ্বারা কোন সম্বন্ধ-বিশেষের প্রতীতি হয় না; বরং অনন্তরে সমীপে আদি পদের অধ্যাহার করিয়া অনন্তর নিরূপিত সম্বন্ধ বা সামীপ্য নিরূপিত সম্বন্ধের প্রতীতি হইয়া থাকে। সেক্ষেত্রে 'স্থানে' পদ উপস্থিত হইলে উহার দ্বারা অন্য সম্বন্ধের ব্যাবৃত্তি করিয়া স্থান নিরূপিত সম্বন্ধেরই বোধ করাইয়া থাকে।

স্থান শব্দের অর্থ নিবৃত্তিও হয় এবং প্রসক্তিও হয়। নিবৃত্তি অর্থে স্থান শব্দের প্রয়োগ আছে যেমন 'শ্লেষ্মনঃ স্থানে কটুকৌষধম্'—শ্লেষ্মার স্থানে কটুক ঔষধ—ইহার অর্থ হইল কটুকৌষধ শ্লেষ্মার নিবর্ত্তক অর্থাৎ কটুক ঔষধ সেবন করিলে শ্লেষ্মার নিবৃত্তি হয়।

প্রসক্তি বা প্রসঙ্গ অর্থে প্রয়োগ যেমন 'দর্ভাণাং স্থানে শরৈ প্রস্তরিতব্যম্'—ইহা আভিচারেষ্টি ক্ষেত্রে বলা হইয়াছে যে কুশের স্থানে শরের দ্বারা প্রস্তার করিবে—এস্থলে স্থান শব্দের অর্থ হইল প্রসঙ্গ।

স্থান শব্দের আর একটি অর্থ যাহা লোকে প্রসিদ্ধ আধার : যেমন শিবস্থানং কৈলাসঃ; বিষ্ণুস্থানং বৈকুণ্ঠঃ—ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা কৈলাস শিবের এবং বৈকুণ্ঠ বিষ্ণুর আধার বুঝাইয়া থাকে।

এক্ষেত্রে স্থান শব্দের অর্থ নিবৃত্তি নয়, কারণ যদি স্থান শব্দের অর্থ নিবৃত্তি হয়, তাহা হইলে 'অস্তেভূর্ঃ আর্ধধাতুকে'—ইহার অর্থ হইবে আর্ধধাতুক পরে থাকিতে অস্ ধাতু নিবৃত্তি হইয়া ভূ হয় ; তাহা হইলে সার্বধাতুকে উহার প্রযোগ কি প্রকারে হইবে। নিবৃত্তির অর্থ বিনাশ। অস্ ধাতুর নিবৃত্তির অর্থ হইল উহার বিনাশ। যাহা শব্দনিত্যতাবাদী বৈয়াকরণদের একেবারেই অসম্ভব। বৈয়াকরণদের মতে কোন শব্দের বিনাশ হয় না।

আধার অর্থেও এক্ষেত্রে স্থান শব্দের প্রয়োগ করা হয় নাই কারণ 'অস্তেভূঃ' অর্থাৎ অস্ ধাতুর স্থানে ভূ হয়—ইহা বলিলে শিব ও কৈলাস এবং বিষ্ণু ও বৈকুণ্ঠের মত অস্ ও ভূ-এর আধারাধেয়ভাব অসম্ভব।

সেইজন্য এস্থলে স্থান শব্দের অর্থ প্রসঙ্গ 'স্থানং চেহ প্রসঙ্গঃ'। প্রসঙ্গের অর্থ প্রাপ্তি। 'অস্তেভূর্ঃ আর্দ্ধধাতুকে' তাহার অর্থ হইবে যে আর্দ্ধধাতুকে অস্ ধাতুর প্রয়োগ প্রাপ্তি থাকিলে ভূ-ধাতুর প্রয়োগ করিবে। আর্দ্ধধাতুকের বিষয়ে অস্ ধাতুর দ্বারা অর্থ বুঝাইবার জন্য প্রস্তুত ব্যক্তি ভূ-ধাতুর দ্বারা অর্থ বুঝাইবে—ইহা উহার তাৎপর্য্য।

স্থান শব্দের প্রসঙ্গ অর্থ হইলে শব্দের নিত্যতা ক্ষুণ্ণ হয় না। কারণ বুদ্ধিমাত্রের নিবৃত্তি হয়, শব্দের নিবৃত্তি হয় না। 'ইকো যণচি' (৬।১।৭৭) সূত্রের দ্বারা ইকের স্থানে 'যণ্' বিহিত হইয়া থাকে। সেস্থলে ইকের উচ্চারণ প্রসক্ত হইলে যণ্-এর উচ্চারণ করিবে—এইরূপ অর্থ বোধ হয়। 'সুধী উপাস্যঃ'—ইত্যাদিরূপে 'অচ্' পরক ঈ-কার ঘটিত শব্দের উচ্চারণ প্রসঙ্গে তৎপরক য-কার ঘটিত শব্দ 'সুধ্যুপাস্যঃ' এইরূপ প্রয়োগ করিবে—ইহা 'ইকো যণচি' সূত্রের তাৎপর্য্য।

'ইকো যণচি' (৬।১।৭৭) ইত্যাদিস্থলে 'ইকঃ' এই ষষ্ঠ্যন্ত পদের দ্বারা কোন সম্বন্ধবিশেষের প্রতীতি হয় না; কেবল সম্বন্ধ-সামান্যের প্রতীতি হইয়া থাকে। সে সম্বন্ধ যে কিরূপ ইহা বিজ্ঞাত নহে; সেইজন্য এক্ষেত্রে অনন্তরে 'সমীপে' প্রভৃতি শব্দের অধ্যাহার করিয়া তৎ তৎ নিরূপিত সম্বন্ধ অথবা স্থান নিরূপিত সম্বন্ধ-কিরূপ সম্বন্ধের গ্রহণ হইবে? এই বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে 'অনিয়মে নিয়মকারিণী পরিভাষা'—'ষষ্ঠীস্থানে যোগা' উপস্থিত স্থান নিরূপিত সম্বন্ধার্থের বোধ করাইয়া দেয়।

কিন্তু যেস্থলে সম্বন্ধবিশেষের বাচক শব্দের দ্বারা জ্ঞান হইয়া থাকে, সেইস্থলে সম্বন্ধ বিষয়ে কোন সন্দেহ না থাকায় উক্ত পরিভাষা উপস্থিত হইতে পারে না। যেমন 'উদুপধায়া গোহঃ' (৬।৪।৮৯) এই সূত্রের দ্বারা 'গুহ্' ধাতুর অজাদি প্রত্যয় পরে থাকিতে উপধায় 'উত্ত্ব' বিধান করা হইয়াছে; সেইজন্য 'গূহতি' 'গূহিতা' ইত্যাদি রূপ হয়। এই সূত্রে 'উপধা' এই অবয়ববাচক শব্দের প্রয়োগ থাকায়, ষষ্ঠী স্থানে যোগা' পরিভাষাটির প্রবৃত্তি হইবে না। 'অলোহন্ত্যাৎ পূর্ব্ব উপধা' (১।১।৬৫) অনুসারে অন্ত্য অল্-এর পূর্ব্ব বর্ণের উপধা সংজ্ঞা করা হইয়াছে। 'গুহ' ধাতুর উকার হইল উপধা যাহা একটি অবয়ব, সুতরাং উক্ত সূত্রে এই অবয়ববাচক শব্দের উপাদান আছে বলিয়া 'গুহ্' ধাতু ও উপধা—এই দুইটির সহিত অবয়বাবয়বিভাব সম্বন্ধ রহিয়াছে—যাহার বাচক 'গুহঃ'—এই পদের ষষ্ঠী বিভক্তি—ইহা নির্ণীত

হইয়া থাকে; সেইজন্য উক্তক্ষেত্রে সম্বন্ধ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশই থাকিতে পারে না, সন্দেহ নাই বলিয়াই পরিভাষার উপস্থিতি হইতে পারে না। যদি উক্তস্থলে পরিভাষার উপস্থিতি হইত, তাহা হইলে 'উদুপধায়া গোহঃ'—এই সূত্রের দ্বারা উক্তক্ষেত্রে উপধার এবং অন্ত্য অল্-এর দুইটিরই 'উত্ত্ব' হইয়া যাইত; তাহা হইলে আর 'গূহতি' 'গূহিতা'—ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধ হইত না।

এইরূপ 'শাসইদঙ্হলোঃ' (৬।৪।৩৪) ইত্যাদি সূত্রেও এই পরিভাষাটি উপস্থিত হইবে না। কারণ 'শাস ইৎ' সূত্রেও 'অনিদিতাং হল উপধায়াঃ ক্ঙিতি' (৬।৪।২৪) সূত্র হইতে উপধা পদের অনুবৃত্তি হইয়া থাকে, সেইজন্য উহার দ্বারাও 'শাস্' ধাতুর অঙ্ ও হলাদি কিৎ ঙিৎ পরে থাকিতে উপধার ইকার বিধান করা হয়, সুতরাং এক্ষেত্রেও উপধা এই অবয়ববাচক শব্দের উপাদান থাকায় অবয়বাবয়বিভাব সম্বন্ধের নিশ্চয়তা রহিয়াছে বলিয়া তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, আর সন্দেহ নাই বলিয়াই উক্ত পরিভাষাটি উপস্থিত হইবে না। এই জন্যই 'অশিষৎ', 'শিষ্টঃ' ইত্যাদিস্থলে কেবল উপধামাত্রের ইকারাদেশ হয়; উপধার ও অন্ত্যবর্ণের দুইটির স্থানে ইকারাদেশ হয় না।

৩৯। স্থানেঽন্তরতমঃ। (১।১।৫০)
প্রসঙ্গে সতি সদৃশতম আদেশস্যাৎ॥

অনেক আদেশের প্রাপ্তি থাকিলে যেইটি অত্যন্ত সদৃশ সেইটিই আদেশ হয়।

স্থান শব্দের অর্থ প্রসঙ্গ—ইহা বলা হইয়াছে। প্রসঙ্গের অর্থ হইল প্রাপ্তি। অবকাশ, অবধি পরিধান, অন্তর্ধান, ভেদ, সদৃশ—ইত্যাদি অনেক অর্থে অন্তর শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে; এস্থলে সদৃশ অর্থে অন্তর শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে। অতিশয়িতঃ অন্তরঃ অন্তরতমঃ—অত্যন্ত অন্তর অন্তরতম অর্থাৎ অত্যন্ত সদৃশ। অনেকের মধ্যে যদি একটির আতিশয্য বুঝায়, তাহা হইলেই 'তমপ্' প্রত্যয় হইয়া থাকে; সুতরাং 'অন্তরতম' পদের দ্বারা প্রাপ্ত অনেকগুলি আদেশের মধ্যে যেটি

অতিশয়িত সদৃশ আদেশ তাহাই হইবে—ইহার বোধ হয়। ঈষৎ সদৃশ আদেশ হইবে না। যেমন 'দধ্য-ত্র' 'সুধ্যুপাস্যঃ'—ইত্যাদিস্থলে 'দধি+অত্র' এবং 'সুধী+উপাস্যঃ' এইরূপ অবস্থায়, 'ইকো যণচি' (৬।১।৭৭) অনুসারে 'ইক্'-এর স্থানে 'যণ্' বিহিত হইলে ইকার ও ঈকারের স্থানে যণ্ অর্থাৎ য ব র ল-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইকার ও ঈকারের স্থানে যণ্ অর্থাৎ য, ব, র, ল—এই চারিটি বর্ণেরই প্রাপ্তি হইলে, ইকার ও ঈকার এই স্থানী দুইটির যেটি সদৃশ তাহাই আদেশ হইবে। য, ব, র, ল এর যথাক্রমে তালু, ওষ্ঠ, মূর্দ্ধা ও দন্ত স্থান এবং ইকার ও ঈকার—এই স্থানী দুইটির তালুস্থান; সুতরাং ওষ্ঠ্য, মূর্দ্ধণ্য ও দন্ত্য এই অসদৃশ আদেশ না হইয়া, উক্তস্থলে তালব্য স্থানীর স্থানে তালব্য যকারই হইয়া থাকে—এস্থলে অসদৃশ আদেশের ব্যাবৃত্তি করা প্রয়োজন।

'তমপ্' গ্রহণের প্রয়োজন হইল যেস্থলে স্থানীর অনেকগুলি সদৃশ আদেশ প্রাপ্ত হয়, সেইস্থলে ঈষৎ সদৃশ আদেশ না হইয়া; অত্যন্ত সদৃশ আদেশ যেটি, তাহাই হওয়া। ব্যবহার ক্ষেত্রে ঈষৎ সদৃশকেও সদৃশ বলা হয়। যেমন 'বাগ্ঘরিঃ' ইত্যাদিস্থলে 'বাগ্হরিঃ' এইরূপ অবস্থায় 'ঝয়োহোঽন্যতরস্যাম্' (৮।৪।৬২) সূত্র অনুসারে 'হ' এই 'ঝয়' প্রত্যাহারান্ত বর্ণের স্থানে উহার পূর্ব্ববর্ত্তী যে গ্কার, তাহার সবর্ণ সংজ্ঞক বর্ণের বিধান করা হইয়াছে। উচ্চারণ স্থান ও আভ্যন্তর প্রযত্ন যাহাদের সমান, তাহাদেরই সবর্ণ সংজ্ঞা হয়; সুতরাং গকারের সবর্ণ সংজ্ঞক বর্ণ, কবর্গের পাঁচটি বর্ণই, কারণ উহাদের সকলেরই কণ্ঠস্থান ও স্পৃষ্ট—আভ্যন্তর প্রযত্ন; সুতরাং স্থানরূপ সাদৃশ্যের দ্বারা হকারের স্থানে পাঁচটি বর্ণেরই প্রাপ্তি হইলে, গুণ অর্থাৎ বাহ্যপ্রযত্নের সাদৃশ্য অনুসারে সংবার, নাদ, ঘোষ, মহাপ্রাণ—এই বাহ্য প্রযত্নবিশিষ্ট হকারের স্থানে ঐরূপ কণ্ঠবর্ণ ই হইবে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে এস্থলে ককার কণ্ঠস্পৃষ্ট হইলেও সংবার, নাদ, ঘোষ ও মহাপ্রাণ—এই চারিটির কোনটিই না হওয়ায়, হকারের

স্থানে ককার না হইতে পারে, কিন্তু মহাপ্রাণ মাত্র বাহ্যপ্রযত্নের সাদৃশ্য থাকায় হকারের স্থানে খকার হইবে না কেন?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যদিও কেবল মহাপ্রাণ মাত্র বাহ্য প্রযত্নের সাদৃশ্য থাকায় খকার হকারের ঈষৎ সদৃশ; কিন্তু উপরিউক্ত চারিটি বাহ্য প্রযত্নেরই যদি সাদৃশ্য থাকে, তাহা সদৃশতম ঘকারই একমাত্র কণ্ঠস্পৃষ্ট। যাহার সহিত হকারের উক্ত চারিটি বাহ্যপ্রযত্নেরই সাদৃশ্য আছে—হকার ও ঘকার—দুইটিরই সংবার, নাদ, ঘোষ ও মহাপ্রাণ। সুতরাং উক্ত প্রয়োগে হকারের স্থানে ঘকারই আদেশ হয়; কিন্তু খকার হয় না। গকার—এই কণ্ঠ্যস্পৃষ্টবর্ণের সহিত হকারের সংবার, নাদ ও ঘোষ এই তিনটি বাহ্যপ্রযত্নের সাদৃশ্য থাকিলেও অল্প প্রাণ ও মহাপ্রাণ এই দুইটির দ্বারা বিসদৃশ হওয়ায় হকারের সহিত গকারের একেবারে সর্বথা সাদৃশ্য না থাকায়, উহাও হইতে পারে না। এস্থলে দেখা যাইতেছে যে হকারের সহিত ককারের একটি, গকারের তিনটি এবং ঘকারের চারিটি বাহ্যপ্রযত্নের সাদৃশ্য আছে: কিন্তু একটি বা তিনটির অপেক্ষায় যে চারিটি বাহ্যপ্রযত্নের সাদৃশ্য অতিশয়িত—ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। কিন্তু হকারের যে চারিটি বাহ্যপ্রযত্ন, ঘকারের অবিকল সেই চারিটিই আছে; সুতরাং সংবার, নাদ, ঘোষ, মহাপ্রাণ বত্ত্বরূপ অতিশয়িত সাদৃশ্য অনুসারে উক্ত প্রয়োগে হকারের স্থানে ঘকারই হয়; কিন্তু অন্য কণ্ঠ্য স্পৃষ্টবর্ণ হয় না।

অর্থকৃত সাদৃশ্যের উদাহরণ—যেমন 'তৃজ্বৎ ক্রোষ্টুঃ' (৭।১।৯৫) সূত্র অনুসারে ক্রোষ্টু শব্দের স্থানে তৃচ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের রূপের অতিদেশ করা হইলে তৃচ্ প্রত্যয়ান্ত 'কর্তৃ' 'হর্তৃ' 'বিধাতৃ' প্রভৃতি শব্দের রূপাতিদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু অর্থের সাদৃশ্য অনুসারে যে কোন তৃচ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের রূপ অতিদিষ্ট হইতে পারে না, বরং যে তৃচ্ প্রত্যয়ান্ত রূপের সহিত ক্রোষ্টু শব্দের অর্থের সাদৃশ্য আছে, উহাই অতিদিষ্ট হয়। 'ক্রোষ্ট' শব্দের অর্থ শৃগাল এবং ক্রোষ্টৃ

—এই তৃচ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের অর্থ শৃগাল। সুতরাং শৃগাল বাচকত্ব অর্থ-কৃৎ সাদৃশ্য অনুসারে 'ক্রোষ্টু' শব্দের স্থানে ক্রোষ্টৃ—এই তৃচ্ প্রত্যয়ান্ত রূপের অতিদেশ হইয়া থাকে, এইজন্য ক্রোষ্টা, ক্রোষ্টারৌ, ক্রোষ্টারঃ—এইপ্রকার শব্দরূপ হয়।

অথবা 'বাতণ্ড্য যুবতিঃ' ইত্যাদি প্রয়োগও অর্থকৃৎ সাদৃশ্যের উদাহরণ। 'বতণ্ড' শব্দের শেষে আঙ্গিরস্ গোত্রাপত্য বুঝাইলে 'বতণ্ডাচ্চঃ' (৪।১।১০৮) সূত্র অনুসারে 'যঞ্' প্রত্যয় হয় এবং স্ত্রীত্বের বিবক্ষায় 'লুক্ স্ত্রিয়াম্' (৫।১।১০৮) অনুসারে উহার লুক্ (লোপ) হইয়া যায়। বতণ্ড শব্দের শাঙ্গর্রবাদিগণে পাঠ থাকায় 'শাঙ্গর্রবাদ্যঞো ঙীন্' (৪।১।৭৩) অনুসারে ঙীন্ (ঈ) প্রত্যয় ও 'যস্যেতি চ' (৬।৪।১৪৮) অনুসারে অন্ত্য অকারের লোপ হইলে 'বতণ্ডী', শব্দটির সিদ্ধি হয়। এইবার 'যুবতি' শব্দের সহিত 'বতণ্ডী' শব্দের 'বতণ্ডী চাসৌ যুবতিশ্চ' এইরূপ বিগ্রহে 'পোটা যুবতি স্তোক কতিপয়' (২।১।৬৫) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা কর্মধারয় সমাস করিলে 'পুংবৎ কর্মধারয় জাতীয় দেশীয়েষু' (৬।৩।৪২) সূত্র অনুসারে বতণ্ডী শব্দের পুংলিঙ্গের মত রূপ হইয়া যায়, কিন্তু বতণ্ড হইবে অথবা বাতণ্ড্য দুইটিই পুংলিঙ্গের রূপ ? এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে 'স্থানেঽন্তরতমঃ' (১।১।৫০) পরিভাষা অনুসারে অর্থের সাদৃশ্য ধরিয়া বতণ্ডী শব্দের স্থানে 'বাতণ্ড্য' হয়, কিন্তু বতণ্ড হয় না। কারণ বতণ্ডী ও বাতণ্ড্য দুইটিতে অপত্যরূপ অর্থ আছে, অপত্যার্থে স্ত্রীলিঙ্গে বতণ্ডী ও পুংলিঙ্গে 'বাতণ্ড্য' রূপ হয়। সুতরাং উক্তস্থলে বতণ্ডী শব্দের স্থানে পুংবৎ হইলে 'বাতণ্ড্য' শব্দের অতিদেশ হইয়া থাকে। ফলে 'বাতণ্ড্য যুবতিঃ'—এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হয়।

গুণকৃত সাদৃশ্যের উদাহরণ 'গঙ্গা +উদকম্', এই অবস্থায় 'আদ্গুণঃ' (৬।১।৮৭) অনুসারে গুণ হইয়া ওকার হইলে 'গঙ্গোদকম্' পদ সিদ্ধ হইয়া থাকে; এস্থলে দ্বিমাত্রিক আকার এবং একমাত্রিক উকার—এই তিন মাত্রিক স্থানীর স্থানে যে ওকার আদেশ হয়, উহা আন্তরতম্য-বশতঃ ত্রিমাত্রিক হইবে না কেন ?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে আদেশ যদি প্রাপ্যমান অর্থাৎ প্রাপ্তির যোগ্য হয়, তাহা হইলেই উহাদের মধ্যে যেটি অন্তরতম, সেইটি হইয়া থাকে। ত্রিমাত্রিক ওকার গুণপদ বোধ্যই নয়, কারণ 'অদেঙ্ গুণঃ'—এই গুণ সংজ্ঞা বিধায়ক সূত্রে 'অৎ'—এই 'ত্' এর পরবর্ত্তী থাকায় 'এঙ্' অর্থাৎ একার ও ওকার সমকালিক হইলেই গুণপদবোধ্য হইবে, অন্যথা হইবে না। একার ও ওকার স্বাভাবিক দ্বিমাত্রিক; কিন্তু ত্রিমাত্রিক নয়। ইহাতে 'অণুদিৎ' সূত্র প্রবৃত্ত হইলে ভিন্নকালিক অর্থাৎ ত্রিমাত্রিকেরও বোধ হইতে পারে; কিন্তু 'তপরস্তৎকালস্য' (১।১।৭০) এই সূত্রের দ্বারা উহার নিষেধ হওয়ায়, তাহা হইতে পারে না।

প্রমাণের অর্থ মাত্রা। প্রমাণকৃৎ সাদৃশ্য অনুসারে কার্য্য বুঝাইলে এক-মাত্রিকের স্থানে একমাত্রিক, দ্বিমাত্রিকের স্থানে দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিকের স্থানে ত্রিমাত্রিক হইয়া থাকে, যেমন 'অদস্ ঔ' এই অবস্থায় 'ত্যদাদী-নামঃ' (৭।২।১০২) অনুসারে 'স্'কারের স্থানে অকার এবং 'অতো গুণে' অনুসারে পররূপ একাদেশ হইলে 'অদ ঔ' এইরূপ স্থিতি হইয়া থাকে। এই অবস্থায় 'বৃদ্ধিরেচি' (৬।১।৮৮) অনুসারে অকার ও ঔকারের স্থানে ঔকার বৃদ্ধি হইলে 'অদৌ' এইরূপ হইয়া থাকে। এইবার 'অদসোঽসের্দাদু দো মঃ' (৮।২।৮০) সূত্র অনুসারে দকারের স্থানে মকার এবং ঔকারের স্থানে ঊকার আদেশ হইলে 'অমূ' প্রয়োগ সিদ্ধ হয়। এস্থলে ইহাই সন্দেহ হয় যে 'অদসোঽসের্দাদু দো মঃ' অনুসারে যখন অদস্ শব্দে দকারের পরবর্ত্তী অচ্ অর্থাৎ স্বরবর্ণের স্থানে উকার বিহিত হইয়াছে; তখন উক্তস্থলে ঔকারের স্থানে উকার না হইয়া ঊকার হইয়াছে কেন ? এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে 'স্থানেঽন্তর-তমঃ' অনুসারে প্রমাণ অর্থাৎ মাত্রার সাদৃশ্য ধরিয়া ঔ এই দ্বিমাত্রিক স্বরবর্ণের স্থানে 'ঊ' এই দ্বিমাত্রিক আদেশ হইয়া থাকে। কিন্তু একমাত্রিক উকার আদেশ হয় না। আবার 'অদস্ অম্' এই অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্কারের অকার ও পররূপ একাদেশ হইলে 'অদ অম্'

ব. বি./সি. কৌ. ৩:—১৬

এইরূপ অবস্থায় 'অমি পূর্ব্বঃ' (৬।১।১০৭) অনুসারে 'অম্' এর অকারের পূর্ব্বরূপ অর্থাৎ পূর্ব্বের মত রূপ হইলে 'অদম্' এইরূপ হইয়া যায়। তাহার পর পূর্ব্বোক্ত সূত্র অনুসারে দকারের স্থানে মকার ও উহার পরবর্ত্তী স্বরবর্ণের উকার আদেশ হইয়া থাকে। এস্থলে একমাত্রিক অকারের স্থানে একমাত্রিক উকার আদেশ হয়; কিন্তু দ্বিমাত্রিক ঊকার আদেশ হয় না। ফলে উক্তস্থলে 'অমুম্' প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, যেক্ষেত্রে একাধিক আন্তর্য্য বা সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়, সেক্ষেত্রে কোন প্রকার আন্তর্য্য অনুসারে কার্য্য হইবে? পূর্ব্বে চারিটি সাদৃশ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে—স্থান, গুণ, অর্থ ও প্রমাণ—এইগুলির মধ্যে একাধিক সাদৃশ্য হইতে পারে।

ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে—

যত্রানেকবিধমান্তর্য্যং তত্র স্থানত আন্তর্য্যং বলীয়ঃ।

যেস্থলে অনেকবিধ আন্তর্য্যের প্রাপ্তি থাকে সেস্থলে স্থানকৃৎ আন্তর্য্যই অধিক বলশালী।

অর্থাৎ একাধিক আন্তর্য্য অনুসারে কার্য্যের প্রাপ্তি হইলে উচ্চারণ স্থানের সাদৃশ্য অনুসারেই কার্য্য হইবে। যেমন চেতা, স্তোতা ইত্যাদি।

চি ও স্তু-ধাতুর শেষে 'তৃচ্' প্রত্যয় করিলে 'চি তৃ', 'স্তু তৃ' এইরূপ অবস্থায় 'তৃচ্' প্রত্যয়টির 'আর্ধধাতুকং শেষঃ' (৩।৪।১১৪) অনুসারে আর্ধধাতুক সংজ্ঞা হওয়ায়, 'সার্ব্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ' (৭।৩।৮৪) সূত্র অনুসারে 'চি'এর ইকারের এবং 'স্তু'এর উকারের গুণ প্রাপ্তি হয়; কিন্তু পাণিনি 'অদেঙ্ গুণঃ' (১।১।২) সূত্রের দ্বারা অকার, একার ও ওকারের গুণ সংজ্ঞা করিয়াছেন বলিয়া, তিনটি গুণই প্রাপ্ত হইবে। যেস্থলে অনিয়মে একাধিক কার্য্যের প্রসক্তি হয়, সেস্থলে পরিভাষাই একমাত্র নিয়ামিকা হইয়া থাকে—এস্থলে 'স্থানেঽন্তরতমঃ' (১।১।৫০) অনুসারে অকার, একার ও ওকার—এই তিনটির মধ্যে যেটি স্থানী ইকার ও উকারের অন্তরতম সেটি হইবে; তালব্য ইকার ও ওষ্ঠ্য উকারের

স্থানে তালুস্থান জন্যত্ব ও ওষ্ঠস্থানজন্যত্বরূপ সাদৃশ্য অনুসারে যথাক্রমে একার ও ওকার প্রাপ্ত হয় এবং প্রমাণ বা মাত্রাকৃৎ সাদৃশ্য অনুসারে একমাত্রিক ইকার ও একমাত্রিক উকারের স্থানে একমাত্রিক অকার ও ইকার ও উকারের স্থানে প্রাপ্ত হইতে পারে; কিন্তু স্থানকৃৎ আন্তর্য্য অনুসারেই ইকারের স্থানে একার এবং উকারের স্থানে ওকার হইবে। ফলে 'চেতৃ' 'স্তোতৃ' প্রয়োগসিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রথমার একবচনে ইহাদের রূপ চেতা ও স্তোতা হয়।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে একারের কণ্ঠতালু ও কণ্ঠোষ্ঠস্থান; কিন্তু ইকারের কেবল তালু ও ঔকারের কেবল ওষ্ঠ; সুতরাং ইকারের সহিত একারের এবং উকারের সহিত ঔকারের স্থানসাম্য না থাকায় উক্তস্থলে ইকারের স্থানে একার এবং উকারের স্থানে ওকার কি করিয়া হইতে পারে?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে সবর্ণসংজ্ঞার ক্ষেত্রে যাবৎ স্থানসাম্য হওয়া বাঞ্ছনীয়; কিন্তু আন্তরতম্যের ক্ষেত্রে যৎকিঞ্চিৎ স্থানসাম্য হইলেও কোন ক্ষতি নাই। সবর্ণসংজ্ঞার ক্ষেত্রে যে যাবৎ স্থান প্রযত্ন সাম্য অপেক্ষিত—ইহা 'তুল্যাস্য' সূত্রে উপপাদিত হইয়াছে।

তাহা হইলে ইহাই ঐ স্থলে সিদ্ধান্ত হইল যে যেক্ষেত্রে একাধিক আন্তর্য্য অনুসারে কার্য্যের প্রাপ্তি হয় সেক্ষেত্রে স্থানকৃৎ আন্তর্য্য অনুসারেই কার্য্য হইবে, কিন্তু এবিষয়ে প্রমাণ কি?

ইহাতে প্রমাণ হইল এই সূত্রে 'স্থানে' এই পদের গ্রহণ। 'ষষ্ঠী-স্থানে যোগা'—এই পূর্ব্বসূত্র হইতে 'স্থানে' পদের অনুবৃত্তি করিয়াই 'প্রসঙ্গে সতি সদৃশতম আদেশো ভবতি' অনেকগুলির প্রাপ্তি হইলে সদৃশতম আদেশ হয়—এইরূপ সূত্রার্থ সিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও যে 'স্থানেঽন্তরতমঃ'—এই সূত্রে স্থানে পদের গ্রহণ করা হইয়াছে, ইহার দ্বারা বাক্যদ্বয়ের কল্পনা করিয়া, একটির দ্বারা অন্তরতম আদেশ এবং আর একটির দ্বারা স্থানকৃৎ আন্তর্য্যের বলবত্তা বোধিত হইয়াছে।

পূর্ব্বসূত্রে সমাসবদ্ধ পদ হইলেও 'স্থানে' এই একদেশে স্বরিতত্ব

প্রতিজ্ঞার অনুমান করিয়া; উহার অনুবৃত্তি হইয়া থাকে। উহা প্রসঙ্গার্থক হইলেও এস্থলে তাল্বাদিস্থান অর্থের বোধক হইবে। তাহা হইলে দ্বিতীয় বাক্য এইরূপ 'স্থানেনৈব অন্তরতম আদেশো ভবতি'—স্থানকৃৎ আন্তর্য্য অনুসারেই আদেশ হয়। প্রথম বাক্য হইল 'স্থানে অন্তরতম আদেশো ভবতি'—অনেকগুলি আদেশের প্রসক্তি থাকিলে যেটি অন্তরতম সেটি হয়। দ্বিতীয় বাক্য হইল—'স্থানেনৈবান্তরতম আদেশো ভবতি'—অর্থাৎ অনেক প্রকার আন্তর্য্য অনুসারে আদেশ প্রাপ্ত হইলে স্থানকৃৎ আন্তর্য্য অনুসারেই আদেশ হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা সিদ্ধ হইল যে 'যত্রানেকবিধমান্তর্য্য তত্র স্থানত আন্তর্য্যং বলীয়ঃ।'

৪০। তস্মিন্নিতি নির্দ্দিষ্টে পূর্ব্বস্য (১।১।৬৬)।

সপ্তমী নির্দেশেন বিধীয়মানং কার্য্যং বর্ণান্তরেণাব্যবহিতস্য পূর্ব্বস্য বোধ্যম্।

সপ্তম্যন্ত পদের দ্বারা কোন কার্য্যের বিধান করা হইলে উহা সপ্তম্যন্তপদ বোধিত বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী ও ব্যবধানশূন্য বর্ণেরই হইয়া থাকে।

এই সূত্রে 'অচি' পদে ঔপশ্লেষিক অধিকরণে সপ্তমী হইয়াছে। উপশ্লেষের অর্থসামীপ্য সম্বন্ধ। উপ সমীপঃ, শ্লেষঃ সম্বন্ধঃ—ঔপশ্লেষিকের অর্থ সমীপ নিবন্ধন সম্বন্ধ। পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণ পরবর্ত্তী বর্ণের সমীপ। ব্যবধান থাকিলেও সামীপ্য হইতে পারে। যেমন 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' বাক্যের দ্বারা গঙ্গার সমীপবর্ত্তী ঘোষপল্লী বুঝায়; সেইরূপ 'ইকোযণচি' (৬।১।৭৭) সূত্রে 'অচি' পদের দ্বারা অজুপশ্লিষ্ট ইক্-এর যণ্ হয়—এইরূপ বোধ হইয়া থাকে। অজুপশ্লিষ্ট ইক্ অর্থাৎ 'অচ্' এর সমীপবর্ত্তী ইক্। যেমন 'দধি উদকম্' ইত্যাদিস্থলে অচ্-এর সমীপবর্ত্তী ইক্ পর্য্যায়ক্রমে ইকার ও উকার দুইই হইতে পারে। ইকার ও উকার, যেমন 'অচ্' প্রত্যাহারের অন্তর্গত, সেইরূপ 'ইক্' প্রত্যাহারের অন্তর্গত। সুতরাং উক্তস্থলে উকার এই অচ্ প্রত্যাহারস্থ বর্ণের সমীপবর্ত্তী

ইকারের যকার প্রাপ্ত হইবে এবং ইকার—এই 'অচ্' প্রত্যাহারস্থ বর্ণের সমীপবর্ত্তী উকারেরও বকার প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু এই পরিভাষা অনুসারে 'অচি' এই সপ্তম্যন্ত পদ বোধিত যে উকার, উহার পূর্ব্ববর্ত্তী 'ইক্' প্রত্যাহারস্থ বর্ণ ইকারেরই 'যণ্ অর্থাৎ যকার হইবে। সমীপবর্ত্তী হইলেও পরবর্ত্তী উকারের স্থানে ব (যণ্) বকার হইবে না।

এইরূপ 'অগ্নিচিৎ অত্র' 'সোমসুৎ অত্র' ইত্যাদিস্থলে 'ত্'কারের ব্যবধান থাকিলেও অকার এই অচ্ এর সমীপবর্ত্তী হওয়ায় ইকার ও উকারের স্থানে যথাক্রমে যকার ও বকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু এই পরিভাষা অনুসারে 'অব্যবহিতস্যৈব ইকো যণ্ ভবতি ন ব্যবহিতস্য'—অব্যবহিত ইক্ এর যণ হয়, ব্যবহিতের হয় না—এইরূপ নিয়ম করা হইলে উক্তস্থলে অকারের পূর্ব্ববর্ত্তী ইকার ও উকারের মধ্যে 'ত্'কারের ব্যবধান থাকায়, উহাদের স্থানে (যণ্) যথাক্রমে যকার ও বকার হইবে না।

'দধি উদকম্' ইত্যাদিস্থলে উকার এই 'অচ্'এর পূর্ব্ববর্ত্তী ও ব্যবধানশূন্য যে ইকার, উহারই যকার হইয়া থাকে এবং 'মধু ইদম্' ইত্যাদিস্থলে ইকার এই অচ্-এর পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যবধানশূন্য যে উকার উহারই (যণ্) বকার হইয়া থাকে।

কেহ কেহ 'ইকো যণচি'—এই সূত্রের 'অচি' পদে 'যস্য চ ভাবেন ভাবলক্ষণম্' (২।৩।৩৭) অনুসারে সপ্তমী স্বীকার করেন। উহার দ্বারা সপ্তমী হইলে 'সতি' ও 'বিদ্যমানস্য' দুইটি ক্রিয়ার অধ্যাহার করিতে হয়। তাহা হইলে উক্ত সূত্রের অর্থ হইবে—'অচি সতি বিদ্যমানস্য ইকো যণ্ ভবতি'—'অচ্' থাকিলে বিদ্যমান ইক্ এর যণ্ হয়। এইরূপ সূত্রার্থ স্বীকার করিলেও 'অচ্' এর 'সত্তা' পূর্ব্বে ও পরে এবং ব্যবহিতে ও অব্যবহিতে থাকিতে পারে। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত উদাহরণগুলিতে 'অচ্' এর পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী—ব্যবহিত ও অব্যবহিত 'ইক্' এর 'যণ্' এর প্রসক্তি হইতে পারে; কিন্তু এই পরিভাষা অনুসারে 'পূর্ব্বস্যৈব ইকো যণ্ ভবতি ন পরস্য, অব্যবহিতস্যৈব ইকো যণ্ ভবতি ন

ব্যবহিতস্থ'—পূর্ব্বেরই ইকের যণ্ হয়, পরের হয় না এবং অব্যবহিত 'ইক্' এরই যণ্ হয় ব্যবহিতের হয় না—এইরূপ নিয়ম হইলে 'দধি উদকম্' ইত্যাদি প্রয়োগে উকারের পূর্ব্ববর্ত্তী ইকারের এবং 'মধু ইদম্' ইত্যাদি প্রয়োগে ইকারের পূর্ব্ববর্ত্তী উকারের যথাক্রমে যকার ও বকার হইয়া থাকে।

আর 'অগ্নিচিৎ অত্র' ও 'সোমসুৎ অত্র' ইত্যাদিস্থলে অকারের পূর্ব্ববর্ত্তী ইকার ও উকারের মধ্যে 'ত্' কারের ব্যবধান থাকায় যথাক্রমে উক্তস্থলে যকার ও বকার হয় না।

এইরূপ ব্যাখ্যা সমীচীন নয়, কারণ 'অচি' পদে 'যস্য চ ভাবেন ভাবলক্ষণম্' সূত্র অনুসারে সপ্তমী করা যুক্তিসঙ্গত নয়। উক্ত সূত্র অনুসারে সপ্তমী করিলে 'সতি' ও 'বিদ্যমানস্য' দুইটি পদের অধ্যাহার করিতে হয়—ইহাতে গৌরব হইয়া থাকে। আর অধিকরণে সপ্তমী, কারকবিভক্তি বলিয়াও 'অচি' পদে ইহাই হইবে। উপপদবিভক্তেঃ কারক বিভক্তির্বলীয়সী—ইহার দ্বারা কারক বিভক্তির বলবত্তা বোধিত হইয়াছে। 'কারকে' সূত্রের অধিকারান্তর্গত সংজ্ঞা প্রযুক্ত যে বিভক্তি, তাহা হইল কারকবিভক্তি। 'কারকে' সূত্রের (১।৪।২৪) হইতে (১।৪।৫৫) পর্য্যন্ত অধিকার। 'যস্য চ ভাবেন' (২।৩।৩৩) সূত্রে 'কারকে' পদের অধিকার যায় না—এইজন্যই এই সূত্রের দ্বারা যে সপ্তমী বিভক্তি, উহা কারকবিভক্তি নয়। সুতরাং 'ইকো যণচি' সূত্রের 'অচি' পদে ঔপশ্লেষিক অধিকরণেই সপ্তমী হইয়াছে। 'সংহিতায়াম্' (৬।১।৭২) এই সূত্রের ভাষ্যেও উক্ত সূত্রের 'অচি' পদে ঔপশ্লেষিক অধিকরণে সপ্তমী হয়, ইহা ভাষ্যকার স্বীকার করিয়াছেন। তাহা হইলে ইহাই এস্থলে স্থির হইল, যেস্থলে অধিকরণ সপ্তমীর প্রয়োগ আছে অষ্টাধ্যায়ীর সেই স্থলেই 'তস্মিন্নিতি' পরিভাষা উপস্থিত হইয়া থাকে। নাগেশ বলেন যে এইজন্যই সূত্রকার 'নির্দ্দিষ্টে পূর্ব্বস্য' এইরূপ ভিন্ন বিভক্তি করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অন্যথা 'নির্দ্দিষ্টস্য পূর্ব্বস্য'—এইরূপ দুইটি পদকেই সমান বিভক্তিকরূপে নির্দ্দেশ করিতেন। তাহাতে 'ইকো যণচি' সূত্রের

অর্থ হইত 'অচি'-এই সপ্তম্যন্ত পদের দ্বারা বোধিত যে অকার, ইকার প্রভৃতি—এইগুলি থাকিতে বিদ্যমান অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী 'ইক্' এর 'যণ্' হয়।

নির্ উপসর্গের অর্থ নিরন্তর এবং দিশ্ ধাতুর অর্থ উচ্চারণ, সুতরাং নির্ পূর্ব্বক দিশ্ ধাতুর অর্থ হইল নিরন্তর উচ্চারণ অর্থাৎ অব্যবহিত উচ্চারণ। 'নির্দ্দিষ্টে' এই পদটি বিধিসূত্রের সপ্তম্যন্ত পদের পদার্থের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন 'ইকো যণচি'—এই বিধিসূত্রের 'অচি' এই সপ্তম্যন্ত পদের অর্থ অকার, ইকার প্রভৃতি উহার সহিত 'নির্দ্দিষ্টে' পদের অন্বয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত সূত্রের অর্থ এইরূপ হইবে—'অব্যবহিতোচ্চারিতে অচি ইকো যণ্ ভবতি'—অব্যবহিতরূপে উচ্চারিত 'অচ্' পদার্থের সমীপবর্ত্তী ইকের যণ হয়। কিন্তু এইরূপ সূত্রার্থের দ্বারাও 'দধি উদকম্' ইত্যাদিস্থলে উকারের পূর্ব্ববর্ত্তী ইকারের যণ্ হইবে অথবা ইকারের পরবর্তী উকারের যণ্ হইবে—ইহা নিশ্চয়রূপে বলা যায় না। ইকার ও উকার—দুইটি পরস্পর উভয়ের সমীপবর্ত্তী, সুতরাং পর্য্যায়ক্রমে উক্তক্ষেত্রে ইকারের যকার ও পরবর্ত্তী উকারের বকার হইতে পারে। সেইজন্য 'পূর্বস্য' বলা হইয়াছে। এই পদটি বিধিসূত্রের ষষ্ঠ্যন্তপদের বিশেষণ হইয়া থাকে। যেমন 'ইকো যণচি' —এই সূত্রের 'ইকঃ' এই ষষ্ঠ্যন্ত পদের বিশেষণ হইয়া থাকে। যেমন 'ইকো যণচি'—এই সূত্রের 'ইকঃ' এই ষষ্ঠ্যন্ত পদের উহা বিশেষণ। তাহা হইলে সম্পূর্ণ সূত্রের অর্থ হইবে—'অব্যবহিতোচ্চারিতে অচ্ পদার্থে পূর্ব্বস্য ইকো যণ্ ভবতি'—অব্যবহিতরূপে উচ্চারিত 'অচ্' পদবোধিত বর্ণের অকার, ইকার প্রভৃতির সমীপবর্ত্তী পূর্ব্ব 'ইক্' এর 'যণ্' হয়।

'অগ্নিচিৎ অত্র' ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'অ' এই 'অচ্'টি ইকারের অব্যবহিত উচ্চারিত নয় ; কারণ 'ত্' কারের ব্যবধান রহিয়াছে ; সেইজন্য সেক্ষেত্রে ইকারের স্থানে যকার হইতে পারে না।

'দধি উদকম্' ইত্যাদিস্থলে অচ্‌টি উকার, ইকারের অব্যবহিত

থাকিলেও পরবর্ত্তী বলিয়া, উহার স্থানে (যণ্) বকার হইতে পারে না ; কিন্তু পূর্ববর্ত্তী যে ইকার উহার স্থানেই (যণ্) বকার হইয়া থাকে।

পরিভাষার কার্য্য হইল নিয়ম করা। ইহার দ্বারা দুইটি নিয়ম করা হয়—'অব্যবহিতে এব' 'পূর্ব্বস্যৈব' 'ইকো যণচি' ইত্যাদি সূত্রে অব্যবহিতে এব ইকো যণ্ ভবতি—অব্যবহিত অচ্ এরই সমীপবর্ত্তী 'ইক্' এর যণ্ হয় এবং 'অচঃ পূর্ব্বস্যৈব ইকো যণ ভবতি'—'অচ্'-এর পূর্ব্ববর্ত্তী ইকেরই যণ্ হয়।

এই সূত্রের বৃত্তিতে ভট্টোজিদীক্ষিত ফলিত অর্থ বলিয়াছেন—সপ্তমীনির্দ্দেশেন বিধীয়মানং কার্য্যং বর্ণান্তরেণাব্যবহিতস্য পূর্ব্বস্য বোধ্যম্—সপ্তম্যন্ত পদের নির্দ্দেশের দ্বারা যে কার্য্যের বিধান করা হয়, উহা বর্ণান্তরের ব্যবধানশূন্যও পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণের হইয়া থাকে।

'তস্মিন' এই পদটি 'স্বংরূপম্' অনুসারে নিজের স্বরূপের বোধক হইতে পারে না। 'তস্মিন্' এই স্বরূপের গ্রহণ করা হইয়াছে ; সেইস্থলেই ইহা প্রবৃত্ত হইবে ; কিন্তু সেইরূপ কোন উদাহরণ পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন হইতে পারে যে 'তস্মিন্নণি চ যুষ্মাকাস্মাকৌ' (৪।৩।২) এই সূত্রে 'তস্মিন্' এইরূপ স্বরূপের গ্রহণ থাকায়, সেইস্থলে এই পরিভাষাটির প্রবৃত্তি হইতে পারে। 'হে যৌষ্মাক' : 'অস্মভ্যং দেহি' ইত্যাদি বাক্যে 'যুষ্মদ্ খঞ্ অস্মদ্ ভ্যম্' এইরূপ অবস্থায় 'খঞ্' প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী 'যুষ্মদ্' শব্দের স্থানেই 'যুষ্মাক' আদেশ যাহাতে হয়, কিন্তু পরবর্ত্তী 'অস্মদ্' শব্দের স্থানে যাহাতে 'আস্মাক' আদেশ না হয়—এইপ্রকার 'হে আস্মাকঃ যুষ্মভ্যং দেহি' ইত্যাদি বাক্যে 'অস্মদ্ খঞ্ যুষ্মদ্ ভ্যম্' এইরূপ অবস্থায় 'খঞ্' প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী অস্মদ্ শব্দের স্থানেই যাহাতে 'আস্মাক' আদেশ হয় ; কিন্তু পরবর্ত্তী 'যুষ্মদ্' শব্দের স্থানে যাহাতে 'যৌষ্মাক' আদেশ না হয়—ইহাই এই পরিভাষার প্রয়োজন বলা যাইতে পারে। সুতরাং স্বরূপের বোধ হইবে

না কেন? উহাহরণ যখন পাওয়া যায় তখন উদাহরণ নাই ইহা বলা যায় না।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে পূর্ব্বোক্তস্থলে এই পরিভাষার প্রবৃত্তি হইবার কোন প্রয়োজন নাই. কারণ 'তস্মিন্নণি চ যুষ্মাকা' (৪।৩।২) এই সূত্রটির দ্বারা 'খঞ্' প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী 'যুষ্মদ্' অথবা 'অস্মদ্' শব্দের স্থানেই যুষ্মাক ও অস্মাক আদেশ এই পরিভাষাটির প্রবৃত্তি না হইলেও হইতে পারে, 'খঞ্' এর পরবর্ত্তী যুষ্মদ্' অথবা 'অস্মদ্' শব্দের স্থানে পূর্ব্বোক্ত আদেশ হইতে পারে না। 'খঞ্' প্রত্যয়ের দ্বারা অঙ্গের আক্ষেপ বা অনুমান হইয়া থাকে। অঙ্গ ও প্রত্যয় পরস্পর অবিনাভাব সম্বন্ধ। 'যস্মাৎ প্রত্যয়ে বিধিস্তদাদি প্রত্যয়েঽঙ্গম্' (১।৪।১৩) এই সূত্র অনুসারে যে প্রত্যয় যাহার পরে বিহিত হয়, সেই প্রত্যয় পরে থাকিলেই পূর্ব্ববর্ত্তী প্রকৃতির অঙ্গসংজ্ঞা হইতে থাকে। সুতরাং 'তস্মিন্নণি চ' এই সূত্রের অর্থ হইবে 'খঞ্' প্রত্যয়ের অঙ্গীভূত 'যুষ্মদ্' অথবা 'অস্মদ্' শব্দের স্থানে 'যুষ্মাক' ও 'অস্মাক' আদেশ হয়। তাহা হইলে আর পূর্ব্বোক্তস্থলে পরবর্ত্তী 'যুষ্মদ্' অথবা 'অস্মদ্' শব্দের স্থানে 'যুষ্মাক' অথবা 'অস্মাক' আদেশ হইতে পারে না। 'খঞ্' ও 'অণ্' প্রত্যয়ের অঙ্গ পূর্ব্ববর্ত্তী 'যুষ্মদ্' বা 'অস্মদ্' শব্দ। 'খঞ্' ও 'অণ্' প্রত্যয় নিরূপিত অঙ্গত্ব পরবর্ত্তী শব্দে থাকিতে পারে না—এইজন্য উক্তস্থলে কোনরূপ অনিয়মের সন্দেহ না থাকায় 'অনিয়মে নিয়মকারিণী পরিভাষা'র প্রবৃত্তির কোন প্রয়োজন নাই। আর যদি ঐরূপ স্থলে প্রয়োজনও থাকিত, তাহা হইলে একটি বিশেষ সূত্রের জন্য সাধারণ পরিভাষা প্রণয়নের কোন প্রয়োজন থাকে না ; বরং সেইস্থলেই 'খঞ্' ও 'অণ্' এর পূর্ব্ববর্ত্তী যুষ্মদ্ ও অস্মদ্ শব্দের স্থানে যথাক্রমে যুষ্মাক ও অস্মাক আদেশ স্পষ্টভাবে বিধান করিলেও কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকিত না, সেই জন্যই ইহাই বলিতে হইবে যে কোনরূপ উদাহরণ না থাকায় এই সূত্রের 'তস্মিন্' পদটি নিজের স্বরূপের বোধক হইতে পারে না। সুতরাং ইহার দ্বারা সপ্তম্যন্ত বিশেষের বোধ হইয়া থাকে।

সর্ব্বনামের বুদ্ধিস্থ পদার্থের বোধকতা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। 'তস্মিন্' শব্দের প্রকৃতি 'তৎ' এই সর্ব্বনামের দ্বারা অষ্টাধ্যায়ীর 'অচি' 'হলি' ইত্যাদি যাবতীয় সপ্তম্যন্ত পদের বোধ হইয়া থাকে। আর 'তৎ' শব্দের সপ্তমী বিভক্তি, সপ্তম্যন্ত পদমাত্রের বোধকতার তাৎপর্য্য গ্রাহক। 'তৎ' এই সর্ব্বনামের দ্বারা যে 'অচি' 'হলি' প্রভৃতি সপ্তম্যন্ত পদের বোধ হয়—এইরূপ তাৎপর্য্য বোধ করাইবার জন্যই উহাতে সপ্তমী বিভক্তি যোগ করা হইয়াছে। 'তত্র ভবঃ' (৪।৩।৫৩) 'তস্যাপত্যম্' (৪।১।৯২) ইত্যাদিস্থলেও সপ্তম্যন্ত ও ষষ্ঠ্যন্ত সমর্থের বোধ করাইবার তাৎপর্য্যেই পাণিনি সপ্তম্যন্ত ও ষষ্ঠ্যন্ত তৎ শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন।

তাহা হইলে যেস্থলে সপ্তম্যন্ত পদের ব্যবহার আছে, সেইস্থলেই এই পরিভাষাটির প্রবৃত্তি হইবে। এইরূপ হইলে 'ডঃ সি ধুট্' (৮।৩।২৯) 'নেড্‌বশি কৃতি' (৭।২।৮) ইত্যাদি সূত্রে 'সি' 'বশি' প্রভৃতি সপ্তম্যন্ত পদের উপাদান থাকায়, সেক্ষেত্রেও এই পরিভাষার প্রবৃত্তি হইবে।

'ডঃ সি ধুট্' (৮।৩।২৯) এই সূত্রে 'তস্মিন্নিতি' পরিভাষার প্রবৃত্তি হইলে সকারের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ডকারের 'ধুট্' আগম প্রাপ্ত হইবে, তাহা হইলে 'ষড্ সন্তঃ' ইত্যাদি প্রয়োগে 'আদ্যন্তৌ টকিতৌ' (১।১।৪৬) অনুসারে 'ড'এর পূর্ব্বে 'ধুট্' আগমের প্রসক্তি হইবে, সুতরাং 'ষট্ত্ সন্তঃ' এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে না। অবশ্য এক্ষেত্রে বলা যাইতে পারে যে 'ডঃ'—এই পঞ্চম্যন্ত পদ ও 'সি' এই সপ্তম্যন্ত পদ—এই উভয়ের শ্রুতি থাকায় 'তস্মিন্নিতি' ও 'তস্মাদিত্যুত্তরস্য' (১।১।৬৭) দুইটি পরিভাষার যুগপৎ প্রাপ্তি হইলে 'বিপ্রতিষেধে পরং কার্য্যম্' (১।৪।২) এই সূত্র অনুসারে পঞ্চমী নির্দ্দেশ অনুসারেই কার্য্য হইয়া থাকে অর্থাৎ উক্তস্থলে 'তস্মাদিতি' এই পরিভাষা অনুসারে ডকারের পরবর্ত্তী সকারেরই 'ধুট্' আগম হইবে, কিন্তু সকারের হইবে না। সুতরাং 'ষট্ৎ সন্তঃ' ইত্যাদি প্রয়োগে কোন দোষ নাই।

'নেড্‌বশিকৃতি' ইত্যাদিস্থলে 'তস্মিন্নিতি' পরিভাষা অবশ্যই

প্রবৃত্ত হইবে, সেক্ষেত্রে এই পরিভাষাটির প্রবৃত্তি নিরোধ করিবার কোন উপায় নাই। সেক্ষেত্রে এই পরিভাষার প্রবৃত্তি হইলে 'কৃৎ' প্রত্যয়ের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তীর 'ইট্' নিষেধ হইবে; কিন্তু 'সুশর্মা' ইত্যাদি স্থলে 'সু শৄ মন্' এইরূপ অবস্থায় 'আর্দ্ধধাতুকস্যেড্ বলাদেঃ' (৭।২।৩৫) অনুসারে 'মন্' প্রত্যয়েরই 'ইট্' আগম প্রাপ্ত আছে, যাহার যে কার্য্য প্রাপ্তি থাকে, তাহারই সেই কার্য্যের নিষেধ করা উচিত। 'সু শৄ মন্' ইত্যাদিস্থলে 'মন্'এর ইডাগম প্রাপ্ত আছে আর পূর্ব্বোক্ত সূত্রের দ্বারা 'শৄ' ধাতুর ইডাগমের নিষেধ করা হইবে; তাহাতে কোন লাভ হইবে না। লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে যেরূপ শিকার নিহত হয় না; সেইরূপ উক্তস্থলে 'মন্' প্রত্যয়ের ইডাগমের প্রসক্তি রোধ করা যাইতে পারে না।

সেইজন্য পাণিনি 'তস্মিন্নিতি' এইরূপ ইতি যুক্ত করিয়া সূত্র পাঠ করিয়াছেন—ইহার ফলে সপ্তম্যন্তের অর্থ বুঝাইয়া থাকে; যেস্থলে সপ্তম্যন্তের অর্থ বোধ হয়, সেইস্থলেই এই পরিভাষাটির প্রবৃত্তি হইবে। 'নেড্‌বশি কৃতি' ইত্যাদিস্থলে সপ্তম্যন্ত পদের অর্থ বোধিত হয় না, কারণ 'সুশর্মা' ইত্যাদিস্থলে 'কৃৎ' প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রকৃতির 'ইট্' আগমের প্রাপ্তিই নাই, কিন্তু 'মন্' এই কৃৎ প্রত্যয়েরই 'ইট্' আগম প্রাপ্তি আছে, উহার নিষেধ করিবার জন্য উক্ত নিষেধ সূত্রটি রচিত হইয়াছে—'কৃৎ' প্রত্যয়ের 'ইট্' নিষেধ করিতে হইলে 'কৃত ইট্ ন ভবতি'—কৃৎ প্রত্যয়ের ইট্ হয় না, এইরূপ ষষ্ঠীর অর্থ দ্যোতিত হয়; সুতরাং 'বশি' এই সপ্তমী বিভক্তি ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ হইয়াছে—ইহাই সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হয়, সেইজন্য 'বশাদেঃ কৃত ইট্ ন'—বশাদি কৃৎ প্রত্যয়ের ইট্ হয় না, এইরূপ সূত্রার্থ হইয়া থাকে। এইরূপ ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থে প্রযুক্ত যে সপ্তমী; সেই সপ্তম্যন্ত পদের প্রয়োগস্থলে 'তস্মিন্নিতি' সূত্রের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। সুতরাং যেস্থলে সপ্তম্যন্ত পদের অর্থের প্রতীতি হয়, সেইস্থলেই এই পরিভাষাটির প্রবৃত্তি হয়—ইহা বলিতে হইবে।

এইরূপ সপ্তম্যন্ত পদের অর্থ যেস্থলে বুঝায়, সেইস্থলেই এই পরিভাষাটির প্রবৃত্তি হয়—ইহা বোধ করাইবার জন্যই 'তস্মিন্নিতি' সূত্রে 'ইতি' পদের যোগ করিয়া পাঠ করিয়াছেন। 'ইতি' শব্দের মহিমাই এইরূপ যে উহার দ্বারা পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া থাকে—যেস্থলে অর্থবোধ হইবার সম্ভাবনা থাকে, সেইস্থলে শব্দস্বরূপের বোধ করাইয়া থাকে, আর যেস্থলে শব্দস্বরূপের বোধ হইবার সম্ভাবনা থাকে, সেইস্থলে উহার অর্থের প্রতীতি করাইয়া থাকে। 'গবিত্যয়মাহ' —ইত্যাদিস্থলে অর্থবোধের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু প্রযুক্ত ইতি শব্দের দ্বারা 'গো' শব্দস্বরূপে প্রতীতি করাইয়া থাকে এবং ব্যাকরণে 'ন বেতি বিভাষা' ইত্যাদিস্থলে শব্দস্বরূপের বোধ হইবার সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু প্রযুজ্যমান ইতি শব্দের দ্বারা 'ন' ও 'বা' এর অর্থের বোধ করাইয়া থাকে। এস্থলেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সপ্তম্যন্ত পদের প্রতীতির সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু এই 'ইতি' শব্দযুক্ত থাকার ফলে সপ্তম্যন্ত পদের অর্থবোধ ঘটাইয়া থাকে। সুতরাং যেস্থলে সপ্তম্যন্ত পদের অর্থবোধ হয়, সেইস্থলেই এই পরিভাষাটির উপস্থিতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই পরিভাষাটির এইরূপ অর্থই সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হইয়া থাকে।

যে অর্থে সপ্তমীর বিধান করা হইয়াছে তদর্থক সপ্তম্যন্ত পদার্থের সমীপ অথচ পূর্ববর্ত্তী বর্ণেরই বিধীয়মান কার্য্য হইয়া থাকে।

'জনপদে লুপ্' (৪।২।৮১) ইত্যাদিস্থলে ইহার প্রবৃত্তি হয় না, কারণ উক্ত সূত্রটির অর্থ হইল জনপদ অর্থে চাতুরার্থিক প্রত্যয়ের লুপ্ (লোপ) হয়, যেমন 'পঞ্চালানাং জনপদঃ'—পঞ্চালদের জনপদ—এই অর্থে 'অণ্' প্রত্যয়ের লোপ হইয়া থাকে।

জনপদ বলিতে দেশসমুদায় বুঝায় যাহা উচ্চারণধর্ম্মী নয়, সুতরাং উহার সহিত প্রত্যয়ের পৌর্ব্বাপর্য্যভাব অসম্ভব। এবং 'জনপদে যঃ প্রত্যয়ঃ তস্য লুপ্' জনপদ অর্থে যে প্রত্যয়, উহার লুপ (লোপ্) হয় —ইহা বলিলে অনিয়মের কোন অবকাশই থাকে না, সুতরাং সেক্ষেত্রে নিয়মকারিণী পরিভাষার উপস্থিতি হইতে পারে না।

প্রশ্ন হইতে পারে 'ইকো যণচি' (৬।১।৭৭) প্রভৃতি সূত্র 'সংহিতায়াম্' (৬।৩।১১৪) এই সংহিতাধিকারের অন্তর্গত, সুতরাং 'যণ্' প্রভৃতি কার্য্য সংহিতায় হয় বলিয়া ব্যবধানে হইতে পারে না, কারণ অর্দ্ধমাত্রাধিক কালের ব্যবধান না থাকিলেই সংহিতা হয়। এইরূপ অবস্থায় 'নির্দ্দিষ্টে' পদেরই বা প্রয়োজন কি?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে সংহিতাধিকারের বহির্ভূত উদাহরণও আছে, সেস্থলে যাহাতে না হয়, সেইজন্য এই সূত্রে 'নির্দ্দিষ্টে' পদ গ্রহণ করিতেই হইবে। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ব্যবধানশূন্য বলিতে কেবল বর্ণকৃত ব্যবধানরাহিত্যই গৃহীত হইয়া থাকে; কিন্তু বর্ণশূন্য কালকৃত ব্যবধানরাহিত্যের গ্রহণ হয় না—ইহাই সংহিতার অধিকারের দ্বারা জ্ঞাপিত হইয়া থাকে। অন্যথা 'নির্দ্দিষ্টে' গ্রহণের দ্বারাই যণ্ প্রভৃতি কার্য্য অসংহিতায় প্রবৃত্তি না হওয়ায় তাহার জন্য আবার সংহিতার অধিকারের প্রয়োজন কি? সুতরাং সংহিতাধিকারের বহির্ভূত বিধিগুলি বর্ণশূন্য অথচ কালের ব্যবধান থাকিলেও প্রবৃত্ত হইতে পারে সেইজন্য অবগ্রহস্থলেও 'আনঙ্ ঋতো দ্বন্দ্বে' (৬।৩।২৫) 'দেবতাদ্বন্দ্বে চ' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা আনঙ্ প্রভৃতি কার্য্য হইয়া থাকে। যেমন 'ইন্দ্রাবরুণ বামহম্' (ঋ. ১।১৭।৭) অবগ্রহেও 'ইন্দ্রাবরুণ' এইরূপ পূর্ব্বপদে 'আনঙ্' হইয়া থাকে।

৪১। তস্মাদিত্যুত্তরস্য (১।১।৬৭)।

পঞ্চমী নির্দ্দেশেন ক্রিয়মাণং কার্য্যং বর্ণান্তরেণাব্যবহিতস্য পরস্য জ্ঞেয়ম্।

পঞ্চম্যন্ত বিশেষের দ্বারা বোধিত কার্য্য, বর্ণান্তরের ব্যবধানশূন্য পরবর্ত্তীর হইয়া থাকে।

এই সূত্রেও পূর্ব্বসূত্র হইতে 'নির্দ্দিষ্টে' পদের অনুবর্ত্তন করা হয়, উহা পূর্ব্বসূত্রে সপ্তম্যন্ত হইলেও এইসূত্রে পঞ্চম্যন্তে বিপরিণত হইয়া থাকে এবং 'তস্মাৎ' পঞ্চম্যন্ত পদের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে সূত্রার্থ হইবে পঞ্চম্যন্ত পদের দ্বারা বোধিত কার্য্য বর্ণান্তরের ব্যবধান-

শূন্য পঞ্চম্যন্ত পদার্থের পরবর্ত্তীরই কার্য্য হইয়া থাকে। যেমন 'তিঙ্ঙতিঙঃ' (৮।১।২৮) এই সূত্রে 'অতিঙঃ' ইহা পঞ্চম্যন্ত, উহার অর্থ প্রয়োগস্থ অতিঙন্ত পদ যেমন 'অগ্নিম্ ঈলে' এইবাক্যে 'অগ্নিম্'—এই অতিঙন্ত পদ ইহা 'ঈলে'—এই তিঙন্তপদের বর্ণান্তরের ব্যবধানশূন্য অর্থাৎ 'অগ্নিম্' ও 'ঈলে' এই দুইটির মধ্যে কোন বর্ণান্তরের ব্যবধান নাই। সুতরাং উহার পরবর্ত্তী 'ঈলে'—এই তিঙন্ত পদের সর্বানুদাত্ত হইয়া থাকে। পঞ্চম্যন্ত পদার্থ যদি কার্য্যীর অব্যবহিত হয়, তাহা হইলে যাহার কার্য্য করা হয়—সেই কার্য্যী ও অব্যবহিত হইবে। সেইজন্য দাক্ষিত বৃত্তিতে ফলিতার্থ লিখিয়াছেন—পঞ্চম্যন্তপদের নির্দ্দেশের দ্বারা বিধীয়মান কার্য্য বর্ণান্তরের ব্যবধানশূন্য পরবর্ত্তীরই হইয়া থাকে।

উক্ত সূত্রে 'অতিঙঃ'—এই পঞ্চাম্যন্ত পদে যে পঞ্চমী, উহা দিক্-বাচক শব্দের যোগে হইয়া থাকে—'অন্যারাদিতরর্ত্তে দিক্শব্দাঞ্চুত্তর-পদাজাহিযুক্তে' (২।৩।২৯) এই সূত্রের দ্বারা দিক্ শব্দের প্রয়োগ না থাকিলেও অধ্যাহার করিয়া দিগ্‌বাচক শব্দের লাভ হইতে পারে, সেই অধ্যাহৃত দিগ্‌বাচক শব্দের যোগে পঞ্চমী হইয়া থাকে। দিগ্‌বাচক শব্দের অধ্যাহার করিতে হইলে যে কোন শব্দের অধ্যাহার করা যাইতে পারে—'পূর্ব্বস্য বা পরস্য বা'—পূর্ব্বের অথবা পরের। তাহা হইলে অতিঙন্ত পদের পরবর্ত্তী তিঙন্ত পদের যেমন সর্ব্বানুদাত্ত প্রাপ্ত হইবে—'ঈলে অগ্নিম্' এইস্থলেও 'অগ্নিম্'—এই অতিঙন্ত পদের পূর্ব্ববর্ত্তী 'ঈলে'—এই তিঙন্ত পদের সর্ব্বানুদাত্ত প্রাপ্ত হইবে।

এইরূপ 'উদঃ স্থাস্তম্ভোঃ পূর্ব্বস্য' (৮।৪।৬১) এই সূত্রের উদঃ—এই পঞ্চম্যন্ত পদের দ্বারা বোধিত যে 'উৎ' উপসর্গ, উহার পূর্ব্ববর্ত্তী স্থা ও স্তম্ভের পূর্ব্বসবর্ণ প্রাপ্ত হইবে। তাহা যাহাতে না হয় সেইজন্য এইরূপ নিয়ম করা হয়—পঞ্চম্যন্ত পদের দ্বারা বোধিত কার্য্য অব্যবহিত পরবর্ত্তীরই হয়। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তীর এবং ব্যবহিতের কার্য্য হয় না।

'উৎ সংস্থানম্'—ইত্যাদিস্থলে 'উৎ' এর পরবর্ত্তী 'স্থা' 'সম্'—এই

উপসর্গের দ্বারা ব্যবহিত, সেইজন্য এস্থলে পূর্ব্বোক্ত 'উদঃ স্থাস্তম্ভোঃ' সূত্র অনুসারে পূর্ব্বসবর্ণ হয় না, ফলে 'উৎ সংস্থানম্' এইরূপ প্রয়োগই ইষ্টপ্রয়োগ বলিয়া গণ্য হয়।

এই সূত্রেও 'তস্মাৎ' ইহা স্বরূপের বোধক নয়। যদি স্বরূপের বোধক হইত, তাহা হইলে যে সকল সূত্রে 'তস্মাৎ'—এইরূপ সামান্যরূপ পঞ্চম্যন্ত 'তৎ' শব্দের প্রয়োগ আছে সেই সকলস্থলেই উক্ত পরিভাষাটির উপস্থিতি হইত, ফলে 'তস্মাচ্ছসো নঃ পুংসি' (৬।১।১০৩) ইত্যাদি সূত্রেই উহার উপস্থিতি হইত; কিন্তু অন্যত্র হইত না।

প্রশ্ন হইতে পারে, যেস্থলে পূর্ব্বের ও পরের উভয়েরই প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে, সেইস্থলেই অনিয়ম থাকায় পরিভাষার উপস্থিতি হইতে পারে; কিন্তু 'তস্মাচ্ছসো' ইত্যাদি সূত্রের উদাহরণে পূর্ব্ববর্ত্তীর কোন কার্য্য প্রাপ্তিই নাই, সুতরাং সেস্থলে পরিভাষা উপস্থিত কি করিয়া হইবে?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে 'উচ্চরিতঃ আস্ উপলভ্যেত' ইত্যাদি বাক্যে উচ্চরিত অস্ অ অস্ এইরূপ অবস্থায়, 'প্রথময়োঃ পূর্ব্বসবর্ণে' (৬।১।১০২) সূত্র অনুসারে প্রথমে 'আ অস্'—এই দুইটির পূর্ব্বসবর্ণ দীর্ঘ করার পর উচ্চরিত অস্ আস্ এইরূপ অবস্থায় পূর্ব্বসবর্ণ দীর্ঘীভূত আকারের পূর্ব্ববর্ত্তী শসের অকারেরও নকার প্রাপ্ত হইতে পারে। তাহা যাহাতে না হয়, সেইজন্য উক্তস্থলে পূর্ব্বসবর্ণ দীর্ঘীভূত আকারের পরবর্ত্তী শসের সকারেরই নকার হইবে এইরূপ নিয়ম করা হয়। ফলে পূর্ব্ববর্ত্তী 'শস' এর সকারের নকার হইবে না।

এই কারণে 'তস্মাৎ' এই পদের দ্বারা স্বরূপের গ্রহণ হয় না; কিন্তু 'অতিঙঃ' 'উদঃ' ইত্যাদি পঞ্চম্যন্ত বিশেষের গ্রহণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ 'তস্মাৎ' এই পঞ্চম্যন্ত পদ 'অতিঙঃ' 'উদঃ' ইত্যাদি পঞ্চম্যন্ত বিশেষের উপলক্ষণ ইহা 'ইতি' শব্দের দ্বারাই বোধিত হইয়া থাকে।

যে স্থলে পঞ্চমী ও সপ্তমী উভয়েরই প্রয়োগ আছে, সেস্থলে একটির ষষ্ঠী হইয়া থাকে। অর্থাৎ যুগপৎ পঞ্চম্যন্ত ও সপ্তম্যন্ত পদের প্রয়োগ থাকিলে ষষ্ঠীর প্রাপ্তি হয় ; কিন্তু কোন্‌টির ষষ্ঠী হইবে ? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে যাহার কোথাও অবকাশ থাকে, তাহারই ষষ্ঠী হয়। যেমন 'আনে মুক্' (৭।২।৮২) এই সূত্রে 'অতো যেয়ঃ' সূত্র হইতে 'অতঃ'—এই পঞ্চম্যন্ত পদের অনুবর্ত্তন হইয়া থাকে ; এবং 'অতঃ' এই পঞ্চম্যন্ত পদটি ষষ্ঠ্যন্ত হইয়া থাকে এবং 'তস্মিন্নিতি' পরিভাষা অনুসারে অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ও অঙ্গাবয়ব অকারেরই কার্য্য হইয়া থাকে—যেমন 'পচমানঃ' ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'পচ আন' এইরূপ অবস্থায় 'আনে'র পূর্ব্ববর্ত্তী 'পচ' এই অঙ্গাবয়ব অকারের 'মুক্' আগম হইলে 'পচমানঃ' রূপ সিদ্ধ হইয়া হইয়া থাকে। এস্থলে 'আনে' এই সপ্তমীই অতঃ' এই পঞ্চম্যন্তকে ষষ্ঠ্যন্ত করিয়াছে ; কিন্তু পঞ্চমী সপ্তম্যন্তকে ষষ্ঠ্যন্ত করে নাই, কারণ 'অতো যেয়ঃ' এই সূত্রে পঞ্চম্যর্থের অবকাশ আছে।

'ঈদাসঃ' (৭।২।৮৩) এই সূত্রে পূর্ব্বোক্ত সূত্র হইতে 'আনে' এই সপ্তম্যন্ত পদটি অনুবৃত্ত হয় ; কিন্তু 'আসঃ' এই পঞ্চম্যন্তের দ্বারা উহার ষষ্ঠ্যন্তে প্রক্৯প্তি হইয়া থাকে। ফলে 'আস্' এর পরবর্ত্তী 'আন্ 'প্রত্যয়ের আকারের ইকার হয়—এইরূপ সূত্রার্থ হয়। উদাহরণ আসীনঃ। এক্ষেত্রে 'আসঃ'—এই পঞ্চমীর কোথাও অবকাশ নাই ; কিন্তু 'আনে' এই সপ্তমীর 'আনে মুক্'—সূত্রে অবকাশ আছে, সুতরাং অনবকাশ পঞ্চমীর দ্বারা সপ্তমীকে ষষ্ঠী করা হইয়াছে।

যেস্থলে সপ্তমী ও পঞ্চমী উভয়েরই অবকাশ থাকে না অর্থাৎ উভয়েরই যদি অসাধারণ প্রয়োগ ক্ষেত্র না থাকে, সেস্থলে পঞ্চমীর দ্বারা সপ্তমীকে ষষ্ঠীতে প্রক্৯প্তি করা হয়—পঞ্চম্যন্ত পদ সপ্তম্যন্ত পদকে ষষ্ঠ্যন্তরূপে পরিণত করে—উভয় নির্দ্দেশে পঞ্চমীনির্দ্দেশ বলবান অর্থাৎ পঞ্চমীই সপ্তমীকে ষষ্ঠী হইতে বাধ্য করে। 'যেমন 'আমি

'সর্ব্বনাম্নঃ সুট্' (৭।১।৫২) এই সূত্রে 'আমি' এই সপ্তমী এবং 'সর্ব্বনাম্নঃ' এই পঞ্চমীর কোন অসাধারণ ক্ষেত্র না থাকায় উহারা নিরবকাশ ; সেইজন্য পঞ্চমী নির্দ্দেশের বলবত্তাহেতু পঞ্চম্যন্তপদের দ্বারা 'আমি' এই সপ্তম্যন্ত পদ ষষ্ঠ্যন্তরূপে পরিণত হইয়া থাকে—ফলে অবর্ণান্ত সর্ব্বনামের পরবর্ত্তী আমের সুট্ হয়—এইরূপ সূত্রার্থ হয়।

৪২। **অলোঽন্ত্যস্য** (১।১।৫৩)

ষষ্ঠীনির্দ্দিষ্টান্তস্যাল্ আদেশঃ স্যাৎ।

স্থান ষষ্ঠী নির্দ্দেশের দ্বারা যে আদেশ বিধান করা হয়, উহা অন্ত্য 'অল্' এরই স্থানে হইয়া থাকে।

যেমন 'ত্যদাদীনামঃ' (৭।২।১০২) এই সূত্রে 'ত্যদাদীনাম্' ইহা একটি ষষ্ঠ্যন্ত পদ। এই পদের দ্বারা ত্যদাদিগণে পঠিত শব্দের অকার বিধান করা হইয়াছে , কিন্তু ত্যদাদিগণে পঠিত শব্দের সম্পূর্ণের স্থানে অকার আদেশ হইবে অথবা অন্ত্যবর্ণের স্থানে হইবে ? এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে এই পরিভাষার দ্বারা নিয়ম করা হয় যে অন্ত্যবর্ণের স্থানেই হইবে। সুতরাং 'তদ্' এই ত্যদাদিগণীয় শব্দের প্রথমার একবচনে 'তদ্ সু' এই অবস্থায় 'তদ্' শব্দের অন্ত্য 'অল্' বা বর্ণ যে 'দ্'কার উহার স্থানে 'অ'কার হইলে 'ত-অ-সু' এইরূপ হয়। এইবার 'অতোগুণে' (৬।১।৯৭) সূত্র অনুসারে 'ত' ও 'অ'—ওই দুইটি 'অ'কারের পররূপ হইলে 'ত সু' হইয়া যায়। 'তদোঃ সঃ সাবনন্ত্যয়োঃ' (৭।২।১০৬) অনুসারে 'ত'কারের স্থানে 'স' কার হইলে 'স সু' এইরূপ অবস্থায় 'সু' এর উকারের ইৎসংজ্ঞা ও লোপ হওয়ার পরে 'স্' এর স্থানে 'সসজুষো রুঃ' (৮।২।৬৬) অনুসারে রুত্ব এবং উহার স্থানে 'খরবসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ' (৮।৩।১৫) সূত্রানুসারে রেফের বিসর্গ করিলে 'সঃ' পদটি সিদ্ধ হইয়া থাকে।

'ষষ্ঠী স্থানেযোগা'—সূত্র হইতে 'ষষ্ঠী স্থানে'—ওই পদদ্বয়ের অনুবৃত্তি হইয়া থাকে, ফলে স্থানষষ্ঠী নির্দ্দেশের দ্বারা বিধীয়মান কার্য্য

ব. বি./সি. কৌ. ৩১-১৭

অন্ত্য 'অল্' এর স্থানেই হয়—এইরূপ সূত্রার্থ হইবে। দীক্ষিত বৃত্তিতে যদ্যপি স্থানষষ্ঠীর উল্লেখ না করিয়াই কেবল সামান্যরূপে 'ষষ্ঠীনির্দ্দিষ্টস্য' এইরূপ বলিয়াছেন; কিন্তু তাহার স্থানষষ্ঠীতেই তাৎপর্য্য। অর্থাৎ যেস্থলে স্থানষষ্ঠী থাকিবে সেস্থলেই এই পরিভাষার প্রবৃত্তি হইবে; কিন্তু অবয়বষষ্ঠী থাকিলে এই পরিভাষার প্রবৃত্তি হইবে না। টিৎ, কিৎ, মিৎ প্রভৃতি আগমস্থলে অবয়বষষ্ঠী এবং অন্যত্র স্থানষষ্ঠীর নির্দ্দেশ থাকে। যদি সামান্যরূপে ষষ্ঠী নির্দ্দিষ্ট কার্য্য অন্ত্য 'অল্' এর স্থানে হয়—এইরূপ বলা হয়, তাহা হইলে টিৎ, কিৎ প্রভৃতি আগমবিধান স্থলেও ওই পরিভাষাটির প্রবৃত্তি হইবে, ফলে 'পঠিতা'* প্রভৃতিক্ষেত্রে যে 'ইট্' এর আগম হয়, উহা 'পঠ্ তৃ' এই অবস্থায় অন্ত্য 'অল্' যে ঋকার তাহার পূর্ব্বে অর্থাৎ 'ত্' ও 'ঋ' কারের মধ্যে ইটের আগম প্রসক্ত হইবে। সেইজন্য স্থানষষ্ঠী নির্দ্দেশস্থলেই এই পরিভাষার প্রবৃত্তি হইবে—ইহা বলিতেই হইবে। সুতরাং টিৎ, কিৎ প্রভৃতি আগমবিধায়ক সূত্রের অবয়বষষ্ঠীর নির্দ্দেশ থাকায়, সেক্ষেত্রে ইহার প্রবৃত্তি হইবে না। ফলে 'পঠিতা' প্রভৃতি ক্ষেত্রে কোন দোষের সম্ভাবনা থাকিতেই পারে না।

এই সূত্রে 'অন্ত্যস্য'—এই পদটির সামানাধিকরণ্যবশতঃ 'অলঃ'—ইহাও ষষ্ঠ্যন্তপদ বলিয়া বুঝিতে হইবে। যদি 'অলঃ' এই ষষ্ঠ্যন্ত পদটির গ্রহণ না করা হয়, তাহা হইলে 'পদস্য' (৮।১।১৬) এই অধিকারান্তর্গত কার্য্য অন্ত্য-পদের স্থানেও প্রসক্ত হইবে, যথা 'বসুস্রংসু-ধ্বংস্বনডুহাং দঃ' (৮।২।৭২) এই সূত্রের দ্বারা বিধীয়মান 'দ'কার রূপ

* ইহা পঠ্ ধাতুর উত্তর 'তৃচ্' প্রত্যয় করিলে 'পঠ্ তৃ' এই অবস্থায় 'আর্ধধাতুকস্যেড্বলাদেঃ' (৭।২।৩৫) সূত্র অনুসারে 'ইট্' প্রত্যয় করিয়া 'পঠিতৃ' এইরূপ হইলে উহার প্রথমার একবচনে 'পঠিতা' হইয়া থাকে। 'আদ্যন্তৌ টকিতৌ' (১।১।৪৬) এই পরিভাষা অনুসারে 'ইট্' তৃচের পূর্ব্বে বসে; কিন্তু অবয়বষষ্ঠীস্থলে ওই পরিভাষাটিরও প্রবৃত্তি হইলে উহা অন্ত্য 'অল্' ঋকারের পূর্ব্বে বসিবে; ফলে 'পঠিতা' প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে না।

কার্য্য অন্ত্য-পদের স্থানে প্রাপ্ত হইবে। ফলে 'পরমানডুহ্-ভ্যাম্'—এই অবস্থায়, অন্ত্য-পদ যে 'অনডুহ্' তাহার স্থানেই 'দ'কার হইয়া গেলে আর অভীষ্টরূপ সিদ্ধ হইতে পারিবে না। যদি এই সূত্রে 'অলঃ' পদটির গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রয়োগে যে অন্ত্য-অল্ 'হ্'কার আছে, উহারই স্থানে 'দ্'কার হইলে 'পরমানডুদ্ভ্যাম্' প্রয়োগটির সিদ্ধি হইতে কোন বাধা থাকিবে না।

৪৩। ঙিচ্চ (১।১।৫৩)।

অয়মপ্যন্ত্যস্যৈব স্যাৎ। 'সর্ব্বস্য'-(৪৫) ইত্যস্যাপবাদঃ।

'ঙিৎ' কার্য্য অনেকাল্ হইলেও অন্ত্য 'অল্' এর স্থানেই হয়।

যেস্থলে ঙকারেৎ সংজ্ঞক আদেশ বিধান করা হয়, সেস্থলে সেই আদেশ যদি অনেকাল্ হয়; তাহা হইলেও অন্ত্য অল্ এর স্থানেই হইয়া থাকে, যেমন 'অবঙ্স্ফোটায়নস্য' (৬।১।১২৬) এই সূত্রের দ্বারা গো শব্দের 'অবঙ্' বিধান করা হইয়াছে। এই 'অবঙ্' এর 'ঙ্' 'হলন্ত্যম্' (১।৩।৩) সূত্র অনুসারে 'ইৎ' হইলে উহার 'তস্য লোপঃ' (১।৩।৯) অনুসারে লোপ হইয়া যায়। সুতরাং অবশিষ্ট যে 'অব' আদেশ—ইহা ঙিৎ এবং অনেকাল্ও, সেইজন্য 'গো অগ্রম্' এইস্থলে সম্পূর্ণ গো-শব্দের স্থানে না হইয়া অন্ত্য অল্-ওকারমাত্রের স্থানে 'অব' আদেশ হইলে 'গব অগ্রম্' পরে 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ' (৬।১।১০১) অনুসারে দীর্ঘ হইলে 'গবাগ্রম্' সিদ্ধ হইয়া থাকে।

ইহা পরবর্ত্তী 'অনেকাল্শিৎসর্ব্বস্য' (১।১।৫৫) সূত্রের অপবাদ (ব্যতিক্রম)। 'গো-অগ্রম্' ইত্যাদিস্থলে 'অবঙ্' এই অনেক অল্-বিশিষ্ট আদেশ উক্ত সূত্র অনুসারে সম্পূর্ণ গো-শব্দের স্থানে প্রাপ্ত হয়; কিন্তু 'ঙিচ্চ' সূত্রের দ্বারা উহা বাধিত হইলে কেবল ওকার এই অন্ত্য 'অল্' এর স্থানেই 'অবঙ্' আদেশ হইয়া থাকে।

'অনেকাল্শিৎসর্ব্বস্য' এই সূত্রকে বাধ করিবার জন্যই এই পরি-ভাষাটির প্রণয়ন করা হইয়াছে, অন্যথা 'অবঙ্' ইত্যাদি স্থলেও 'অলোঽন্ত্যস্য' সূত্র অনুসারেই অন্ত্য 'অল্'এর স্থানে হইতে পারিত।

যদি 'ঙিচ্চ' সূত্র রচিত না হইত, তাহা হইলে 'অবঙ্' ইত্যাদি অনেকাল্ আদেশক্ষেত্রে অন্ত্য 'অল্' এর স্থানে না হইয়া সম্পূর্ণের স্থানে প্রাপ্ত হইত। তাহা যাহাতে না হয়, সেইজন্য এই পরিভাষাটি রচিত হইয়াছে অর্থাৎ ইহা আলোঽন্ত্য সূত্রের বাধক।

'অনঙ্ সৌ' (৭।১।৯৩) 'আনঙ্ ঋতো দ্বন্দ্বে' (৬।৩।২৫) ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনঙ্, আনঙ্ প্রভৃতি ঙিৎ আদেশ বিধানকালে এই পরিভাষা প্রযোজ্য।

৪৪। আদেঃ পরস্য (১।১।৫৪)।

পরস্য যদ্বিহিতং তত্তস্যাদের্বোধ্যম্।

পরবর্ত্তীর কার্য্য বিধান করা হইলে উহা পরের আদিবর্ণের হইয়া থাকে।

'তস্মাদিত্যুত্তরস্য'—এই সূত্র অনুসারে উত্তরবর্ত্তীর কার্য্য বিধান করা হইয়াছে, সেই কার্য্য উত্তরবর্ত্তীর আদির হয়, যেমন 'ঈদাসঃ' (৭।২।৮৩) এই সূত্র অনুসারে আস্-এর পরবর্ত্তী 'আনে'র ঈকার বিধান করা হইয়াছে। এই সূত্রে 'আসঃ' এইটি পঞ্চম্যন্ত পদ এবং অনুবৃত্ত 'আনে'—এই সপ্তম্যন্ত পদটি ষষ্ঠ্যন্তে পরিণত হইয়াছে, সুতরাং 'তস্মাদিত্যুত্তরস্য' সূত্র অনুসারে 'আস্'এর পরবর্ত্তী 'আন' এর ঈকার বিহিত হইয়া থাকে—এইরূপ ক্ষেত্রে 'আস্ আন' ইত্যাদি স্থলে 'আস' এর পরবর্ত্তী আনের আকারের স্থানে ঈকার হইলে 'আসীনঃ' পদটি সিদ্ধ হয়।

'আস্ উপবেশনে' এই ধাতুটি অনুদাত্তেৎ, সেইজন্য ইহার উত্তরে 'লট্'এর স্থানে 'শানচ্' আদেশ হয় এবং উক্তস্থলে শকার ও চকারের যথাক্রমে 'লশক্বতদ্ধিতে' (১।৩।৮) ও 'হলন্ত্যম্' (১।৩।৩) সূত্র অনুসারে ইৎসংজ্ঞা ও লোপ হইলে 'আন' থাকে, সেই 'আন' এই পরবর্ত্তী সম্পূর্ণের স্থানে ঈকার না হইয়া উহার আদির অর্থাৎ আকার মাত্রের স্থানে ঈকার আদেশ হইয়া থাকে। ফলে 'আসীনঃ' প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধ হয়।

৪৫। অনেকাল্শিৎসর্ব্বস্য (১।১।৫৫)।

স্পষ্টম্। অলোঽন্ত্যসূত্রাপবাদঃ। অষ্টাভ্য ঔশিত্যাদাবাদেঃ পরস্যেত্যেতদপি পরত্বাদনেন বাধ্যতে।

অনেক অল্‌বিশিষ্ট আদেশ ও শকারেৎ সংজ্ঞক আদেশ। সম্পুর্ণের স্থানে হয়। ইহা অলোঽন্ত্যস্য সূত্রের অপবাদ। 'অষ্টাভ্য ঔশ্' (৭।১।২১) ইত্যাদিস্থলে 'আদেঃ পরস্য' (১।১।৫৪) এই সূত্রটিও পরবর্ত্তী হওয়ার ফলে ইহার দ্বারা বাধিত হইয়া থাকে।

'অনেকাল্'—অনেক অল্ যাহাতে থাকে, এইরূপ আদেশ ও 'শিৎ' অর্থাৎ 'শ্' এর ইৎসংজ্ঞা হইয়াছে যাহার এইরূপ আদেশ, সম্পূর্ণের স্থানে হইয়া থাকে, যেমন 'অস্তের্ভূঃ' (২।৪।৫২) এই সূত্রের দ্বারা 'অস্' ধাতুর স্থানে আর্ধধাতুক প্রত্যয়ের বিবক্ষায় 'ভূ' আদেশ বিধান করা হইয়াছে, উহা অলোঽন্ত্যস্য—অনুসারে 'অস্' ধাতুর অন্ত্যবর্ণের স্থানে প্রাপ্ত হয়; কিন্তু এই পরিভাষা অনুসারে আর্ধধাতুকের বিবক্ষায় সম্পূর্ণ অস্ ধাতুর স্থানে 'ভূ' আদেশ হইয়া থাকে। সুতরাং 'অস্' ধাতুর লৃট্ লকারের স্থানে তিপ্ ও মধ্যে 'স্যতাসী লৃলুটোঃ' (৩।১।৩৩) অনুসারে 'স্য' বিকরণ আসিলে 'স্য' এই প্রত্যয়টির 'আর্ধধাতুকং শেষঃ' (৩।৪।১১৪) সূত্র অনুসারে আর্ধধাতুক সংজ্ঞা হইয়া থাকে; সেই আর্ধ-ধাতুক সংজ্ঞক প্রত্যয়ের বিবক্ষায় পূর্ব্বেই অর্থাৎ আর্ধধাতুক প্রত্যয় আসার পূর্ব্বেই 'অস্' ধাতুর স্থানে 'ভূ' আদেশ হয়। পরে 'স্য' আসিলে 'ভূ স্য তি'—এইরূপ অবস্থায় 'আর্ধধাতুকস্যেড্‌বলাদেঃ' (৭।২।৩৫) অনুসারে 'ইট্' ও সকারের ষত্ব হওয়ার পর উকারের ওকার গুণ এবং উহার স্থানে অব্ আদেশ হইলে 'ভবিষ্যতি' প্রয়োগ সিদ্ধ হয়।

'শিৎ'এর উদাহরণ 'ইদম ইশ্' (৫।৩।৩)। ইদম্ শব্দের শেষে 'পঞ্চম্যাস্তসিল্' (৫।৩।৭) অনুসারে 'তসিল্' প্রত্যয় করিলে 'ইদম্ তস্' এইরূপ অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত সূত্র অনুসারে 'ইদম্' শব্দের স্থানে 'ইশ্' আদেশ হয়। উহাতে উপদেশকালেই শকারের ইৎসংজ্ঞা হয় বলিয়া

উহাকে 'শিৎ' বলা হয়। এস্থলেও অলোঽন্ত্যস্য সূত্র অনুসারে অন্ত্যবর্ণ অর্থাৎ 'ইদম্'এর মকারের স্থানে 'ইশ্' আদেশ প্রাপ্ত হইলে এই পরিভাষা অনুসারে সম্পূর্ণ 'ইদম্' শব্দের স্থানে 'ইশ্' (ই) আদেশ হইলে 'ইতস্' হইয়া থাকে। উহার সকারের রুত্ব বিসর্গ করিলে 'ইতঃ' প্রয়োগটি সিদ্ধ হইয়া যায়।

'অস্তের্ভূঃ' 'ইদম ইশ্' প্রভৃতি সমগ্র বিষয়েই 'অলোঽন্ত্যস্য' সূত্রের প্রাপ্তি আছে ; কিন্তু অনেকাল্ ও 'শিৎ' হইলেই সেইরূপ আদেশ সম্পূর্ণের স্থানে হইবে, সেইজন্য ইহাকে অপবাদ সূত্র বলা হইয়াছে। 'অলোঽন্ত্যস্য' সূত্রের একাল্ অনেকাল্ সকল আদেশই বিষয় এবং 'অনেকাল্শিৎসর্ব্বস্য' সূত্রের বিষয় হইল কেবল অনেকাল্ ও শিৎ। যাহার অধিক বিষয় উহা উৎসর্গ এবং যাহার অল্পবিষয়, উহা অপবাদ।

'অষ্টাভ্য ঔশ্' (৭।১।২১) ইত্যাদিস্থলে 'আদেঃ পরস্য' (১।১।৫৪) এই সূত্রকেও 'অনেকাল্শিৎসর্ব্বস্য' পরত্ব নিবন্ধন বাধ করিয়া থাকে।

অলোঽন্ত্য সূত্রকে যেমন ইহা অপবাদরূপে বাধ করিয়া থাকে ; সেইরূপ 'আদেঃ পরস্য' এই সূত্রকেও পরবর্ত্তী বলিয়া বাধ করে। তুল্যবলবিরোধ থাকিলে যে সূত্রটি পরবর্ত্তী, উহা পূর্ব্ববর্ত্তীসূত্রের বাধক হইয়া থাকে—'বিপ্রতিষেধে পরং কার্য্যম্' (১।৪।২) তুল্যবলবিরোধকে বিপ্রতিষেধ বলা হয়, আর পরস্পর লব্ধাবকাশ সূত্রদ্বয়ের একত্র সমাবেশকে তুল্যবলবিরোধ বলে। যেস্থলে ষষ্ঠ্যন্তপদের দ্বারা অনেকাল্ অথবা শিৎ আদেশের বিধান করা হয়। সেস্থলে 'অনেকাল্শিৎসর্ব্বস্য'—এই সূত্রের অবকাশ আছে এবং যেস্থলে পঞ্চমী নির্দ্দেশের দ্বারা একাল্ আদেশের বিধান করা হয়, সেইস্থলে 'আদেঃ পরস্য'—সূত্রের অবকাশ আছে ; কিন্তু পঞ্চমী নির্দ্দেশের দ্বারা যেস্থলে 'শিৎ' অথবা অনেকাল্ আদেশের বিধান করা হয়, সেস্থলে এই দুইটি সূত্রেরই প্রাপ্তি আছে। যেমন 'অস্তের্ভূঃ' 'ইদম ইশ্' ইত্যাদিস্থলে অনেকাল্ সূত্রের অবকাশ আর 'ঈদাসঃ' 'দ্ব্যন্তরুপসর্গেভ্যোঽপ ঈৎ'—ইত্যাদিস্থলে

'আদেঃ পরস্য' সূত্রের অবকাশ রহিয়াছে। 'অষ্টাভ্য ঔশ্' (৭।১।২১) 'অতো ভিস ঐস্' (৭।১।৯) ইত্যাদিক্ষেত্রে দুইটিরই যুগপৎ প্রাপ্তি আছে—এইরূপ তুল্যবলবিরোধরূপ বিপ্রতিষেধ থাকায় 'অনেকাল্শিৎসর্ব্বস্য' (১।১।৫৫) এই পরবর্ত্তী সূত্র অনুসারেই 'জস্' এর স্থানে ঔশ্ আদেশ হইবে। কিন্তু 'আদেঃ পরস্য' (১।১।৫৪) এই সূত্র অনুসারে 'অস্' (জস্) এর আদিবর্ণ—অকারের 'ঔশ্' আদেশ হইবে না। সুতরাং অষ্টন্ শব্দের প্রথমার বহুবচনে 'জস্' (অস্) বিভক্তি আসিলে 'অষ্টন্ অস্' এইরূপ অবস্থায় 'অষ্টন আ বিভক্তৌ' (৭।২।৮৪) অনুসারে ন-কারের স্থানে আকার হওয়ার পর 'অষ্টা অস্' এইরূপ অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উপরি উক্ত দুইটি সূত্রের প্রাপ্তি হইলে 'অনেকাল্শিৎসর্ব্বস্য' অনুসারে সম্পূর্ণ 'অস্' এর স্থানে ঔশ্ আদেশ হইয়া থাকে ; কিন্তু 'আদেঃ পরস্য' অনুসারে 'অস্' এর—অকারের স্থানে 'ঔশ্' আদেশ হয় না ; তাহা হইলে 'অষ্টা ঔ' এই অবস্থায় আকার ও ঔকারের স্থানে 'বৃদ্ধিরেচি' (৬।১।৮৮) অনুসারে ঔকার বৃদ্ধি করিলে 'অষ্টৌ' প্রয়োগটি সিদ্ধ হয়। উক্তস্থলে 'অস্' এর অকারে 'ঔ' আদেশ হইলে 'অষ্টৌঃ' এইরূপ বিসর্গ ঘটিত অনিষ্টরূপের প্রসক্তি হইত। 'শস্' বিভক্তিস্থলেও অনুরূপ অনভীষ্টরূপ প্রাপ্ত হইবে।

ইহা 'শিৎ' এর উদাহরণ 'অষ্টাভ্য ঔশ্' ইত্যাদিস্থলে শিৎ প্রযুক্ত সর্ব্বাদেশ ও 'আদেঃ পরস্য' অনুসারে আদিবর্ণের আদেশ প্রাপ্ত হইলে পরবর্ত্তীবিধি শিৎসর্ব্বস্য অনুসারে সর্ব্বাদেশ হইবে ; কিন্তু আদিবর্ণের হইবে না।

ভট্টোজিদীক্ষিত শিৎপ্রযুক্ত সর্ব্বাদেশ স্থলে 'আদেঃ পরস্য' সূত্রের প্রাপ্তির সম্ভাবনা করিয়াছেন ; কিন্তু অনেকাল প্রযুক্ত সর্ব্বাদেশ স্থলে কোন দোষের উদ্ভাবন করেন নাই ; কিন্তু 'অষ্টাভ্য ঔশ্ ইত্যাদৌ'—পংক্তিতে ইত্যাদি শব্দের দ্বারা অনেকাল্ প্রযুক্ত সর্ব্বাদেশ স্থলেও পঞ্চমী নির্দ্দেশ প্রযুক্ত আদিবর্ণের প্রাপ্তি থাকিলেও অনুরূপ-

ভাবেই সমাধান হইবে—ইহাই তাঁহার হৃদ্গত তাৎপর্য্য ; কিন্তু উক্তসূত্রে 'অনেকাল্' পদের উল্লেখ পূর্ব্বে থাকায়, তদ্বিষয়ে দোষের উদ্ভাবনা ও সমাধি প্রথমেই করা উচিত ছিল বলিয়া আমার মনে হয়।

অনেকাল্ বিষয়ে যেমন 'অতো ভিস ঐস্' ইত্যাদিস্থলে 'অতঃ' —এই পঞ্চমী নির্দ্দেশের দ্বারা 'ভিস্' এর আদিবর্ণের স্থানে 'ঐস্' পূর্ব্বোক্তপ্রকারে প্রাপ্ত হইবে ; কিন্তু পরবর্ত্তী সূত্র 'অনেকাল্শিৎ' অনুসারে সম্পূর্ণ 'ভিস্' এর স্থানেই 'ঐস্' আদেশ হইয়া থাকে। ফলে 'রামৈঃ' ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধ হয়।

এইজন্যই 'তস্মাদিত্যুত্তরস্যাদেঃ'—এইরূপ একটি সূত্র না করিয়া দুইটি পৃথক্ পৃথক্ সূত্র করা হইয়াছে—'তস্মাদিত্যুত্তরস্য' ও 'আদেঃ পরস্য'।

প্রশ্ন হইতে পারে যে 'তস্মাদিত্যুত্তরস্য' (১।১।৬৭) এই সূত্রের সঙ্গে 'তস্মিন্নিতি নির্দ্দিষ্টে পূর্ব্বস্য' (১।১।৬৬) সূত্রের পরে 'তস্মাদিত্যুত্তরস্যাদেঃ' এইরূপ সূত্রপাঠ করিলে 'অনেকাল্' (১।১।৫৫) সূত্র উহার পরবর্ত্তী না হওয়ায় পরত্বনিবন্ধন আদিবর্ণের আদেশ প্রসক্তির বাধ করিতে সক্ষম না হইতে পারে ; কিন্তু 'অনেকাল্' সূত্রের ঠিক পূর্ব্বেই 'আদেঃ পরস্য' (১।১।৫৪) সূত্রস্থলে যদি 'তস্মাদিত্যুত্তরস্য'—এইরূপ সূত্রপাঠ করা হয় ; তাহা হইলে আর দোষ কি ? যদি 'নির্দ্দিষ্টে' পদের অনুবৃত্তি আনিবার জন্যই 'তস্মিন্নিতি' সূত্রের পরে ঐরূপ সূত্রপাঠ করা উচিত—ইহা বলা হয় তাহা ঠিক নয়, কারণ 'অনেকাল্' সূত্রের পূর্ব্বে 'তস্মাদিত্যুত্তরস্যাদেঃ' (১।১।৬৪) এবং উহার পূর্ব্বে 'তস্মিন্নিতি' (১।১।৫৩) সূত্র পঠিত হইলে 'নির্দ্দিষ্টে' পদের অনুবৃত্তি আসিতে পারে এবং 'অনেকাল্' সূত্রটি উহার পরবর্ত্তী হওয়ায় 'অষ্টাভ্য ঔশ্' ইত্যাদিস্থলে পরত্বনিবন্ধন আদিবর্ণের আদেশ প্রসক্তির বারণও করা যাইতে পারে ; সুতরাং দুইটি সূত্ররূপে বিভক্ত করিয়া পাঠের প্রয়োজন কি ?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে 'অনেকাল্' সূত্রের পূর্ব্বে যদি পূর্ব্বোক্ত একটি সূত্ররূপে পাঠ করা হয়, তাহা হইলে 'অনেকাল্' সূত্রের দ্বারা

যেমন আদি অংশের বাধ হয় সেইরূপ 'উত্তরস্য'—এই অংশেরও বাধ হইবে। ফলে 'ব্রাহ্মণা অষ্টৌ' ইত্যাদিস্থলে 'ব্রাহ্মণ অস্ অষ্টা অস্'—এইরূপ অবস্থায়, অষ্টন্ শব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী জস্ ও শস্ এরও 'ঔশ্' আদেশ প্রসক্ত হইবে। যে প্রকার সূত্র পাঠ আছে, তাহাতে 'অনেকাল্' সূত্রের দ্বারা 'আদেঃ' এই অংশই বাধিত হয়, কিন্তু উত্তরস্য এই অংশের বাধ হইতে পারে না। ফলে 'ব্রাহ্মণাঃ অষ্টৌ' ইত্যাদিস্থলে পরবর্ত্তী সম্পূর্ণ 'জস্' ও 'শস্' এর স্থানে 'ঔশ্' আদেশ হইয়া থাকে ; পূর্ব্ববর্ত্তীর আদেশ হয় না।

কেহ কেহ বলেন যে 'অনেকাল্' সূত্রের পূর্ব্বে 'তস্মাদিত্যুত্তরস্যাদেঃ' এবং উহার পূর্ব্বে 'তস্মিন্নিতি' সূত্র করিলে কোন দোষ নাই। কারণ 'তস্মাদিত্যুত্তরস্য' ও 'আদেঃ' এইরূপ দুই দুইটি বাক্য করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। 'আদেঃ'—এই অংশে উত্তরস্য পদের অনুবৃত্তি আসিবে এবং উহা স্থানষষ্ঠী ; সেইজন্য দুইটি বাক্যের যথাক্রমে অর্থ এইরূপ হইবে—পঞ্চমীনির্দ্দেশেন যৎকার্য্যং তদুত্তরসম্বন্ধী অর্থাৎ পঞ্চমী নির্দ্দেশের দ্বারা যাহা বিহিত হয়, তাহা উত্তরসম্বন্ধী হইবে এবং 'উত্তরসম্বন্ধী যৎ কার্য্যং তদুত্তরস্যাদের্বোধ্যম্'—উত্তরসম্বন্ধী যে কার্য্য উহা উত্তরের আদি বর্ণেরই হয়, ইহা বুঝিতে হইবে। এইরূপ বাক্যভেদে ব্যাখ্যা করিলে 'অনন্তরস্য বিধির্বা ভবতি প্রতিষেধো বা'—এই ন্যায় অনুসারে 'অনেকাল্' সূত্রের দ্বারা 'আদেঃ'—এই অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অংশেরই বাধ হইতে পারে ; কিন্তু 'উত্তরস্য'—এই অংশের বাধ হইবে না। সুতরাং এইরূপ বাক্যভেদে ব্যাখ্যা করিলে পূর্ব্বোক্তস্থলে কোন দোষের অবকাশই নাই। এইরূপ বাক্যভেদে ব্যাখ্যার প্রমাণ হইল 'উত্তরস্যাদেঃ' এইপ্রকার অসমস্ত পাঠ, অন্যথা 'উত্তরাদেঃ' এইরূপ সমাসবদ্ধ করিয়া পাঠ করা উচিত ছিল।

আর বাক্যভেদ না করিয়া যে পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, যাহাতে এইরূপ দোষোদ্ভাবন করা হইয়াছিল যে 'অনেকাল্' সূত্রের দ্বারা যেমন 'আদেঃ' অংশের বাধ করা হয় ; সেইরূপ 'উত্তরস্য' অংশও বাধিত

হইবে, ফলে ‘ব্রাহ্মণ অস্ অষ্টা অস্’ ইত্যাদিস্থলে উত্তরবর্ত্তী ও পূর্ব্ববর্ত্তী ‘জস্’ এর স্থানে ‘ঔশ্’ আদেশ প্রসক্ত হইবে—ইহা ঠিক নয়; ‘অষ্টাভ্য ঔশ্’—এই সূত্রের অষ্টন্’ শব্দের অঙ্গসংজ্ঞা নিমিত্তস্বরূপ যে জস্ ও শস্ উহাদের স্থানে ঔশ্ আদেশ হয়—এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে উক্তস্থলে কোন দোষ থাকে না। পূর্ব্ববর্ত্তী জস্ ও শস্ অষ্টন্ শব্দের অঙ্গসংজ্ঞানিমিত্ত নয়, বরং পরবর্ত্তী জস্ ও শস্ উহার অঙ্গসংজ্ঞানিমিত্ত—‘যস্মাৎ প্রত্যয়বিধিস্তদাদি প্রত্যয়েঽঙ্গম্’ (১।৪।১৩) এই সূত্রের দ্বারা যাহার উত্তরে যে প্রত্যয় বিধান করা হয়, সেই প্রত্যয় পরে থাকিলেই পূর্ব্বের অঙ্গসংজ্ঞা বিহিত হইয়াছে, সুতরাং উক্তস্থলে ‘অষ্টন্’ শব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী ‘জস্’এর স্থানে ঔশ্ প্রসক্তির কোন সম্ভাবনাই নাই।

৪৬। **স্বরিতেনাধিকারঃ (১।৩।১১)।**

স্বরিতত্বযুক্তং শব্দস্বরূপমধিকৃতং বোধ্যম্।

স্বরিতত্বযুক্ত শব্দস্বরূপ অধিকৃত—ইহা বুঝিতে হইবে।

স্বরিতস্বর যুক্ত পদটির ‘অধিকার’ হইয়া থাকে। অধিকারের অর্থ বিনিয়োগ অর্থাৎ উত্তরসূত্রে অনুবৃত্তিরূপ ব্যাপার। পাণিনি যে পদটির অধিকার বা উত্তরোত্তর সূত্রে অনুবৃত্তিযোগ্য মনে করেন—উহাকে স্বরিতস্বরযুক্ত করিয়া উচ্চারণ করিয়া থাকেন,—যেমন ‘প্রত্যয়ঃ’ (৩।১।১) ‘পদস্য’ (৮।১।১৬) ‘অঙ্গস্য’ (৬।৪।১) ইত্যাদি। যদ্যপি ‘স্বরিতত্ব’ প্রভৃতি গুণ ‘অচ্’ অর্থাৎ স্বরবর্ণেই থাকে, তথাপি যে পদের ‘অচ্’ বা অচ্ সমুদায় যদি স্বরিতত্ব যুক্ত হয়, তাহা হইলে উহার উত্তরসূত্রে উপস্থিতি রূপ ব্যাপার বুঝাইয়া থাকে। ‘স্বরিতেন’—ইহা ‘ইত্থংভূত লক্ষণে’ (২।৩।২১) তৃতীয়া, উহার অর্থ জ্ঞাপ্য-জ্ঞাপকভাবসম্বন্ধ। স্বরিতত্ব জ্ঞাপক ও অধিকার জ্ঞাপ্য, সুতরাং স্বরিতত্বজ্ঞাপ্য অধিকার বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ স্বরিতত্বগুণের দ্বারা বোধ্য অধিকার।

অথবা স্বরিতেনাধিকার এইরূপ পদচ্ছেদ করিয়া ‘স্বরিতে দৃষ্টে অধিকারো নিবর্ত্ততে’—স্বরিত দেখিয়া অধিকার নিবৃত্ত হয়—এইরূপ

সূত্র ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। পূর্ব্ব ব্যাখ্যায় স্বরিতস্বরযুক্ত পদের অধিকার হয় এবং পরের ব্যাখ্যায় স্বরিতস্বরযুক্ত পদ পর্য্যন্ত অধিকারের বোধ হইয়া থাকে। স্বরিতস্বরযুক্ত পদের অধিকার হয়, কিন্তু কতদূর পর্য্যন্ত উহার অধিকার—ইহা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় স্বরিতস্বরযুক্ত পদ পর্য্যন্ত অধিকার চলিতে থাকে; কিন্তু কোন পদটির অধিকার হয়—ইহাও ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। ভাষ্যকার প্রভৃতির এবং সম্প্রদায়ক্রমে লব্ধ ব্যাখ্যা অনুসারে অনুবৃত্তি ও নিবৃত্তির জ্ঞান হইয়া থাকে। যেমন ‘অঙ্গস্য’ (৬।৪।১)—এই স্বরিতত্বযুক্ত পদের অধিকার অর্থাৎ উত্তরোত্তর সূত্রে অনুবৃত্তি হইয়া থাকে; কিন্তু কতদূর ইহার অধিকার যাইবে—ইহা ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা হইতে জ্ঞাত হইয়া থাকে যে সপ্তমাধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত ইহার অধিকার। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনুসারে ‘পদস্য’ (৮।১।১৬) এই পদের অধিকার ‘অপদান্তস্য মূর্দ্ধণ্য’ (৮।৩।৫৫) পর্য্যন্ত এইজন্য যায়, যেহেতু ‘অপদান্তস্য’ এই স্বরিতত্ব গুণযুক্ত করিয়া উচ্চারণ করা হইয়াছে। এই ব্যাখ্যায় নিবৃত্তির জ্ঞাপক স্বরিতস্বর পদ; কিন্তু ‘পদস্য’ পদেরই যে অধিকার হইবে—ইহা জানিতে হইলে সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যার শরণ লইতে হইবে।

যেমন ‘আনুনাসিক্য’ প্রতিজ্ঞা সমধিগম্য সেইরূপ স্বরিতত্ব ও প্রতিজ্ঞা সমধিগম্য—এইজন্য বলা হয়—প্রতিজ্ঞা স্বরিতাঃ পাণিনীয়াঃ। আচার্য্যকর্ত্তৃক ব্যবহারের দ্বারাই কোন পদটি স্বরিতত্বযুক্ত—ইহা জ্ঞাত হইয়া থাকে।

স্বরিত স্বরযুক্ত পদের দ্বারা অনুবৃত্তি জ্ঞাত হইলে, অনুবৃত্ত পদটির নিবৃত্তি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ এবং স্বরিতত্ব পদযুক্ত পদের দ্বারা নিবৃত্তি জ্ঞাত হইলে কোন পদটির যে অনুবৃত্তি হইবে, ইহা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। আচার্য্যের ব্যাখ্যার আশ্রয় ব্যতীত যখন অনুবৃত্তি অথবা নিবৃত্তির জ্ঞান হয় না, তখন অনুবৃত্তি ও নিবৃত্তি—দুইটিরই আচার্য্যের ব্যাখ্যার দ্বারা জ্ঞান হওয়া সম্ভব। সুতরাং অধিকার বুঝাইবার জন্য অধিকৃত পদে স্বরিতস্বরযুক্ত পাঠ করা এবং সেইরূপ পদই যে অধিকৃত হইবে—ইহার

জ্ঞান করাইবার জন্য 'স্বরিতেনাধিকারঃ'—এই সূত্রটির প্রণয়ন করা দুইটিই নিষ্প্রয়োজন।

তাহা হইলে প্রশ্ন হইতে পারে যে এই সূত্রটির প্রয়োজন কি? ইহা কি একেবারেই নিরর্থক?—ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে 'অধিকং করোতীতি অধিকারঃ' অথবা 'অধি অধিকঃ কারঃ বৃত্তির্যস্য'—এইভাবে ব্যুৎপত্তি করিয়া অধিকার্থ লাভ করিবার জন্য এই সূত্রটির প্রয়োজন হইয়া থাকে। পাণিনি যে পদের দ্বারা অধিক অর্থের বোধ করাইবার ইচ্ছা করেন সেই পদে স্বরিতত্বের প্রতিজ্ঞা করেন। যেমন 'গোস্ত্রিয়োরুপসর্জনস্য' (১।২।৪৮) এইসূত্রে 'স্ত্রী' শব্দে স্বরিত স্বর-যুক্ত করিয়া পাঠ করা হইয়াছে। ফলে উক্ত সূত্র 'স্ত্রী' শব্দের দ্বারা যে কোন স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের গ্রহণ হয় না; কিন্তু 'স্ত্রিয়াম্' (৪।১।৩) এই সূত্রের অধিকারে বিহিত যে প্রত্যয় তদন্তের গ্রহণ করা হয়, সেইজন্য 'অতিশ্রী' পদে উপসর্জন শ্রী শব্দের হ্রস্ব হয় না।

আর 'অধিকঃ কারঃ কৃতিঃ'— যৎপূর্ব্বং তদ্ পরমপি বাধতে। অধিক কার অর্থাৎ কৃতি—এই ব্যাখ্যা স্বীকার করায় কোনস্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্র ও পরবর্ত্তীর বাধ করে। ফলে নুমচিরতৃজ্বদ্ভাবেভ্যো নুট্ পূর্ব্ব বিপ্রতিষেধেন—ইত্যাদি পূর্ব্ব বিপ্রতিষেধও সংগৃহীত হইয়া থাকে। 'নুম' স্বরিতত্বযুক্ত পঠিত হইয়াছে বলিয়া এইগুলি পরবর্ত্তী 'নুট্' এরও বাধক। ভাষ্যকার এই সূত্রটির পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা স্বীকার করিয়া পূর্ব্ববিপ্রতিষেধবিধায়ক 'নুমচির' প্রভৃতি বার্ত্তিকের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

পরনিত্যান্তরঙ্গাপবাদানামুত্তরোত্তরং বলীয়ঃ।

পর, নিত্য, অন্তরঙ্গ ও অপবাদ ইহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্বের অপেক্ষায় পর পরটি অধিক বলবান্।

অষ্টাধ্যায়ীর পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রবোধিত কার্য্যের অপেক্ষায় পরবর্ত্তী সূত্রবোধিত কার্য্য অধিক বলবান—ইহা 'বিপ্রতিষেধে পরং কার্য্যম্' (১।৪।২) সূত্রের দ্বারা উপপাদিত হইয়াছে।

যেমন 'সুপিচ' (৭।৩।১০২) সূত্রের অবকাশ 'বৃক্ষাভ্যাম্' ইত্যাদি-স্থলে এবং 'বহুবচনে ঝল্যেৎ' (৭।৩।১০৩) সূত্রের অবকাশ 'বৃক্ষেষু' ইত্যাদিস্থলে 'বৃক্ষেভ্যঃ' ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'সুপিচ' ও 'বহুবচনে ঝল্যেৎ'—দুইটিরই যুগপৎ প্রাপ্তি হইলে 'বহুবচনে ঝল্যেৎ'—সূত্রের দ্বারা এত্ব হয়; কিন্তু 'সুপি চ' সূত্র অনুসারে অদন্ত অঙ্গের দীর্ঘ হয় না।

পরের অপেক্ষায় নিত্য, অন্তরঙ্গ ও অপবাদ। নিত্যের অপেক্ষায় অন্তরঙ্গ ও অপবাদ এবং অন্তরঙ্গের অপেক্ষায় অপবাদ অধিক বলবান।

পরের অপেক্ষায় নিত্যবিধির বলবত্তার উদাহরণ—তুদতি, রুণদ্ধি প্রভৃতি। 'তুদ ব্যথনে' তুদাদিগণীয় প্রথম ধাতু—ইহার প্রথম পুরুষের একবচনে 'তিপ্' আসিলে 'তুদ্ তি' এইরূপ অবস্থায় 'তুদাদিভ্যঃ শঃ' (৩।১।৭৭) সূত্র অনুসারে 'শ' বিকরণের এবং 'পুগন্তলঘূপধস্য চ' (৭।৩।৮৬) সূত্র অনুসারে লঘূপধগুণের যুগপৎ প্রাপ্তি হইলে পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতিতে পরবর্ত্তী যে লঘূপধগুণ, উহারই প্রাপ্তি হইয়া থাকে; কিন্তু এস্থলে পরবর্ত্তী লঘূপধগুণকেও বাধ করিয়া 'তুদাদিভ্যঃ শঃ' অনুসারে 'শ' হইয়া থাকে। লঘূপধগুণ পরবর্ত্তী হইলেও নিত্য নয়—নিত্য হইল 'শ'। যাহা কৃতাকৃতপ্রসঙ্গিবিধি; তাহাই নিত্য 'কৃতাকৃতপ্রসঙ্গি-বিধিত্বং নিত্যত্বম্' অর্থাৎ বিবদমান কার্য্যদ্বয়ের মধ্যে যে কোনটি প্রবৃত্ত হইলে অথবা প্রবৃত্ত না হইলেও যাহা হইতে পারে; তাহাকে নিত্য বলা হয়। এস্থলেও লঘূপধগুণ প্রবৃত্ত হইলেও 'শ' হইতে পারে আর উহা প্রবৃত্ত না হইলে তো 'শ' না হইবার কোন সন্দেহই নাই, সেইজন্য 'শ' কার্য্যটি নিত্য।

প্রশ্ন হইতে পারে যে 'তুদ্ তি' এইরূপ অবস্থায় যদি পূর্ব্বেই লঘূপধগুণ হইয়া যায়, তাহা হইলে 'তুদ' এর স্থানে 'তোদ' হইবে; সেস্থলে 'তুদাদিভ্যঃ শঃ' অনুসারে 'শ' কি করিয়া হইতে পারে? কারণ তুদাদিগণে 'তুদ্' এইরূপ পাঠ আছে, 'তোদ'—এইরূপ বিকৃতের পাঠ নাই; সুতরাং 'তুদ্' এইরূপ পদস্বরূপের পরে বিধীয়মান 'শ' কার্য্য 'তোদ্' এই পদের হওয়া সম্ভব নয়।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে 'তুদ্' এর স্থানে 'তোদ্' এইরূপ বিকৃত হইলেও 'একদেশেন বিকৃতমনন্যবৎ' একদেশ অবয়বের দ্বারা বিকৃত হইলেও অন্যবৎ হয় না—এই ন্যায় অনুসারে 'তোদ্' এইরূপ বিকৃত হইলেও উহা তুদ্ হইতে অন্য নয় অর্থাৎ উহাকে তুদ্ মনে করিয়াই উহার পরে 'শ' প্রত্যয় হইবে ; সুতরাং লঘূপধগুণ হইলেও বা না হইলেও 'শ' হইতে পারে বলিয়া 'শ' কার্য্য হইল নিত্য ; সেইজন্য উক্তক্ষেত্রে 'শ' কার্য্যের দ্বারা লঘূপধগুণ বাধিত হইবে।

তাহা হইলে 'তুদ্ শতি' এইরূপ অবস্থায় শকারের 'লশক্বতদ্ধিতে' (১।৩।৮) অনুসারে ইৎসংজ্ঞা ও লোপ করিলে 'তুদতি' প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

লক্ষ্য করিতে হইবে যে উক্তক্ষেত্রে পূর্ব্বে যদি 'শ' হয় তাহা হইলে আর লঘূপধগুণ হইতে পারে না কারণ 'শ' হইল অপিৎ সার্ব্বধাতুক ; আর অপিৎ সার্ব্বধাতুকঙিদ্‌বৎ হয় বলিয়া, উহার পূর্ব্ববর্ত্তী লঘূপধের গুণ হইতে পারে না। সার্ব্বধাতুক পিৎ ও অপিৎ ভেদে দুই প্রকার। 'শপ্' হইল পিৎ সার্ব্বধাতুক আর 'শ' 'শ্নম্' 'শ্যন্' প্রভৃতি অপিৎ সার্ব্বধাতুক। অপিৎ সার্ব্বধাতুকের ঙিদ্‌বৎ করা হইয়াছে—'সার্ব্বধাতুকমপিৎ' (১।২।৪)। সুতরাং 'শ' এই অপিৎ সার্ব্বধাতুকের ঙিদ্‌বৎ হইলে ঙিৎ নিমিত্তক বিধির নিষেধ হইবে। 'ঙিৎ' পরে থাকিলে গুণ ও বৃদ্ধির নিষেধ হইয়া থাকে—'কি‌ঙতি চ' (১।১।৫) এই সূত্র অনুসারে।

এইরূপ 'রুণদ্ধি' প্রয়োগে 'রুধ্ তি' এই অবস্থায় 'লঘূপধগুণ' ও 'শ্নম্'—এই দুইটির যুগপৎ প্রাপ্তি হইলে পরবর্ত্তী লঘূপধগুণই হওয়া উচিত ; কিন্তু নিত্য 'শ্নম্'এর দ্বারা উহা বাধিত হইয়া থাকে।

পরের অপেক্ষায় অন্তরঙ্গবিধির বলবত্তার উদাহরণ 'উভয়ে দেবমনুষ্যাঃ'। অবয়ব অর্থে 'উভ' শব্দের শেষে 'সংখ্যায়া বয়বেঅ তয়প্' (৫।২।৪২) অনুসারে তয়প্ প্রত্যয় হইলে 'উভ তয়' এই অবস্থায় 'উভাদুদাত্তো নিত্যম্' (৫।২।৪৪) অনুসারে 'তয়প্' এর

স্থানে 'অয়চ্' প্রত্যয় হইয়া থাকে, সুতরাং 'উভয়' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। এই 'উভয়' শব্দটি স্থানিবদ্ভাবের দ্বারা 'তয়প্' প্রত্যয়ান্ত ; সেইজন্য প্রথমার বহুবচনে উহার শেষে 'জস্' প্রত্যয় আসিলে 'তয়প্' প্রত্যায়ান্ত বলিয়া 'উভয়' শব্দের 'প্রথমচরমতয়াল্পার্ধকতিপয়নেমাশ্চ' (১।১।৩৩) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা বিকল্পে সর্ব্বনাম সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। আর সর্ব্বাদিগণে উহার পাঠ থাকায় 'সর্ব্বাদীনি সর্ব্বনামানি' (১।১।২৭) সূত্র অনুসারে নিত্য সর্ব্বনাম সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় সন্দেহ উপস্থিত হয় যে উক্তস্থলে বিকল্পে সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হইবে অথবা নিত্য সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হইবে ? সন্দেহ উপস্থিত হইলেই পরিভাষার দ্বারা নির্ণয় হইয়া থাকে—'পরনিত্যান্তরঙ্গাপবাদানামুত্তরোত্তরং বলীয়ঃ' ইত্যাদি পরিভাষা অনুসারে পরের অপেক্ষায় অন্তরঙ্গবিধির বলবত্তাবশতঃ 'সর্ব্বাদীনি সর্ব্বনামানি' নিত্য সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হইবে ; কিন্তু 'প্রথমচরমতয়াল্পার্ধ'—ইত্যাদি অনুসারে বিকল্পে সর্ব্বনামসংজ্ঞা হইবে না। 'প্রথমচরম' এই সূত্রটি বিভক্তি সাপেক্ষ বলিয়া বহিরঙ্গ এবং 'সর্ব্বাদীনি' এই সূত্রটি বিভক্তি নিরপেক্ষ বলিয়া অন্তরঙ্গ। সুতরাং উক্তক্ষেত্রে নিত্যই সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হইবে ; বিকল্পে হইবে না। বিকল্পে সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হইলে যখন সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হইবে তখন 'জসঃ শী' (৭।১।১৭) অনুসারে 'জস্ এর স্থানে 'শী' হইলে 'উভয় ঈ' এইরূপ অবস্থায় গুণ করিয়া 'উভয়ে' প্রয়োগ হয়। আর যদি সর্ব্বনাম সংজ্ঞা না হয়, তাহা হইলে 'রাম' শব্দের ন্যায় 'উভয়াঃ' এইরূপ হইবে ; কিন্তু নিত্য সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হওয়ার ফলে 'উভয়ে' এই প্রকার একটি রূপই হইয়া থাকে।

অল্পাপেক্ষত্বমন্তরঙ্গত্বম্—যাহার অল্প অপেক্ষা তাহা অন্তরঙ্গ এবং বহ্বপেক্ষত্বং বহিরঙ্গত্বম্—যাহার বহু অপেক্ষা তাহা বহিরঙ্গ। 'প্রথম-চরম'—এই সূত্রটির প্রথম, চরম ইত্যাদি প্রকৃতি এবং জস্ প্রত্যয়—দুইটি অপেক্ষা অথবা নিমিত্ত ; কিন্তু সর্ব্বাদীনি সর্ব্বনামানি' সূত্রের নিমিত্ত কেবল প্রকৃতি অর্থাৎ সর্ব্বাদিগণে যাহাদের পাঠ আছে, সেই

সকল শব্দেরই সর্ব্বনাম সংজ্ঞার বিধান করা হয়। সুতরাং নিত্য-সর্ব্বনাম সংজ্ঞা অন্তরঙ্গ এবং বিকল্পে সর্ব্বনাম সংজ্ঞা বহিরঙ্গ।

পরের অপেক্ষায় অপবাদের বলবত্তার উদাহরণ যথা 'ঙিচ্চ' সূত্রের দ্বারা 'অনেকাল্‌শিৎসর্ব্বস্য' বাধিত হইয়া থাকে। অপবাদের লক্ষণ হইল নিরবকাশত্ব নিরবকাশো বিধিরপবাদঃ—যে বিধিটি নিরবকাশ উহা অপবাদ। নিরবকাশের অর্থ নির্বিষয়। 'অনেকাল্‌শিৎসর্ব্বস্য' সূত্রের বিষয় হইল অনেকাল্‌ ও শিৎ। 'ঙিচ্চ' সূত্র 'শিৎ' বিষয়ের অপবাদ, নয়; কিন্তু অনেকাল্‌ বিষয়ের অপবাদ, কারণ 'ঙিচ্চ' সূত্রের সকল বিষয়ই অনেকাল্‌। 'অনেকাল্‌' যদি 'ঙিৎ' হয় তাহা হইলে উহা অন্ত্য 'অল্‌'এর স্থানে হইয়া থাকে, আর যদি 'ঙিৎ' না হইয়া কেবল 'অনেকাল্‌' আদেশ হয়, তাহা হইলে সেই অনেকাল্‌ আদেশ সম্পূর্ণ স্থানীর স্থানে হইয়া থাকে। অনেকাল্‌ আদেশের দুইটি ভেদ করা যাইতে পারে—একটি ঙিৎ অনেকাল্‌, আর অপরটি অঙিৎ অনেকাল্‌। 'অবঙ্‌ স্ফোটায়নস্য' (৬।১।১২৩) 'অনঙ্‌ সৌ' (৭।১।৯৩) প্রভৃতি সূত্রের দ্বারা যে 'অবঙ্‌' 'অনঙ্‌' প্রভৃতি আদেশ বিধান করা হয়, সেগুলি ঙিৎ অনেকাল্‌—অবঙ্‌—অব্‌ অ এবং অনঙ্‌—অন্‌ অ—তিনটি বা দুইটি অল্‌। দুইটি অকার পৃথক্‌ পৃথক্‌ ধরিলে তিনটি, আর অকার মাত্র একটি অকার জাতি ধরিলে দুইটি—এইভাবে একাধিক অল্‌ বা বর্ণবিশিষ্ট আদেশ: সুতরাং এইসব ক্ষেত্রেও অনেকাল্‌ থাকায় সম্পূর্ণের স্থানেই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; এইসকল বিষয়েও যদি অনেকাল্‌ সূত্র প্রবৃত্ত হয়; তাহা হইলে 'ঙিচ্চ' সূত্রটি নিরবকাশ অথবা নির্ব্বিষয় হইয়া যায়; সেইজন্য ইহা অপবাদরূপে পরিণত হয়। অপবাদ রূপে পরিণত হইলেও পরের অপেক্ষায় অধিক বলবান হয় এবং 'বলবতা হি দুর্বলো বাধ্যতে'—বলবানের দ্বারা দুর্বল বাধিত হয়—এই ন্যায় অনুসারে পরবর্ত্তী 'অনেকাল্‌শিৎসর্ব্বস্য' (১।১।৫৫)—এই দুর্বল সূত্রটিকে বলবান অপবাদ সূত্র 'ঙিচ্চ' (১।১।৫৪) বাধ করে। সুতরাং ঙিদতিরিক্ত অনেকাল্‌ আদেশস্থলে অনেকাল্‌ সূত্র প্রবৃত্ত হয় এবং

ঙিৎ অনেকাল্‌ আদেশস্থলে 'ঙিচ্চ' সূত্রই প্রবৃত্ত হইবে। অনেকাল্‌ সূত্রটি সকল অনেকাল্‌ আদেশের বিষয়ে সমানভাবে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া, ইহাকে উৎসর্গ বলা হয়—উৎসৃজ্যতেঽপবাদবিষয়োঽনেন—যাহার দ্বারা অপবাদের বিষয় উৎসৃষ্ট হয়—এই ব্যুৎপত্তির দ্বারা অপবাদের বিষয়কে বাদ দিয়া প্রবৃত্ত হয় বলিয়া উহার নাম উৎসর্গ। অপোদ্যতে বাধ্যতে স্ববিষয়েষু অনেন—যাহার দ্বারা নিজের বিষয়ে উৎসর্গ বাধিত হয়—বাহুলকাৎ করণে ঘঞ্‌ করিলে এইরূপ অর্থ হইয়া থাকে। সুতরাং সামান্যশাস্ত্র বা সাধারণনিয়ম হইল উৎসর্গ এবং বিশেষ বা ব্যতিক্রম হইল অপবাদ।

'গো-অগ্রম্‌' এই অবস্থায় 'অবঙ্‌স্ফোটায়নস্য' অনুসারে 'অবঙ্‌' প্রাপ্ত হইলে সন্দেহ উপস্থিত হয়, যে উহা সম্পূর্ণ গো শব্দের স্থানে অথবা গো শব্দের অন্ত্য-ওকারের স্থানে হইবে? এইরূপ সন্দেহস্থলে 'পরনিত্যান্তরঙ্গ' অনুসারে এস্থলে অন্ত্য অল্‌ অর্থাৎ গো-শব্দের ওকারের স্থানে 'অবঙ্‌' আদেশ হইবে—তাহা হইলে 'গব অগ্রম্‌' এইরূপ অবস্থায় 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ' (৬।১।১০১) অনুসারে দীর্ঘ করিলে 'গবাগ্রম্‌' প্রয়োগটি সিদ্ধ হইয়া থাকে। এইভাবে অনঙ্‌ প্রভৃতিস্থলেও বুঝিতে হইবে।

নিত্যের অপেক্ষায় অন্তরঙ্গবিধির বলবত্তার উদাহরণ—'গ্রামণিনি কুলে'। গ্রামং নয়তি যৎ কুলম্‌ – যে কুল গ্রামের নেতৃত্ব করে—এই অর্থে 'গ্রামণী' শব্দটি 'কুলম্‌' এই নপুংসকলিঙ্গে বিশেষণ হওয়ায় নপুংসক-লিঙ্গে বর্ত্তমান, সুতরাং উহার শেষে সপ্তমীর একবচনে 'ঙি' বিভক্তি আসিলে 'গ্রামণী-ই' এইরূপ অবস্থায়, দুইটি কার্য্য যুগপৎ প্রাপ্ত হয় ঈকারের 'হ্রস্ব' এবং 'নুম্‌'। 'হ্রস্বো নপুংসকে প্রাতিপদিকস্য' (১।২।৪৭) অনুসারে ঈকারের হ্রস্ব এবং 'ইকোঽচি বিভক্তৌ' (৭।১।৭৩) অনুসারে 'নুম্‌' প্রাপ্ত হয়; কিন্তু সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, কোন কার্য্যটি পূর্ব্বে হইবে—হ্রস্ব অথবা নুম্‌? 'নুম্‌' হইল নিত্য আর হ্রস্ব হইল অন্তরঙ্গ। ইগন্ত ক্লীবলিঙ্গের পরে অজাদি বিভক্তি থাকিলে 'নুম্‌' হয়। 'ইক্‌'

ব. বি./সি. কৌ. ৩১-১৮

প্রত্যাহারের অন্তর্গত ইকারের দ্বারা হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয়েরই গ্রহণ হওয়ায় 'গ্রামণীই' এইরূপ দীর্ঘ ঈকারান্ত থাকিলেও 'নুম্' প্রাপ্ত হইতে পারে এবং 'হ্রস্বো নপুংসকে' এই সূত্র অনুসারে পূর্ব্বে হ্রস্ব হইলেও 'গ্রামণিই' এই অবস্থায় 'নুম্' প্রাপ্ত হইতে পারে—এইরূপ কৃতাকৃতপ্রসঙ্গী বলিয়া এস্থলে 'নুম্' হওয়া উচিত, কিন্তু 'হ্রস্বো নপুংসকে' সূত্রের দ্বারা যে হ্রস্ব বিধান করা হয় উহা অন্তরঙ্গ, কারণ নপুংসকলিঙ্গে বর্ত্তমান থাকিলেই অজন্ত শব্দের হ্রস্ব বিহিত হয় 'কোনো বিভক্তি পরে থাক বা না থাক। ইহা নিত্য নয়, কারণ 'নুম্' হইলে নকারান্ত হওয়ায় হ্রস্ব হইতে পারে না। সুতরাং অন্তরঙ্গ হ্রস্ববিধির দ্বারা নিত্য 'নুম্' বিধি বাধিত হওয়ায় পূর্ব্বে হ্রস্ব হইলে, পরে 'নুম্' হয়; সেইজন্য 'গ্রামণিনি' কুলে প্রয়োগ সিদ্ধ হয়। পূর্ব্বে ইগন্ত ও পরে অজাদি বিভক্তি থাকিলে 'নুম্' হয়। 'নুম্' এর নিমিত্ত ইগন্তত্ব ও অজাদি বিভক্তি এবং হ্রস্বের নিমিত্ত কেবলমাত্র অজন্ত নপুংসকলিঙ্গত্ব, সুতরাং অল্পাপেক্ষ বলিয়া হ্রস্ববিধি অন্তরঙ্গ আর বহ্বপেক্ষ বলিয়া 'নুম্' বিধি বহিরঙ্গ।

অন্তরঙ্গের অপেক্ষায় অপবাদবিধির বলবত্তার উদাহরণ 'দৈত্যারিঃ' 'শ্রীশঃ' ইত্যাদি। দৈত্য অরিঃ' এই অবস্থায় 'আদ্গুণঃ' (৬।১।৮৭) ও 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ' (৬ ১।১০১) এই দুইটি সূত্রের প্রাপ্তি আছে; এবং 'শ্রী ঈশঃ' এই অবস্থায় 'ইকোযণচি' ও 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘ' এই দুইটি কিন্তু দুইটিস্থলেই সবর্ণ দীর্ঘের দ্বারা গুণ বিধি ও যণ্ বিধি বাধিত হইয়া যায়। 'অক্' এর পরে সবর্ণ অচ্ থাকিলে দীর্ঘ হয়।

অকার হইতে ৯কার পর্য্যন্ত বর্ণসমুদায় অক্ প্রত্যাহারের অন্তর্গত; কিন্তু ইকার হইতে ৯কার পর্য্যন্ত বর্ণের যে কোনটি পূর্বে ও পরে অচ্ থাকিলে 'যণ্'এর বিষয় এবং অকারের পরে অচ্ থাকিলে গুণের বিষয়। 'দৈত্য অরিঃ' ইত্যাদি ক্ষেত্রে পূর্ব্বে অবর্ণ ও পরে 'অচ্' থাকায়, 'আদ্গুণঃ' সূত্র প্রবৃত্ত হইবে এবং 'শ্রী ঈশঃ' ইত্যাদি ক্ষেত্রে পূর্ব্বে ইক্ ও পরে অচ্ থাকায় 'যণ্' প্রবৃত্ত হইবে। এইরূপ সবর্ণ দীর্ঘের সকল ক্ষেত্রেই কোথাও 'আদ্গুণঃ' ও কোথাও 'ইকোযণচি'

প্রবৃত্ত হইলে 'অকঃ সবর্ণেদীর্ঘঃ এই সূত্রের আর কোন অবকাশ থাকে না অর্থাৎ উহা নির্ব্বিষয় হইয়া যায়, সুতরাং অপবাদ। সবর্ণ-দীর্ঘ গুণ ও যণ্ দুইটিরই অপবাদ; সেইজন্য সবর্ণদীর্ঘের বিষয়ে এ দুইটিকেই বাধ করিয়া দেয়, ফলে সবর্ণদীর্ঘের অতিরিক্ত বিষয়ে গুণ ও যণ্ প্রবৃত্ত হইবে; কিন্তু সবর্ণদীর্ঘের বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবে না। সবর্ণ-দীর্ঘের নিমিত্ত হইল পূর্ব্বে অক্ ও পরে সবর্ণ অচ্—অক্, অচ্ ও সাবর্ণ্য তিনটি। গুণ ও যণ্ এর যথাক্রমে নিমিত্ত হইল অবর্ণ ও অচ্, ইক্ ও অচ্—দুইটি দুইটি। সুতরাং সবর্ণদীর্ঘ বহিরঙ্গ এবং গুণ ও যণ্ অন্তরঙ্গ। সবর্ণদীর্ঘ বহিরঙ্গ হইলেও যেহেতু অপবাদ; সেইজন্য উহার দ্বারা গুণ ও যণ্—এই অন্তরঙ্গবিধি বাধিত হইয়া থাকে। অবর্ণের অসবর্ণ অচ্ থাকিলে গুণ এবং ইক্ এর পরে অসবর্ণ অচ্ থাকিলে যণ্ হইবে—এই সকল বিষয়ে গুণ ও যণ্ চরিতার্থ বলিয়া উহারা অপবাদ নয়।

এই প্রকার উন্নী ও সুলূ শব্দের ঔ বিভক্তিতে 'অচিশ্নুধাতু-ভ্রুবাংয্বোরিয়ঙুবঙৌ' (৬।৪।৭৭) সূত্র অনুসারে যথাক্রমে 'ইয়ঙ্' ও 'উবঙ্' প্রাপ্ত আছে এবং 'এরনেকাচোঽসংযোগ পূর্ব্বস্য' ৬ ৪।৮২) ও 'ওঃ সুপি' (৬।৪।৮৩) অনুসারে 'যণ্' প্রাপ্ত আছে। ইয়ঙ্ ও উবঙ্ অন্তরঙ্গ, কারণ ইহার নিমিত্ত হইল ইবর্ণান্ত উবর্ণান্ত অঙ্গ ও অজাদি প্রত্যয় এবং 'এরনেকাচঃ' ও 'ওঃ সুপি' সূত্র অনুসারে যে যণ্ উহা বহিরঙ্গ। কারণ উহাদের নিমিত্ত হইল ধাত্ববয়বসংযোগ পূর্ব্বে নাই এইরূপ ইবর্ণান্ত বা উবর্ণান্ত অনেকাচ্ অঙ্গ এবং অজাদি প্রত্যয় অথবা অজাদি সুপ্। ইয়ঙ্ ও উবঙ্ অল্পাপেক্ষ এবং 'যণ্' বহ্বপেক্ষ; সেইজন্য ইয়ঙ্ ও উবঙ্ অন্তরঙ্গ এবং 'যণ্' বহিরঙ্গ। উক্তস্থলে যদ্যপি অন্তরঙ্গেরই প্রবৃত্তি হওয়া উচিত; কিন্তু 'যণ্'বিধি অপবাদ; সেই-জন্যই 'যণ্' এর দ্বারা ইয়ঙ্ ও উবঙ্ বাধিত হইয়াছে, ফলে উন্নী ঔ, সুলূ ঔ এইরূপ অবস্থায় ঈকারের স্থানে 'য্' ও ঊকারের স্থানে 'ব্' করিলে উন্ন্যৌ' ও 'সুল্বৌ' পদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইয়ঙুবঙ্বিধি

হইল সামান্যবিধি যে কোন ইবর্ণান্ত উবর্ণান্ত ধাতুর অজাদি প্রত্যয় পরে থাকিতে ইয়ঙ্ ও উবঙ্ বিহিত হইয়াছে; যণ্‌বিধি বিশেষবিধি ধাত্ববয়বসংযোগ পূর্ব্বে নাই এইরূপ যে ইবর্ণ অথবা উবর্ণ তদন্ত অনেকাচ্ অঙ্গের অজাদি প্রত্যয় অথবা সুপ্ পরে থাকিতে যণ্ বিহিত হইয়াছে, বলিয়া বিশেষবিধি। ধাত্ববয়বের সংযোগ পূর্ব্বে নাই যাহার এইরূপ অনেকাচ্ অঙ্গ বিশেষের 'যণ্' বিধান করা হইয়াছে। বিশেষবিধিই অপবাদ। সেই অপবাদরূপ 'যণ্' এর দ্বারা অন্তরঙ্গ ইয়ঙ্ ও উবঙ্ বাধিত হইয়া থাকে।

অপবাদও যদি কোনস্থলে চরিতার্থ থাকে, তাহা হইলে পর ও অন্তরঙ্গের দ্বারা উহা বাধিত হয় 'অপবাদোঽপি যদ্যন্যত্র চরিতার্থস্তর্হ্যন্তরঙ্গেন পরেণ চ বাধ্যতে'। যেমন 'ভবতাৎ' ইত্যাদিস্থলে 'ভব তু' এই অবস্থায় আশীর্ব্বাদ অর্থে 'তুহ্যোস্তাতঙাশিষ্যন্যতরস্যাম্' (৭।১।৩৫) সূত্র অনুসারে 'তাতঙ্' হয়; কিন্তু এই 'তাতঙ্' কাহার স্থানে হইবে—অন্ত্যবর্ণের অথবা সম্পূর্ণের? অনেকাল্ সূত্র পরবর্ত্তী হইলেও উহার অপবাদ 'ঙিচ্চ' অনুসারে এস্থলে 'তু' এর উকারের স্থানে প্রাপ্ত হয়; কিন্তু অনন্যার্থ 'ঙিৎ'স্থলে 'ঙিচ্চ' সূত্র চরিতার্থ থাকায়, গুণ-বৃদ্ধির নিষেধ ও সম্প্রসারণের জন্য তাতঙের ঙিৎস্থলে 'ঙিচ্চ' সূত্রের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। 'অবঙ্' 'অনঙ্' ইত্যাদিক্ষেত্রে ঙকারের অন্য কোন প্রয়োজন নাই, কেবল অন্ত্যাদেশ করাই উহার প্রয়োজন, সেইজন্য সেক্ষেত্রে 'ঙিচ্চ' সূত্র সাবকাশ। 'তাতঙ্'এর 'ঙ্'কারের সম্প্রসারণ এবং গুণ ও বৃদ্ধির নিষেধ প্রয়োজন আছে; সেইজন্য উক্ত-স্থলে 'ঙিচ্চ' এই অপবাদ সূত্র প্রবৃত্ত হইবে না, বরং উহাকে বাধ করিয়া অনেকাল্ এই পরবর্ত্তী সূত্র অনুসারে সম্পূর্ণ 'তু' এর স্থানে 'তাতঙ্' আদেশ হয়। উষ্টাৎ, দ্বিষ্টাৎ ও স্তুতাৎ—ইত্যাদিস্থলে যথাক্রমে সম্প্রসারণ, গুণনিষেধ ও বৃদ্ধিনিষেধ হইয়া থাকে। 'উষ্টাৎ' প্রয়োগে 'গ্রহিজ্যাবয়িব্যধিবষ্টিবিচতিবৃশ্চতিপৃচ্ছতিভৃজ্জতীনাং ঙিতি চ' (৬।১।১৬) সূত্রের দ্বারা সম্প্রসারণ, দ্বিষ্টাৎ ও স্তুতাৎ প্রয়োগে 'পুগন্তলঘূপধস্য চ'

(৭।৩।৮৬) ও 'উতো বৃদ্ধির্লুকি হলি' (৭।৩।৮৯) সূত্র অনুসারে প্রাপ্ত গুণ ও বৃদ্ধির 'ক্‌ঙিতি চ' (৭।২।১১৮) অনুসারে নিষেধ হইয়া থাকে—এই তিনটি প্রয়োজন থাকায় 'তাতঙ্'এর 'ঙিৎ' অনন্যার্থ নয় অর্থাৎ উহার অন্ত্যাদেশ ব্যতীতও প্রয়োজন আছে, কিন্তু 'অবঙ্' 'অনঙ্' প্রভৃতিতে 'ঙিৎ'এর অন্ত্যাদেশ ব্যতীত অন্য কোন প্রয়োজন নাই, সুতরাং অনন্যার্থ ঙিৎ স্থলে 'ঙিচ্চ' সূত্রে চরিতার্থ বলিয়া 'তাতঙ্'এর স্থলে পরবর্ত্তী অনেকাল্ সূত্রের দ্বারা উহা বাধিত হইয়া যায়।

অন্তরঙ্গের দ্বারা অপবাদ বাধিত হইয়া থাকে যথা—'অযজই ইন্দ্রম্' 'গ্রাম ই ইহ' 'সর্ব ই ইথম্' ইত্যাদিস্থলে গুণ ও সবর্ণদীর্ঘ—দুইটি কার্য্যেরই প্রাপ্তি আছে—অকার ও ইকারের স্থানে 'আদ্ গুণঃ' (৬।১।৮৭) অনুসারে গুণ এবং দুইটি ইকারের স্থানে 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ' (৬।১।১০১) অনুসারে সবর্ণদীর্ঘ প্রাপ্ত আছে; কিন্তু এক্ষেত্রে অন্তরঙ্গ গুণের দ্বারা সবর্ণদীর্ঘ এই অপবাদবিধি বাধিত হইয়া থাকে। গুণ অন্তরঙ্গ এবং সবর্ণদীর্ঘ—উহার অপবাদ—ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। 'দৈত্যারিঃ' 'শ্রীশঃ' ইত্যাদি সমানাশ্রয়স্থলে সবর্ণদীর্ঘ সাবকাশ; পূর্ব্বোক্ত ব্যাশ্রয়ক্ষেত্রে অন্তরঙ্গগুণের দ্বারা সবর্ণদীর্ঘ যে অপবাদবিধি, উহার বাধ হইয়া থাকে।

অসিদ্ধং বহিরঙ্গমন্তরঙ্গে।

অন্তরঙ্গের বিষয়ে বহিরঙ্গ অসিদ্ধ হয়।

অন্তরঙ্গ করণীয় হইলে উহার প্রতি বহিরঙ্গ অসিদ্ধ হইয়া থাকে। বহিরঙ্গ শাস্ত্রীয় নিমিত্ত সমুদায় মধ্যে অন্তর্ভূত অঙ্গ নিমিত্ত যাহার, তাহা অন্তরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ নিমিত্ত সমুদায় অপেক্ষায় বহির্ভূত অঙ্গ নিমিত্ত যাহার, তাহা বহিরঙ্গ। অল্পাপেক্ষ অন্তরঙ্গ আর বহ্বপেক্ষ বহিরঙ্গ অথবা ব্যাপ্য নিমিত্তক অন্তরঙ্গ আর ব্যাপক নিমিত্তক বহিরঙ্গ ইত্যাদি অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গের লক্ষণ অঙ্গীকৃত হইয়াছে।

অন্তরঙ্গ দুই প্রকার—যুগপৎ প্রবর্ত্তমান ও পশ্চাৎ প্রবর্ত্তমান। বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ—দুইটি বিধির যদি এককালে প্রবৃত্তি হয়, তাহা

হইলে প্রথম প্রকারের অন্তরঙ্গ আর বহিরঙ্গ প্রবৃত্ত হইবার সময় দ্বিতীয় প্রকার অন্তরঙ্গের প্রবৃত্তির কোন কারণ না থাকায় তখন প্রবৃত্ত হইতে পারে না; কিন্তু বহিরঙ্গবিধি প্রবৃত্ত হইবার পরে অন্তরঙ্গ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিলে দ্বিতীয় প্রকারের অন্তরঙ্গ প্রবৃত্ত হইতে পারে।

প্রথম প্রকারের অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গভাবের উদাহরণ 'উভয়ে দেবমনুষ্যাঃ' উভয় শব্দের পরে জস্ বিভক্তি থাকিলে যুগপৎ দুইটি সূত্রের দ্বারা নিত্য ও বৈকল্পিক সর্ব্বনাম সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে—'সর্ব্বাদীনি সর্ব্বনামানি' সূত্রের দ্বারা নিত্য সর্ব্বনাম সংজ্ঞা এবং 'প্রথমচরম' সূত্র অনুসারে বিকল্পে সর্ব্বনাম সংজ্ঞা। 'প্রথমচরম' সূত্র অনুসারে বিকল্পে সর্ব্বনাম সংজ্ঞা বিহিত হইয়াছে। 'প্রথমচরম' সূত্র বিভক্তি-সাপেক্ষ সুতরাং বহ্বপেক্ষতাবশতঃ বহিরঙ্গ এবং 'সর্ব্বাদীনি সর্ব্বনামানি' সূত্র বিভক্তি-নিরপেক্ষ বলিয়া অন্তরঙ্গ। উক্তস্থলে অন্তরঙ্গ যে নিত্য সর্ব্বনামসংজ্ঞা উহার প্রতি বহিরঙ্গ বৈকল্পিক সর্ব্বনামসংজ্ঞা অসিদ্ধ হওয়ায় নিত্যসর্ব্বনামসংজ্ঞাই হইবে; কিন্তু বিকল্পে সর্ব্বনামসংজ্ঞা হইবে না; সেইজন্য 'উভয়ে' একটি রূপই হয়, দুইটি রূপ হয় না।

এই প্রকার 'শিবেহি' ও প্রথম প্রকারের অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গভাবের উদাহরণ 'শিব আ ইহি' এইরূপ অবস্থায় যুগপৎ দুইটি কার্য্য প্রাপ্ত হয়—'শিব আ' এই দুইটিতে 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ' এবং 'আ ইহি' এই দুইটিতে 'আদ্‌গুণঃ'। এস্থলে সবর্ণদীর্ঘের অপেক্ষায় গুণ কার্য্য অন্তরঙ্গ আর সবর্ণদীর্ঘ বহিরঙ্গ। কারণ এক্ষেত্রে গুণ হইলে ধাতু আর উপসর্গ মিলিত হয়। ধাতু ও উপসর্গের মিলনকে ভাষ্যকার অন্তরঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—'ধাতূপসর্গকার্য্যমন্তরঙ্গম্' উপসর্গের স্বভাবই হইল পূর্ব্বে ধাতুর সহিত মিলিত হওয়া—ধাতুর সহিত মিলিত হইয়াই সাধন অথবা কারকের সহিত উহার মিলন হইয়া থাকে—পূর্ব্বং ধাতুরুপসর্গেণ যুজ্যতে ততঃ সাধনেন। সুতরাং ধাতু ও উপসর্গের মিলন হইল অন্তরঙ্গ আর তদ্ব্যতীত কার্য্য বহিরঙ্গ। উক্তস্থলে 'ইহি' ইহা 'ইণ্' ধাতুর লোট্ লকারের মধ্যম পুরুষের একবচনের রূপ। 'আ' ইহা আঙ্

উপসর্গ সেইজন্য 'আ ও ইহি' এই দুইটি কার্য্যই পূর্ব্বে হইবে পরে 'শিব' এই শব্দটির কার্য্য হইবে, কারণ অন্তরঙ্গের প্রতি বহিরঙ্গ অসিদ্ধ অর্থাৎ অবিদ্যমানের মত। 'আ ইহি' গুণ করিলে 'এহি' রূপ হয়; ইহার সহিত 'শিব' পদের সন্ধি করিলে 'ওমাঙোশ্চ' (৬।১।৮৫) অনুসারে পররূপ হইলে 'শিবেহি' প্রয়োগ সিদ্ধ হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে যে অবর্ণের পরে 'আঙ্' থাকিলে উক্তসূত্র অনুসারে পররূপ হইয়া থাকে; কিন্তু এস্থলে 'এহি' পদের একার পরে আছে, সুতরাং এইরূপ স্থলে পররূপ কি করিয়া হইতে পারে?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে এক্ষেত্রে সাক্ষাদ্‌ভাবে 'আঙ্' পরে না থাকিলেও 'আ ও ইহি' এই দুইটির সংযোগে যে 'এহি' হইয়াছে, উহাতে আ ও ইকারের সংমিশ্রণে একার একাদেশ হইয়া গিয়াছে। এইরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী—দুইটির একাদেশে জাত যে বর্ণ তাহাতে পূর্ব্ববর্ত্তীর ধর্ম ও পরবর্ত্তীর ধর্ম, যে কোন একটির ধর্ম ইচ্ছানুসারে আরোপ করিতে পারা যায়—'অন্তাদিবচ্চ' (৬।১।৮৫) সূত্রানুসারে, একাদেশে পূর্ব্ববর্ত্তীর অথবা পরবর্ত্তীর ধর্ম অতিদিষ্ট হয়। সুতরাং একাদেশের পূর্ব্বে যে পূর্ব্ববর্ত্তী 'আঙ্' আছে, উহার আঙ্‌ত্ব ধর্ম একার—এই একাদেশেও আরোপিত হইবে, ফলে 'শিব এহি' এক্ষেত্রে ওকারে আঙ্‌বুদ্ধি করিয়া পররূপ হইয়া থাকে।

এই কারণেই 'ওমাঙোশ্চ' সূত্রে আঙ্ পদের গ্রহণ করা হইয়াছে। অন্যথা 'শিব আ ইহি' এইপ্রকার হইলে সবর্ণদীর্ঘ করার পর শিবা ইহি' এইরূপ অবস্থায়, আকার ও ইকারের গুণ একাদেশ করিলেই 'শিবেহি' প্রয়োগ সিদ্ধ হইতে পারিত—এই আঙ্ গ্রহণের দ্বারা অন্তরঙ্গের প্রতি বহিরঙ্গ যে অসিদ্ধ হয়—ইহা সূচিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রকার অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গভাবের উদাহরণ 'পচাবেদম্' ইত্যাদি। 'পচাব' পদটি লোট্ লকারের উত্তম পুরুষের দ্বিবচনের রূপ। ইহার সহিত 'ইদম্'—পদের সংহিতা করিলে 'পচাব ইদম্' এই অবস্থায় 'আদ্‌গুণঃ'—সূত্র অনুসারে অকার ও ইকার—উভয়ের

হইলে প্রথম প্রকারের অন্তরঙ্গ আর বহিরঙ্গ প্রবৃত্ত হইবার সময় দ্বিতীয় প্রকার অন্তরঙ্গের প্রবৃত্তির কোন কারণ না থাকায় তখন প্রবৃত্ত হইতে পারে না ; কিন্তু বহিরঙ্গবিধি প্রবৃত্ত হইবার পরে অন্তরঙ্গ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিলে দ্বিতীয় প্রকারের অন্তরঙ্গ প্রবৃত্ত হইতে পারে।

প্রথম প্রকারের অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গভাবের উদাহরণ 'উভয়ে দেবমনুষ্যাঃ' উভয় শব্দের পরে জস্ বিভক্তি থাকিলে যুগপৎ দুইটি সূত্রের দ্বারা নিত্য ও বৈকল্পিক সর্ব্বনাম সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে—'সর্ব্বাদীনি সর্ব্বনামানি' সূত্রের দ্বারা নিত্য সর্ব্বনাম সংজ্ঞা এবং 'প্রথমচরম' সূত্র অনুসারে বিকল্পে সর্ব্বনাম সংজ্ঞা। 'প্রথমচরম' সূত্র অনুসারে বিকল্পে সর্ব্বনাম সংজ্ঞা বিহিত হইয়াছে। 'প্রথমচরম' সূত্র বিভক্তি-সাপেক্ষ সুতরাং বহ্বপেক্ষতাবশতঃ বহিরঙ্গ এবং 'সর্ব্বাদীনি সর্ব্বনামানি' সূত্র বিভক্তি-নিরপেক্ষ বলিয়া অন্তরঙ্গ। উক্তস্থলে অন্তরঙ্গ যে নিত্য সর্ব্বনামসংজ্ঞা উহার প্রতি বহিরঙ্গ বৈকল্পিক সর্ব্বনামসংজ্ঞা অসিদ্ধ হওয়ায় নিত্যসর্ব্বনামসংজ্ঞাই হইবে ; কিন্তু বিকল্পে সর্ব্বনামসংজ্ঞা হইবে না ; সেইজন্য 'উভয়ে' একটি রূপই হয়, দুইটি রূপ হয় না।

এই প্রকার 'শিবেহি' ও প্রথম প্রকারের অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গভাবের উদাহরণ 'শিব আ ইহি' এইরূপ অবস্থায় যুগপৎ দুইটি কার্য্য প্রাপ্ত হয়—'শিব আ' এই দুইটিতে 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ' এবং 'আ ইহি' এই দুইটিতে 'আদ্গুণঃ'। এস্থলে সবর্ণদীর্ঘের অপেক্ষায় গুণ কার্য্য অন্তরঙ্গ আর সবর্ণদীর্ঘ বহিরঙ্গ। কারণ এক্ষেত্রে গুণ হইলে ধাতু আর উপসর্গ মিলিত হয়। ধাতু ও উপসর্গের মিলনকে ভাষ্যকার অন্তরঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—'ধাতূপসর্গকার্য্যমন্তরঙ্গম্' উপসর্গের স্বভাবই হইল পূর্ব্বে ধাতুর সহিত মিলিত হওয়া—ধাতুর সহিত মিলিত হইয়াই সাধন অথবা কারকের সহিত উহার মিলন হইয়া থাকে—পূর্ব্বং ধাতুরুপসর্গেণ যুজ্যতে ততঃ সাধনেন। সুতরাং ধাতু ও উপসর্গের মিলন হইল অন্তরঙ্গ আর তদ্ব্যতীত কার্য্য বহিরঙ্গ। উক্তস্থলে 'ইহি' ইহা 'ইণ্' ধাতুর লোট্ লকারের মধ্যম পুরুষের একবচনের রূপ। 'আ' ইহা আঙ্

উপসর্গ সেইজন্য 'আ ও ইহি' এই দুইটি কার্য্যই পূর্ব্বে হইবে পরে 'শিব' এই শব্দটির কার্য্য হইবে, কারণ অন্তরঙ্গের প্রতি বহিরঙ্গ অসিদ্ধ অর্থাৎ অবিদ্যমানের মত। 'আ ইহি' গুণ করিলে 'এহি' রূপ হয় ; ইহার সহিত 'শিব' পদের সন্ধি করিলে 'ওমাঙোশ্চ' (৬।১।৮৫) অনুসারে পররূপ হইলে 'শিবেহি' প্রয়োগ সিদ্ধ হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে যে অবর্ণের পরে 'আঙ্' থাকিলে উক্তসূত্র অনুসারে পররূপ হইয়া থাকে ; কিন্তু এস্থলে 'এহি' পদের একার পরে আছে, সুতরাং এইরূপ স্থলে পররূপ কি করিয়া হইতে পারে ?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে এক্ষেত্রে সাক্ষাদ্ভাবে 'আঙ্' পরে না থাকিলেও 'আ ও ইহি' এই দুইটির সংযোগে যে 'এহি' হইয়াছে, উহাতে আ ও ইকারের সংমিশ্রণে একার একাদেশ হইয়া গিয়াছে। এইরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী—দুইটির একাদেশে জাত যে বর্ণ তাহাতে পূর্ব্ববর্ত্তীর ধর্ম ও পরবর্ত্তীর ধর্ম, যে কোন একটির ধর্ম ইচ্ছানুসারে আরোপ করিতে পারা যায়—'অন্তাদিবচ্চ' (৬।১।৮৫) সূত্রানুসারে, একাদেশে পূর্ব্ববর্ত্তীর অথবা পরবর্ত্তীর ধর্ম অতিদিষ্ট হয়। সুতরাং একাদেশের পূর্ব্বে যে পূর্ব্ববর্ত্তী 'আঙ্' আছে, উহার আঙ্ত্ব ধর্ম একার—এই একাদেশেও আরোপিত হইবে, ফলে 'শিব এহি' এক্ষেত্রে ওকারে আঙ্বুদ্ধি করিয়া পররূপ হইয়া থাকে।

এই কারণেই 'ওমাঙোশ্চ' সূত্রে আঙ্ পদের গ্রহণ করা হইয়াছে। অন্যথা 'শিব আ ইহি' এইপ্রকার হইলে সবর্ণদীর্ঘ করার পর শিবা ইহি' এইরূপ অবস্থায়, আকার ও ইকারের গুণ একাদেশ করিলেই 'শিবেহি' প্রয়োগ সিদ্ধ হইতে পারিত—এই আঙ্ গ্রহণের দ্বারা অন্তরঙ্গের প্রতি বহিরঙ্গ যে অসিদ্ধ হয়—ইহা সূচিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রকার অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গভাবের উদাহরণ 'পচাবেদম্' ইত্যাদি। 'পচাব' পদটি লোট্ লকারের উত্তম পুরুষের দ্বিবচনের রূপ। ইহার সহিত 'ইদম্'—পদের সংহিতা করিলে 'পচাব ইদম্' এই অবস্থায় 'আদ্গুণঃ'—সূত্র অনুসারে অকার ও ইকার—উভয়ের

অনুসারে 'ব্' এর উকার সম্প্রসারণ এবং পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ায় পরবর্ত্তী আকারের পূর্ব্বরূপ করিলে 'বিশ্ব উহ্ অস্' এইপ্রকার স্থিতি হইলে 'বহ্' ধাতুর শেষে যে 'ণ্বি' প্রত্যয় হইয়াছিল, সেই ণ্বি প্রত্যয়ের লোপ হইলেও 'প্রত্যয়লোপে প্রত্যয়লক্ষণম্' অনুসারে লুপ্ত 'ণ্বি' প্রত্যয়কে আশ্রয় করিয়া 'পুগন্তলঘূপধস্য চ' (৭।৩।৮৬) অনুসারে 'উহ্' এই লঘূপধের উকারের ওকার গুণ করিলে 'বিশ্ব ও হস্ 'এইরূপ হয়। পরে 'বৃদ্ধিরেচি' (৬।১।৮৮) অনুসারে পূর্ব্ববর্ত্তী অকার ও পরবর্ত্তী ওকার উভয়ের স্থানে ঔকার বৃদ্ধি একাদেশ করিলেই 'বিশ্বৌহস্' প্রয়োগ সিদ্ধ হয়। 'স্' এর রুত্ব ও বিসর্গ করার পর 'বিশ্বৌহঃ' পদটির নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে।

এইভাবে 'বিশ্বৌহঃ' প্রভৃতি পদগুলির সিদ্ধি অনায়াসেই হইতে পারে, বরং ইহাতে লাঘব হয়, কারণ 'বাহ ঊঠ্' সূত্রে এবং 'এত্যেধত্যূঠ্সু' সূত্রে 'ঊঠ্' গ্রহণ করিতে হয় না। সুতরাং এই 'ঊঠ্' গ্রহণের দ্বারা 'অসিদ্ধং বহিরঙ্গমন্তরঙ্গে' এই পরিভাষাটির অস্তিত্বের জ্ঞাপন হইতেছে।

উক্ত পরিভাষাটি স্বীকৃত হয় বলিয়াই পূর্ব্বোক্তস্থলে 'ঊঠ্' গ্রহণ ব্যতীত 'বিশ্বৌহঃ' প্রভৃতি প্রয়োগগুলির সিদ্ধি হইতে পারে না; কারণ উক্তস্থলে 'ব্' এর সম্প্রসারণ করার পর 'বিশ্ব উহ্ অস্' এইরূপ অবস্থায় উকারের লঘূপধগুণ হওয়া অসম্ভব। সম্প্রসারণের নিমিত্ত হইল শস্ বিভক্তি এবং লঘূপধগুণের নিমিত্ত হইল লুপ্ত ণ্বি প্রত্যয়—এই 'ণ্বি' প্রত্যয়টির শস্ বিভক্তি আসিবার পূর্ব্বে আসে এবং শস্ বিভক্তি ও 'বাহ্'—এই দুইটির অন্তর্বর্ত্তী, এই অন্তর্বর্ত্তী নিমিত্তকে আশ্রয় করিয়া লঘূপধগুণ হয় বলিয়া, উহা অন্তরঙ্গ। 'শস্' প্রত্যয়টি হইল 'ণ্বি' প্রত্যয়ের বহির্ভূত; সুতরাং এই বহির্ভূত নিমিত্তকে আশ্রয় করিয়া সম্প্রসারণ হয় বলিয়া, সম্প্রসারণে জাত যে উকার, উহা বহিরঙ্গ। অন্তরঙ্গ লঘূপধগুণের দৃষ্টিতে বহিরঙ্গ সম্প্রসারণ অসিদ্ধ হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ায় সম্প্রসারণ করিয়া লঘূপধগুণ এবং 'বৃদ্ধিরেচি' অনুসারে বৃদ্ধি করিলে

যে 'বিশ্বৌহঃ' প্রয়োগ হয়—ইহা বলা যায় না। সুতরাং উক্ত প্রয়োগ সিদ্ধির জন্য 'বাহ ঊঠ্' সূত্রের 'ঊঠ্' গ্রহণ চরিতার্থ হইয়া থাকে। তাহা হইলে উক্তপ্রকারে 'ঊঠ্' গ্রহণের দ্বারাই জ্ঞাপিত হয় যে 'অসিদ্ধং বহিরঙ্গম্'—এইরূপ একটি পরিভাষা আছে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে অনকারান্ত উপপদ থাকিতে এবং অকারান্তোপসর্গ উপপদ থাকিতে 'বহ্' ধাতুর শেষে 'ণ্বি' প্রত্যয় করা হইলে যাহাতে 'ঊঠ্' প্রযুক্ত বৈলক্ষণ্য হয়, সেইজন্য 'বাহ ঊঠ্' সূত্রের 'ঊঠ্' গ্রহণের প্রয়োজন আছে, যেমন 'ভুবং বহতীতি' 'ভূবাট্' ইহার 'শস্' বিভক্তিযোগে 'ভূ বাহ্ অস্'—পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতিতে 'ঊঠ্' করিলে 'ভূ উহ স্'—'ভূহঃ' রূপ হইয়া থাকে। আর যদি উক্ত সূত্রে 'ঊঠ্' না করিয়া উহার স্থানে সম্প্রসারণ অনুবৃত্তি করা হয়, তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া অনুসারে 'ভূ ও হস্' 'ভ্বোহঃ'—এইরূপ 'অনিষ্ট প্রয়োগের প্রসক্তি হইবে। এইরূপ প্র উপসর্গ পূর্ব্বক 'বহ্' ধাতুর উত্তরে 'ণ্বি' প্রত্যয় করিলে 'প্র উহঃ' এইরূপ অবস্থায় 'প্রাদূহোঢোঢ্যেষৈষ্যেষু'—এই বার্ত্তিক অনুসারে বৃদ্ধি করিলে 'প্রৌহঃ' প্রয়োগ হইয়া থাকে; কিন্তু 'ঊঠ্' না করিয়া উহার পরিবর্ত্তে যদি সম্প্রসারণ করা হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতিতে গুণ করিলে 'প্র ও হ'—এই অবস্থায় 'এঙিপররূপম্' (৬।১।৯৪) অনুসারে পররূপ হইলে 'প্রোহঃ'—এইরূপ প্রয়োগের প্রসক্তি হইবে। সুতরাং 'ভূহঃ' 'প্রৌহঃ' ইত্যাদি প্রয়োগ যাহাতে সিদ্ধ হয়, তাহার জন্য 'বাহ ঊঠ্' সূত্রে 'ঊঠ্' গ্রহণের প্রয়োজন আছে, যদি প্রয়োজন থাকে তাহা হইলে জ্ঞাপক হইতে পারে না—'সতি প্রয়োজনে ন জ্ঞাপকম্'। তাহা হইলে জাত বহিরঙ্গে অসিদ্ধ বিষয়ে উক্ত সূত্রের 'ঊঠ্' গ্রহণ জ্ঞাপক—ইহা কি করিয়া বলা যাইতে পারে?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে ভাষ্যকার উক্তসূত্রের 'ঊঠ্' গ্রহণ পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে জ্ঞাপক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; সেই ভাষ্যের প্রামাণ্যবশতঃ অনকারান্ত শব্দ অথবা অকারান্ত উপসর্গ পূর্ব্বে থাকিতে

'বহ্‌' ধাতুর শেষে 'খি' প্রত্যয় হয় না—'ভূহঃ' 'প্রৌহঃ' ইত্যাদি প্রয়োগের অনভিধান স্বীকার করা হইয়াছে—অর্থাৎ ব্যবহারক্ষেত্রে উহাদের প্রয়োগ হয় না—ইহাই কৈয়ট প্রভৃতি আচার্য্যের অভিমত।

অকৃতব্যূহাঃ পাণিনীয়াঃ।

নিমিত্তং বিনাশোন্মুখং দৃষ্ট্বা তৎপ্রযুক্তং কার্য্যং ন কুর্বন্তীত্যর্থঃ।

কোন নিমিত্তের বিনাশ **সম্ভাবনা থাকিলে** তৎপ্রযুক্ত কার্য্য পাণিনীয়শাস্ত্রের **অধ্যেতৃবর্গ পূর্ব্বেই করেন না।**

বহিরঙ্গের দ্বারা অন্তরঙ্গের নিমিত্ত বিনাশের সম্ভাবনা থাকিলে, সেই অন্তরঙ্গকার্য্য পূর্ব্বেই করা হয় না। ব্যূহ শব্দের অর্থ, বিশিষ্ট উহ—নিমিত্তবিনাশোন্মুখ অন্তরঙ্গকার্য্য, তাহা পাণিনীয়শাস্ত্রের অধ্যেতৃগণ করেন না; যেমন সদ্‌ ধাতুর শেষে লিট্‌ লকারেরস্থানে 'ভাষায়াং সদবসশ্রুবঃ' (৩।২।১০৮) অনুসারে ক্বসু প্রত্যয় করার পর উকার ও ককারের ইৎসংজ্ঞা ও লোপ করিলে 'সদ্‌ বস্‌' এইরূপ অবস্থা হয়। এই ক্বসু প্রত্যয়টি লিট্‌ লকারের স্থানে হইয়াছে বলিয়া 'লিটিধাতোরনভ্যাসস্য' (৬।১।৮) অনুসারে 'সদ্‌' এর দ্বিত্ব হইলে 'সদ্‌ সদ্‌ বস্‌' এই প্রকার স্থিতি হইয়া থাকে। এখন 'অত একহল্‌মধ্যেঽনাদেশাদের্লিটি' (৬।৪।১২০) অনুসারে সম্পূর্ণ অভ্যাস অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী—'সদ্‌' এই অংশটির লোপ এবং অবশিষ্ট 'সদ্‌' এর অকারের স্থানে একার করিলে 'সেদ্‌ বস্‌' এইরূপ অবস্থায় হয়; এইবার 'কৃত্তদ্ধিতসমাসাশ্চ' (১।২।৪৬) অনুসারে প্রাতিপদিক সংজ্ঞা হইলে, সেই প্রাতিপদিকের শেষে 'শস্‌' প্রভৃতি অজাদি বিভক্তি আসিলে 'সেদ্‌ বস্‌ অস্‌' এইপ্রকার স্থিতি হয় —সেই শস্‌ প্রভৃতি অজাদি বিভক্তির পূর্ব্ববর্ত্তী 'সেদ্‌ বস্‌'—এই সমুদায়ের 'যচি ভম্‌' (১।৪।১৮) অনুসারে ভ সংজ্ঞা হইলে 'বসোঃ সম্প্রসারণম্‌' (৬।৪।১৩১) সূত্র অনুসারে 'বসু' প্রত্যয়ান্ত ভসংজ্ঞক 'সেদ্‌বস্‌' শব্দের বকারের স্থানে উকার সম্প্রসারণ এবং 'সম্প্রসারণাচ্চ' (৬।১।১০৮) অনুসারে উহার পরবর্ত্তী অকারের পূর্ব্বরূপ করিলে 'সেদুসস্‌' হইয়া থাকে। 'আদেশ প্রত্যয়য়োঃ' (৮।৩।৫৯) অনুসারে উকারের পরবর্ত্তী সকারের

ষত্ব এবং অন্ত্য সকারের রুত্ব বিসর্গ করিলে 'সেদুষঃ' প্রয়োগটি সিদ্ধ হয়।

এক্ষেত্রে লক্ষ্য করিতে হইবে যে যখন 'সেদ্‌ বস্‌' এইরূপ অবস্থা হইয়াছে; সেই সময়েই 'আর্ধধাতুকস্যেড্‌বলাদেঃ' (৭।২।৩৫) অনুসারে বলাদি আর্ধধাতুক প্রত্যয় যে 'বস্‌' ইহার ইট্‌ আগম প্রাপ্ত হয়। আর 'শস্‌' প্রভৃতি অজাদি বিভক্তি আসিলে ভসংজ্ঞা হইলে, তন্নিমিত্তক সম্প্রসারণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু 'সেদ্‌বস্‌' এইরূপ অবস্থায় যখন কোন বিভক্তির সহিত উহার যোগ হয় নাই। সেই সময়েই প্রাপ্ত 'ইট্‌' হইবে না কেন?

পূর্ব্বে প্রাপ্ত থাকায় 'ইট্‌' অন্তরঙ্গ এবং শসাদি বিভক্তি আসার পর সেই বিভক্তির আশ্রিত সম্প্রসারণ বহিরঙ্গ, সুতরাং অন্তরঙ্গ কার্য্য পূর্ব্বে প্রাপ্ত থাকা সত্ত্বেও হইবে না—ইহাতে কোন যুক্তি নাই। এই কারণেই এইরূপ ক্ষেত্রের জন্য উক্ত পরিভাষাটির প্রয়োজন। উক্তস্থলে 'সেদ্‌বস্‌' এইরূপ অবস্থায় 'বস্‌' এই বলাদি আর্ধধাতুকের ইট্‌ হইতে পারে না। কারণ 'ইট্‌' আগমের নিমিত্ত যে বলাদিত্ব, উহার সম্প্রসারণ হইলে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। যদ্যপি 'সেদবস্‌' এইরূপ অবস্থায় ইট্‌ প্রাপ্ত আছে, কিন্তু শসাদি বিভক্তি আসিলে বলাদিত্বরূপ ইটের নিমিত্ত বিনষ্ট হইবে বলিয়া উহা হয় না—শসাদি বিভক্তি আসিলে সম্প্রসারণ হইলে 'বস্‌' এর স্থানে 'উষঃ' হইয়া যায়, বকারের বল্‌ প্রত্যাহারে পাঠ আছে; কিন্তু উকারের তাহা নাই। সুতরাং ককারের স্থানে উকার হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলিয়া উক্তস্থলে 'ইট্‌' হয় না।

মনে রাখা প্রয়োজন যে অন্যান্য বিভক্তিতে ইটের আগম হয়—যেস্থলে সম্প্রসারণ হইবার সম্ভাবনা নাই, সেস্থলে 'ইট্‌' হয়, যেমন সেদিবান্‌ সেদিবাংসৌ সেদিবাংসঃ ইত্যাদি।

'নিষেদুষীম্‌'—এই প্রয়োগে 'উগিতশ্চ' (৪।১।৬) অনুসারে ঙীপ্‌ (ঈ) প্রত্যয় আসিলে ভসংজ্ঞা হয় এবং ভসংজ্ঞা নিমিত্তক সম্প্রসারণ

হইলে 'নিষেদুষীম্' প্রয়োগ সিদ্ধ হয়, দ্বিতীয়ার একবচনে 'নিষেদুষীম্'। 'সদিরপ্রতেঃ' (৮।৩।৬৬) অনুসারে উক্তস্থলে ষত্ব হইয়া থাকে।

এই 'অকৃতব্যূহাঃ' পরিভাষার জ্ঞাপক হইল 'সমর্থানাং প্রথমাদ্বা' (৪।১।৮২) এই সূত্রে সমর্থানাম্ পদের গ্রহণ। 'সু উত্থিত' শব্দের প্রথমে দীর্ঘ করিয়া 'সূত্থিত' শব্দের শেষে অপত্যাদি অর্থে 'ইঞ্' প্রভৃতি তদ্ধিত প্রত্যয় যাহাতে হয়, সেইজন্য উক্ত সূত্রে 'সমর্থানাম্' এই পদটির গ্রহণ করা হইয়াছে ; কিন্তু সেস্থলে 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ' (৬।১।১০১) অনুসারে সবর্ণদীর্ঘরূপ অন্তরঙ্গ কার্য্য না করিয়াই, 'সু উত্থিত' শব্দের শেষে তদ্ধিত প্রত্যয় প্রাপ্তই হইতে পারে না, সুতরাং তাহার বারণের জন্য 'সমর্থানাম্'—এই পদটির গ্রহণ করিবার কোন সার্থকতা নাই। পাণিনি উক্ত পদটির গ্রহণ করিয়াই ইহা সূচিত করিয়াছেন যে 'অকৃতব্যূহাঃ' নামক একটি পরিভাষার অস্তিত্ব আছে। উক্ত পরিভাষাটি আছে বলিয়াই ঐ পদটির গ্রহণ সার্থক হইয়া থাকে—'সু উত্থিতঃ' এই ক্ষেত্রে সবর্ণদীর্ঘ অনন্তরঙ্গ হইলেও উহা পূর্বে হইবে না, কারণ 'অত ইঞ্' (৪।১।৯৫) অনুসারে—'ইঞ্' প্রত্যয় হইলে 'সু উত্থিত ই' এই অবস্থায় 'তদ্ধিতেষ্বচামাদেঃ' (৭।২।১১৭) সূত্র অনুসারে 'সু উত্থিত' পদের আদি উকারের ঔকার বৃদ্ধি করিলে 'সে উত্থিতিঃ' এই অবস্থায়, সবর্ণ দীর্ঘের আর নিমিত্ত থাকে না। দীর্ঘের নিমিত্ত হইল সবর্ণ অচ্—উকারের সবর্ণ উকার ; কিন্তু ঔকার নয়। ইঞ্ প্রত্যয় আসিলে দীর্ঘের নিমিত্ত যে সবর্ণ, উহার বিনাশ হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া, সবর্ণ নিমিত্তক দীর্ঘ হইতে পারে না, সুতরাং 'সুউত্থিত ই' এই অবস্থায় দীর্ঘ না করিয়াই পূর্ব্বে আদিবৃদ্ধি 'সৌ-উত্থিতিঃ' এবং আবাদেশ করিলে 'সাবুত্থিতিঃ' এইরূপ অনিষ্ট প্রয়োগের প্রসক্তি আছে, তাহা যাহাতে না হয় কিন্তু কৃতদীর্ঘ 'সুত্থিত' শব্দের শেষেই যাহাতে 'ইঞ্' প্রভৃতি হয়, এইজন্য উক্তসূত্রে 'সমর্থানাম্' পদের গ্রহণ সার্থক হইয়াছে।

প্রাচীন শাব্দিকগণ ইহার পরিবর্ত্তে 'নিমিত্তাপায়েনৈমিত্তিক-

স্যাপ্যপায়ঃ' নিমিত্তের বিনাশ হইলে নৈমিত্তিক অর্থাৎ কার্য্যের বিনাশ হয়—এইরূপ একটি পরিভাষা স্বীকার করিতেন। তাঁহাদের মতে 'সেদ্ বস্ অস্'—এই অবস্থায় অন্তরঙ্গ ইট্ পূর্বেই হইয়া যায় ; কিন্তু শস্ বিভক্তি না আসিলে যখন সম্প্রসারণ হয়, তখন 'ইট্'-এর নিমিত্ত বলাদিত্বের বিনাশ হইলে বলাদি আর্ধধাতুককে নিমিত্ত মানিয়া যে 'ইট্' আগম হইয়াছিল সেই 'ইট্' এরও বিনাশ হইয়া থাকে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে 'সেদুষঃ', 'নিষেদুষীম্' প্রভৃতি পদসিদ্ধির জন্য কোন পরিভাষাটি স্বীকার করা উচিত—অকৃতব্যূহা অথবা নিমিত্তাপায়ে?

ইহার উত্তরে বলা হয় যে প্রাচীন শাব্দিকের অভিমত 'নিমিত্তাপায়ে'—পরিভাষাটি স্বীকার করিলে পূর্ব্বে কারণ থাকায় কার্য্য হইয়া যায় আর যখন কারণের বিনাশ হয়, তখন তদাশ্রিত কার্য্যেরও বিনাশ ঘটিয়া থাকে। ইহা ঠিক সেইরূপ যেমন কোন ব্যক্তি নিজের পা কর্দমলিপ্ত করিয়া পুনরায় তাহা ধৌত করে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পাকে কর্দমাক্ত করেই না—'প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরম্'—পূর্ব্বে লিপ্ত করিয়া প্রক্ষালন করার অপেক্ষায় দূর হইতে স্পর্শ না করাই উচিত।

এই কারণে দীক্ষিত প্রাচীনাভিমত উক্ত পরিভাষাটি স্বীকার না করিয়া, তাহার পরিবর্ত্তে 'অকৃতব্যূহাঃ'—পরিভাষাটিকে মানিয়া লইয়াছেন।

নাগেশ বলেন যে ভাষ্যকার কোনস্থলেই এইরূপ পরিভাষা স্বীকার করেন নাই, সুতরাং ভাষ্যকারের অনভিপ্রেত 'অকৃতব্যূহাঃ' পরিভাষাটির অঙ্গীকারে কোন যুক্তি নাই। পূর্ব্বোক্ত পদগুলির সাধন করিবার জন্য তিনি সেই সবক্ষেত্রে—পদাবধিকান্বাখ্যান স্বীকার করিয়া থাকেন। শব্দ সিদ্ধির জন্য তিনপ্রকার অন্বাখ্যান বা প্রক্রিয়া স্বীকার করা হয়—(১) ক্রমিকান্বাখ্যান (২) পদাবধিকান্বাখ্যান (৩) বাক্যাবধিকান্বাখ্যান।

13490

প্রয়োগের উচ্চারণক্রমানুযায়ী যে প্রক্রিয়া করা হয়, তাহাকে ক্রমিকান্বাখ্যান বলা হয়। পদপর্য্যন্ত প্রকৃতিপ্রত্যয়গুলির সংস্থাপন করিয়া যে প্রক্রিয়া করা হয়, তাহা পদাবধিকান্বাখ্যান। বাক্যাবধিকান্বাখ্যান হইল বাক্যসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত প্রক্রিয়া করা হয় না; কিন্তু বাক্য পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। লক্ষ্যানুরোধে যে কোন অন্বাখ্যানটিকে অবলম্বন করা যাইতে পারে।

'নিষেত্তুষীম্' প্রভৃতি প্রয়োগের সিদ্ধির জন্য পদাবধিকান্বাখ্যানই গৃহীত হইয়া থাকে। যেমন 'নি সেদ্ বস্ ঈ অম্' এই অবস্থায় সম্প্রসারণ ও ইট্—দুইটির যুগপৎ প্রাপ্তি হইলে 'বসোঃ সম্প্রসারণম্' এইরূপ বসু প্রত্যয়ের উল্লেখ করিয়া সম্প্রসারণ বিধান করা হইয়াছে বলিয়া—ইহা বিশেষবিধি। সুতরাং এই বিশেষ বিধি অনুসারে পূর্ব্বেই সম্প্রসারণ হইয়া গেলে 'নি সেদ্ উস্ ঈ অম্' এইরূপ অবস্থায় 'ইট্' এর নিমিত্ত বলাদিত্ব না থাকায়, উক্ত ক্ষেত্রে 'ইট্' হইতে পারে না, সুতরাং 'নিষেত্তুষীম্' পদ অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারে। তাহার জন্য আর উক্ত পরিভাষা স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নাই। 'নিষেত্তুষীম্' প্রয়োগে 'সদিরপ্রতেঃ' (৮।৩।৬৬) অনুসারে পূর্ব্বের সকারের ষত্ব এবং পরের সকারের 'আদেশ প্রত্যয়য়োঃ' (৮।৩।৫৯) অনুসারে ষত্ব হইয়া থাকে।

ইতি সান্যালোপনামকেনাযোধ্যানাথশাস্ত্রিণা বিরচিতায়াং কাদম্বিনী ব্যাখ্যায়াং পরিভাষাপ্রকরণং সমাপ্তম্।

শুদ্ধিপত্র

ক্রমসংকেতঃ পৃষ্ঠা। পংক্তি/অশুদ্ধ/শুদ্ধ

৩।৪ ষ্বাভ্যাং/য্বাভ্যাং

„ পূর্ব্বৌতু/পূর্ব্বৌ

২৯।১২ শ্ছান্দসি/শ্ছন্দসি

৩২।২৪ উরন্‌রপরঃ/উরণ্‌রপরঃ

৩৪।২৩ পরেৎচ/ পরেহচ্

৪১।১৩ উ৩ৎশ্চবঃ/উ৩শ্চবঃ

৪৬।২ তদদাদীনামঃ (১।২।১০২)/ত্যদাদীনামঃ (৭।২।১০২)

৪৬।২৬ (উ. ৫৬২)/(উ. ৫৫২)

৫১।১ তস্ম্যোদাত্তত্তর/তস্ম্যোদাত্ততর

„ মাত্রাদ্ধ/মাত্রার্দ্ধ

৫১।৪ ৪১/১৪

৬৩।১৪ ক্বিঝলোঃ/ক্বিঝলোঃ

৭৩।২০ পুপধ্মা/উপুপধ্মা

৭৪।৭ ⍨ / ⌅

৭৬।১৬ অষ্টাধায্যাং/অষ্টাধ্যায়ীং

৯০।১ ঘোষোহণ/ঘোষোহ

৯৩।২৭ স্থলুপি/স্থলুকি

৯৫।১৯ আদৃশো/তাদৃশো

১০০, ১০১।৯ স্থপ্য/স্থপ্যা

১০২।২৮ সান্দ্রম/সান্দ্রম্

১০৩।১৪ অচ্ত্ব/অচ্ত্ব

১০৩।২২ স্ববর্ণা/সস্ববর্ণা

„ স্বস্বসবর্ণ/সস্ববর্ণ

১

শুদ্ধিপত্র
ব. বি./সি. কৌ. ৩১-১৯

১০৪।২৩ নামুচ্চারিতঃ/নাম্বচ্চারিতঃ

১০৫।১১ বাচ্যত্ত্ব/বাচ্যত্ব

১০৭।২৬ নৈবান্/নৈবেণ্

„ নৈবান্/নৈবাণ্

১০৭।২৭ ঋতেহন্নুদিৎ/ঋতেহণ্ুদিৎ

১০৮।১৮ ণিশ্চি/ণিশ্রি

১০৮।২১ কত্ত্ব / কত্ব

„ যোগ্যত্তম্/যোগ্যত্বম্

„ কত্তম্/কত্বম্

১১১।২১, ২৬ অন্নুদিৎ/অণ্ুদিৎ

১১২।১১ স্বপ্য/স্বপ্যা

১১৩।৯ উপান্ / উপাল্

১১৩।১৫ সাবর্ণং/সাবর্ণ্যং

১২২।১৮ নিষেধো/সাবর্ণ্যনিষেধো

„ যন্তপ্যক্ষর/যন্তপ্যাক্ষর

১২৬।২০ নাজ্ঝালৌ / নাজ্ঝলৌ

১৪৫।২৭ যচিভাম্ /যচিভম্

১৫৭।২২ সৌত্রত্বাৎ/সৌত্রত্বাৎ

১৫৯।১৮ উপস্থজন্তি অর্থান্ /উপস্থজ্যন্ত অর্থাঃ

১৬০।৯ যুৎ / যৎ

১৬৮।৫ বচিস্বপি/বচিস্বপি

১৭০।২০ ষাডঃ/ষ্যডঃ

১৭১।৭ কর্ম্মকানাম্ / কর্ম্মকাণাম্

১৭৭।৭ স্থিতিকত্ব / স্থিতিকত্ব

১৮৬।৬ কিৃভতি/কৃডিতি

১৯২।১৩ অডতি/অতাতি

১৯৪।২৬ ওপগোঃ/উপগোঃ

১৯৮।১৫ বর্ণান্তরানাম্ / বর্ণান্তরাণাম্

২০১।৮ সম্বন্ধ্যোঃ/সম্বুদ্ধ্যোঃ

২০১।১০ সম্বুদ্ধ্য/সম্বুদ্ধ্য

২০৪।১৫ সংযুজস্তে/সংযুজ্যন্তে

২০৭।২৭ বাহ্যন্ত/বাহন্ত্য

২০৮।২ বিধীয়তে/বিধীয়েতে

২১১।১৬ ষষ্ঠ্যন্ত/ষষ্ঠ্যন্ত

২১২।২৬ বিষয়নী/বিষয়িনী

২১৩।১৭ হইত্যে/হইতে

২১৬।৩ জ্ঝস্ব / জ্ঝ্াস্ব

২২০।২ ব্যপদেশিবদ্ভাব / ব্যপদেশিবদ্ভাবে

„ সুলভ ? / সুলভ।

২২১।১৩
২২২।১ } আত্ত্ব / আত্ব

২২২।৮ ক্রমাদাস্তা/ক্রমাদাস্তস্তা

২২৩।৮ অম্নুদেশানাম্ / অম্নুদেশঃ সমানাম্

২২৩।২৩ বাদানন্তরান্ / বাদা অনন্তরান্

২২৩।২৪ বার্ধস্তে / বাধস্তে

২২৪।৫ শাচ্ছাসাহবাব্যাবেপাং/শাচ্ছাসাহ্বাব্যাবেপাং

২২৪।১৬ অনন্তবিধিরই/অনন্তরবিধিরই

২২৪।২৬ অথ / অচ

২২৫।৬ শ্রম্ / শ্নম্

২২৬।১০ আচাম্ / অচাম্

২২৮।৬ অপবাদনন্তরান্ / অপবাদা অনন্তরান্

„ মধ্যেহপবাদঃ/মধ্যেহপবাদাঃ

২২৯।১৭ স্বরিতত্ত্ব/স্বরিতত্ব

২২৩।৩ যোগা/যোগো

২৩৪।২১
২৩৫।২০ অন্তেক্ষূঃ / অন্তেভূ´ঃ

২৩৯।২৭ ক্রোষ্ট / ক্রোষ্টু

২৪১।১ প্রাপ্যমান/প্রাপ্যমাণ

২৪৪।৯ আন্তর্ধ্য / আন্তর্যাং

২৪৮।২০ যুষ্পদ্ / যুষ্মদ্

২৪৯।১০ প্রত্যয়ে / প্রত্যয়

NAC-Library
13490

13490

1652